শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৬৯ { ১ম সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেলিরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৭ বিষ্ণু হইতে ৪৭৭ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৭০ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৪ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা -৫.০০ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রতাপ
পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত ব্রজানন্দ ব্রজবাসী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

———*———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-কর্ত্তৃক
নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত

পঞ্চদশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা	১।১৭
২। অহৈতুক ধাম-সেবক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৫
৩। আচার্য্যব্রুব বা বিদ্বোপদেশক [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪০৭
৪। আমিষ ও নিরামিষ	৩।১০২
৫। আসল ও নকল [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৫
৬। আর্ত্তি নিবেদন [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৯
৭। ঈশ্বরের সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ	১০।৩৮২
৮। একায়ন-শ্রুতি ও তদ্বিধান [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৪
৯। কপটতা দরিদ্রতার মূল [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৫
১০। কৃষ্ণ-তত্ত্ব—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৯৩
১১। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান – শ্রীশ্রী [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	৫।১৯৭
১২। গুরু-চরণে প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	১১।৪১২
১৩। গোড়ায় গলদ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৪
১৪। গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	১০।৩৯০
১৫। গো-ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব-স্তুতিঃ [সানুবাদ—শ্রীপৃথুমহারাজকৃতা]	৪।১২১, ৫।১৬১
১৬। গৌড়পুর [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৪
১৭। গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলাদির বৈশিষ্ট্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৪৮
১৮। গৌড়ীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৭, ১০।৩৬৯
১৯। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী [বিদ্যার্থিগণের পরীক্ষার বিবরণ]	৭।২৭২
২০। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে টোল পরিদর্শকের মন্তব্য—শ্রী	১১।৪৩৪
২১। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১১।৪১৭
২২। গৌড়ীয়-হাসপাতাল – শ্রী	৯।৩৪১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২৩। গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব—শ্রীল [বিবরণ]	১০।৩৯২
২৪। গৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্—শ্রী ["প্রণব-পারিজাতে" 'শ্রীভগবতার-তত্ত্ব-নিরূপণ'-প্রবন্ধস্থ সানুবাদঃ প্রতিবাদঃ]	৫।১৮৫, ৬।২৩৩, ৭।২৭৩, ৮।৩১৩, ৯।৩৫৩, ১০।৩৯৩
২৫। চাকরী ও চাকর	১১।৪২৬, ১২।৪৫৬
২৬। চাতুর্ম্মাস্য ও দামোদর ব্রতভঙ্গ [বিবরণ]	১০।৩৯২
২৭। চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্তম-ব্রত ও দামোদর-ব্রতোদ্‌যাপন [বিবরণ]	১০।৩৮৯
২৮। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত	৫।১৯৮, ৬।২২৮
২৯। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৭।২৭১
৩০। জগন্নাথ-মন্দিরে ছুঁৎমার্গ (?) [৩রা নভেম্বর ১৯৬৩ তারিখের দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদে মন্তব্য]	৯।৩৪৫
৩১। জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৭।২৭২
৩২। জীব-সেবা ও জীবে দয়া	৪।১৪৫
৩৩। জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক যন্ত্রণা	১।২০
৩৪। টোল পরিদর্শকের মন্তব্য—মাননীয়	১১।৪৩৪
৩৫। তীর্থ দর্শন ও পরিক্রমা—উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় [ইং ১৯৬৩ বিবরণ]	১১।৪৩৬
৩৬। "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" [শৈলেন্দ্র ঘোষাল-রচিত আলোকতীর্থের প্রতিবাদ]	১১।৪৩০
৩৭। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীপাদ ভাগবত প্রসাদ ব্রজবাসী ও ডাঃ শ্রীপাদ ব্রজানন্দ ব্রজবাসীর]	৩।১২০
৩৮। দশনামাপরাধ [কবিতা]	১০।৩৭৫
৩৯। দামোদরব্রতে দীপাবলী—শ্রী [বিবরণ]	১০।৩৯০
৪০। ধর্ম্মাড়ম্বর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৭
৪১। ধাম ও সহজিয়া-বিচার—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৫
৪২। নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান [পরিক্রমা ও জন্মোৎসব পঞ্জীসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	১২।৪৭৩
৪৩। নবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব—শ্রীধাম	২।৭৬
৪৪। নিরাকার ব্রহ্মবাদ ভক্তিবিরোধী [কবিতা]	৭।২৫০

প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৪৫। পরতত্ত্বের প্রকাশত্রয়ের ক্রমোৎকর্ষ ৭।২৬৬, ৮।৩০৭
৪৬। পিছলদার যবন-রাজ উদ্ধার [কবিতা] ৯।৩৩১
৪৭। পুরুষোত্তম ব্রত—শ্রী [বিবরণ] ১০।৩৮৯
৪৮। পৃথু-স্তবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতম্] ১।১
৪৯। প্রভুপাদের বিরহ মহোৎসব—শ্রীশ্রীল [চুঁচুড়া ও নবদ্বীপ মঠাদিতে] ১১।৪৩৭
৫০। প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৯।৩২৭, ১০।৩৬৯, ১১।৪০৭, ১২।৪৪৮
৫১। প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৫।১৬৫
৫২। বদরিকাশ্রম ও কেদারনাথ পরিক্রমা [সংক্ষিপ্ত বিবরণ] ৮।২৯২
৫৩। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—শ্রী [নবদ্বীপস্থ নবনির্ম্মিত মন্দিরে] ২।৭৬
৫৪। বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা—শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে [কবিতা] ৪।১৩২
৫৫। বিজন গ্রাম [কবিতা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।২৬, ২।৬৬, ৩।১০৭, ৪।১৫০
৫৬। বৈমুখ্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৮।২৯২
৫৭। বোষ্টম্ পার্লামেণ্ট [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৪।১২৪
৫৮। ব্যাসপূজা—শ্রী [বিবরণ] ২।৭৪
৫৯। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র] ১১।৪৩৯
৬০। ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীমদ্ ২।৬৮
৬১। ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ—শ্রীমদ্ ৩।১০৯
৬২। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব—শ্রীল [বিবরণ] ৯।৩৫২
৬৩। ভক্তি-মহিমা [কবিতা] ৫।১৭১
৬৪। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব (২) ৩।১১৫, ৪।১৩৮, (৩) ৫।১৯৩, ৬।২১২, (৪) ৭।২৫৬
৬৫। ভগবৎস্তোত্রম্ (১)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীরুদ্রকৃতম্] ৬।২০১, (২) ৭।২৪২, (৩) ৮।২৮১
৬৬। ভগবৎস্তোত্রম্ (১)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপ্রচেতসঃকৃতম্] ৯।৩২১, (২) ১০।৩৬১
৬৭। ভগবৎস্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীনাভিরাজ-ঋত্বিজকৃতম্] ১১।৪০১
৬৮। ভগবন্মহিমা-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীসায়ম্ভুব-মনুকৃতম্] ২।৪১
৬৯। ভাই কুতার্কিক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১০।৩৬৪
৭০। ভারততীর্থ দর্শন [ইং ১৯৬২ বিবরণ] ৯।৩৪৭, ১০।৩৮৮, ৪।১৫৩, ১২।৪৬
৭১। ভারত তীর্থ-দর্শনে আহ্বান—[নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণপত্র] ৭।২৭০
৭২। ভারত-তীর্থ-পরিক্রমা—তিনধামসহ [ইং ১৯৬৩ সংক্ষিপ্ত বিবরণ] ১১।৪০৫
৭৩। মানব-জীবনের কর্ত্তব্য ৮।৩০১
৭৪। মায়াপুর কোথায় ?—শ্রীধাম [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৩।৮৪

প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৭৫। মায়াবদ্ধ জীব [কবিতা] ৩।৯১
৭৬। মালা ও তিলকধারণের নিত্যতা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৭।২৪৭
৭৭। রথযাত্রা—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের [বিবরণ] ৭।২৭১
৭৮। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব তালিকাসহ নিমন্ত্রণপত্র] ৪।১৬১
৭৯। রাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ৭।২৭১
৮০। রাধাষ্টমী-ব্রত—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ৯।৩৫২
৮১। রামানন্দ-পরিচয়—শ্রী [কবিতা] ২।৪৮
৮২। রূপ-সনাতন ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীল [মালদহ ও রামকেলিতে পূজ্যপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা] ৬।২১৮
৮৩। শিলিগুড়িতে শ্রীল আচার্য্যদেব [প্রচার প্রসঙ্গ] ৬।২৩১
৮৪। শ্রদ্ধা [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৯
৮৫। 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি ১।৩২, ২।৫৫, ৩।৯৮
৮৬। শ্রীধাম মায়াপুর কোথায় ? [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৩।৮৪
৮৭। শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য ১।৩৮
৮৮। ষড়্ গোস্বামী [কবিতা] ১।১২
৮৯। ষ্টেটমেণ্ট [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত] ১।৪০
৯০। সঙ্কর্ষণ-স্তবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীরুদ্রকৃতম্] ১২।৪৪১
৯১। সৎসম্প্রদায় [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১১।৪০৮
৯২। সন্দর্ভ-সার [শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ১১] ২।৫১, (১২) ৩।৯৩, (১৩) ৪।১৩৫, (১৪) ৫।১৭৪, (১৫) ৭।২৫১, (১৬) ৮।২৯৫, (১৭) ৯।৩৩৩, (১৮) ১০।৩৭৭ (১৯) ১১।৪১৪, (২০) ১২।৪৫৩
৯৩। সন্ন্যাসী [কবিতা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৫।১৮১, ৬।২২৪, ৭।২৬৪, ৮।৩০৫, ৯।৩৩৮, ১০।৩৮৬, ১১।৪২২, ১২।৪৬৩
৯৪। সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয় [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৯।৩২৪
৯৫। সাংখ্য-বাণী ৪।১৪১, ৫।১৭৮, ৬।২১৫
৯৬। সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পাঠক [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪।১২৯, ৫।১৬৭, ৬।২০৭
৯৭। সুন্দরবনে শ্রীল আচার্য্যদেব [প্রচার প্রসঙ্গ] ৬।২৩১
৯৮। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ (বৈষ্ণবের) ১১।৪২০
৯৯। স্বাধীনতা ১।১৪
১০০। স্বাধীনতায় হীনাচরণ [কবিতা] ১২।৪৫০
১০১। স্মার্ত্তধর্ম্মের স্বরূপ ১।২৮, ২।৬২
১০২। হরিজন [কবিতা] ৬।২১১
১০৩। হরি-স্তবঃ—শ্রীশ্রী [সানুবাদ-শ্রীপৃথুমহারাজ-কৃতঃ] ৩।৮১

——*+++*——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৪ বিষ্ণু, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ১ম সংখ্যা

বৃহস্পতিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৬৯ ; ইং ১৪।৩।১৯৬৩

সানুবাদং

শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতং শ্রীশ্রীপৃথু-স্তবাষ্টকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশেঽধ্যায়ে—২৯-৩৬)

শ্রীপৃথিব্যুবাচ,—

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় মায়য়া
বিন্যস্ত-নানাতনবে গুণাত্মনে।
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্দ্ধূত-
দ্রব্যক্রিয়াকারক-বিভ্রমোর্ম্ময়ে॥ ১॥

(প্রজাবৎসল পৃথু-মহারাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া "পৃথ্বী-কর্ত্তৃক ওষধীবীজ-গ্রাসই দুর্ভিক্ষের কারণ" নির্ণয় করিয়া গোরূপ-ধরিণী ধরিত্রীর দোহনোদ্দেশ্যে তদুপরি শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ভীতা বসুন্ধরা দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি-সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—)

শ্রীপৃথিবী কহিলেন,—যিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নানাপ্রকার

তনু প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত প্রতীতিতে প্রতীয়মান হন, কিন্তু বস্তুতঃ যাথাত্ম্যজ্ঞানহেতু দ্রব্যক্রিয়াকারকে অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবাদিতে যে অহঙ্কার ও তন্নিমিত্ত রাগ-দ্বেষাদি তাহা হইতে নির্লিপ্ত, তাদৃশ পরমপুরুষ আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥১॥

যেনাহমাত্মায়তনং বিনির্ম্মিতা
ধাত্রা যতোহয়ং গুণসর্গ-সংগ্রহঃ।
স এব মাং হন্তুমুদ্যতায়ুধঃ স্বরা-
ড়ুপস্থিতোহন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥২॥

যে বিধাতা আমাকে প্রাণিগণের আবাসস্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে জরায়ুজ (মনুষ্য, পশ্বাদি), অণ্ডজ (পক্ষী, সরীসৃপাদি), স্বেদজ (কৃমি, মৎকুণাদি) এবং উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষাদি)-ভেদে চতুর্ব্বিধ গুণময়-দেহধারী ভূতগ্রাম ধারণ করিয়াছেন, সেই স্বরাট্ পুরুষই যখন স্বয়ং উদ্যতাস্ত্র হইয়া হনন করিতে উপস্থিত, তখন আমি আর কাহার শরণাগত হইব ? ২॥

য এতদাদাবসৃজচ্চরাচরং
স্ব-মায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্ক্যয়া।
তয়ৈব সোহয়ং কিল গোপ্তুমুদ্যতঃ
কথং নু মাং ধর্ম্মপরো জিঘাংসতি ॥৩॥

যে ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে জীববিষয়িণী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা এই চরাচর জৈব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যে ভগবান্ই আবার স্বীয় পালনী-শক্তিদ্বারা পৃথুরূপে ইহার রক্ষণোদ্যত, সেই ধর্ম্মপালক পুরুষ আবার কি-প্রকারে আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ৩ ॥

নূনং বতেশস্য সমীহিতং জনৈ-
স্তন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়াকৃতাত্মভিঃ।
ন লক্ষ্যতে যস্ত্বকরোদকারয়দ্
যোহনেক একঃ পরতশ্চ ঈশ্বরঃ ॥৪॥

ভগবানের দুর্জ্জয়া মায়াদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের পক্ষে

সমর্থশালী পুরুষের আচরণ দুরধিগম্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইয়াও ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি করা'ন; তিনি স্বয়ং এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা অনেক হইয়া থাকেন ॥৪॥

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়া কারক-চেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধ-বিরুদ্ধ-শক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ৫ ॥

যে ভগবান্ স্বীয় শক্তিস্বরূপ মহাভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ করিতেছেন, যাঁহার শক্তিসকল প্রবল এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী পরমপুরুষ বিধাতাকে আমি নমস্কার করি ॥৫॥

স বৈ ভবানাত্ম-বিনির্ম্মিতং জগদ্-
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মকং বিভো।
সংস্থাপয়িষ্যন্নজ মাং রসাতলা-
দভ্যুজ্জহারাম্ভস আদিশূকরঃ ॥৬॥

হে বিভো, হে অজ, যিনি স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই সেই পুরুষ; আপনিই স্বনির্ম্মিত ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণাত্মক এই জগৎকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবার জন্য আদিশূকর-রূপ ধারণ করিয়া জলময় রসাতল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন ॥৬॥

অপামুপস্থে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ
প্রজা ভবানদ্য রিরক্ষিষুঃ কিল।
স বীরমূর্ত্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পয়স্যুগ্রশরো জিঘাংসসি ॥৭॥

আপনিই সেই ধরাধর বরাহ-মূর্ত্তি; আমি জলের উপরিভাগে তরণীর ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছি। আপনার প্রজাকুল সেই তরণীরূপা আমাতে অবস্থিত; কিন্তু অদ্য আপনি প্রজাগণের রক্ষণ-বাসনায় ধরমূর্ত্তি পৃথু-রূপ প্রকাশিত করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধের জন্য

সর্ব্বাধারভূতা আমাকে তীব্রবাণ-সংযোগে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ! ৭ ॥

নূনং জনৈরীহিতমীশ্বরাণা-
মস্মদ্বিধৈস্তদ্‌গুণসর্গ-মায়য়া ।
ন জ্ঞায়তে মোহিত-চিত্তবর্ত্মভি-
স্তেভ্যো নমো বীর-যশস্করেভ্যঃ ॥৮॥

হে দেব ! ঈশ্বরের গুণ-সর্গরূপা মায়াদ্বারা অস্মদ্বিধ জনসমূহের চিত্তবর্ত্ম নিশ্চিতই মোহিত হইয়া আছে, যেহেতু আমরা ভগবদ্ভক্ত-গণেরই ক্রিয়াদি জানি না, (পরমেশ্বরের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই)। অতএব সেই পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহাদিগকেও আমি নমস্কার করি। ভক্তগণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের যশোবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবদ্ভক্তগণকে নমস্কার বিধান করিতেছি ॥৮॥

শ্রীধাম ও সহজিয়া-বিচার

শ্রীনবদ্বীপ নগর বহুদিন হইতে বঙ্গের পূর্ব্বগৌড়ের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ পাণিনি-কথিত গৌড়পুরের প্রাচীন স্মৃতির ধারায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত নগর। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পালবংশীয় নরপতিগণ সুবর্ণ-বিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। সুরবংশীয়গণ সুরডাঙ্গা বা সরডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। শ্যেনবংশীয় রাজগণ শ্যেনডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ মায়াপুরে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি বল্লালের ঢিবি বা প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষরূপে বর্ত্তমান। এই বংশের দ্বিতীয় লাক্ষ্মণেয়ের অশীতিবর্ষ কালে বঙ্গের রাজধানীর গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল।

ভাগীরথী-তীরে বহুদিন হইতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপা ঋষি-নীতির অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। শ্যেনবংশীয় রাজগণের সভায় সেই বিদ্যাপ্রতিভার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সেই সভায় কবিবর শ্রীজয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামক অষ্টাধ্যায়ী গীতিকাব্য রচনা করিয়া শ্যেনবংশীয়গণের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিভালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, শ্যেনবংশীয়

রাজগণের বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য ছিল না, কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখকের তাৎকালিক অবস্থা হইতে জানা যায় যে, শ্যেনবংশীয় ভূপতিগণ শ্রীরাধা-গোবিন্দের দাস্যের পরমোৎকর্ষ আস্বাদনে নিরত ছিলেন। কাহারও মতে, ঋষি-নীতির চরমোৎকর্ষই বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তির চরমোৎকর্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-সাহিত্য—শাক্তেয় মতবাদের অন্তরায়।

গৌড়পুরের ব্রহ্মশোভা রাজশ্রীর দ্বারা পুনঃসম্বর্দ্ধিত হইয়া যে বিষ্ণু-ভক্তির প্রবল উৎস গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনা-প্রণালী সুষ্ঠুনীতির উপর সম্বর্দ্ধিত, কিন্তু অপাত্রে পড়িয়া উহা বৌদ্ধ-মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রাকৃত-সাহজিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন যে, বৌদ্ধগণের অশ্বঘোষীয় বিচারানুসারে প্রাকৃতসহজিয়া-মতই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, কিন্তু চৈতন্যদেব বলেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

গৌড়দেশের ঐতিহ্য-পাঠক সকলেই জানেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণের পশ্চাদ্-দৃশ্যমধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের গীতি বর্ত্তমান। সেই গীতি-সমূহের পূর্ব্বে বাংলা-ভাষার পরিচয় জানিতে হইলে সুললিত গীতগোবিন্দ কাব্যকেই আকরস্থানীয় জানা যায়। সেই অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট বিচারে প্রচুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-বিরোধি-সম্প্রদায় শ্রীরাধতত্ত্বকে কালাধীন করিতে গিয়া ঋক্-পরিশিষ্ট-বচনের অবহেলা করিয়া থাকেন। **নিম্বগ্রামের বা মুঙ্গের-পত্তনের ক্ষেত্রোৎপন্ন 'শ্রীনিম্বভাস্কর' সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া যে ধুয়া উঠিয়াছিল, উহা অকিঞ্চিৎকর ভিত্তিতে অবস্থিত।**

প্রাকৃত সহজিয়া-কুল যেভাবে প্রাকৃত জগৎ হইতে অধিরোহপথে গমন করিয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস করে, সেইরূপ প্রয়াসের কোন উপযোগিতা আমরা অপ্রাকৃত মধুর-রতিতে লক্ষ্য করি না। যাহারা হরি-বিমুখ, তাহাদের গত্যন্তর না থাকায় সকল বিষয়ই

প্রকৃতির অঙ্কে লালিত, পালিত ও সম্বর্দ্ধিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু শব্দশক্তিতে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি দুর্ব্বল-হৃদয়ে শব্দ-দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে চালিত করায়, তজ্জন্যই সকলে দুঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত ত্যক্তগৃহমেধযজ্ঞ কৃষ্ণসেবনোন্মুখের অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহার অনুকরণ করিয়া বসে, তাহার ফলেই নবরসিক-সম্প্রদায়ের চিন্ময়রসের বিকৃত তাণ্ডবনৃত্য।

নিম্বগ্রাম বা মুঙ্গেরপত্তনের অধিবাসী নিমানন্দ—গৌরসুন্দরের গৌণ পরিদর্শক মাত্র। বহু অনুসন্ধানেও মুঙ্গেরপত্তন বা নিম্ব-গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কিম্বদন্তী এই যে, উহা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। যদি কেহ প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিসম্বাদিত সুন্দর ভট্টাদির সম্বন্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে আলোচনা করাই সঙ্গত। ভাস্কর-ভাষ্য প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈত-বিচারপূর্ণ গ্রন্থ কোন্ সময় রচিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। **কেনই বা হরিব্যাস ও কেশব ভট্টাদি গৌড়ীয়ের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি পাঠ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, উহার মূলানুসন্ধানে বিরত হওয়া গৌড়ীয়গণের কর্ত্তব্য নহে।** গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পশ্চাদ্-দৃশ্যরূপে শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল, শ্রীল জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বর্ণিত হন। তাঁহারা কি সকলেই অশ্বঘোষ-মতাবলম্বী প্রাকৃত সাহজিয়া? প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন,—তাঁহারা তাহাই, যেহেতু নবরসিক-সম্প্রদায় তাঁহাদেরই মত পোষণ করেন। কিন্তু **গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের পূর্ণতম বিকাশ। তাহার অনুকরণে পুষ্টিমার্গের পুষ্টি ও নিম্বার্কের "দশশ্লোকী" প্রভৃতি পল্লবিত হইয়াছে।**

শ্যেনবংশীয়গণের রাজকবি শ্রীজয়দেব কবিরাজ বঙ্গদেশীয় বহু কবিরাজ-গণের আকর-স্থানীয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে-সকল রাধাগোবিন্দ-উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ ও প্রীতি সংস্থাপন করিতেছেন, শত্রু-মিত্রভাবে তাঁহাদের উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে,

ব্রাহ্মণে এবং নানাস্থানে পশ্চাদ্-দৃশ্যরূপে মনীষিগণের চিত্ত ন্যূনাধিক আকর্ষণ করিয়াছে। কেবল যে ভারতীয় ধর্ম্ম-বিকাশে এই চিন্তা-স্রোতের স্থান লক্ষিত হয়, এরূপ নহে। নজরথের ধর্ম্ম-প্রচারকের চিত্তবৃত্তিতেও ভগবৎ-সেবার কিয়ৎপরিমাণ দেশ-কাল-পাত্রোচিত ভাবের কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিঞ্চিজ্জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যে জড়নীতি-প্রাধান্য-মূলে চিন্নীতির গর্হণ দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তিকালে বিচার-ভ্রান্তি-মূলে উদ্ভূত। অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় জড়নীতি-শ্রদ্ধ ধর্ম্মজগতের শৈশব-বিচার-ধারায় যে গর্হণ দেখা যায়, তাহার মূল্য কত, সুধীগণ তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। প্রাকৃত সহজধর্ম্ম অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কিরূপ বৈরিতা-সাধন করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, বস্তুর ভোগময়-দর্শন ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যসেবোন্মুখ-দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

প্রাকৃত সাহজিকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বে গুরুদিগের দুর্নীতিপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া অপ্রাকৃত সহজতত্ত্বে সাধারণের অধিকার বঞ্চিত করিয়াছেন। সাধারণ জনগণ দুইভাগে সৃষ্ট হইয়া আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ-বিচারমূলে পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করেন। এই ভেদবাদ যে-স্থলে অস্বীকৃত হইয়াছে, তথায়ই প্রাকৃত-সহজিয়া দুর্নীতি পোষণ করিবার পরম সুযোগ পাইয়াছেন। অপরদল "সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে কলঙ্ক আছে" বিচার করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিকগণকে বিষ্ণুভক্তির অধস্তন জানিয়া সত্য-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর কূলে বিস্তৃত হইয়া অনেক গ্রাম-নগরাদির আবাহন করিয়াছে। কালপ্রভাবে রাজশ্রী ক্ষুণ্ণ হইলেও শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিদ্যার প্রবল স্রোত বিপন্ন হয় নাই। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ ও অধ্যাপকগণ আসিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৌড়পুর-নবদ্বীপ নদী-মাতৃক-দেশ বলিয়া পরিণামশীল ভূমিকায় অকিঞ্চিৎকরতা-প্রতিপাদনে কোনদিনই বিমুখ হয় নাই। সুতরাং বিদ্যার্থি-অধিবাসীগণ স্রোতস্বতী জননীর বিভিন্ন ক্রোড়ে কালে কালে পালিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিংশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ীয়-বিদ্যা-কেন্দ্র ও তীর্থবাসী যাত্রীগণের স্থান দিবার জন্য কোলদ্বীপে সহর নবদ্বীপ বসিয়াছে। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া চিরদিনই দেশ-বিদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ

আসিয়া গৌড়পুরের ক্ষীণালোক-প্রদীপের স্নেহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণুভক্তির কথায় শ্রীনবদ্বীপের আলোক বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি যতিরাজগণ বিষ্ণুভক্তি-লাভেচ্ছায় নবদ্বীপ নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই তাৎকালিক অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লোকাতীত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করেন, তাহাও কাল-প্রভাবে অপরাবিদ্যা-নিপুণ ভক্তি-বিরোধিগণের আস্ফালনে ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক ন্যায়শাস্ত্রাধিকার বৈদিক বেদান্ত-মূলে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে নব্যন্যায়ের চাঞ্চল্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের দিকে যাইতেছিল। আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-তনয়ের হস্তে পারমার্থিক দর্শনস্পৃহা প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মে পরবর্ত্তিকালে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতের অধস্তনসূত্রে রাধামোহন স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ নগর ও নগরবাসিগণের বৃত্তি কালে কালে বিকারযুক্ত হইয়া অপরা বিদ্যার মহিমা পরাবিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু পরাবিদ্যার আদিপথিক শ্রীরাধা-গোবিন্দোপাসক গৌড়ীয় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমপুরুষরূপে শ্রীমায়াপুরে শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই শোভাবর্দ্ধনকারীর বিদ্যাপীঠে আচার্য্য-মন্দিরে অপরাবিদ্যার উন্নতস্তরে অবস্থিত পরবিদ্যাপীঠ পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহা পৃথুকুণ্ডতীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই পৌরাণিক আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ কখনও কোলদ্বীপ বা মোদদ্রুম-দ্বীপের অংশবিশেষে পরিণত হইতে পারে না। ইহা শ্যেনবংশীয় রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত।

প্রৌঢ়ামায়া ভাগীরথীর অপরকূলে বাস করিয়া হরিবিমুখ দেবানন্দাদি পণ্ডিতের দ্বারা পরমার্থবিচারের প্রতিকূল আচরণ করিয়া পরে অপরাধ-ক্ষমাপণের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রৌঢ়ামায়া মায়াহত হইয়া প্রৌঢ়া-শব্দের পরিবর্ত্তে 'পোড়া' বা 'বিদগ্ধ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন। তাঁহারই মায়াজাল বিস্তৃত হইয়া লোক-নেত্র আবৃত করিবার জন্য কর্ক্কটিকা-পল্লীতে 'মিঞাপুর' স্থাপিত হইয়াছে। 'মিঞা' শব্দটি যাবনিক-ভাষার অন্তর্গত বিলাসপর সামাজিকগণের উপাধি। তথায় অশ্বঘোষের মহাযানিক অনুষ্ঠান প্রাকৃত-সাহজিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে—এই বিচারই কলিজনোচিত।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রদ্ধা

অনন্ত-কাল হইতে অনন্তজীব মায়ামুগ্ধ হইয়া এ সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস ; সেই দাস্য বিস্মৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছা-বশতঃই জীব মায়ার দাস। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

মায়াবদ্ধ হইয়া এ সংসারে পড়িয়া জীব অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে। কোন একটী বস্তু পাইলে বড় সুখ হইবে, কত কষ্ট করিয়া তাহা পাওয়া গেল ; কিন্তু ইহাতে ত সুখ নাই, তবে বুঝি আর একটী বস্তু পাইলে সুখ হইবে। কিন্তু সুখ হইল না, আশা মিটিল না, প্রাণ জুড়াইল না। "রিপুর" দাস হইয়া তার লাথি খাইয়াও ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতেছে না, তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না,—তাহার দাসত্বে বুঝি কি একটু সুখ আছে, তাই জীব তার জন্য এত লালায়িত। ধনী ধনের গৌরবে দরিদ্রের দিকে ঘৃণায় চাহিতেছে না, বুদ্ধিমান্ মূর্খের কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না। অবিদ্যারূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সেই অভিমানে কেহ বা ফুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ বা তাহা না পাইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চিন্ময় রাজ্যের দিব্যরত্ন জীব আজ সংসারের ধুলায় মলিন। যখন শ্রীভগবানে শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল বারিদ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ ধুলা-কাদা বিধৌত হইবে, তখনই রত্নের জ্যোতি—কৃষ্ণভক্তি আপনিই বাহির হইবে। তখনই চিন্ময় রত্ন চিন্ময় ধামে যাইবে। কিন্তু কোথায় সে শ্রদ্ধাবারি !

এই সংসারে অশেষ ক্লেশে ব্যথিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই হউক, অথবা সাধুসঙ্গ-ক্রমে সাধুর উপদেশ লাভ করিয়াই হউক, কিম্বা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কিম্বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্ ; জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন ; ঈশ্বর স্বাধীন, জীব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন ; ঈশ্বর প্রভু, জীব দীনহীন

দাস ; তখনই আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত যাতনা জুড়াইবার, অথবা সর্ব্বাশ্রয় হরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃই উদয় হইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে পাইবার চেষ্টাও অল্প অল্প হয়। **ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা।**

জীবের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় জীব জড়াভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং সাধু-সঙ্গ অভাবে বা কু-সঙ্গক্রমে এ শ্রদ্ধা একেবারে লুক্কায়িত হইতে পারে। সুতরাং এই সময় হইতে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি-উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান,—তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ জাগ্রত-স্বভাব-সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। **ইহাই "ভক্তিলতা বীজ"**। এই সময়ে শ্রদ্ধাবানের যেরূপ ভাব হয়, তাহা নিম্ন-লিখিত বাক্যে প্রকাশিত হইতেছে যথা—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রদ্ধাবান্ জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—**একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই জীবের স্বভাব, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত জীবের কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কার্য্যই করা হইল।** কিন্তু মায়াবদ্ধ হইয়া জীব বিকৃত-স্বভাব হইয়াছেন। সুতরাং স্বভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেহযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করত কৃষ্ণানুশীলন করাই শ্রেয়ঃ। তাই তিনি ভক্তি-অনুকূল যাহা কিছু, তাহাই মাত্র স্বীকার করেন। ভক্তি-প্রতিকূল যাহা কিছু, তাহা জীবের কর্ত্তব্য নয় বলিয়া কদাচ গ্রহণ করেন না। শ্রদ্ধাবান্ জীবের কর্ম্মাধিকার নাই, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে উত্তম এই শ্রদ্ধা তাঁহার স্বভাবতঃই উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যতদিন কর্ম্মফলের প্রতি অনাসক্ত না হইবে, অথবা আমার

বিষয় শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাবান্ না হইবে, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাবান্ জন আর কর্ম্মফলে আসক্ত নাই, কারণ তিনি একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহার কর্ণে হরিকথা বড় ভাল লাগে—তিনি তাহাতে অনাসক্ত নহেন। তিনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আশা-ভরসা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়-ক্রোধঃ"—দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিমুক্ত হইয়া, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং"-রূপ উত্তমা ভক্তি আচরণ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল। সুতরাং তিনি কর্ম্মযোগীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম অতীত করিয়া, জ্ঞানযোগীর যুক্তি-বিচার অবহেলা করিয়া বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাইবার জন্য শ্রদ্ধাযোগে অবস্থিত। কারণ, "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী" —একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র এবং একমাত্র "ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ"—ভক্তিদ্বারাই ভগবানের পূর্ণ-অনুভব হয়; জ্ঞান ও যোগদ্বারা তাঁহার জ্যোতি-ব্রহ্ম ও তাঁহার এক অংশ—পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং শ্রদ্ধা জীবের বড় আদরের ধন। শ্রদ্ধাবান্ সাধক যতদিন সাধন-ভক্তিরাজ্যে অবস্থিতি করেন, এই শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনক্রমে অবস্থানুসারে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি আদি নাম ধারণ করেন। ক্রমে **যখন ভাব উদয় হয়, তখনই এই শ্রদ্ধা নির্গুণ-শ্রদ্ধা, রাগ বা রতি-নাম প্রাপ্ত হয়,** সেই রতিই প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ।

শ্রদ্ধাবান্ জীব একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। যদি সূক্ষ্মভাবেও তাঁহাদের মনে অন্য বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নির্গুণ-উদ্দেশিনী হয় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে যতদিন তাঁহারা ঐ কামনা ত্যাগ না করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের ভক্তিলাভের আশাও কম। শুদ্ধভক্তিই জীবের সম্পত্তি। সেই ভক্তি পাইতে হইলে প্রথমতঃ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা লাভ হয় না।

—সজ্জনতোষণী, ৯ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ষড়্ গোস্বামী

জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হ'তে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ ১॥
কুমারদেবের পুত্র রূপ-সনাতন।
দিগ্বিজয়ী জগদ্গুরু ভুবন-পাবন॥
বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ হৈল জন্মেতে ধন্য।
দক্ষিণ-ব্রাহ্মণকুল লভিলেক পুণ্য॥ ২॥
হোসেন্‌সার আমলে রাজকার্য্য-ধারী।
রামকেলি কর্ম্ম-ক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ কানাড়ী॥
সাকরমল্লিক, দবিরখাস খ্যাতি।
লভিলা ব্রাহ্মণদ্বয় হরসিত অতি॥ ৩॥
শ্রীগৌরাঙ্গ উপনীত প্রয়াগের ঘাটে।
শ্রীরূপ মিলিল গিয়া তাঁহার নিকটে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥ ৪॥
আজ্ঞা দিল শ্রীরূপে যাইতে বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-লুপ্ততীর্থ উদ্ধার-কারণ॥
বিদগ্ধ-মাধব, ভক্তি-রসামৃত সার।
ললিত-মাধব বহু ভক্তি-গ্রন্থ যাঁর॥ ৫॥
কাশীধামে সনাতন প্রভুপদে গিয়া।
দৈন্য-মিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
জিজ্ঞাসে,—"কে আমি, কেন জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি আমি, কিসে হিত হয়? ৬॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহিবে আপনি॥

দৈন্যাদি বৈরাগ্যে তারে দেখি' যোগ্যপাত্র।
প্রভু তাঁরে শিক্ষা দিলা ক্রমে সব তত্ত্ব ॥ ৭ ॥
শেষে আজ্ঞা দিলা তাঁরে যাইতে বৃন্দাবন।
রূপ, অনুপম যেথা করেছে গমন ॥
হরিভক্তিবিলাসাদি তাঁহার রচিত।
বহু ভক্তি-শাস্ত্র আর ভাগবতামৃত ॥ ৮ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী হয় অনুপম-সুত।
শ্রীরূপের মন্ত্র-শিষ্য পরম পণ্ডিত ॥
নানা-সন্দর্ভ-গ্রন্থ রচিত হয় যাঁর।
বহু ভক্তিশাস্ত্রের হয় টীকাকার ॥ ৯ ॥
কাশীধামে তপনমিশ্র করে তীর্থবাস।
মহাপ্রভু তাঁর গৃহে থাকে দুইমাস ॥
তার পুত্র **রঘুনাথ-ভট্ট** প্রভু-স্থানে।
ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা করে আনন্দিত-মনে ॥১০॥
প্রভুর আদেশে সেহ যায় বৃন্দাবন।
বহুভক্তি-গ্রন্থ সেথা করে প্রণয়ন ॥
জপ করে প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম।
প্রতিদিন সহস্রেক বৈষ্ণব-প্রণাম ॥১১॥
দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের শ্রী-সম্প্রদায়ী।
বেঙ্কটভট্টের পুত্র **গোপাল-ভট্ট** হয় ॥
কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গপত্তনে।
মহাপ্রভু ছিল সেথা চাতুর্ম্মাস্য-দিনে ॥১২॥
গোপালভট্ট প্রভু-পদে শরণ লইয়া।
ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা করে মনোযোগ দিয়া ॥
প্রভুর আদেশে যায় ধাম বৃন্দাবন।
রাধারমণ বিগ্রহ করয়ে সেবন ॥১৩॥
বৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যবস্থা-পণ্ডিত।
সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা যাঁহার রচিত ॥

সপ্তগ্রাম অধিবাসী গোবর্দ্ধন দাস।
তাঁহার সুযোগ্য পুত্র **রঘুনাথ দাস** ॥১৪॥
প্রাকৃত বস্তুতে তাঁর কভু নহে মন।
নীলাচলে প্রভু স্থানে করিলা গমন ॥১৪॥
কৃপা করি প্রভু দিল স্বরূপের হাতে।
স্বরূপের রঘু বলি, খেয়াতি জগতে ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখিতে লাগিলা।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মানসে করিলা ॥ ৫॥
জীবনের শেষভাগে যান বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড তীর্থবাস লক্ষনাম-গ্রহণ ॥
ছয় গোস্বামীর ভক্তিশাস্ত্রের আলোক।
করিয়াছে সমুজ্জ্বল সমগ্র ভূর্লোক ॥১৬॥
জীব-ধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবা সর্ব্ব-শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ॥১৭॥

—**শ্রীমুরারি মোহন প্রধান।**
পিছলদা, (মেদিনীপুর)

স্বাধীনতা

জগতের লোক মনে করেন, আমরাই কেবল দেশের এবং দশের জন্য চিন্তাশীল, আমরাই বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জন-বলে দেশের মঙ্গল সাধন করিব। ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই, তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে আমাদেরই ইচ্ছা-মত দেওয়া কিছু চা'ল-কলা খাইয়াই বুঝি নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু ব্যাপার যে তাহা নহে, তাহা বুঝি কোন কালেই তাঁহারা বুঝিতে চাহিবেন না বা পারিবেন না। 'আমি ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের আজ্ঞাবাহী চাকর মাত্র, ভগবদ্ভক্ত আমাকে যে-ভাবে চালাইবেন, সেইভাবে চলিলেই দেশের মঙ্গল হইতে পারে, এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল না হওয়া পর্য্যন্ত আমারও অহঙ্কার ঘুচিবে না, দেশেরও কোন প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে না।

যেদিন সমস্ত দেশ নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের স্বতন্ত্রবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় করিবেন এবং ভগবদ্ভক্তের নিকটই দেশের ও দশের মঙ্গলোপায় জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই দিনই দেশের পক্ষে শুভদিন হইবে, সেই দিনই দেশ বাস্তবিকই পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে। আমরা কি প্রকৃত স্বাধীনতা পাইয়াছি?—কখনই নয়। পরাধীন এজগতে কেহ থাকিতে চায় না, সামান্য একটা কীটেরও স্বাধীনতার প্রয়াস দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বিহঙ্গকে খুব উৎকৃষ্ট স্বর্ণপিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি দ্বারা আদর করিতে থাকিলেও সে পিঞ্জর হইতে বাহির হইবার জন্যই সর্বদা ফাঁক খুঁজিতে থাকে। খাঁচার দুয়ার একটু খোলা পাইলেই সোণার খাঁচার সকল সুখ-শান্তি পদদলিত করিয়া তাহার বড় সাধের বিহারস্থলী উন্মুক্ত আকাশ, বৃক্ষের ডালে ছুটিয়া যায়। তাহার স্বাধীন ভাই-ভগিনীদের সহিত দু'টা মনের কথা বলিয়া যে ক'টা দিন বাঁচে, শান্তিতে কাল কাটায়। সুতরাং এজগতে কে না স্বাধীন হইতে চায়?

স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয় বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কোথায়? মানুষের ক্ষমতা আছে কি সে স্বাধীনতা লাভ করিবার? অথবা মানুষ কি দিতে পারে সে স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় আর আমাকে পরাধীন হইতে হয় না? এক রাজার অধীনতা ছাড়িয়া অন্য আর একটী রাজার অধীনতায় আমাকে থাকিতে হইবে—ইহাই কি আমার স্বাধীনতার পরিচয়? না, তাহা নয়। ভগবদ্ভক্তই আমাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত জানাইয়া দেন,—জীবের একমাত্র 'স্ব' অর্থাৎ আত্মীয় বস্তু ভগবান্, তাঁহারাই অধীনতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভই জীবের পক্ষে একমাত্র স্বাধীনতা। জীব সে-স্বাধীনতা লাভ করিলে আর পরের অধীন হন না। সেই স্বাধীনতায়ই একমাত্র পূর্ণানন্দ বিরাজমান। নতুবা মায়িক জগতের স্বাধীনতার পরিচয় লৌহশৃঙ্খল ছাড়িয়া স্বর্ণশৃঙ্খল পরিধান করা মাত্র। শৃঙ্খলই যদি পায়ে থাকিল, তবে আবার 'স্বাধীনতা' বলিয়া কি লাভ হইল?

এরূপ স্বাধীনতার 'অর্থ' অবশ্য বর্ত্তমান জগতের চিন্তাস্রোতের নিকট অত্যন্ত হাস্যাস্পদ অর্থ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু চিন্তাশীল ভাগ্যবান্ বুদ্ধিমান মানবগণই ইহার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। দেশে যদি শুদ্ধভক্তি কথা বহুলরূপে প্রচারিত হইতে থাকে, তাহা হইলে

যে-সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আমাদের পরস্পরের মিলনের পথে আসিয়া অন্তরায় হইতেছে, সে-সকল সঙ্কীর্ণতা আর থাকিবে না। ভগবৎসম্পর্কে সকলেরই এক চেষ্টা হইবে। একের সুখ-দুঃখে অন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। ধনী ধনভাণ্ডার লইয়া নিশ্চিন্ত-মনে তাঁহার অর্থাভাব-পীড়িত ভাইটিকে রাস্তায় অনাহারে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিবে না। একে অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিবে। যে বিষয়টী এখন অত্যন্ত হাস্যাস্পদ বা জটীল বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বিষয়টীই কার্য্য-কালে সুফল প্রসব করিয়া তাহার সারবত্তা প্রমাণ করিবে।

সুতরাং দেশনেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের একটী বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই বিষয়টী একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করেন। ভগবৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কখনও এক পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিব না, আমাদের মিলন কখনও সম্ভব হইবে না, তাহা না হইলে স্বাধীনতাও বিফল হইবে। 'ধর্ম্ম'-কথাটী এখন যেমন একেবারেই আলোচনার বহির্ভূত বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে ত' সেরূপ ছিল না। রাজনীতি ও সমাজনীতি লইয়া আলোচনা করিতে হইলেই যে ধর্ম্মকথার আলোচনা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, পৃথিবীর কোন ইতিহাসে আমরা এরূপ সাক্ষ্য পাই না! আমরা আজও কোর্টে দেখিতে পাই—ধর্ম্মসাক্ষী করা হয়, ধর্ম্মসাক্ষী না করাইয়া বিচার আরম্ভই হয় না; এটী অবশ্য এখন একটা মামুলী ধরণের হইয়া পড়িয়াছে, একটা বাঁধা গদ কিছুক্ষণ আওড়ান হয় মাত্র, কিন্তু তথাপি তাহা কি প্রচার করিতেছে না,—রাজনীতি ধর্ম্মেরই আনুগত্যে পরিচালিত? ধর্ম্মাধিকরণ ধর্ম্মেরই বিচারক্ষেত্র হইয়া তথায় অধর্ম্ম-বিচার প্রভাব প্রকাশ করিলেও ইতিহাস এখনও ধর্ম্মেরই মৌলিকতা প্রচার করিতেছে। ধার্ম্মিক সুযোগ্য ব্যক্তির উপর ধার্ম্মিকগণের ভার প্রদত্ত হইলে আর লোকের পাপ-বুদ্ধি প্রশ্রয় পাইত না, ধর্ম্মের নামে সত্যবাক্ হইবার হলপ পড়িয়াও মিথ্যা বলিয়া আসিত না। মোট কথা, লোকের অধার্ম্মিক হওয়ার একমাত্র কারণই ধর্ম্মালোচনার আত্যন্তিক অভাব।

আজকাল আবার যদিও ধর্ম্মবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা দেখা যাইতেছে, তাহাও এত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-পরিপূর্ণ যে, তাহার দ্বারা জীবের মঙ্গল হওয়ার পরিবর্ত্তে নানা অমঙ্গলই সৃষ্ট হইয়া থাকে। সাত্বত

শাস্ত্র-সম্মত, শ্রৌত-পন্থানুগত নিরপেক্ষ বাস্তব-সত্যকথার প্রচুর আলোচনা ভিন্ন এ সঙ্কীর্ণতা দূর হইবার নহে। **ভগবদ্ভক্তই একমাত্র নিরপেক্ষ সমালোচক।** তিনিই তাঁহার ঔদার্য্যগুণে দেশের সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়া শান্তি স্থাপন করিয়া দিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তিরূপ স্বাধীনতা রত্ন দান করিয়া তিনি প্রত্যেক জীবকে মায়ার অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। ভগবদ্ভক্ত যথাসর্ব্বস্ব ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া জীবকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন। সে স্বাধীনতা দু'এক-দিনের বা দু'এক জন্মের জন্য নহে, সে স্বাধীনতা নিত্যকালের জন্য। সুতরাং জীব মাত্রেরই সেই স্বাধীনতার প্রয়াস কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

মায়া-মোহিত জীবসকল স্ব-স্ব-কর্ম্ম ও রুচি-অনুসারে জীবের শ্রেয়কে অনেক প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন—ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ কেহ বলেন—যশই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন—ঐশ্বর্য্য ও বিষয়-ভোগই শ্রেয়ঃ, আবার কেহ বলেন—যোগ, ব্রত, তপস্যা, দান ও সন্ন্যাসই একমাত্র চরম মঙ্গল। এইপ্রকার বিচিত্র মতভেদের কারণ কি? বিচার করিলে দেখা যায়, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-ভেদ হইতেই প্রাকৃত জীবসমূহের বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াবদ্ধ জীবমাত্রই লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা—এই তিনটী লইয়া ব্যস্ত। এই তিনটীর মধ্যে প্রতিষ্ঠাশাই অত্যন্ত প্রবল। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা বিদ্যার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজন-বিদিত।

প্রাচীন নীতিবিৎ চাণক্য-পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"—রাজা স্বদেশেই পূজাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হন। তাই দেখা যায়, আজকাল কি ব্রাহ্মণ,—ক্ষত্রিয়াদি নির্ব্বিশেষে সকলেই পণ্ডিত হইয়া জগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের চেষ্টা সভ্য-সমাজে আধুনিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, তৎকালে নবদ্বীপ কিরূপ বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা কেবল ভারতবাসী কেন, পাশ্চাত্য দেশবাসীরও অবিদিত নাই। বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত বলিয়া তৎকালে নবদ্বীপ "Oxford of Bengal" নামে পরিচিত ছিল।

কিন্তু এত গৌরব থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতমতাবলম্বীদের মধ্যে বিচার-বাগ্‌বিতণ্ডা অনেক সময়ে গম্ভীর পরিবেশ নষ্ট করিয়া কেবল বিদ্যাবত্তাই প্রকাশ করিত। কেবল সীমাহীন শুষ্কতর্কের দ্বারা কখনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইত।

শাস্ত্রে 'সারগ্রাহী' ও 'ভারবাহী' দুইটী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ভারবাহীগণ চিরকালই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ এবং সার-গ্রাহীগণ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা নিজের জীবনে আচরণ-পূর্ব্বক জগদ্বাসীর নিকট উহা প্রচার করেন। তাঁহাদের উপদেশ বদ্ধজীবের নিত্যমঙ্গল লাভের সহায়ক। কিন্তু মায়াবদ্ধ বিবেকহীন জীব ঐরূপ সদুপদেশ জড়-পাণ্ডিত্যের দ্বারা অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বাক্যের আদর করেন না। এইরূপে জীব স্বীয় কর্ম্মবশে যমদণ্ড্য হইয়া অনন্তকাল কর্ম্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখনও মায়ার অবিদ্যা-বৃত্তির দ্বারা ঘোর অন্ধকারে আবার বিদ্যাবৃত্তি অর্থাৎ কেবল-জ্ঞানমার্গে ততোধিক ঘোরতর অন্ধকূপে পতিত হইয়া ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। ঈশোপনিষৎ এ বিষয় "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" শ্লোকে সম্যগ্‌রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় যখন বিদ্যারসে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রমত্ত হইবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতি ভক্তগণের যে উপদেশ, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"হেন দিব্য শরীর, না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কাল-বশ॥
সাক্ষাতে প্রভু দেখি' কেহ কেহ বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে ??
পড়ে কেন লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে॥
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ??
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, মূর্খতাই বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ মূর্খ হইয়া

থাকাই উক্ত বাক্যগুলির উদ্দেশ্য নহে। জড়-পাণ্ডিত্য বা জড়-মূর্খতা উভয়ই জীবের কোন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না।

আমরা শাস্ত্রে দুইপ্রকার বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাই ঃ—একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপরা বিদ্যা। একটি জীবের নিত্যমঙ্গললাভের সহায় কারিণী, অপরটি তদ্বিপরীত। এই দুইপ্রকার বিদ্যার মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে কোন প্রকার পার্থক্য নাই, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা ভক্ত ও ভগবানে চিত্ত সংলগ্ন হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। চিৎশক্তিস্বরূপিণী পরবিদ্যা জীবমাত্রেরই নিত্য-সেব্যা। বেদ-উপনিষদ-ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ পরবিদ্যার্থীর নিরন্তর অনুশীলনীয়। আবার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐসকল গ্রন্থের অনুশীলনই অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া জীবকে পাণ্ডিত্যাভিমানী করিয়া তুলে। এজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন—"ভাগবত পড়িয়াও কারও বুদ্ধিনাশ।" পুরাকালে ভগবদ্ভক্তগণ কেহই পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন নাই, এরূপ নহে। তবে তাঁহারা আমাদের ন্যায় ভগবৎসেবা ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠালাভের আশায় শুধু বিদ্যার্জ্জন কেন, কোন কার্য্যই করেন নাই বা করিবার প্রশ্রয় দেন নাই।

নিজে লাভবান হইবার পিপাসাই বদ্ধজীবের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। নিজের লাভের অংশ না থাকিলে কেহই কোন বিষয়ে অগ্রসর হন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিজের জন্য কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া যাবতীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। আমরা অর্থ, কিম্বা বিদ্যা অথবা প্রতিষ্ঠা যাহাই অর্জ্জন করি না কেন, যদি তাহা গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করি, গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই যদি আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেই তাহার সার্থকতা, নচেৎ গুর্ব্বানুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলন করিতে গেলে গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধির পরিবর্ত্তে ভারবাহী হইয়া পড়িতে হইবে ঃ—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের মত যেন শাস্ত্র বহি মরে॥"

এইরূপ বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই বৈষ্ণবগণের স্বাভাবিক করুণা বর্ষিত হয়। ইহা উভয়ের অপ্রীতিপ্রদ হইলেও পরিণামে শুভফল আনয়ন করে। যাহা গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন করে না,

তাদৃশ কোন কার্য্যই বুদ্ধিমান্ শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে। জড় বিদ্যার্থীকে উদ্দেশ করিয়া মহাজন গাহিয়াছেন,—

"মন! তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে ন্যায় পড়ি' 'ন্যায়রত্ন' নাম ধরি,
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার॥
জড়বিদ্যা মত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

এসকল শুদ্ধভক্ত-সমাজে বা পরবিদ্যাপীঠে নিত্য অনুশীলন হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠীতে—পরবিদ্যাপীঠে যাঁহারা বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের ঐসকল বিষয় নিত্যকাল অনুশীলনীয়।

তাঁহারে সে বলি-বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥"

অতএব আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিমূলেই সকল অনুষ্ঠানে যত্নবান হইব—প্রতিবর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল অনুশীলনে রুচিবিশিষ্ট থাকিব, ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সফলতা লাভ হইবে।

—পণ্ডিত শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

জীবের বদ্ধাবস্থা, পাপ ও নরক-যন্ত্রণা

মদ্রদেশে অশ্বপতি-নামে পরম-ধার্ম্মিক এক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী কন্যার্থী হইয়া সাবিত্রীদেবীর আরাধনা করেন। কিয়দ্দিন গত হইলে সাবিত্রীর বরে তাহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা হয়, কমলাংশ-সম্ভূতা সেই কন্যার সাবিত্রী-আরাধনা-ফলে জন্ম হয় বলিয়া রাজা অশ্বপতি তাহার সাবিত্রী নামকরণ করেন। সেই সাবিত্রী শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে রূপ-যৌবন-সম্পন্না হইলে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র সত্যপরায়ণ সত্যবান্‌কে মনে

মনে পতিরূপে বরণ করিলেন। রাজা অশ্বপতি রত্ন-ভূষণ-ভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে অর্পণ করিলে তিনি সাবিত্রীকে লইয়া স্বগৃহে গমন করেন। এইরূপে এক বৎসর কাল অতীত হইলে, সত্যবান্ পিতার আদেশে ফল-কাষ্ঠাহরণ নিমিত্ত সহর্ষে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে সাধ্বী সাবিত্রীও তৎপশ্চাৎ গমন করেন। দৈব-দুর্ঘটনায় সত্যবান্ হঠাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন যমরাজ সত্যবানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত জীবপুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে থাকিলে সতী সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

সাধুদিগের অগ্রগণ্য যমরাজ সাবিত্রীকে পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—সাবিত্রী! অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! তুমি এই মনুষ্য দেহ লইয়া কোথায় যাইবে? যদি পতির সহগমনে বাসনা হয়, তবে এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ মনুষ্যগণ পাঞ্চভৌতিক নশ্বরদেহ ধারণপূর্ব্বক কখনই যমলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। আর দেখ, তোমার পতির ভোগকাল পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগার্থ মন্তবনে যমালয়ে গমন করিতেছে। দেহধারী সমুদয় প্রাণীরই স্বীয় কর্ম্ম হইতেই জন্ম ও বিলয় হইয়া থাকে এবং সুখ-দুঃখ, ভয়-শোকাদি সমস্তই নিজ কর্ম্মানুসারে ঘটিতেছে। জীবগণ কর্ম্মবলেই ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব এবং জন্মাদি-রহিত হরি-দাস হইয়া থাকে। নিজ কর্ম্ম-প্রভাবেই সর্ব্ব-প্রকার সিদ্ধি, অমরত্ব ও সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্যত্ব, রাজেন্দ্রত্ব, দেবত্ব, মুনীন্দ্রত্ব, আবার ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব শূদ্রত্ব, অন্ত্যজত্ব ও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। স্থাবর-জঙ্গমত্ব, পশু-পক্ষীত্ব, প্রেত পিশাচত্ব, দৈত্য-দানবত্ব ও অসুরত্ব—এসকলই কর্ম্মদ্বারা হইয়া থাকে, জীবগণ নিজ কর্ম্মবশেই পুণ্যবান্ ও মহাপাপী হইতেছে। কর্ম্মফলেই সকলে সুন্দর ও অরোগী এবং কর্ম্মবলেই মহারোগী, হীনাঙ্গ ও বধির হইতেছে। জীবগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারেই স্বর্গ বা নরকে গমন করে; আবার জন্মান্তরীণ কর্ম্ম প্রভাবেই সত্যলোক, দেবগণের প্রার্থনীয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বৈকুণ্ঠলোকেও গমন করিয়া থাকে। কর্ম্মহেতুই কেহ চিরজীবী, কেহ ক্ষীণায়ু, আবার কেহ বা কর্ম্মনিবন্ধন জীবসঞ্চারমাত্রায় বা গর্ভস্থ হইয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হয়। বৎসে! অভিলষিত স্থানে গমন কর; কারণ তোমার ভর্ত্তা নিজ কর্ম্মানুসারেই কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন।

পতিব্রতা সাবিত্রী যমরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরমভক্তি-সহকারে স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ ! মনুষ্যগণের কোন্ কর্ম্মই বা শুভজনক আর কোন্ কর্ম্মই বা অশুভকর ? সাধুজন কি-প্রকারেই বা কর্ম্মের উচ্ছেদ্ করিয়া থাকেন ? কর্ম্মের বীজ কি ? আর কে কর্ম্মের ফল দান করিয়া থাকেন ? কর্ম্মই বা কি, কিরূপেই বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয় ও তাহার হেতুই বা কে ? কে বা কর্ম্মের ফলভোক্তা, আর কে বা কর্ম্মে লিপ্ত নহেন ? দেহী বা কে, দেহই বা কি? জীবই বা কে, আর পরমাত্মাই বা কে ? জীবগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা কোন্ কোন্ যোনি প্রাপ্ত হয় ? কোন্ কর্ম্মেই বা স্বর্গ ও কোন্ কর্ম্মেই বা নরক হইয়া থাকে ? কোন্ কর্ম্মে রোগী, অরোগী, দীর্ঘজীবী, অল্পায়ু, সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে ? প্রাণিগণ কোন্ কর্ম্মানুসারে অঙ্গহীন, বধির, কাণ, অন্ধ, কৃপণ, লুব্ধ বা নরঘাতক হয় ? নরকই বা কত প্রকার এবং তাহাদের সংখ্যাই বা কত ? কে কোন্ নরকে কতকাল অবস্থান করে এবং পাপীদিগের কোন্ কোন্ কার্য্যে কোন্ কোন্ ব্যাধি উৎপন্ন হয় ? কোন্ কর্ম্মবলে মুক্তি-চতুষ্টয়, এবং কিরূপ কার্য্য করিলে বৈকুণ্ঠে ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় গোলোক-ধামে গমন করা যায় ?

শ্রীযমরাজ দ্বাদশবর্ষীয়া সাবিত্রীর এইরূপ জটিল প্রশ্নাবলী শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া করিতে লাগিলেন,—বৎসে ! বেদবিহিত কর্ম্মই মঙ্গলকর, আর অবৈদিক কার্য্যই অশুভজনক। সাধুগণের সঙ্কল্পশূন্য নিত্যবিষ্ণু-সেবাই কর্ম্ম-নির্ম্মূলনী ও হরিভক্তিদায়িনী। হরিভক্ত মানবই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়বর্জ্জিত এবং পরম-মুক্ত। প্রকৃতির অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের বীজ, কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মস্বরূপ তিনিই কর্ম্মের হেতু, তাঁহা হইতেই কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, আর আত্মা নির্লিপ্ত। আত্মা-দেহী এবং দেহ-নশ্বর, পঞ্চভূতময় ; জীবরূপ দেহী কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকল কারণের কারণ।

জীবগণের কর্ম্মবিপাক অশেষবিধ। মানবগণ শুভ এবং অশুভ কর্ম্মদ্বারা জন্ম-মৃত্যু লাভ করে। দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মাধীন ; কেহই ইচ্ছানুসারে জীবনধারণে সমর্থ নহে। মানবগণ সকল যোনিতে ভ্রমণ করত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে ; শুভকর্ম্মফলে স্বর্গে ,অশুভকর্ম্মে নরকে গমন করে এবং

কর্ম্মভোগ নির্ম্মূল হইলেই শ্রীকৃষ্ণসেবারূপা মুক্তিলাভ হয়। জীবগণ কুকর্ম্ম-ফলেই রোগী এবং শুভকর্ম্মবলেই সুস্থদেহ লাভ করে। কর্ম্মদ্বারাই দীর্ঘ-জীবী ও হীনায়ু, সুখী-দুঃখী ও অঙ্গহীন হইতে হয়। যাহারা সকাম বিষ্ণু-ভক্তিবর্জ্জিত, তাহারা সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের বুদ্ধি কখনই নির্ম্মল হয় না। স্বধর্ম্ম-রহিত অন্যদেবোপাসক ভ্রষ্টাচারী হইয়া নরকগামী হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই স্বধর্ম্মনিরত হইলে শুভকর্ম্মের ফলভাগী ও স্বধর্ম্ম-রহিত হইলে নিশ্চয়ই নরকভোগ করিয়া থাকে।

জীবগণ শুভকর্ম্মফলে স্বর্গাদিতে গমন করে এবং অশুভকর্ম্মে বিবিধ নরকে গমন করিয়া থাকে। নরককুণ্ড নানাবিধ, পুরাণভেদে তাহাদিগের নামভেদ কথিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত নরককুণ্ডই বিস্তৃত, গভীর, ভয়ঙ্কর, জীবগণের ক্লেশদায়ক ও অতিশয় কুৎসিৎ। বেদপ্রসিদ্ধ ষড়শীতি নরককুণ্ড, যথা :—বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, ভয়ানক ক্ষারকুণ্ড, বিট্‌কুণ্ড, মূত্রকুণ্ড, দুঃসহ শ্লেষ্মকুণ্ড, গরকুণ্ড, দূষিকাকুণ্ড, বসাকুণ্ড, শুক্রকুণ্ড, অসৃক্‌কুণ্ড, কুৎসিত অশ্রুকুণ্ড, গাত্রমলকুণ্ড, কর্ণবিট্‌কুণ্ড, মজ্জাকুণ্ড, মাংসকুণ্ড, দুস্তর নখকুণ্ড, লোমকুণ্ড, কেশকুণ্ড, দুঃসহ অস্থিকুণ্ড, মহাক্লেশকর প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড, লৌহ-কুণ্ড, তীক্ষ্ণ কণ্টককুণ্ড, বিঘ্নপ্রদ বিষকুণ্ড, ঘর্ম্মকুণ্ড, তপ্তসুরাখণ্ড, প্রতপ্ত-তৈলকুণ্ড, দুর্ব্বহদন্তকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, পূয়কুণ্ড, দুরন্ত সর্পকুণ্ড, মশককুণ্ড, দংশকুণ্ড, ভয়ঙ্কর লবণকুণ্ড, বজ্রদংষ্ট্রকুণ্ড, বৃশ্চিককুণ্ড, শরকুণ্ড, শূলকুণ্ড, ভীষণ খড়্গকুণ্ড, গোলকুণ্ড, নক্রকুণ্ড, শোককর কাককুণ্ড, সঞ্চানকুণ্ড, বাজকুণ্ড, সুদুস্তর বজ্রকুণ্ড, তপ্তপাষাণকুণ্ড, তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড, লালাকুণ্ড, মসীকুণ্ড, সুদারুণ চূর্ণকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, বক্রকুণ্ড, কূর্ম্মকুণ্ড, জ্বালাকুণ্ড, ভস্মকুণ্ড, পূতিকুণ্ড, তপ্তশূর্ম্মি, অসীপত্র, ক্ষুরধার, সূচীমুখ, গোধীমুখ, নক্রমুখ, গজদংশ, গোমুখ, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অবটোদ, অরুন্তদ, পাংশুভোজ, পাশবেষ্ট, শূলপ্রোত, প্রকম্পন, উল্কামুখ, অন্ধকূপ, বেধন, দণ্ডতাড়ন, জ্বালবদ্ধ, দেহচূর্ণ, দলন, শোষণ, কষ, সর্পমুখ, জ্বালামুখ, জিন্ত, ধূমান্ধ এবং নাগবেষ্টন—এই সকল নরককুণ্ডে পাপিগণ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। এই সকল কুণ্ড আমার নিযুক্ত কিঙ্করগণ নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। ঐ সমস্ত যম-কিঙ্করগণের মধ্যে কাহারও হস্তে দণ্ড, কাহারও হস্তে শূল, কাহারও হস্তে পাশ, কাহারও হস্তে শক্তি, আবার কাহারও হস্তে গদা বিদ্যমান

আছে এবং তাহারা দেখিতে দারুণ ভয়ঙ্কর। তাহারা সকলেই মদমত্ত, তমোযুক্ত, দয়াহীন, সর্ব্বপ্রকারে দুর্নিবার্য্য, তেজস্বী ও নিঃশঙ্ক এবং তাহাদের লোচন পিঙ্গলবর্ণ; সকলেই সিদ্ধযোগ এবং নানারূপ-ধারণে সমর্থ। আসন্নমৃত্যু পাপাত্মা সমুদয় প্রাণীই ঐ সকল যমপুরুষগণকে দর্শন করিয়া থাকে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যাত্মগণের ঐসকল যমকিঙ্করগণকে নয়নগোচর হয় না; বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও কখন তাহাদের আকার দর্শন করেন না। নরক-কুণ্ডের সংখ্যা বলিলাম, এক্ষণে যে পাপীর যাহাতে বাস করিতে হয়, তাহা বলিতেছি।

হে সতি! হরিসেবা-পরায়ণ, বিশুদ্ধ-চিত্ত, যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী, তপস্বী ব্রহ্মচারী এবং যতিসকল নরকে গমন করেন না। যে মানব স্বয়ং বলবান্ বলিয়া খলতা করিয়া বান্ধবগণকে কটুবাক্যদ্বারা দগ্ধ করে, তাহাকে বহ্নি-কুণ্ড নরকে গমন করিতে হয় এবং তথায় সেই হুতাশন মধ্যে গাত্রলোম পরিমিত বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্মত্রয় পশুযোনি প্রাপ্তে রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয়। যে মূঢ় গৃহাগত তৃষিত, লুব্ধ ও সন্তপ্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করায়, সে তপ্তকুণ্ডে গমন করে এবং বহ্নিতুল্য তপ্তস্থলে অতি দুঃখে লোম পরিমিত বর্ষ অবস্থান করিয়া পরে সপ্তজন্ম পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মানব রবিবার, রবি সংক্রান্তি, অমাবস্যা বা শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্রে ক্ষার সংযোগ করে, তাহাকে সেই বস্ত্রের সূত্র পরিমিত বর্ষ ক্ষারকুণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক পরে সপ্তজন্ম ভারতে রজকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বদত্তা অথবা পরদত্তা ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিট্‌কুণ্ডে বিষ্ঠাভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কালক্ষেপ করে। যে মানব পরকীয় তড়াগে স্বয়ং তড়াগ প্রস্তুত করিয়া দৈবদোষে তাহা উৎসর্গ করে, তাহাকে তড়াগের রেণুপরিমিত বৎসর মূত্রকুণ্ডে মূত্রভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে সপ্তজন্ম গোধিকা হইতে হয়। যে ব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহাকে শ্লেষ্মকুণ্ডে গমন করিয়া পূর্ণ শতবর্ষ শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়, পরে সে ভারতে পরিপূর্ণ শতবৎসর প্রেত হইয়া শ্লেষ্মা, মূত্র, গর ও পূয় ভোজন পূর্ব্বক পরে শুচি হয়। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও অনাথ জনকে যে ভরণ-পোষণ না করে, তাহাকে গরকুণ্ডে

গমনপূর্ব্বক পূর্ণ সহস্রবর্ষ গর (বিষ) ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়; পরে সে শত বৎসর ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। যে মানব অতিথি দর্শন করিলে চক্ষু বক্র করে, দেবতা ও পিতৃগণ সেই পাপিষ্ঠের জল গ্রহণ করেন না এবং ইহলোকেই তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপের ভাগী হইয়া দূষিকাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ শত বৎসর দূষিকা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়; পরে সে পৃথিবীতে সপ্তজন্ম মনুষ্য হইয়া দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করে। কোন দ্রব্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পরে তাহাই আবার অন্যকে অর্পণ করিলে বসাকুণ্ডে শতবর্ষ বসা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়, পরে তাহাকে ভারতে ত্রিজন্ম চণ্ডাল ও সপ্তজন্ম কৃকলাস হইয়া পবিত্রতা লাভ হইলে দরিদ্র অথচ অল্পায়ু মনুষ্য হইতে হয়। যদি কোন কামিনী পর পুরুষে অথবা কোন পুরুষ অগম্যা কামিনীতে গমন করে, তবে তাহাকে পূর্ণ শতবৎসর রক্ত-শুক্রকুণ্ডে গমন করিয়া উহা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে হয়, এবং পরে ভূতলে শতবৎসর কৃমি হইয়া পবিত্র হইতে হয়। যে ব্যক্তি আঘাত করিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্তপাত করায়, সে অসৃক্‌কুণ্ডে শত বৎসর অসৃক্ ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে ভারতে সপ্ত জন্ম ব্যাধ হইয়া ক্রমে পবিত্রতা লাভে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব গদগদস্বরে সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সঙ্গীতকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্য করে, সে অশ্রুকুণ্ডে অশ্রু-ভোজনপূর্ব্বক শতবৎসর অবস্থান করিয়া পরে জন্মত্রয় চণ্ডাল হইয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যে কলুষিত-চিত্ত মনুষ্য বারংবার খলতা করে, তাহাকে দশবৎসর পাত্রমলকুণ্ডে বাস-পূর্ব্বক পরে ত্রিজন্ম গর্দ্দভযোনি ও ত্রিজন্ম শৃগালযোনি-প্রাপ্তে শুদ্ধ হইতে হয়। যে মানব অভিমানবশতঃ বধিরকে দেখিয়া হাস্য বা নিন্দা করে, সে শতবৎসর কর্ণবিট্‌কুণ্ডে কর্ণমল ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে সপ্ত-জন্ম বধির ও দরিদ্র এবং পুনরায় সপ্তজন্ম অঙ্গহীন হইয়া শুদ্ধিলাভ করে। লোভপ্রযুক্ত আত্ম-পোষণ নিমিত্ত যে-ব্যক্তি অন্য প্রাণীকে বিনষ্ট করে, তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে মজ্জাভোজনপূর্ব্বক লক্ষ বর্ষ বাস করিতে হয়, পরে সপ্তজন্ম নিজ কর্ম্মহেতু শশক, মীন ও মৃগাদিরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধি-লাভ করিতে হয়। * (ক্রমশঃ)

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণাবলম্বনে লিখিত

(২০)

এত শোভা গ্রামে ছিল, এত সুখে দিন
কাটাইত গ্রামবাসী। এখন মলিন
হইয়াছে সুখ-চন্দ্র! নাহি আছে আর
সে-সব মহাত্মাগণ, সংসারের পার
গিয়াছেন এবে সবে—ত্রিদিব যথায়,
শোভিতেছে নিজ তেজে মরকত-প্রায়
নিজ নিজ কর্ম্মফলে; তাঁদের নাম
ভ্রমিতেছে স্মৃতি-রাজ্য-মহতের ধাম!
কোথায় সে-জন, যিনি * দ্বিভাব কথায়
সবে তুষ্ট করিতেন রাজার † সভায়
জলঙ্গী-নদীর কূলে? কোথায় সে-জন
পর-উপকারে যিনি ব্যয় করি' ধন
হইলেন যোত্রহীন? তিনি বা কোথায়,
যাঁর "গঙ্গা-ভক্তি" শুনি' শ্রবণ জুড়ায়?
কোথায় সে-মহাজন গীত-কুহকিনী
যাঁরে তুষিত সকলে? রচিতেন তিনি
হেন গীত শত শত পেলে অবসর,
রাজকার্য্যে থাকিতেন ব্যস্ত নিরন্তর।
কোথায় বা আছে সেই গায়ক-প্রধান—
ঘূর্ণিত-লোচনে যেই আরম্ভিত তান,
সুরাপানে মত্ত সদা, ভ্রুকুটি করিয়া
কত যে ভাজিত সুর তম্বুর ধরিয়া?
ভোজনে জিনিয়া সবে কারা হ'তে মুক্ত
করিলা আপন-দেহ, কোথায় নিযুক্ত

---

* শ্যামলপ্রাণ মুস্তৌফী মহাশয়। † রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

আছে সেই মহাজন ? কোথায় বা তিনি,
জড়ময়ী দেবীগণে কভু নাহি যিনি
পূজিতেন সমাদরে ; সর্ব্বধর্ম্ম হ'তে
লইতেন সারভাগ আপন-মনেতে ?

কোথায় বা তিনি, যিনি দৈবের কৌশলে
বিনাশিয়া 'শিবে শনি' আর দস্যুদলে,
নিজগ্রাম-যশঃপুঞ্জ লোকে প্রচারিল,
'শ্রীবীরনগর' আখ্যা রাজা সমর্পিল ।

সে-সব নাহিক আর, সুখ-দিনমণি
পাইয়াছে অস্তাচল, ক্রন্দনের ধ্বনি
ভ্রমিছে নগরে এবে, প্রতিধ্বনি হ'য়ে
পুনঃ গাহিছে গভীর স্বর অতি । ভয়ে
কম্পমান হয় সদা পথিকের মন
দেখিয়া নির্জ্জন পুরী— অরণ্য যেমন ॥

২১)

দেখিয়া এরূপ দৃশ্য অন্তরে উদয়
হইলেক দুঃখময় ভাব সমুদয় ;
যবে সে বন্ধুর সহ তরী আরোহণে
উপস্থিত হ'য়ে গ্রামে দেখিয়া নয়নে,
দুঃখ-হত কাঁদিলাম হ'য়ে অচেতন ;
হায় রে ! সে-মিত্র কোথা করেছে গমন ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্মার্ত্তধর্ম্মের স্বরূপ

স্মার্ত্তধর্ম্মে জড়বাদের প্রতিষ্ঠা। জড়প্রবৃত্তির চিরকৈঙ্কর্য্যই হইল এই ধর্ম্মের স্বরূপ। জড়ীয় প্রবৃত্তি-বহ্নির ইন্ধন যোগানই হইল এই ধর্ম্মের কার্য্য। জড়ীয় প্রবৃত্তির অনুসরণকারী মানবগণই হইবেন এই ধর্ম্মাচরণের অধিকারী। স্বাভাবিক জড়প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই এই ধর্ম্মের ইষ্টসম্পদ্ বা পুরুষার্থ। প্রকৃত ঈশ্বরবাদ এই ধর্ম্মে প্রত্যাখ্যাত, ইহাতে প্রবৃত্তির জয়-ঘোষণার অন্তরালে ধর্ম্মের গৌণস্পন্দন মাত্র বিরাজমান। সুতরাং প্রবৃত্তিই এই ধর্ম্মে রাজস্থানীয়, ধর্ম্ম তাহার অধীন প্রজামাত্র। পশু-পক্ষি-ঘাতন, মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ, মদ্য-পান ও মৈথুনাদি এই ধর্ম্মের কোনও হানি করিতে পারে না, যেহেতু প্রবৃত্তিই এখানে বিজেতা একচ্ছত্রাধিপতি। তান্ত্রিক ধর্ম্মের সহিত এই স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের বেশ মিত্রভাব রহিয়াছে। কারণ উভয় ধর্ম্মেরই মূল মন্ত্র—প্রবৃত্তির খাদ্য-সংগ্রহ, উহাদের কখনও পরস্পর বিরোধ ঘটে না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত এই উভয় ধর্ম্মেরই চিরবিরোধ বর্ত্তমান; তাহার কারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বদাই নিবৃত্তি-মার্গোপদেশক।

বৈদিকযুগে বা প্রাচীনকালে স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রচার ছিল না। বেদের 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলি হইতে স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের বীজ কষ্টকল্পনা করিয়া কোনও কোনও পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করেন। অতঃপর কল্পসূত্রের যুগে স্মার্ত্ত ধর্ম্মের মৌলিক সূত্র প্রচারিত হয়। গোভিলাদি ঋষিগণের গৃহ্য-সূত্র, কাত্যায়নাদির শ্রৌত-সূত্র, আপস্তম্বাদির ধর্ম্মসূত্র এইগুলিরই একযোগে নাম হইল 'কল্পসূত্র'। এই সকল ঋষিগণই স্মৃতি-শাস্ত্রের আদি প্রচারক। ইহাদের বহু পরবর্ত্তী-কালে মন্বাদি-সংহিতা রচিত হয় এবং সংহিতাগুলিরও বহু সহস্রাব্দ পরে 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি', 'গদাধরপদ্ধতি', 'নির্ণয়সিন্ধু' প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছে। আর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বরূপ স্মৃতি-নিবন্ধ শ্রীগোপালভট্টের হরিভক্তি-বিলাসেরও বহু পরে রচিত হইয়াছে; তাহা মাত্র সেদিনের বলা যায়। সামাজিক পরিস্থিতি ও আচারনিষ্ঠার সুশৃঙ্খলতা রক্ষা করাই স্মৃতি-শাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন। সুতরাং লোকস্থিতিরক্ষক সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্রই স্মৃতিশাস্ত্র। এই সকল স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতাগণ লোক-স্থিতি-রক্ষা ও আচারনিষ্ঠা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; ঈশ্বরোপাসনার জন্য তাহারা সেরূপ অধিক চিন্তনের অবসর পান নাই। নিত্য, নৈমিত্তিক ও

কাম্য-কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলোক-প্রাপ্তিই তাহাদের চরম ফল বলিয়া ধারণা এবং নির্দ্দেশ দেখা যায়।

সকলশাস্ত্র মানুষের কাছে একসঙ্গে পৌঁছায় নাই। একটির বহু শতাব্দীর পর আর একটি রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী-বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া বিশ্বসৃষ্টিকার্য্যের শক্তি-লাভার্থ ভগবানের তপস্যা ও স্তুতি করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাহাকে নিজ সৃষ্টিশক্তি ও বেদ প্রদান করেন—'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে'—এই ভাগবতবাণী-অনুসারে জানা যায়, ব্রহ্মাই সৃষ্টি আরম্ভ করেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবগণ অতি আদিযুগে প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্ট বা কথিত যাগ-যজ্ঞের সংবাদ পান। বেদের আদিতে কেবল যাগ-যজ্ঞেরই বিস্তৃত বিবরণ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়; সেহেতু সেকালে প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্মের সংবাদ জানা না থাকায় যাগ-যজ্ঞই ছিল তখনকার ধর্ম্ম। সেই স্মরণাতীত আদিযুগে পশু-সৃষ্টি হয় নাই, তখন মানসে পশু কল্পনা করিয়া মাত্র মানস-যজ্ঞই হইত; যাগ-যজ্ঞে পশ্বালম্ভন ছিল না। সেই আদিযুগে লোকের অল্পতা ও খাদ্যবস্তুর অপ্রাচুর্য্য ছিল। তারপর যখন গবাদি পশুর সৃষ্টি হইল, তখন গবাদি-পশু হনন করিয়া যাগ-যজ্ঞ আরম্ভ হইল। গবাদি-ভক্ষণ সেকালে দোষনীয় ছিল না, এবং সে-যুগে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারও ততটা নিন্দনীয় ছিল না। আদিমযুগে গত্যন্তরাভাবে আহার-বিহারে যে ব্যভিচার ছিল, স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকগণ সেই ব্যভিচারকে সমৃদ্ধি করত দীর্ঘস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত-ধর্ম্মী সেইসকল ঋষি ও আধুনিক রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকারগণ ধর্ম্মের নামে জগতের ধর্ম্মবিশ্বাসী অল্পজ্ঞ হিন্দুগণকে যজ্ঞে দেবতোদ্দেশে ও পিতৃ-লোকোদ্দেশে পশুহত্যার বিধি প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সমাজের যে অনিষ্ট সাধন হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

গোভিল গৃহ্যসূত্রের সপ্তম কাণ্ডিকায়—গণ্ডার, সর্ব্বলোহিত ছাগ ও মহাশূল মৎস্যদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয় বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ কাণ্ডিকায় পঞ্চমসূত্রে—'ছাগোস্র-মেষা আলভ্যাঃ' অর্থাৎ পিতৃলোরকে তৃপ্ত্যর্থ শ্রাদ্ধে ছাগ, উশ্র (বৃষ) ও মেষ বধ করিবে। ঐ কাণ্ডিকায়ই কয়েকটি সূত্রে যে-যে মাংসে যত যত দিন তৃপ্তি হয়, তৎ-সম্বন্ধে উক্তি রহিয়াছে।

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত-মনুর বচন—

"মাৎস্য-হারিণকৌরভ্র শাকুনি ছাগপার্ষতৈঃ।
ঐলরৌরব-বারাহ-শশৈর্ম্মাংসৈর্যথাক্রমম্॥"

অর্থাৎ মৎস্য, হরিণ, কৌরভ্র (মেষ), শকুনি (লাবকাদিপক্ষী), ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণমৃগ, রুরু (বহুশৃঙ্গমৃগ), বরাহ ও শশক—এই সকলের মাংসদ্বারা পিতৃলোকের যথাক্রমে দুই, তিন ও চারিমাস পর্য্যন্ত তৃপ্তিবিধান হইয়া থাকে।

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

"ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং **নিবৃত্তিস্তু মহাফলা** ॥"

অর্থাৎ মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদিতে মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ দোষী হয় না। **তবে এই সকল কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে বিশেষ ফল আছে।** ঐ অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে —

"ক্রীত্বা বা স্বয়মুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা আদন্ মাংসং ন দুষ্যতি ॥"

অর্থাৎ ক্রীত পশুমাংসদ্বারা অথবা পালিত পশুকে স্বয়ং হত্যা করিয়া সেই মাংসদ্বারা কিম্বা কাহারও প্রদত্ত পশু মাংসদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া তাহা নিজে ভক্ষণ করিলে কোন দোষ হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঊনচত্বারিংশ শ্লোকে আবার বলা হইয়াছে—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভূঃ বা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥"

অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের নিমিত্তই পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, যজ্ঞকার্য্য এই বিশ্বের বৈভব বৃদ্ধির নিমিত্তই হইয়া থাকে, অতএব যজ্ঞে পশুবধ করিলেও কোন দোষ হয় না।

একচত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মাণি।
অত্রৈব পশবো হিংসা **নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ** ॥"

অর্থাৎ মধুপর্ক, যজ্ঞ, দেবপূজা ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পশু বধ করিলে কোন দোষ হয় না, **নিজের ভক্ষণ জন্য বধ করিলে দোষ হয়**, এই কথা মনু বলেন। মনুরও ঈদৃশ বচনসকল দ্বারা স্মার্ত্তগণের মাংসাদি ভক্ষণের প্রবৃত্তি বিশেষভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় যাহারা মাংসাদি-ভক্ষণে রত আছে, মনুর ন্যায় এত বড় ঋষির এমন সরল প্রবৃত্ত্যনুযায়ী মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা কি-নিমিত্ত মাংস ভোজন হইতে বিরত হইবেন?

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বির্জ্জয়েৎ ॥"

এই বচনের সাহায্যে কলিযুগে অশ্বমেধ-গোমেধ যজ্ঞ, মধুপর্কজন্য গো-বধ, মাংসদ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইলেও মাংসাশী স্মার্ত্তগণ বর্ত্তমানে দেবতার অর্ঘ্য-চ্ছলে পশুহত্যা করিয়া নিজেদের উদর তৃপ্তি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হন না।

স্মার্ত্ত ঋষিগণ নিজ নিজ সংহিতাদিতে পশুমাংসাদি দ্বারা যজ্ঞ, দেব-পূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি নানাপ্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধে আংশিকমাত্র প্রদর্শিত হইল। সেই সকল গ্রন্থে উহা বিস্তৃতভাবে ও বীভৎস কাণ্ডরূপেই বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে কেবল ২।১টি বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।—

পুরাকালে মধুপর্ক দ্বারা অতিথির সম্মান করা হইত এবং তাহাতে সদ্য-কর্ত্তিত (হত্যাকরা) গোমাংস দিবার ব্যবস্থা ছিল, এখন শুধু দেবতার উদ্দেশে দধি, মধু, ঘৃতযুক্ত মধুপর্ক-দানের ব্যবস্থা দেখা যায়। সেই অতিথিও ঐ কাচা মাংস চিবাইয়া খাইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। শ্রাদ্ধে আম-(কাচা) মাংস দিবার ব্যবস্থা প্রচেতার বাক্যে দেখা যায়—

"আম-শ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ শূদ্রেণ তু সদৈব হি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আম-মাংস ও আমান্ন দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিতে পারেন, শূদ্র কিন্তু সর্ব্বদাই আম-মাংস ও আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। এ বিষয়ে মনুও বলিয়াছেন—

"মাংসং যচ্চানুপস্কৃতম্।"

অর্থাৎ অপক্ক মাংস শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। কুল্লুক ভট্ট 'অনুপস্কৃত' শব্দে পূতিগন্ধ-রহিত অবিকৃত আম-মাংস বলিয়াছেন। অগ্নি পুরাণেও ১১৭ অধ্যায়ে এবং ১৬৩ অধ্যায়ে এইরূপ আমমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে। মৎস্য-পুরাণের ২০ অঃ ও শিবপুরাণের ৬৩ অধ্যায়ে কৌশিক ঋষির সপ্তপুত্রের গোমাংস ভক্ষণের কথা বর্ণিত আছে। কৌশিকপুত্রগণ গর্গমুনির শিষ্য ছিলেন। গর্গের আদেশে তাহারা অরণ্যে গোচরণ-কালে

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে পর তন্মধ্যে একটি গাভী ভক্ষণ করিতে উদ্যত হন; অনন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশে তাহারা ঐ গাভীটিকে শ্রাদ্ধে অর্পণ করিয়া ভোজন করেন—ইত্যাকার বীভৎস কাণ্ডের বহু প্রমাণই বিদ্যমান আছে।

এই সকল স্মৃতিবাক্যের ও লোক-নিন্দিত কর্ম্মের প্রতিবাদরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।১৫।৭ শ্লোকে দেবর্ষি নারদের উক্তিতে দেখা যায়—

"ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে আমিষ (মৎস্য-মাংসাদি) প্রদান করিবেন না এবং নিজেও কখন তাহা ভক্ষণ করিবেন না। নীবারাদি (তৃণধান্য) দ্বারা পিতৃগণের ও ভগবানের যেরূপ পরম প্রীতি জন্মে, পশু-হিংসায় কখনও সেরূপ প্রীতি হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি

অনন্তশ্রী-বিভূষিত ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়তম শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীবিগ্রহ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' আজ নববসন্তে নবকলেবরে নবানুরাগে আত্মপ্রকাশ করিয়া গৌরগতপ্রাণ সুজন-সংসদের পরমানন্দ বিধান করিলেন। পতিব্রতা রমণীর পতিপরায়ণতাই যেমন তাঁহার প্রকৃত সৌন্দর্য্যপ্রকাশক, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-নিষ্ঠাই গৌড়ীয়ের প্রকৃত 'শ্রী'—সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য-গৌরব-বিজ্ঞাপক। অন্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনময়ী ভক্তিই গৌড়ীয়ের 'শ্রী' বা প্রধান বৈভব এবং ইহাতেই তাহার যথার্থ গৌরবানুভব।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশকে 'গৌড়দেশ' বলা হইত। এজন্য বঙ্গদেশীয় গৌরভক্ত-বৃন্দই 'গৌড়ীয় ভক্ত' নামে খ্যাত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদপ্রবর শ্রীদামোদর-স্বরূপই গৌড়ীয় ভক্তগণের নিয়ামক ছিলেন। ইহা শ্রীমন্মহা-প্রভুর "তোমার গৌড়ীয়" (চৈঃ চঃ ম ১২।১২৭) প্রভৃতি শ্রীমুখোক্তিতে প্রকাশিত। কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে অথবা বঙ্গ কিম্বা সংস্কৃত-ভাষায় রচিত কোন স্তব-স্তুতি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা কবিতাদি

দেখাইতে চাহিলে শ্রীস্বরূপের অনুমোদন ব্যতীত কেহ তাঁহার নিকট যাইতে বা স্বলিখিত প্রবন্ধাদি দেখাইতে পারিতেন না। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট বাক্য মহাপ্রভুর বড়ই দুঃখপ্রদ হইত (চৈঃ চঃ অ ৫।৯৭)। ভাষার ভক্তিরস-গাম্ভীর্য্যেই প্রকৃত সাহিত্য-সৌন্দর্য্য প্রকটিত, ভক্তিরস-রহিত ভাষার প্রাকৃত সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ-কর্ত্তৃক আদরণীয় হইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়ই হইয়া থাকে। তাঁহারা ঐরূপ ভক্তিরস-রহিত প্রাকৃত সাহিত্যকে 'রাহিত্য' নামই প্রদান করিয়া থাকেন। মহাবিজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীরামকিঙ্কর শ্রীহনূমান্‌জী মহামূল্য রত্নহার-মধ্যে তাঁহার আরাধ্য শ্রীসীতারাম নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে সমাদর করিতে পারেন নাই। যে সাহিত্যে মূল বাস্তব-বিষয়বস্তু—ভগবান্, তদাশ্রয়-বিগ্রহ—ভক্ত ও তদুভয়সম্বন্ধ-সম্বোধিনী ভক্তিবৃত্তির নিত্যত্ব ও তাহার উত্তরোত্তর রস-মাধুর্য্যা-স্বাদন-চমৎকারিতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহা 'সাহিত্য' নামেই পরিগণিত হইতে পারে না। অনন্ত কল্যাণগুণ-বারিধি শ্রীভগবৎকথালোচনা ব্যতীত জীবের বাস্তব কল্যাণলাভ কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্‌ক্ষয়াঃ॥ (ভাঃ ১।৫।১০)

অর্থাৎ "যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও ভুবনপাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, জ্ঞানিগণ সেই বাক্যকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন; কেন না, তাহাতে সত্ত্বপ্রধান মনে স্থিতিশীল এবং উশিক্ অর্থাৎ কমনীয় ব্রহ্মে যাঁহাদের ক্ষয় অর্থাৎ নিবাস, তাদৃশ ব্রহ্মে বিচরণশীল যতিগণ আনন্দিত হন না। অর্থাৎ মানস-সরোবরের কোমল পদ্মবনবাসী রাজহংসসমূহ যেমন কাক-ক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণ শব্দবিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথা-রসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।"

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥" (ভাঃ ১।৫।১১)

অর্থাৎ "যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতিশ্লোক অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও অর্থাৎ প্রসাদগুণ না থাকিলেও সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, কেননা সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন।"

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥" (ভাঃ ১।৫।১৫)

অর্থাৎ "স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে রত অর্থাৎ অনুরাগী বা আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন, তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে, কেননা আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম—এই স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ-কর্ত্তৃক তদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানিবে না বা নিজে বুঝিবে না।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"শ্রীব্যাসের লিখিত মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে-সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল-কাম-বিষয়ের প্রস্তাবনা আছে, তদ্দ্বারা ইতর লোকসমূহ বৈতানিক কর্ম্মকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবে। এক্ষেত্রে শ্রীব্যাসের প্রকৃষ্ট জীবে দয়ার অভাব। শ্রীব্যাসের তাদৃশ লেখনী হইতে বদ্ধজীবকুল স্বীয় স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিচালিত হইয়া হরিবিমুখতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া বিপথগামী হইবে। আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তিযোগ-বঞ্চিত হইলে জীবগণের নিত্যমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শ্রীব্যাসদেব কিছু কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগুরু নহেন, তিনি সনাতন বৈদিকধর্ম্মের প্রচারক। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মূঢ়লোক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে। পরিশেষে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা বৃত্তিদ্বয় বদ্ধজীবের পথভ্রষ্ট হইবার দুইটি নিদর্শন। উহারা বিষভাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বৃত্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে শুদ্ধভক্তি নিত্য অনাবৃত। উহারা কখনই ভক্তির সহায়ক নহে। উহাদিগকে পরিহার করিলেই জীবের আত্মবৃত্তি ভক্তি

উদিতা হন এবং তাহার ফলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন সিদ্ধি অপ্রয়োজনীয় হইলেও অনায়াসে আপনা হইতেই করতলগত হয়।"

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
নো রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছন্ত্যপি ভিষক্তমঃ॥
(ভাঃ ৬।৯।৪৯)

সদ্বৈদ্য যেমন রোগীর ইচ্ছানুসারে কুপথ্য প্রদান করেন না, জীবের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদ্গুরুও তদ্রূপ নিজে চরম পরম-মঙ্গলের কথা জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে আত্মমঙ্গল বিঘাতক কাম্যকর্ম্মাদি উপদেশ করেন না।

শুদ্ধভক্তিকথা বর্ণন করিতে গিয়া 'গৌড়ীয়' এ জন্য বহির্ম্মুখ জন-মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইয়া সাধারণ জন-মনঃপ্রিয়তা (popularity) হারাইলেও তিনিই সত্য সত্য বিশ্বের আপামর জনসাধারণের বাস্তব হিতাকাঙ্ক্ষী পরম বান্ধব, একথা একদিন না একদিন বুঝিবার বুদ্ধিমত্তা লাভ করিতে পারিলে মানবসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। সদ্গুরু-কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জীবই গৌড়ীয়ের হিতচেষ্টা উপলব্ধি করিয়া নিত্য কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা তথাকথিত কুরাদ্ধান্তধ্বান্তপূর্ণ ভক্তিরস-রহিত জড় সাহিত্যের অবাস্তব বাগ্‌বৈখরীর মোহসমাচ্ছন্ন হইয়া তুচ্ছ জড় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সুখান্বেষণে জীবনকে চিরবিপন্ন করিতে হইবে।

শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয় জীবজগতের নির্ব্ব্যলীক হিতাকাঙ্ক্ষী-সূত্রে আপাতমনোমুগ্ধকরী প্রেয়ঃ-কথার পরিবর্ত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত আপাতদুঃখ-প্রতিম হইয়াও পরিণামে হিতকরী নিত্যশ্রেয়ঃ-কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকৃত নিরস্তকুহক বন্ধুর কার্য্য করিতেছেন। আশা করি বাস্তব হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ সজ্জন-সমাজ শ্রীগৌড়ীয়ের সেই নিত্যকল্যাণ-বিধায়িনী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাহা কিছু কথা, তাহা সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রাবলম্বনে কথিত। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই ভক্তভাগবত-ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গ্রন্থভাগবতের সিদ্ধান্ত আচারমুখে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অন্নপ্রাশন-লীলাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার রুচিপরীক্ষার্থ তৎসম্মুখধৃত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জরাজীর্ণ ভাগবত-পুঁথিখানি বক্ষে ধারণ করিয়াই তাঁহার ভাবিজীবনের রুচির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্ববেদান্ত-সার—নিগমকল্প-তরুর অপ্রাকৃত-রস-রসিকজন-সুখাস্বাদ্য পরম সুপক্ক রসময় ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু

তাঁহার রসবিশেষ ভাবনা-চতুর শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-রামানন্দ-শ্রীজীবাদি নিত্যপার্ষদগণসহ সেই রসমাধুর্য্য স্বয়ং আস্বাদন ও বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর ঐ পার্ষদপারম্পর্য্যে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্যরূপে রসিক-চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস ও তদানুগত্যে শ্রীনরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-শ্রীজগন্নাথ-শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তদানুগত্যে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই রস-চমৎকারিতা অশেষ-বিশেষে আস্বাদন তৎপর হইয়া পৃথিবীর বহুস্থানে মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানি পত্রিকা ও গ্রন্থাদি-প্রচার, স্বয়ং দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণপূর্ব্বক পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, বিভিন্ন ভাগবতশিক্ষা-সম্বলিত পারমার্থিক প্রদর্শনী-প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা কত না কতভাবে সমগ্র বিশ্বে সেই ভাগবত-রসামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই অমৃত এমনই এক উপাদেয় বস্তু যে, ইহার প্রকৃত আস্বাদন-সৌভাগ্য যিনি পান, তাঁহারই হৃদয় এমনই এক ঔদার্য্য-মাধুর্য্যে ভরপূর হইয়া উঠে যে, তিনি তাহা কেবল নিজে আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে না পারিয়া নিজ ঔদার্য্যগুণে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণার্থ কৃতসঙ্কল্প হন। তজ্জন্যই তাঁহার মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, পাঠ-বক্তৃতা, সভা-সমিতি, উৎসবাদির আয়োজন, গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি প্রভৃতি দ্বারা প্রচার-প্রচেষ্টা শতমুখী হইয়া পড়ে। আচার্য্য শ্রীরামানুজ নিজ ঔদার্য্যগুণে জীগজ্জবের হিতাকাঙ্ক্ষায় অতি গোপ্য নিজ-ইষ্টমন্ত্র পর্য্যন্ত উচ্চৈঃ-স্বরে সজ্জন-সমাজে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, বেদব্যাস শুকদেবকে, শুকদেব পরীক্ষিৎকে, আবার সেই শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ উগ্রশ্রবা, সূত শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি-সমাজে—এইরূপে শ্রীরামানুজ-মধ্ব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বাদিত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্য তদ্বিঘসাশী সম্প্রদায়ে সেই অমৃত কত না সমাদরে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। আবার স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে নবদ্বীপে—শ্রীমায়াপুরে রাধাভাবকান্তি-সুবলিত হইয়া শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে গৌরেন্দুরূপে আবির্ভূত হইয়া সপার্ষদে সেই ভাগবতামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া কিরূপ অজস্রধারায় তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন-সুবিদিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদবৃন্দ ঐ এক ভাগবতা-বলম্বনে নানাবিধ গ্রন্থ বিশ্বহিতার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদও তাই নিজেকে তাঁহাদের অনুগত কিঙ্করানুকিঙ্কর-সূত্রে রূপানুগ পরিচয় দিতে আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত দাসানুদাস আমাদিগকেও সেই শ্রীরূপ-রঘুনাথের পদধূলিতে স্ব-স্ব নিত্য-স্বরূপ পরিচয় এবং তাঁহাদের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকেই আমাদের একমাত্র ভজনকৃত্য বলিয়া জানিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের

সকলকেই সেই এক আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীরূপরঘুনাথ-বাণী প্রচার করিতে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় আজ তাই সেই শ্রীস্বরূপরূপানুগবর্য্য গুরুপাদপদ্মের বাণী শিরে ধারণ করিয়া নববর্ষে নবকলেবরে নবনবায়মান নবীন-উদ্যমে সেই এক আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-পালনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই কৈঙ্কর্য্যে তিনি বিশ্বহিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জনমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত কোলদ্বীপস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ** আজ অভ্রভেদী নবচূড়া-সমন্বিত নবমন্দির, সুবিশাল নবনাট্যমন্দির, নব নব সেবকখণ্ডসমূহ, নব মুদ্রণাগার, নব বিদ্যামন্দির (পরবিদ্যাপীঠ), নব দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি-সুশোভিত এবং সুদীর্ঘ প্রাকারবেষ্টিত হইয়া নব শোভা ধারণ করত নবোদ্যমে শ্রীচৈতন্য-ভক্তিবিনোদ-বাণী-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। **শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির অন্তর্গত এই সকল মঠের মঠাধীশ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের ভজনবিজ্ঞ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীরূপানুগ-গুরু-পারম্পর্য্যানুসরণে নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীবরাহদেবের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব শ্রীনবদ্বীপধামে এক অভাবনীয় অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন।** পরমারাধ্য প্রভুপাদ বলিতেন—"আমি ইট-কাঠ মাটি-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই"। ভুবনপাবন প্রভুপাদের সেই ভুবনমঙ্গলময়ী বাণীর অনুসরণে পূজ্যপাদ কেশব মহারাজও শ্রীল প্রভুপাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া থাকেন :—

"বড় বড় মন্দির-নির্ম্মাণই বাণীপ্রচার নহে, ইহা অর্চ্চনাঙ্গ ; শ্রীরূপানুগত্যে কীর্ত্তন-সেবারই প্রাধান্য। তথাপি নবদ্বীপের সর্ব্বোচ্চতম শ্রীমন্দির ও বিরাট্ নাট্যমন্দির কেবল অর্চ্চা-সেবার প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ নহে। ইহা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী বা বেদান্তের উচ্চতম কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি প্রচারের প্রতীক। সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতে গেলে "(শ্রী)গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।"—এই মহাজনানুশাসন হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি শ্রীগুরুমুখামৃত-দ্রবসংযুত অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখেই এই শ্রীমঠ-মন্দিরাদির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।" সুতরাং নামসংকীর্ত্তন-মধ্যেই উক্ত শ্রীমন্দিরাদির গঠনকার্য্য পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠাদি যাবতীয় শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত 'মাংসদৃক্'-এর প্রতীতিতে ইহা জড় মৃৎপিণ্ডসংহিত বস্তুবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইলেও 'বেদদৃক্'এর অধোক্ষজ প্রতীতিতে ইহা সম্পূর্ণ চেতনময় বস্তু।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

হরিসেবা ও জনসেবা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্র হরি-সেবক—জন-সেবক নহেন। হরিসেবা ও জন-সেবা দুইটী পৃথক্ বৃত্তি; শুধু তাহাই নহে, ইহাদের পরস্পরকে অনুকূল বৃত্তিও বলা যায় না। জন-সেবকগণের ভোগ-প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় হরিসেবার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং জনসেবকগণই জন-গণের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে গিয়া নাস্তিক হইতে বাধ্য হইয়াছে। এক কথায়, জন-সেবকগণ ধর্ম্মধ্বজী ও নাস্তিক এবং হরি-সেবকগণই একমাত্র আস্তিক।

ধর্ম্ম-জগতে আস্তিকগণই বিষ্ণু-সেবক এবং নাস্তিকগণই জন-সেবক। জন-সেবকগণ সাধারণ জনগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া তাহাই অনুশীলন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এমন কি ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, পার্থিব জনগণের চিত্তবৃত্তি, মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, শারীর-বৃত্তি পরস্পর পৃথক্। শুধু পৃথক্ বলিলে চলিবে না, বিষম ও বিরোধী বলিয়াও অনুভূত হয়। অসম ও বিষম বৃত্তির সাম্যস্থাপন করাই ইন্দ্রিয়-পিপাসুগণের বর্ত্তমান ধর্ম্ম বা কলির ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়জনিত ভোগ-পিপাসা-চরিতার্থের জন্য যে প্রাণীমাত্রেরই পরস্পরের মধ্যে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদির চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহারই ইন্ধন সংগ্রহকে ধর্ম্মমতরূপে অঙ্গীকার করাই জনমত বা জনসেবা। সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহাই চরম নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ।

কলিকালে নাস্তিকগণই জন-সেবার ঢক্কা বাজাইয়া নাস্তিকতাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার করিতেছে। হরিসেবা কখনও জনসেবা নহে। যুক্তির খাতিরে যদি জনগণকেই হরি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে হরিসেবা ও জনসেবা একই হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ং হরি যদি জনগণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ামক হন, তাহা হইলে 'জনগণ' 'শ্রীহরির' বিচারে পৃথক্ হইয়া পড়েন—এক কখনও হন না। যথা—পিতা ও পুত্র কখনও এক নহে। কেহ যদি "আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ" এই ন্যায় অবলম্বনে পুত্রকেও পিতা-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন, তাহা হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বা ব্যবহার ক্ষেত্রে, এমন কি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারাও পিতা-পুত্রের ভেদই স্বীকার করিয়া থাকেন, একত্ব স্বীকার করেন না। তাহার প্রধান কারণ—পুত্রকে তাহার মাতার সহিত পিতার সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না; সুতরাং পিতা পুত্র কখনই এক হইতে পারে না। এইপ্রকার ব্যবহারিক যুক্তি-অনুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ জনগণকে এক বলা যাইবে না। সুতরাং জনসেবা ও হরিসেবা কখনই এক নহে।

আধুনিক নাস্তিক-সমাজের মস্তিষ্কে হরিসেবা ও জনসেবার পার্থক্য অনুভব করার জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। অশিক্ষিত ব্যক্তি চালক সাজিলে হেঁয়ালী-খেয়ালীর দ্বারাই মোড়ল সাজিয়া বসে। বিবেক-শূন্য ব্যক্তি জ্ঞানী সাজিবার চেষ্টা করিলে ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশকারী হইয়া পড়ে এবং হিন্দুকে মুসলমান, মুসলমানকে হিন্দু বা খৃষ্টান এবং নানকপন্থী, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে একাকার বলিয়া মনে করে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসের মন্ত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই প্রকার হিন্দুধর্ম্ম-বিনাশকারী নাস্তিক অপসম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনের জন্য বর্ত্তমান পঞ্চদশ বর্ষে শাস্ত্রীয় অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।

আমরা ক্রমাগত চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবৎ শ্রীপত্রিকার হরিসেবাময় উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও তাহা পরিস্ফুট হইবে। জীব-সেবকগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আমরা তাহাদিগকে নাস্তিকতা জাল হইতে মুক্ত করিয়া 'জীবে দয়া'র আদর্শ প্রদর্শন করিব। প্রকৃতই যদি 'জীবে দয়া' করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জীবসেবিগণের প্রতি দয়া করাই বিশেষ আবশ্যক। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীধাম নবদ্বীপে এই বৎসর একটী অভ্রভেদী সর্ব্বোচ্চতম শ্রীমন্দির স্থাপন করত তাহাতে শ্রীশ্রী'গুরু'-'গৌরাঙ্গ'-'রাধা'-'বিনোদবিহারীজীউর' বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের সহিত নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহদেব) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, ছলধর্ম্মাদি বিধ্বংস করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গের নিকট আমি একটী নিবেদন জানাইয়া বর্ত্তমান বর্ষের ১ম সংখ্যার বক্তব্য শেষ করিতেছি। নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থানুসারে পত্রিকার মুদ্রণ-ব্যয় ও পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলেও, আমরা অনেক সংযতভাবে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৪৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকা নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা এ সম্পর্কে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পত্রিকার পাঠকবর্গের অনেকেই কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিয়াও পত্রিকার কাগজ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিবার জন্য পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—পত্রিকার প্রবন্ধ এত উচ্চস্তরের যে, তাহা চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ভাল কাগজে ছাপিলে তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইবে, তজ্জন্য আমরা পত্রিকার ভিক্ষা বৃদ্ধি করিয়াছি।

পরিশেষে, আমাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠক-পাঠিকাগণকে সাদর সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। অলমতিবিস্তেরণ।

FORM—IV.

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.– Nabadwip (Nadia) W. B.

2. Periodicity of its publication—Last day of every Bengali month i, e., once in a month.

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Srimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Kushal Narasinha Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital.	—Paramahansa-Swami Shri Shrimad Bhakti Projnan Keshab Maharaj, Founder-Acharya & Controller on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

I, Bhakti Vedanta Baman hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

14 3. 1963. Sd/—BHAKTI VEDANTA BAMAN
Signature of Publisher.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৬৯ { ২য় সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশ্বস্ত॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ

বাসুদেব, ৬ মধুসূদন, ৪৭৭ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৬৯ ; ইং ১৪।৪।১৯৬৩

২য় সংখ্যা

সানুবাদ-

শ্রীসায়ম্ভুব-মনুকৃত-শ্রীশ্রীভগবন্মহিমা-দশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একাদশেঽধ্যায়ে—-১৬-২৩, ২৫-২৬)

শ্রীমনুরুবাচ,—

এবং প্রবর্ত্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ।
গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ॥ ১॥

(যক্ষগণের বিনাশ দর্শন করিয়া সায়ম্ভুব মনু স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক পৌত্র ধ্রুবকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানমুখে বলিতে লাগিলেন,—)

হে বৎস! এইরূপে ভগবানের মায়াদ্বারাই গুণসমূহের বৈষম্য-বশতঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ১॥

নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং যত্র ভ্রমতি লোহবৎ॥ ২॥

ঈশ্বর গুণাধীশতত্ত্ব। তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, নিমিত্তকারণ মাত্র। যেরূপ লৌহ নিশ্চেষ্ট হইলেও নিমিত্তস্বরূপ

অয়স্কান্ত মণিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বও ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে দেব-মনুষ্যাদিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা ॥ ৩ ॥

কালশক্তিপ্রভাবে গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, ঈশ্বর স্বীয় শক্তি বিভাগ করিয়া 'অকর্ত্তা' হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকেন, 'হন্তা' না হইয়াও বিনাশ করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের চেষ্টা নিশ্চয়ই অচিন্ত্য ॥৩॥

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ৪ ॥

কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়। তিনি প্রাণি-দ্বারাই প্রাণী সৃষ্টি করিতেছেন। মৃত্যুদ্বারা চৌরাদিকে সংহার করিয়া 'সংহার কর্ত্তা' নাম ধারণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

ন বৈ স্বপক্ষোঽস্য বিপক্ষ এব বা
পরস্য মৃত্যোর্বিশতঃ সমং প্রজাঃ।
তং ধাবমানমনুধাবন্ত্যনীশা
যথা রজাংস্যনিলং ভূতসঙ্ঘাঃ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুরূপী কালের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কেহই নাই। তিনি সমভাবেই সর্ব্বপ্রাণীতে প্রবেশ করিতেছেন এবং সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছেন। ধূলিপটল যেমন বায়ুর পশ্চাৎ-পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন প্রাণী-সকলও স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া কালের পশ্চাৎ-পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

আয়ুষোঽপচয়ং জন্তোস্তথৈবোপচয়ং বিভুঃ।
উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্থো দুঃস্থস্য বিদধাত্যসৌ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বশক্তিমান্ কাল আপনিই আপনাতে অবস্থান করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার কাল বা অকাল নাই। তিনি কর্ম্মাধীন জীবগণের

মধ্যে কাহারও অকালমৃত্যু বিধান করিতেছেন, কাহাকেও বা কালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ॥ ৭ ॥

হে রাজন্ (ধ্রুব)! মীমাংসকগণ এই কালকে 'কর্ম্ম', চার্ব্বাকগণ 'স্বভাব', ব্যবহারিকগণ ইহাকে 'কাল', জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে গ্রহাদি-রূপ 'দৈব', এবং বাৎস্যায়নাদি ঋষিগণ ইহাকে পুরুষের 'কাম' বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৭ ॥

অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥ ৮ ॥

হে বৎস! ঈশ্বর অব্যক্ত, সুতরাং অপ্রমেয়। মহদাদি নানাবিধ শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহার যে কি বাসনা, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং স্বসম্ভব ভগবানের বিষয় কেহ বলিতে পারে না ॥ ৮ ॥

স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, এবং তিনি আবার বিশ্বের ধ্বংস সাধন করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি নিরহঙ্কার, কোনও প্রকারে গুণ ও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত নহেন ॥ ৯ ॥

এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ ॥ ১০ ॥

এই ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বভূতপালক ও সর্ব্বপ্রাণীর কারণ। তিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

একায়ন-শ্রুতি ও তদ্বিধান

ছান্দোগ্যোপনিষদে একায়ন-শ্রুতির কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের কোবিদবর অপ্যয়দীক্ষিত একায়ন-শ্রুতির কোন সন্ধানই পান নাই, অথচ তিনি ছান্দোগ্য পাঠ করিয়াছেন। শূন্যবাদাশ্রিত প্রকৃতিবাদী বা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী "পরিমলে"র লেখক মহাশয় কেবলাদ্বৈতবাদকেই শূন্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুরভিসন্ধিমূলে একায়ন-শ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন।

একায়ন-শ্রুতি 'শূন্যায়ন' ও 'বহ্বয়ন'-শ্রুতি হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী আপনাদিগকে একায়নশ্রুতি-বিধানে বিহিত করিতে বিমুখ। কর্ম্মকাণ্ডপর দশসংস্কার গ্রহণে তৎপর, একায়নশ্রুতি-বিহিত ভক্ত্যঙ্গ পালনে তাঁহার জ্বর-রোগ উপস্থিত হয়। ভগবদনুশীলনে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নাই বলিয়া তিনি স্বকপোলকল্পিত আধ্যক্ষিক জ্ঞানলাভের প্রয়াসকে 'স্বাধ্যায়' বলিয়া বরণ করেন। অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করিলেও তিনি শূন্যাভিলাষ-শূন্য নহেন। এজন্যই নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানের জড়াকাশে তাঁহার জড়তা বিলীন করিবার প্রয়াস মুমুক্ষুত্বের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যাবতীয় দৃশ্যবিষয়ের প্রভুত্ব করিতে ব্যস্ত থাকেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মাবরণ। তিনি অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের প্রতিকূল-ভাব পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার কৃষ্ণেতর মায়া-শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই। তজ্জন্যই ফল্গুবৈরাগ্যের আশ্রয়ে তিনি কৃষ্ণ-বপুকে জড়জগতের অন্যতম-জ্ঞানে মায়িকতনু বলিয়া মনে করেন এবং তাদৃশ তনুর ধারকসূত্রে মায়া-প্রসূত কৃষ্ণকে কৃষ্ণের দেহ হইতে পৃথক জ্ঞান করেন। বৈকুণ্ঠ-নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাকে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমানময়ী বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় ভোগ্য বলিয়া মনে করায় সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুতে তাঁহার প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির উদয় হয়। হরিসম্বন্ধী সকল বস্তুই যে প্রকৃতির অতীত এবং হরিশক্তি যে মায়াপ্রসূত বস্তু নহে—এই প্রতীতির অভাবে তাঁহার কৃষ্ণানুশীলন অনুকূলভাবে না হইয়া মায়ার তাণ্ডব-নৃত্য হইয়া পড়ে। তাই একায়নশ্রুতি-মতে তিনি 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' বা 'মায়াবাদী'-নামে কথিত হন। পুরুষোত্তমের সেবাভিলাষ ব্যতীত পুরুষহীন জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত সেবকত্বে

আপনাকে পরিণত করিয়া মহা-মায়ার পূজা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার কর্ম্মফলভোগবাদ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই আরাধ্য বিষয় হইয়া পড়ে, কিন্তু—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

"একো-নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ" প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ তাঁহার নিকট অদ্বৈতবাদের হন্তারক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার সেই **'একায়ন' বা 'রামায়ণ'** বা অহৈতুকী ভক্তির ভজনীয় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ ঐকান্তিক-দিগের সাত্বত একায়ন-স্মৃতিসমূহ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকিলেও তিনি জড়নির্ব্বিশেষকেই নিরপেক্ষজ্ঞানে স্বাধ্যায়ানুষ্ঠানে বিপত্তি আনয়ন করেন। রাম-শব্দ—সংখ্যাগত 'এক'এরই পর্য্যায়-শব্দ। 'রাম' অনেক ভিন্ন ভিন্ন নহেন। আবার **দাশরথি রাম, জামদগ্ন্য রাম ও রৌহিণেয় রাম—ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও রেবতীরমণ রাম ও সীতাপতি রাম তটস্থশক্তিগত জামদগ্ন্য রামের সহিত ভেদ প্রতিপাদন করিয়াও একবিষ্ণুগতি। সুতরাং রামত্রয়ের দ্বারাও একায়নপদ্ধতি আক্রান্ত হয় নাই।**

একায়নশ্রুতি-রহিত সংস্কারসমূহে সাধারণ কর্ম্মপর গৃহ্যসূত্রাদি কল্পশাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও শুদ্ধ-বিদ্ধ-ভেদে কল্প বেদাঙ্গ-বিষয়ে একতাৎপর্য্যপর। বহ্বয়ন-শ্রুতি ও বহ্বয়ন শ্রুতিবিধান, একায়ন-শ্রুতি ও একায়ন শ্রুতিবিধানের মধ্যে ভেদ এই যে, একপক্ষে—বহুদেববাদ নির্ব্বিশেষ-বাদ এবং অপরপক্ষে—একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার প্রকাশসমূহ। একপক্ষে—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি বহ্বয়ন শ্রুতিবিধান, অপরপক্ষে—একায়ন শ্রুতিবিধান অর্থাৎ একল-বিষ্ণুভক্তি। একান্ত বিষ্ণুভক্তের বৈশিষ্ট্য সহস্রবিদ্ধ বা মিশ্র-বৈষ্ণবে নাই; এক বিষ্ণুভক্ত—কোটি সর্ব্ববেদান্তবিৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এক সর্ব্ববেদান্তবিৎ পণ্ডিত সহস্র সত্রযাজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এক সত্রযাজী—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—একায়ন শ্রৌতপন্থিগণের এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি গরুড়পুরাণে লিখিয়াছেন।

একায়ন-শ্রুতিবিধানপর সমাজের বর্ণাশ্রম "দৈব-বর্ণাশ্রম" নামে বিদিত। উহাই সনাতন ধর্ম্ম; আর অদৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা স্বফলভোগদায়িনী কর্ম্ম-

পদ্ধতি যে বিষ্ণুপূজার ছলনা বিস্তার করেন, তদ্দ্বারা অন্যাভিলাষ ও কৃষ্ণেতর অন্যপূজা সাধিত হয়। সুতরাং **একায়ন-শ্রুতিবিহিত চত্বারিংশ সংস্কার—সনাতন ধর্ম্মকৈতবাশ্রিত দশসংস্কারের চতুর্গুণিত অর্থাৎ তুরীয়-ধর্ম্মে অবস্থিত। চত্বারিংশ সংস্কারের অভ্যন্তরে দশ সংস্কার আবদ্ধ। সুতরাং একায়ন বিহিত পদ্ধতি শুদ্ধ ব্রাহ্মণতাই সাধন করে।**

যাঁহারা প্রাক্তন অপরাধবশতঃ অজ্ঞানক্রমে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রগণকে তদংশভূত ব্রাহ্মণ পরিচয়ে জানিতে অসমর্থ, তাঁহাদের কোন দোষ নাই। কূপমণ্ডুক অপস্বার্থপর মুর্খ-সমাজ সত্যের উপলব্ধি হইতে চিরদিনই বঞ্চিত বলিয়া সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞান পোষণ করেন। পাঞ্চরাত্রিকগণ ব্রাহ্মণ-জীবনে ভক্তিযোগাশ্রয়ে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া নিত্যকাল ভগবানের সেবা বিধান করেন। এই **নিত্য ব্রাহ্মণগণ—'পাঞ্চরাত্র' ও 'ভাগবত'-নামে বিশেষরূপে কথিত হওয়ায় যাঁহারা তাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' হইতে পৃথক বোধ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ-ব্রুব।** পক্ষান্তরে, একায়নাশ্রিত ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রগণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদাত্মক বস্তুর সেবানিরত হইয়া আপনাদিগকে সাধারণের নিকট দম্ভমুখে 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞামাত্রে পরিচয় না দিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে নিত্যকাল ঈশ-সেবাভিষিক্ত থাকেন। একায়ন-পদ্ধতি—প্রজল্পপরায়ণ একায়ন-বিরোধিগণের বাচালতা দ্বারা কখনই ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। **যদি একায়নাশ্রিত ভাগবতগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শাখান্তরজীবী কর্ম্মনিপুণাভিমানি-ব্রাহ্মণের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সন্দেহমূলক ঔষধ বৈদ্য নামক রোগীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে তিনিও নিরাময় হইতে পারিবেন।**

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ধর্ম্মাড়ম্বর

অনেকে বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখাইবার জন্য অতিশয় যত্ন করিয়া থাকেন। লোকে ভক্ত বলিবে, ধার্ম্মিক বলিবে,—এই ইচ্ছাই প্রবল। ভিতরে একটুমাত্র ধর্ম্মভাব নাই, সত্য করিয়া কখন ভগবানকে ভাবেন নাই, কিন্তু বাহিরে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেন। এইরূপ বৈষ্ণব চিহ্ন-ধারণ করিয়া কত লোকে যে কী ভীষণ কার্য্য করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহা যে কি গুরুতর অপরাধ, ভগবচ্চরণ হইতে যে কতদূরে পড়িতে হয়, তাহা মনে একবার স্থান পায় না। একটী গীত আছে, ভগবান্ বলিতেছেন,—

"অহঙ্কারী পাপী যারা,
আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।"

তবে আমাদের অহঙ্কার কিসের? যদি যথার্থই ভগবচ্চরণ লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কপটতা করিয়া বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখাইলে কি উদ্দেশ্য সফল হইবে? লোকে নাইবা ভক্ত বলিবে, নাইবা ধার্ম্মিক বলিবে, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যদি যথার্থ ভগবচ্চরণ পাইতে—যদি সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, হে মানব! তাহা হইলে নীচ—অতি নীচ হও, হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম কীর্ত্তন কর; প্রেম আপনি উদয় হইবেন। কীর্ত্তন করা—কেহ যেন না মনে করেন যে, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। কীর্ত্তন অনেক প্রকার আছে। বৈষ্ণবেরা বলেন,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধনের দ্বারা যে সাধ্যবস্তু লাভ হয় তাহা অনিত্য, অতএব কৃষ্ণদাস্য-রূপ বিমলপ্রেম সাধ্যবস্তু নয়; আপনি উদয় হয়। সূর্য্য নিত্যসিদ্ধ, কিন্তু বারিদসমূহে আবৃত করিয়া রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দর্শন করা যায় না,

কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমল প্রেমও সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে মায়ারূপ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন। বারিদসমূহ চলিয়া গেলে সূর্য্যের যেমন প্রকাশ হয়, কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমলপ্রেম সেইরূপ। শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করিলে হৃদয় যখন নির্ম্মল হইবে অর্থাৎ মায়ারূপ মেঘসমূহ যখন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে, তখন সেই সূর্য্যরূপ বিমলপ্রেম আপনি উদয় হইবে, নতুবা বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখাইলে বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে না।

ভক্তগণ! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিরপরাধী হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করিতে পারি।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীরামানন্দ-পরিচয়

দীন গৃহস্থ প্রদ্যুম্ন-মিশ্র গৌরাঙ্গ-চরণে নমি'
কহে,— হে প্রভুজী হেরি তোমা' আজি কোন্ ভাগ্যে নাহি জানি।
বড়ই বাসনা জেগেছে অন্তরে কৃষ্ণকথা শুনিবারে,
কহ দয়াময় হইয়া সদয় কৃষ্ণকথা আজি মোরে।'
প্রভু ক'ন,—'আমি কিছুই না জানি সবে রামানন্দ জানে,
তার মুখে আমি কৃষ্ণকথা শুনি যাহ তুমি তার স্থানে।
রামানন্দ-পাশ পূরিবে যে আশ হ'বে রসতত্ত্ব জ্ঞান,
কৃষ্ণকথা-রসে ডুবি ভাবাবেশে করিবে সতত ধ্যান।
কৃষ্ণকথা-রুচি হৈল তোমা' বুঝি সত্যি তুমি ভাগ্যবান্,
রুচি যার হয় কৃষ্ণের কথায় পায় সে আনন্দ ধাম।'
শুনি' হেন বাণী সে মিশ্র অমনি রামানন্দ-পাশে গেলা,
রায়ের সেবক সম্ভাষি' মিশ্রকে বসিতে আসন দিলা।
রায়ের দর্শন না পেল যখন শুধা'ল মিশ্র তায়,
কহিল সেবক রায়ের বৃত্তান্ত যাঁর গুণ হরি গায়।
দুই দেব-কন্যা নিখুঁত তনিমা নৃত্য-গীতে দক্ষ হয়,
বয়সে কিশোরী পরমা সুন্দরী অপূর্ব লাবণি তায়।

দুই নারী-সনে নিভৃতে উদ্যানে নৃত্য-গীত করে রায়,
নিজ নাটকের গীতি গাওয়াইতে তাদেরে নর্ত্তন শিখায়।
সময় হৈছে এবে সত্বরে আসিবে রহ অপেক্ষায় বসি,'
গৃহী মিশ্র তাই রহে অপেক্ষায় সভাতে একাকী বসি'।
রায় যে এদিকে দুই নারী-সাথে করে কত অভিনয়,
দু'হাতে আপনি অভ্যঙ্গ মর্দ্দনি' গাত্র মার্জ্জন করয়।
করায়ে সিনান সুবস্ত্র পরান্ সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন করি,'
তরুণী-স্পর্শ পাষাণ-সদৃশ হেন ভাব মনে বরি'।
শিখায়ে নর্ত্তন ফিরি' স্ব-ভবন মিশ্র আগমন শুনি,'
আসি' সভাদ্বারে মিশ্রে নমস্করে বহুৎ সম্মান দানি'।
তবে কহে রায় হইয়া বিনয়,— 'আছ মোর অপেক্ষায়,
চরণে তোমার কৈনু অপরাধ ক্ষমিও আমারে তায়।
দয়ায় আসিলে মোরে প্রীত কৈলে পূত কৈলে মোর বাসা,
এবে আজ্ঞা কর তোমার কিঙ্কর করিবে কি কাজ খাসা।'
'ভক্ত তুমি রায় হেরিতে তোমায় এসেছি আজিকে আমি,
তব দরশনে পূত হৈনু মনে বলিলা মিশ্র এ বাণী।
মিশ্র অবশেষে ফিরে নিজ-বাসে আর কিছু নাহি কহি,'
গেলা আর দিন প্রভুজীর স্থান অন্তরে সংশয় বহি'।
প্রভু ক'ন—'হেথা কহ কৃষ্ণ-কথা শুনিলে যা' রায়-স্থানে,
রায়ের বৃত্তান্ত কৈলা আদ্যোপান্ত মিশ্র যাহা মনে জানে।
শুনি' প্রভু তাহা অন্তরে হাসিয়া ক'ন মহাপ্রেমে মজি'
'আমি সন্ন্যাসী বিষয়ে উদাসী প্রকৃতিরে দূরে ত্যজি।
তনু-মন মোর পায় যে বিকার প্রকৃতি দর্শনে তবু,
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির রহে মনে আছে হেন জন কভু?
রায়ের বৃত্তান্ত অদ্ভুত আশ্চর্য্য দাসীভাবে সেব্য-বুদ্ধি,
যুবতীদ্বয়ের সুন্দর অঙ্গের সেবা করে রায় নিতি।
করায় সিনান পরায় বসন স্বহস্তে তা'দিগে রায়,
নারী-গুহ্য-অঙ্গে দর্শে ও স্পর্শে তবু নির্ব্বিকার রয়।

অপ্রাকৃত কায় নিত্যসিদ্ধ রায় সদা ভাবাবিষ্ট রয়,
রায়ের সেবন সাত্ত্বিক লক্ষণ রাগানুগা-ভক্তি হয়।
হেরে সে মানসে ব্রজবধূ সাথে কৃষ্ণের রাস-বিলাস,
নহে তার চিত কভু কামে হত, পায় সদা প্রেমোল্লাস।
কৃষ্ণকথা যদি শুনিতে বাসনা তবে যাহ পুনঃ তথা,
জিজ্ঞাসিলে তোমা' আসার কারণ মোর নাম লবে তদা।
রামানন্দ রায় আছেন সভায় যাহ অতি সত্বর;
প্রদ্যুম্ন মিশ্র ধাইল ক্ষিপ্র শুনি' এত অতঃপর।
মিশ্রে নেহারিয়া রায় প্রণমিয়া কহে—'কর আজ্ঞা কিবা,'
মিশ্র উত্তরিলা,— 'প্রভু পাঠাইলা কহ মোরে কৃষ্ণ-কথা।'
মনে মনে রায় লভিলা সন্তোষ প্রভু আজ্ঞা জানি' ইথে,
মিশ্রেরে শুধান 'যা' শুনিতে চান বলো আমারে নিভৃতে।'
মিশ্র কহে তাঁরে 'বিদ্যানগরে কয়েছো যা' কহ মোরে,
তুমি উপদেষ্টা আমি তব পোষ্টা কহ দীনে কৃপা ক'রে।
তবে রামানন্দ কহেন সিদ্ধান্ত প্রশ্নোত্তর-ছলে ধীরে,
শুনি' তা মিশ্রের লাগে চমৎকার দিনশেষে গেলা ফিরে।
প্রভু কাছে আসি' জানায়ে প্রণতি কৈলা রায় গুণগান,
'রায়ের বদনে কৃষ্ণ-কথা শুনে উল্লসিত হ'ল প্রাণ।
মনুষ্য তো নয়, ভক্তি-রসময় ভক্ত রায়-রামানন্দ,
কহিতে কথন দিন অবসান কথার না হ'ল অন্ত।
কৃষ্ণ-কথার্ণবে ডুবা'ল চকিতে আত্মস্মৃতি নাহি জানি,
বিনম্র কথায় দিলেন বিদায় নিজেরে কৃতার্থ মানি'।
কহিলা আমায়,— 'নহি বক্তা মুই প্রভু যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,
কহিছি তেমতি কহায় যেমতি আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র।'
প্রভু ক'ন—'রায় বিনয়াবতার নিজে ছোট হ'য়ে রহে,
মহানুভবের এই তো স্বভাব নিজ গুণ নাহি কহে।'
রায়-রামানন্দ হইয়া গৃহস্থ নাহি ষড়বর্গ-বশে,
হইয়া বিষয়ী নিঃস্ব সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরে উপদেশে।

হেন গুণ তাঁর করিতে প্রকাশ হইলা প্রভুর সাধ,
পাঠায়ে মিশ্রকে শুনে তার মুখে রায়ের প্রশংসাবাদ।
লভিয়া ঈশ্বরে রহিলে সংসারে মায়া নাহি তারে ঘেরে,
রায়ের আদর্শ ধন্যবাদার্হ নমি সেই ভক্তবরে।
প্রতিটি কার্য্যে রহি নির্লিপ্ত হরিসেবা করে যেবা,
হেরে সে ঈশ্বরে সব ঠাঁই ভরে নষ্ট তারে করে কেবা ?
যদি রহে সোনা প্রোথিত ভূগর্ভে বিলীন হয় না কভু,
ভক্ত রাম-রায় প্রকৃতি-সঙ্গে রয় আসক্তি নাহিক তবু।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১)

শ্রীপ্রদ্যুম্ন তৃতীয় ব্যূহ। শিবনেত্রদগ্ধ কামদেব প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যাহা শোনা যায়, তাহা প্রদ্যুম্নের একদেশ অর্থাৎ আংশিক বর্ণনা। কারণ তিনি নিত্য শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ অন্তঃপাতী। যথা শ্রীগোপালতাপনী—

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥

অর্থাৎ রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং শক্তি রুক্মিণী-সহিত সম্যক লীলা-সৌষ্ঠব-সম্বলিত হইয়া যেখানে বিভু শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন। সুতরাং শিবনেত্রদগ্ধ কামদেবের পক্ষে প্রদ্যুম্ন হওয়া অসম্ভব। তিনি সাধারণ দেবতা—ইন্দ্রভৃত্য জীববিশেষ। ব্রাহ্মণকুল-প্রসূত অবেদজ্ঞেরও ব্রাহ্মণত্ব —লোকাচার-বিশেষ ; কিন্তু বেদজ্ঞই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এস্থলে যেমন বেদজ্ঞেরই মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব, তদ্রূপ—

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্‌রুদ্রমণ্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত॥

এস্থলে বাসুদেবাংশই মুখ্য কাম। 'তু'-শব্দ ভিন্নোপক্রমে প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত কাম হইতে বাসুদেবাংশ কামকে পৃথক্ করিতেছে। তাহাতে

বাসুদেবাংশই কাম—এই অন্বয় করিলে তাঁহারই মুখ্য কামত্ব প্রতীত হয়। তজ্জন্য মীমাংসা এই—হর-কোপানলে দগ্ধ কাম অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিজ শক্তিতে তাঁহার পুনরায় দেহ-প্রাপ্তির যোগ্যতা ছিল না। দেহ-প্রাপ্তির জন্য তিনি বাসুদেবাংশ মুখ্য কামদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকোক্ত 'ভূয়ঃ' শব্দদ্বারা পূর্ব্বেও প্রদ্যুম্ন হইতে কামদেবের উৎপত্তি হইয়াছিল—ইহা বুঝাইতেছে। কিম্বা বাসুদেবাংশ অদগ্ধ যে কাম পূর্ব্বে রুদ্রকোপে দগ্ধ হয়েন নাই, তিনি পুনরায় দেহোৎপত্তির জন্য বাসুদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দগ্ধ না হইবার কারণ হর-কোপানল প্রাকৃত কামকেই দগ্ধ করিয়াছিল, ঈশ্বরতত্ত্বকে দগ্ধ করিতে পারে না। বাসুদেবাংশ কামের বিষয় নাই—

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্য-সমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥(ভাঃ ১০।৫৫।২)

যিনি কৃষ্ণবীর্য্যে সমুদ্ভূত হন, তিনি প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত এবং সর্ব্বতোভাবে পিতা হইতে অন্যূন। যিনি কৃষ্ণবীর্য্য-সমুদ্ভূত, কৃষ্ণাংশে আবির্ভূত, তিনিই প্রদ্যুম্ন—প্রকটলীলাবসরে রুক্মিণীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রকটসময়ে রুক্মিণীনন্দনরূপে আবির্ভূত হন। অপ্রকট প্রকাশেও রুক্মিণীনন্দনরূপে দ্বারকায় লীলা করেন। "কামস্তু বাসুদেবাংশঃ"—এই শ্লোকে প্রাকৃত কামের প্রদ্যুম্নরূপে প্রকট অসম্ভব। দগ্ধ কামের প্রদ্যুম্নে প্রবেশহেতু তদীয় জন্মলীলা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। অতএব নারদ কর্ত্তৃক রতিকে প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করার উপদেশ হইয়াছিল। প্রদ্যুম্নে রতিপতির প্রবেশহেতু প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করায় রতির কোন দোষের কার্য্য হয় নাই। নারদ প্রদ্যুম্নে দগ্ধকামের প্রবেশের কথা অবগত ছিলেন বলিয়াই রতিকে ঐরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। নচেৎ পরম-ভাগবত দেবর্ষি রতিকে অন্য পতি-সংসর্গে প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নের ন্যায় **অনিরুদ্ধের চতুর্থব্যূহত্ব** ভাগবতে ৩য় স্কন্ধ ১ম অঃ ৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাঁহারই নিশ্বাস হইতে বেদসমূহের অভিব্যক্তি বলিয়া তিনি শব্দযোনি। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন অন্তঃকরণের এই চতুর্বিধ স্থানের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ যদি ভগবান্ হন, তবে বাণ-কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন কেন? তদুত্তর,—তিনি বাস্তবিক বন্দী হন নাই, তাহা বন্ধানুকরণলীলা মাত্র। শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ মহীরাবণ-কর্ত্তৃক পাতালে নীত ও বন্দী হইয়াছিলেন, তাহা যেমন বাস্তব নহে, নরলীলা-বশে তাহা অনুকরণ মাত্র, শ্রীঅনিরুদ্ধ সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

পদ্মপুরাণে শ্রীঅনিরুদ্ধ-মহিমা এইরূপে বর্ণিত—

অনিরুদ্ধো বৃহদ্ব্রহ্ম প্রাদ্যুম্নির্বিশ্বমোহনঃ।
চতুরাত্মা চতুর্বর্ণশ্চতুর্যুগবিধায়কম্।
চতুর্ভেদৈকবিশ্বাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশকোটিশূঃ॥

অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বৃহদ্ব্রহ্ম, প্রদ্যুম্ন-পুত্র, বিশ্বমোহন চতুর্যুগে চারিবর্ণে যুগাবতাররূপে চতুরাত্মা হইয়া চতুর্যুগবিধায়ক। তিনিই নিখিল বিশ্বের অন্তরাত্মা, আর সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ প্রসবকারী (সৃষ্টিকারী) আশ্রয়াত্মা। প্রলয়সলিলে বিহারকারী বটপত্রশায়ী ভগবান্ ইহাঁরই প্রকাশ-বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুইপ্রকার—প্রকট ও অপ্রকট। লোকলোচনের গোচরীভূতা লীলা প্রকট, আর কেবল পরিকরগণের দর্শনযোগ্যা লীলা অপ্রকট লীলা। লীলা-প্রকট-সময়ে অংশাবতারগণ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করেন, আর তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রেরণ করিয়া সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবনধামে অপ্রকট লীলায় বিরাজ করেন।

জীবের মুক্তিধাম-গমনের রীতি ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—হৃদয়ে একশত-একটী নাড়ী সংযুক্ত, তন্মধ্যে একটী নাড়ী মস্তক হইতে অভিনিঃসৃত, ইহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে অর্থাৎ প্রাণবায়ু নির্গত হইলে মোক্ষ, আর অন্যান্য নাড়ীদ্বারা সংসার গতি লাভ হয়। বিদ্বান (তত্ত্বজ্ঞানী) ব্যক্তি এই নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া রবিরশ্মি দ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন; ঐ উপনিষদেই বর্ণিত আছে—ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে পুত্র-শিষ্যাদি শব-সংস্কার না করিলেও তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে হরির নিকট গমন করেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—ঐরূপ মৃত ব্যক্তি দেবযান-পথে আসিয়া প্রথমে অগ্নিলোক, পরে বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক, পরিশেষে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—হরিধ্যানকারী ব্যক্তি যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন প্রথমে বায়ুলোকে গমন

করেন, তার পরে রথচক্রের ছিদ্রের মত অবকাশ দিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। কোন স্থানে সূর্য্যদ্বারে বিরজাধামে গমন করার কথা শোনা যায়। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত পথগুলি কি ভিন্ন ভিন্ন? তদুত্তরে বেদান্ত ৪।৩।১ সূত্রে বলিতেছেন—"অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" অর্থাৎ সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিই অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ছান্দোগ্যে ৫।১০।১ মন্ত্রে উক্ত আছে—'তদ্ য ইত্থং বিদুর্য্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমিতি' অর্থাৎ যে-সকল গৃহস্থ এই পঞ্চাগ্নির স্বরূপ উক্তপ্রকারে বিদিত হন এবং যে-সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাসহকারে তপানুষ্ঠান করেন তাঁহারা উভয়েই মৃত্যুর পর অর্চ্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন।

এ স্থলে যেমন ক্রমমুক্তিমার্গে অর্চ্চিরাদিমার্গ ব্রহ্মলোকগমনের মুখ্যপথ, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ মুখ্য, আর উপেন্দ্রাদি অবতারগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশপূর্ব্বক অবতরণ গৌণ। লীলা অপ্রকটকালে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধামে প্রেরণ করিয়া নিজ নিত্যলীলায় বৃন্দাবনাদি ধামে অপ্রকটভাবে বিহার করেন, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে উদ্ধবের উক্তি—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ ॥ (ভাঃ ১১।১১।২৮)

তুমি ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, প্রকৃতির অতীত ভগবান। নিজের ইচ্ছানুসারে পৃথক পৃথক বপুসকল আত্মসাৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারই বৈভব ব্রহ্ম ও পরম ব্যোম বৈকুণ্ঠ। তিনি কি-প্রকারে অবতীর্ণ? স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ ধাম হইতে পৃথক বপু অর্থাৎ নিজাবির্ভাব উপেন্দ্রাদিকে আকর্ষণ করিয়া অবতীর্ণ।

তৃতীয়স্কন্ধ ২।১৫ শ্লোকে উদ্ধবের বিদুরের প্রতি উক্তিতেও দেখা যায়—

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥

স্বীয় শান্তরূপ ভক্তসকল অশান্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের দ্বারা উপদ্রুত হইলে ভক্তানুগ্রহকারক পরাবরেশ অজ ভগবান্ মহদংশযুক্ত হইয়া কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। এস্থলে মহৎ অংশ "মহান্ নিজ অংশ" যুক্ত হইয়া। ভাঃ ১০।২।৯ শ্লোকেও ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

আমি অংশসকলের ভাগ=ভজন (প্রবেশ) যাহাতে তাদৃশ পরিপূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইও।

শ্রীকৃষ্ণে নিখিল অবতারের প্রবেশহেতু তাঁহার অবতারকালে তিনিই যুগাবতার হইয়া থাকেন। শ্রীব্রজরাজের প্রতি গর্গের উক্তি—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর পরিগ্রহ করেন। শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, অধুনা কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতি যুগে তনুপ্রকটনকারী তোমার পুত্রের যদিও অন্য শুক্লাদিবর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ইদানীং ইঁহার প্রাদুর্ভাববিশিষ্ট দ্বাপরে অন্য যুগাবতারগণ কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ইঁহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ নহেন, তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন স্বয়ং **কৃষ্ণের সর্ব্বাকর্ষকত্বহেতু 'কৃষ্ণ' এই নাম।**

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৭ পৃষ্ঠার পর)

"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ" (ভাঃ) অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম উভয়ই শ্রীভগবানের শাশ্বতী বা সনাতনী তনু। বাচ্যস্বরূপ পরং-ব্রহ্মের বাচক-স্বরূপ—শব্দব্রহ্ম। শ্রীভগবানের দুরধিগম্য বাচ্য-স্বরূপই পরম করুণাবশতঃ তাঁহার বাচক বা প্রকাশকস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। 'জগদ্-গুরু' ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্ম্মুখোদ্ভূত শব্দব্রহ্মাত্মক চতুর্ব্বেদ সম্যক্‌প্রকারে বারত্রয় আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিয়া ভক্তিকেই ঐ বেদের সারমর্ম্মরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো যত আত্মন্ রতির্ভবেৎ॥" (ভাগবত)

ব্রহ্মপুত্র শ্রীনারদও ব্রহ্মমুখে সমগ্র বেদগান শ্রবণ করত ভক্তিকেই অমৃতস্বরূপিণী জানিয়া—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

—এই শ্লোক উচ্চারণদ্বারা ব্রহ্মমুখশ্রুত সেই বেদমর্ম্ম পরমানন্দে ত্রিসত্য করিয়া জগদ্ধিতার্থ অভিব্যক্ত করিলেন। আবার কলিযুগ-পাবনাবতারী পরমকরুণাময় শ্রীগৌরহরি ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা আরও পরিস্ফুট করিয়া জগদ্বাসীকে তারস্বরে জানাইলেন—

"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞানযোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥
অন্যথা যে নাহি মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন পুনরেবকার ॥" (চৈঃ চঃ আঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানাইলেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥"
প্রভু কহে কহিলাম—"এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করেন গৌরহরি কৃষ্ণ গাহ গিয়া ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥
আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গোস্বামিগণ এবং নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এই নামভজনকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 'তস্মাদেকেন মনসা,' 'তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা,' 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে নববিধা ভক্তিমধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের প্রাধান্য কথিত হইলেও 'এতন্নির্ব্বিদ্য-মানানাং' ইত্যাদি শ্লোকে কীর্ত্তন-প্রাধান্যই সূচিত হইয়াছে। এজন্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ "নামসংকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্" বলিয়া নামসংকীর্ত্তনেরই প্রশস্তি গান করিয়া গিয়াছেন। **শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ "কীর্ত্তনাপরিত্যাগেণ স্মরণং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বলিয়া "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেবিরমিত-নিজধর্ম্মধ্যান-পূজাদি-যত্নম্" ইত্যাদি এবং শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-দ্যুতি-নিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত" ইত্যাদি স্তব-স্তুত্যাদিদ্বারা শ্রীনাম সংকীর্ত্তনেরই বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া নামকেই 'জীবাতু' স্বরূপ জানাইয়া গিয়াছেন।** চিদ্রসবিগ্রহ নামচিন্তামণি নামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া নামী কৃষ্ণ যেমন নিত্যশুদ্ধ পূর্ণমুক্ত, নামও তদ্রূপ। বিশেষতঃ নামী অপেক্ষাও তাঁহার করুণাময়-প্রকাশ নামের করুণা অধিক, 'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"। তাই তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ-ক্রমে এই শ্রীমন্মহামন্ত্র-শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই আমাদের শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদি যাবতীয় কর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত হইতেছে।—

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব॥" (ভাগবত)

অর্থাৎ "দেশ-কাল-পাত্রানুসারে মন্ত্র-তন্ত্রাদি নানা ছিদ্রসঙ্কুল হইতে পারে, কিন্তু হে ভগবন্! তোমার নামসংকীর্ত্তনই আমাদের সকল কর্ম্ম নিশ্ছিদ্র করিয়া দিতে পারেন।"

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"
"সেই ত' সুমেধা আর কলিহতজন।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

—এই সমুদয় শাস্ত্রবাক্যই নামসংকীর্ত্তনেরই সম্যক প্রশস্তি তারস্বরে গান করিতেছেন। সুতরাং—

"প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।
শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব ॥"

—এই শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্যসহ চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য করত গগন-পবন মুখরিত করিয়া মৃদঙ্গ-করতাল-ঝাঁঝর-ঘণ্টাধ্বনিসহ ব্রহ্মাণ্ডভেদী মহামন্ত্র-ধ্বনি শত-সহস্রকণ্ঠে সমুচ্চারিত হউন, এই নামসংকীর্ত্তন-মধ্যেই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা মহোৎসবের সুষ্ঠুতা—সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবৎকৃপায় অবশ্যই সংসাধিত হইবে। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দ্বিজরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সমগ্রজগৎকে নাম-মুখরিত করিয়া সেই নামকীর্ত্তন-মধ্যেই আত্মপ্রকাশলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হরিনামেই তাঁহার ক্রন্দন নিবৃত্ত হইত।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥"
"সর্ব্বযজ্ঞসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ "যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞপূর্ণ" (চৈঃ ভাঃ আ ২।১৮৯)—এই পয়ারের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন ও কীর্ত্তন—এই চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের পূর্ণতা একমাত্র শ্রীহরিনাম হইতেই সিদ্ধ। তোমার প্রদত্ত তোমারই নামকীর্ত্তনে সকল যজ্ঞ পূর্ণ হয়; সেই নামপ্রচারক তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ।"

যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৩০৫)

—এই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত পয়ারের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই শ্রীবিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীনাম-ভজন ব্যতিরেকে অর্চ্চাবিগ্রহের দর্শনে শিলাবুদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের বিচারাবলম্বনে যে পূজা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চারণদ্বারাই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহের সজীবপূজা বিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূজকের নিজচেষ্টায় ভগবৎসেবা হয় না, অর্থাদি বা কর্ম্মানুষ্ঠান-

বোধে পূজা বিহিত হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমূর্ত্তির প্রাণহীন দর্শনমাত্র। যাজকসূত্রে, পূজকসূত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রই সপ্রাণ-পূজা।"

শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবের শুদ্ধ বোধ-সত্তা বা চেতনসত্তা উদ্বুদ্ধ হয়—সত্ত্ব শুদ্ধ হয়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মের চিন্তাই জীবের সকল অকল্যাণ দূরীভূত করিয়া নিত্যকল্যাণ বিস্তার করে এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধতা সম্পাদনপূর্ব্বক পরমাত্মভক্তি তথা বিজ্ঞান-বিরাগযুক্ত জ্ঞানের উদয় করায়। সেই শুদ্ধ প্রবুদ্ধ চিৎসত্তাতেই শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের নামই—বসুদেব, মায়াতীত শ্রীভগবান্ বাসুদেব সেই শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি অপসারিত হইবে না। তাহা না হইলে—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু, তাহা প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই সেই স্বপ্রকাশ বস্তু আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

সেবার উন্মুখতা জন্মাইবার এবং শুদ্ধভাবে নাম কীর্ত্তন করিবার জন্য অপরাধশূন্য হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য শ্রীজীবগোস্বামী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই দীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তি বিগ্রহ-সেবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীভগবানের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় স্বরূপই শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও "যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"—এই হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-বাক্যানুসারে সবিশেষ বা মূর্ত্ত স্বরূপেরই অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। সর্ব্ব-

শক্তিমান্ ভগবানকে গুণময় প্রাকৃত বপু ধারণ করিতে হয় না। গুণাতীত অপ্রাকৃত স্বরূপ অবিকৃতভাবে ধারণ করিবার মহাশক্তি তাঁহাতে আছে। লীলাময় শ্রীহরি অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে নরলীলাদি প্রকট করিয়া থাকেন, তাঁহাতে গুণময়ী মায়ার কোন সংস্রব থাকে না। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু—তাঁহার **স্বরূপ**"। নিজ নিত্য স্বরূপেও তাঁহার নরবপু নরলীলা রহিয়াছে, উহা সাময়িক মাত্র নহে।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

এই গীতোক্ত বাক্যে 'আত্মমায়া' বলিতে চিচ্ছক্তি—যোগমায়া, ইহা গুণময়ী মায়া নহে, ইহা অবলম্বন করিয়া 'স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়' বলিতে স্ব-স্বরূপ বা স্ব-স্বভাবাশ্রয়ে শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। 'জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যম্' বাক্যে শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্ম-কর্ম্ম বা লীলাকে লৌকিক বা প্রাকৃতরূপে দর্শন করিতে নিষেধ করিতেছেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্" ইত্যাদি বাক্যেও শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রাকৃত নরদেহত্ব নিষেধ করিতেছেন।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতোক্ত স্তবে কথিত হইয়াছে,—প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তি-নেত্র ব্যতীত সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ, তাঁহার অপ্রাকৃত জন্মাদি-লীলা অনুভবের বিষয় হয় না। এই অনুভব দিবার জন্য তিনি স্বয়ংই নামরূপে অবতীর্ণ। সাধু-গুরু-পাদাশ্রয়ে সেই নামাশ্রিত হইয়া নিরাপরাধে নাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রেমোদয় সম্ভব হইলে, সেই প্রেমের পরিপক্কাবস্থায়ই ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভব হইতে পারে।

ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমাবাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা প্রকাশ এবং শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতাস্থ শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। **১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ্চ**

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট-অনুসারে শ্রীরূপপাদোপদিষ্ট 'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ' বিচারানুসরণে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ বলিতেন, এই পরিক্রমা যদিও পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত তথাপি ইহা সাধন করিতে গিয়া পাঁচটি মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ একাধারে যাজিত হইয়া থাকেন। ঐ মুখ্য পঞ্চাঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫, ১২৬, ১৩০)—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্রও (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭) আবার লিখিয়াছেন—

"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।"

শ্রীধাম পরিক্রমণকালে সাধুসঙ্গাদি পঞ্চমুখ্য অঙ্গ, তন্মধ্যে আবার নাম-সংকীর্ত্তনাঙ্গ বিশেষভাবেই যাজিত হইয়া থাকেন, এজন্য এই শুভাবসরে শ্রীধামে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-বিনোদবিহারী ও শ্রীশ্রীশ্বেতবরাহমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের ব্যবস্থা খুবই সমীচীন হইয়াছে।

শ্রীধাম—অপ্রাকৃত তত্ত্ব। শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—যেমন 'চিদানন্দরূপ'; শ্রীধামও তদ্রূপ তদ্রূপ-বৈভব চিন্ময়বস্তু। শ্রীভগবৎস্বরূপের ন্যায় তাঁহার ধামও অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম।' নামাদির ন্যায় ধামের চিন্ময় স্বরূপ প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হন না, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই তাহা গ্রাহ্য হন। চিদ্ধামের উপর জড়মায়া একটি জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, সেই জালের উপর বসিয়া বদ্ধজীব ধামবাস কল্পনা করে মাত্র; বস্তুতঃ ধামবাস করিতে হইলে প্রকৃত ধামবাসীর কৃত্য—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।" তাই পরমকরুণাময় প্রভুপাদ শ্রীধাম পরিক্রমা প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক যাহাতে আমাদের শ্রীধামে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি

অপসারিত হইয়া চিদ্ধামের প্রকৃতস্বরূপস্ফূর্ত্তি লাভ হইতে পারে, তাহার একটি সুবর্ণ সুযোগ উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সময়ে শ্রীধামে বহু সাধুভক্তের সমাবেশ হয়, তাঁহাদের শ্রীমুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণের অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান এবং সংশয়াত্মা অর্থাৎ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনাশ-প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে সংশয়টিই বিশেষ ভীতিপ্রদ। শ্রীধামের কৃপাক্রমে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-সৌভাগ্যবরণ ব্যতীত এই সংশয় নিরাকৃত হয় না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ**

স্মার্ত্তধর্ম্মের স্বরূপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠার পর)

হরিভক্তিবিলাসের ৯।৮৪ অঙ্কে পদ্মপুরাণের বচন দেখা যায় যে—

বিষ্ণুর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ বিষ্ণু-উদ্দেশে নিবেদিত অন্নাদিদ্বারাই অন্যদেবতার অর্চ্চনাদি করিবে এবং পিতৃগণকেও সেইরূপ বিষ্ণুর প্রসাদ ও নির্ম্মাল্যাদি দান করিবে, তাহা করিলে অনন্তফল লাভ করা যায়। মোক্ষধর্ম্মে দেবর্ষি নারদের উক্তি রহিয়াছে যে—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং, দদাতি ভক্ত্যা পিতৃ-দেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটীং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥

অর্থাৎ যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধকালে ভক্তির সহিত শ্রীহরির প্রসাদান্ন প্রদান করেন এবং ঐ প্রসাদান্নদ্বারাই তুলসীযুক্ত পিণ্ড প্রদান করেন, তাহার ঐরূপ শ্রাদ্ধে কোটিকল্পকাল ব্যাপিয়া পিতৃলোকসকল সুতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

নবম বিলাসের ৯১ অঙ্কে ও স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তিতে দেখা যায়—

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতং।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি॥

দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া।
এবংকৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ ক্বচিৎ॥

অর্থাৎ দেবতাগণের পূজার উদ্দেশ্য করিয়া বা পিতৃলোকের উদ্দেশ্য করিয়া যে অন্নাদি বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়, পরে তাহাই (ঐ প্রসাদান্নই) ইতিকর্ত্তব্যতাসহ সেই দেবতা ও পিতৃগণকে প্রদান করিবে। হে মহারাজ! এইরূপে প্রসাদান্ন দান করিলে দেবতা ও পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ঐ বিলাসেই ৯৫ অঙ্কে বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরের বচনেও দেখা যায়—

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ নিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতোভবেৎ॥

অর্থাৎ ভোজনযোগ্য অন্নাদি ও পানযোগ্য জলাদি যে কোন বস্তু হউক, সে-সমস্তই অগ্রভাগ-প্রাপক বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া দেবগণ বা পিতৃগণকে দিবে না, অন্যথায় প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে হয়।

এই সকল পুরাণ-বচনদ্বারা বিষ্ণুর প্রসাদান্নদ্বারাই শ্রাদ্ধাদি ও দেব-পূজার বিশেষ ফলশ্রুতিহেতু পূজায় বলিদান এবং শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়রূপে দেখা যাইতেছে; যেহেতু বিষ্ণুপূজায় সকলেই এই সকল বর্জ্জন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর পক্ষে এসকলই অমেধ্যরূপে পরিগণিত বলিয়া স্মার্ত্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রাদ্ধে যে মাংসাদি দানের বিধান বলা হইয়াছে তাহা মাত্র মাংসাশী মনুষ্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া জানিতে হইবে।

সর্ব্বপুরাণসার পঞ্চমবেদ-স্থানীয় মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১১৫ অধ্যায়ে মহামতি ভীষ্মদেব যজ্ঞাদিতে পশু-বলি ও সর্ব্বপ্রকার মাংসভক্ষণ বর্জ্জন সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা ও ফলশ্রুতি সমগ্র অধ্যায়ব্যাপী বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে মাত্র একটি শ্লোক উদ্ধার করিলাম, যথা—

ইজ্যাযজ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্যোমার্গৈরবুধোঽধমঃ।
হন্যাজ্জন্তূন্মাংসগৃধ্নুঃ স বৈ নরকভাঙ্‌নরঃ॥

উক্ত শ্লোকের শ্রীমন্নীলকণ্ঠ-টীকা, যথা—ইজ্যা দেবপূজা, যজ্ঞেঽশ্বমেধাদিস্তদর্থং শ্রুতিকৃতৈর্মার্গৈরুপায়ৈরবুধো যজ্ঞো-পনিষদমজানন্ মাংসগৃধ্নুঃ কেবলং যজ্ঞব্যাজেন মাংসং ভোক্তু-কাম ইতি।

অর্থাৎ বেদোক্ত-বিধির মতে দেবপূজা ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও যে অজ্ঞানাধম মানব দেবপূজা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের যথার্থ অভিমত সর্ব্বতোভাবে না জানিয়া কেবল দেবপূজা বা যজ্ঞের অজুহাতে মাংসভোজনেচ্ছু হইয়া পশুহত্যা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি এই পশুহত্যা-পাপে মাত্র নরকভাগীই হইয়া থাকে, দেবতুষ্টি কখনই লাভ করিতে পারে না।

শব্দকল্পদ্রুমে পশুবলি শব্দার্থ-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের বহুতর শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ বলিদ্বারা দুর্গা, কালী প্রভৃতি শিবশক্তি বা শ্রীশিবের তৃপ্তি ত দূরের কথা, এরূপ বলিদাতার প্রতি তাহাদের কোপেরই উদয় হইয়া থাকে। ঐ পূজাকে অমেধ্য বলিয়াই স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে, প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে সে-সব শ্লোক উদ্ধার করিলাম না।

বিশেষতঃ কালী, দুর্গা প্রভৃতি শিবশক্তি শাক্তগণের উপাস্যা হইলেও ইঁহারা 'বৈষ্ণবী' আর শ্রীশিব 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' এই উক্তিতে বৈষ্ণবগণের আদর্শ পরমবৈষ্ণব; তিনি কখনও বলি বা মাংস গ্রহণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে শুনা যায় নাই। **কালিকাপুরাণাদি ছয়খানা তামসিক পুরাণে বলিদানের কথা থাকিলেও তাহা মাংসাশী মানবের জন্য পরিসংখ্যা বিধিমাত্র।** বেদেও তাহা এই তাৎপর্য্যেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা অবশ্য করণীয় বিধি নহে—ইহা জানিতে হইবে।

যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দাস, অবোধগণ নিজ নিজ মনোরথজাত গ্রাম্য বিষয়-সুখ-ভোগে রত হইয়া 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং' 'সৌত্রমণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্লাতি', 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদি-বিষয়ে 'বেদোক্ত বিধি বর্ত্তমান রহিয়াছে'—এরূপ মনে করেন, এবং 'ইহাতে কোনও দোষ নাই',—এরূপ সিদ্ধান্তপূর্ব্বক যথেচ্ছভাবে তাহা গ্রহণও করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই ভগবন্মায়াশক্তিদ্বারা ভ্রান্তপথে চালিত জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ সকল উক্তি ও কার্য্য যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। ঐসকল কার্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া ভগবদ্ভজন করাই মানবের মুখ্য ধর্ম্মরূপে সমস্ত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।১১ শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে, যথা—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"

অর্থাৎ নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমসঋষি নিমিরাজকে বলিতেছেন—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ এবং মদ্যপান বিষয়ে প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অতএব এই সকল বিষয়ের জন্য শাস্ত্রবিধির কোনও আবশ্যক নাই। তবে ঐ সকল কার্য্যে যথেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি অনিষ্টকর পরিণাম জানিয়া তাহা নিবারণের জন্য নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রয়োজন বিধায় এইসকল বিষয়লিপ্সু মানবগণের নিমিত্ত বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশুহত্যাদ্বারা আমিষভক্ষণ ও সৌত্রামণি নামক যজ্ঞের দ্বারা মদ্যপানের প্রবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্য নিয়ম বিহিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল নিয়মবিধির আচরণে অভ্যনুজ্ঞা (সামান্য আদেশ) দ্বারা তাহা হইতে সকলকে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তির পথে লওয়াই বেদের তাৎপর্য্য জানিবে।

স্মার্ত্তগণ বেদের এই মহদুদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত না হইয়া জিহ্বার লোলুপতা-বশতঃ দেবোদ্দেশে পশুহত্যাকে 'বৈধবলি' আখ্যা দিয়া বৈধ হিংসায় দোষ নাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিধি কাহাকে বলে? তাহা কত প্রকার? কোন্ বিধির কি-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্তি রহিয়াছে। এই বিধি-বিচার 'মীমাংসা-পরিভাষায়' বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ধর্ম্মদীপিকায় বিধির প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন। যথা—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃপাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ **বিধি তিন প্রকার**—(১) অন্যশাস্ত্র-বাক্যদ্বারা বা স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ কোনপ্রকারে যে কার্য্যের প্রাপ্তি নাই তদর্থ আদেশকে **অপূর্ব্ব-বিধি কহে।** (২) শাস্ত্রের দ্বারা অপ্রাপ্তি ও স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ বিকল্পে প্রাপ্তিস্থলে **নিয়ম-বিধি** হইয়া থাকে। (৩) নিয়ম-বিধি দ্বারা প্রাপ্ত এবং স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ তদতিরিক্ত বিষয়ে ও প্রাপ্তিস্থলে তাহার সঙ্কোচার্থ যে-বিধি করা হয়, তাহাকে **পরিসংখ্যা বিধি** কহে।

এই বিধিত্রয়ের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ সময়ান্তরে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার অপ্রয়োজন বিধায় ক্ষান্ত হইলাম। তবে বলিদান ও মাংসভোজনাদি-কার্য্য তৃতীয় স্থানীয় পরিসংখ্যা-বিধির অন্তর্গত বলিয়াই শাস্ত্রাভিপ্রায়; এ সকল কার্য্য না করিলে শাস্ত্রমতে কোনও প্রত্যবায়-শ্রুতি নাই, বিশেষতঃ মনু নিজেই বলিয়াছেন "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। সুতরাং এই সকল হইতে নিজ মঙ্গলেচ্ছু মানবমাত্রেরই নিবৃত্ত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

—শ্রীনবীন চন্দ্র ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বরাত্রে কত সুখে কাটাইয়া কাল,
একেবারে দেখিলাম বিষম জঞ্জাল,—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী কভু নাহি আনে
এমন দুর্দ্দান্ত মায়া; কত সাবধানে
বাহিয়া তরণীখানি জাহ্নবীর জল
হইলাম তবে পার; না মানি প্রবল
তরঙ্গ, ঝটিকা যত শারদ-সময়ে;
অন্তর শুকায় তবু ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে।
কত আশা ছিল মনে,—বহুদিন পরে
দেখিব মাতার পদ পবিত্র অন্তরে,
দেখিব সে সহোদরা নয়নে আবার,
ভুলিতাম ভ্রাতৃশোক দেখিয়া যাহার
মুখ। দেখিব তাহারে, যাহার নয়ন
করিতেছে অবিরত মনে জাগরণ,
যদি বা কখন ভুলি, সুত প্রাণ-সম
অমনি জাগায় তারে অন্তরেতে মম।

বাল্যকালে পড়িতাম যাহাদের সনে,
বাক্যালাপ করিবারে ইচ্ছা ছিল মনে,
দেখিব মনেতে ছিল কিরূপ তাহারা
পড়িয়াছে নিজপাঠ, শিখিয়াছে ধারা,
গণনা করিতে অঙ্ক। এত আশা মনে
জাগিত আমার সদা অতি সংগোপনে।
আশালতা রোপে নর হৃদয়-ভিতরে,
ঈশ-ইচ্ছা-বিনা লতা ফল নাহি ধরে!
একেবারে সব আশা হইলেক হত,
হায়! কি বলিব আর দুর্ভাবনা কত
প্রবেশিলা মম মনে, নিশিতে যখন
কাটাইয়া জাহ্নবীর ঢেউ অগণন
নামিলাম তরী হ'তে। সহ মিত্রবর
ক্রমে ক্রমে পশিলাম নগর-ভিতরে,
জনহীন পুরী যেন; কোথায় বাজার?
কোথায় বা কোতয়ালী? হাজার হাজার
সতত থাকিত যথা, লোক নানা মত,
গ্রামের প্রহরী আর, পাক শত শত।
ক্ষণকাল পরে তার গৃহে প্রবেশিয়া.
দুঃখের কাহিনী সব শ্রবণ করিয়া
হইলাম হতজ্ঞান, কতক্ষণ পরে
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ নিরাশ-অন্তরে
কাঁদিলাম মনে মনে, যুগল-নয়নে
পড়িলেক অশ্রুধারা। তবে কতক্ষণে
আকর্ষিলা নিদ্রাদেবী। ভুলাইতে শোক
কারে আর নাহি পাই খুঁজি' সর্ব্বলোক॥

(২২)

সে নিশি হইল শেষ। আলোক-প্রবেশে
জনপদে বাহিরিয়া দেখি অবশেষে
যমপুরী যেন গ্রাম! হাহাকার-স্বর
শুনিয়া সকল দিকে কাঁপিলা অন্তর!
দেখিলাম গৃহে গৃহে কুকুরের গণ—
ভীষণ আকৃতি সব, আরক্ত-নয়ন
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়-অন্তরে,
নরমাংস খেয়ে খেয়ে নাহি ডরে নরে;
কোন স্থানে গৃহমধ্যে করিয়া প্রবেশ
আনিছে টানিয়া শব, অসুখ অশেষ
দিয়া প্রতিবেশীগণে; পথে বা প্রান্তরে
কুক্কুর-শৃগালে মিলি' মহোৎসব করে! (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজের বক্তৃতা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ভোঃ! ভোঃ! নবদ্বীপনিবাসিনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-পদারবিন্দমকরন্দ-লোলুপা ভক্তভৃঙ্গাঃ। দেশ-বিদেশেভ্যঃ সমাগতাঃ সদস্য-শ্রোতৃবর্গাশ্চ সর্ব্বাগ্রে অত্র ভবদ্ভির্মম অসংখ্যপ্রণামাঃ কৃপয়া গৃহ্যন্তাম্। শ্রূয়তাং চ বরাকস্য কিঞ্চিদ্ভাষণম্। অদ্যাহং সংস্কৃতভাষায়াং কিঞ্চিদ্ বক্তুং বৈষ্ণবৈরাদিষ্টঃ, পরন্তু অহং মহামূর্খো বঙ্গভাষায়ামপি বক্তুং ন শক্যতে, কা বার্ত্তা সংস্কৃত-

ভাষায়াং, তথাপি বৈষ্ণবানাং সন্তোষণার্থম্ আদেশপালনার্থঞ্চ যথাশক্তি প্রযত্নঃ ক্রিয়তে। চৈতন্যচন্দ্রস্য বৈষ্ণবানাঞ্চ কৃপয়া কিং ন সিধ্যতি? যত উক্তং "যস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ। তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং শরণং যামি॥

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্॥"

যস্য কৃপা মূকং বাগ্‌রহিতং জনং বাচালং বক্তারং করোতি, পঙ্গুং খঞ্জং গিরিং লঙ্ঘয়তে, তং পরমানন্দ মাধবম্ অহং বন্দে। অতঃ শ্রীগৌর-হরিঃ যন্মাং প্রেরয়েৎ তন্ময়া বাচ্যম্, ন তত্র মে কাপি শক্তিঃ। সাম্প্রতং মহাপুণ্যময়ঃ শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিবাসরঃ সমায়াতঃ। অস্মিন্ সর্ব্বে ভক্তবৃন্দাঃ পরমানন্দিতা গৌরগুণং গায়ন্তি শৃণ্বন্তি নৃত্যন্তি চ। মমাপি গৌরগুণগানে স্পৃহা বর্ত্ততে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। অস্মিন্ বিষয়ে কেচিৎ মায়ামুগ্ধধিয়ঃ সন্দেহং কুর্ব্বন্তি বদন্তি চ' গৌরো ন চাংশঃ ন পূর্ণঃ, পরন্তু ভক্তপ্রবরঃ। এতদ্বচনং সম্পূর্ণমেব অলীকং কল্পিতঞ্চ। তেষাং বাক্যং বিদ্বদ্ভিঃ ন শ্রোতব্যং ন গ্রহীতব্যঞ্চ অপরাধকারণাৎ। সর্ব্বেষু প্রমাণেষু এতত্ত্রিবিধং প্রমাণং মুখ্যম্—প্রত্যক্ষং, অনুমানং, শাব্দঞ্চ। তেষু শাব্দপ্রমাণং পরমমুখ্যম্। শাব্দপ্রমাণং নাম অপৌরুষেয়াঃ বেদাঃ। শাব্দ-প্রমাণং বিনা মনুষ্যাণাং মনঃকল্পিতং সর্ব্বং ত্যজ্যম্। ভগবদ্গীতায়াং (১৬।২৩-২৪) অর্জ্জুনং প্রতি ভগবতা উক্তম্—"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ বেদান্তে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"

অতঃ ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষচতুষ্টয়রহিতং শাব্দপ্রমাণং সর্ব্বৈঃ বিশ্বসিতব্যং গ্রহণীয়ম্। শ্রীগৌরচন্দ্রস্য স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ে বহূনি শাস্ত্রপ্রমাণানি বিদ্যন্তে। পুরাণং নাম পঞ্চমবেদ উচ্যতে। সর্ব্বে বেদাঃ পুরাণে প্রতিষ্ঠিতাঃ। "বেদার্থ-পূরণাৎ পুরাণমুচ্যতে।" পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি। অতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণতয়া কানিচিৎ পুরাণ-বচনানি প্রদর্শ্যন্তে। নৈতানি প্রক্ষিপ্তানি মন্তব্যানি ভবদ্ভিঃ। শ্রীগৌর-

হরের্বিরাজমানকালে ইহ ধরিত্র্যাং তৎপ্রিয়তমপার্ষদবরস্য শ্রীমন্নরহরি ঠক্কুরস্য প্রিয়তমশিষ্যেণ বিদ্বদ্বরেণ শ্রীমল্লোচনদাস ঠক্কুরেণ স্বরচিতে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ স্বয়ং ভগবত্তাবিষয়ে বায়ুপুরাণাৎ পদ্যদ্বয়মুদ্ধৃত্য প্রদর্শিতম্। যথা—

"অজায়ধ্বম্ অজায়ধ্বম্ অজায়ধ্বম্ ন সংশয়ঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তন-প্রারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥"

কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রারম্ভসময়ে অহং শচীসুতঃ ভবিষ্যামি, তত্র সংশয়ঃ সন্দেহো নাস্তি। দ্বিতীয়-পদ্যঞ্চ—

"কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তঃ ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥"

কলিকালে লক্ষ্মীকান্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গৌরমূর্ত্তিধারী সন্ন্যাসাশ্রমম্ আশ্রিতঃ দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্য সমীপে স্থিতঃ ভবিষ্যতি। অন্যদেকং শ্রীগৌরচন্দ্রস্য অবতার-বিষয়ে সর্ব্বোত্তমকারণং দৃশ্যতে—'বিদগ্ধমাধব' প্রথমাঙ্কধৃত ভবিষ্যপুরাণবচনম্, যথা—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

পুরটসুন্দরদ্যুতিঃ কদম্বসন্দীপিতঃ পুরটবৎ কনকবৎ উজ্জ্বলকান্তিসমূহেন সন্দীপিতঃ উজ্জ্বলঃ শ্রীশচীনন্দনঃ শ্রীগৌরহরিঃ চিরাৎ বহুকালং যাবৎ অনর্পিতচরীং পূর্ব্বং বহুকালং ন দত্তাং উন্নতোজ্জ্বলরসাং উন্নতঃ উজ্জ্বলরসঃ যত্র তাং স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজভক্তিসম্পদং জীবেভ্যঃ সমর্পয়িতুং দাতুং কলৌ কলিযুগে করুণয়া কৃপয়া অবতীর্ণঃ স নঃ অস্মাকং হৃদয়-কন্দরে হৃদয়রূপ-গহ্বরে সদা স্ফুরতু প্রকাশতাম্। এতৎ পদ্যং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মঙ্গলাচরণে উল্লিখিতম্। এতাবৎ পর্য্যন্তং ময়া জ্ঞাতং কবিরাজ-গোস্বামী-পাদৈঃ রচিতং অন্যৈর্বহুভিরপি তথৈব অবগতম্। পরন্তু ভবিষ্যপুরাণে এতৎ পদ্যং দৃষ্ট্বা মম সন্দেহো দূরীভূতোঽভূৎ। নৈতৎ পদ্যং ভবিষ্যপুরাণে প্রক্ষিপ্তং মন্তব্যং ভবদ্ভিঃ। ময়া পূজ্যপাদ-পরিব্রাজকার্য্যবর্য্য-শ্রীধর-মহারাজস্য মুখারবিন্দাৎ শ্রুতং তৈরুক্তঞ্চ বয়ং কদাচিৎ মাধ্বসম্প্রদায়িনাং

বৈষ্ণবানাং আশ্রমং গতাঃ। মাধ্ব-সম্প্রদায়ে বহবঃ বিদ্বাংসঃ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদা বিদ্যন্তে। তান্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ইতি অস্মাভিঃ কথিতং, পরন্তু তৈঃ প্রথমং ন স্বীকৃতম্। "অনর্পিত-চরীং চিরাৎ" ইতি পদ্যং অন্যদপি পুরাণবচনং তেভ্য উক্তম্। তেষাং আশ্রমে প্রাচীনানি বহূনি পুরাণানি বিদ্যন্তে তৈঃ স্বকীয়-ভবিষ্যপুরাণ-প্রভৃতিষু এতানি পদ্যানি দৃষ্ট্বা চৈতন্যচন্দ্রস্য কৃষ্ণস্যাবতারত্বে সন্দেহো দূরীকৃতঃ বিশ্বাসঃ বিহিতঃ। ততঃ প্রভৃতি তানি প্রক্ষিপ্তানি ন মন্যন্তে তৈঃ। সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি-শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে সূতগোস্বামিপাদঃ ভগবতঃ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগাবতারান্ প্রদর্শ্য কলিযুগে কৃষ্ণাবতারমাহ—"নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২)

অস্মিন্ কলিযুগে সুমেধসঃ পরমভাগ্যবন্তঃ জনাঃ কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণস্বরূপং বর্ণয়তি ইতি যঃ অথবা 'কৃষ্ণ' ইতি বর্ণদ্বয়ং যস্য মুখে তং ত্বিষা অকৃষ্ণং কান্ত্যা অকৃষ্ণং গৌরং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ অঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদৈঃ সহ বর্ত্তমানং, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানৈঃ যজ্ঞৈঃ মখৈঃ ভগবন্তং কৃষ্ণং যজন্তি পূজয়ন্তি। শ্রীজীবগোস্বামিপাদৈঃ এতৎপদ্যস্য অর্থঃ প্রদর্শিতঃ—

"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

তদা প্রথমং শ্রীজগন্নাথদেবং দৃষ্ট্বা প্রেমমূর্চ্ছিতোঽভবৎ। শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যপাদৈঃ মহাপ্রভুঃ স্বগৃহং আনীতঃ সেবিতশ্চ, সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যৈঃ গোপীনাথাচার্য্যঃ পৃষ্টঃ—কো নামাঽসৌ সন্ন্যাসী, কঃ সম্প্রদায়ী? তেন প্রত্যুত্তরং দত্তম্—"অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রনামা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ কলি-যুগাবতারী পরন্তু তচ্ছ্রুত্বা তৈঃ আদৌ বিশ্বাসঃ ন কৃতঃ। উক্তঞ্চ কৃষ্ণস্য কলিযুগাবতারঃ নাস্তি। তচ্ছ্রুত্বা গোপীনাথাচার্য্যেন কথিতং—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

হে দেব! তে তব পদাম্বুজদ্বয়স্য পাদপদ্মযুগস্য প্রসাদস্য অনুগ্রহস্য লেশেন অনুগৃহীতঃ অনুকম্পিতঃ যঃ স এব তব মহিম্নঃ তত্ত্বং জানাতি। ন অন্যঃ কোঽপি চিরং বিচিন্বন্ বিচারয়ন্ জ্ঞাতুং শক্নুয়াৎ। অতঃ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য কৃপা যদা শ্রীমতি ভবেৎ তদা তত্তত্ত্বং জ্ঞাতব্যম্। চৈতন্য-চন্দ্রস্য স্বয়ংভগবত্তা-বিষয়ে বহুতর্ক-বিতর্কো জাতঃ তেন সহ। অতঃপরং স্বয়ং-ভগবান্ গৌরহরিঃ তদারাধ্যং ষড়্ভুজ-বিগ্রহং কৃপয়া তৎপ্রতি প্রদর্শিত-বান্। তদা তস্য ভগবন্তং প্রতি সর্ব্বসন্দেহো দূরীভূতোঽভূৎ। অত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদৈঃ পণ্ডিতবরৈর্মহানুভাবৈঃ গৌরং প্রতি যদনুভূতং উক্তঞ্চ তচ্ছ্রূয়তাং ভবদ্ভিঃ—

বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

যঃ একঃ করুণাম্বুধিঃ দয়াসাগরঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী পুরাণপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তজনেভ্যো বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষা-প্রদানার্থং কলিযুগে অবতীর্ণঃ তমহং শরণং করোমি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য পার্ষদপ্রবরৈঃ শ্রীরূপগোস্বামিপাদৈঃ তস্য স্বয়ং ভগবত্তাবিষয়ে যদনুভূতং গদিতঞ্চ তচ্ছ্রূয়-তাম্—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
সঃ চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্?

যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ পরিগৃহীত-মনুষ্যশরীরৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ প্রেমযুক্তৈঃ গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ শিব-ব্রহ্ম প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা উপাস্যঃ আরাধ্যঃ, যঃ ভক্তেভ্যঃ নিজভজন-মুদ্রামুপদিশতি সঃ চৈতন্যঃ কিং মম দিশোর্নয়নয়োঃ পদং স্থানং যাস্যতি প্রাপ্স্যতি!

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য অবতারস্য ত্রিবিধং প্রয়োজনং বিদ্যতে,—শ্রীরাধিকা-ভাবাস্বাদনং, ব্রজপ্রেমবিতরণং, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারশ্চ ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমৎ কবিরাজ-গোস্বামিপাদৈঃ মঙ্গলাচরণে উক্তম্—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদৈঃ বর্ণিতং রাগানুগাভক্তিতত্ত্বং চৈতন্যচন্দ্রেন স্বভক্তেভ্যঃ যদুপদিষ্টং তচ্ছ্রূয়তাম্—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবপি উপনিষৎসু অপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ ন বিবৃতং যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥

শ্রীগৌরস্য শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনং শ্রীরূপগোস্বামিপাদৈঃ উক্তম্—

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

তথা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদৈঃ বর্ণিতং—

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনং কলিযুগীয়-জীবানাং পরমো ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠসাধনঞ্চ। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রেঃ সর্ব্বেভ্যস্তৎ প্রচুরতয়া উপদিষ্টম্। পুরাণেষু সহস্রশঃ নাম্নঃ মাহাত্ম্যং বর্ত্ততে। তেষাং কিঞ্চিৎ ময়া উদাহ্রিয়তে শ্রীগৌরমুখবিগলিতং এতৎ পদ্যং—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

তথা ভাগবতে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

ন হ্যতঃপরং পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৩৭)

কলের্দ্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ (ভাঃ ২।১।১১)
"নাতঃপরং কর্ম্মনিবন্ধ-কৃন্তনং,
মুমুক্ষতাং তীর্থপাদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ কর্ম্মসু সজ্জতে মনঃ
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥"

মম পশ্চাৎ বহবঃ বক্তৃমহোদয়া অত্র বিরাজন্তে। তেষাং মুখারবিন্দেভ্যো বিগলিতং হরিকথামৃতং অত্র ভবদ্ভিঃ শ্রোতব্যম্। ইদানীং ময়া কথায়াঃ বিরামঃ ক্রিয়তে। অনবধানতয়া অনভ্যাসতয়া চ যত্র যত্র মে প্রমাদো জাতঃ গুণগ্রাহিভিঃ ভবদ্ভিঃ তৎ ক্ষন্তব্যম্। অলং বিস্তরেণ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥ *

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীব্যাসপূজা অর্থাৎ শ্রীগুরুপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাদ্বারা শ্রীব্যাস-দেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসদেবের স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও বিগত ২৮শে মাঘ, ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার হইতে ৩০শে মাঘ, ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী তদধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সমিতির চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে তথাকার উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* সম্প্রতি সংস্কৃত বক্তৃতাটী প্রকাশিত হইল। আগামী ৩য় সংখ্যায় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার ৪র্থ দিবসে আহূত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই সভায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

—প্রকাশক

২৮শে মাঘ, ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিবরাতে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ প্রকটিত হন। এই দিবস মঠ-প্রাঙ্গণ ও তোরণদ্বার নানা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাতে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে পঠনমুখে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ নিমাইচরণ ব্রহ্মচারী পরমহংস-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি হইতে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্, শ্রীব্যাস-পঞ্চকম্, শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চকম্, শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্ ও শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্ প্রভৃতির পূজা সম্পন্ন করেন। অনন্তর বেদান্ত সমিতির আশ্রিত স্থানীয় ও বহিরাগত ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। রাত্রে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে এক দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩০শে মাঘ, ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইদিন প্রাতে শ্রীগুরু-বন্দনাতে শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত 'দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব' ইত্যাদি গীতি কীর্ত্তন হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে এই দিনও শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয়, পরে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা চার শতাধিক ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরহিত্যে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে সমিতির মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের টেলিগ্রামে প্রেরিত শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলি পাঠ করা হয়। তদনন্তর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মুরেনাস্থিত সমিতির আশ্রিত শ্রীযুত সত্যপাল ব্রহ্মচারীর প্রেরিত ও অন্যান্য সকলের প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ করা হয়। পরে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে এক দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, পরে শ্রীল প্রভুপাদের আরতি সুসম্পন্ন হইলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্ব-প্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুযায়ী বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিগত ২০শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-যাত্রা বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি পরিক্রমা-কালের মধ্যে তৃতীয় দিবস ২২শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবারে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহ-পঞ্চক প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীধাম-নবদ্বীপে ও দিকে দিকে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন ও সাড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের বেদ-চতুষ্টয়, উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন (গোবিন্দভাষ্য), শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত (গীতা, বিষ্ণু-সহস্রনাম), শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের মঙ্গলধ্বনি, হোম-যজ্ঞ ও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানকে পরম পবিত্রতামণ্ডিত করিয়াছে। বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন মঠাচার্য্যগণ, ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য বক্তৃগণের সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করিয়াছে; আহূত, অনাহূত ও রবাহূত ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলকেই অবারিত মুক্তহস্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হওয়ায় পরম সুকৃতি ও অসীম আনন্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান বৎসরে নব-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহাবির্ভাবের আকর্ষণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় যাত্রী-সংখ্যা অসম্ভাবিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যূন দশ সহস্র ব্যক্তি প্রত্যহ পরিক্রমাকালে প্রসাদ পাইয়াছেন।

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি-বাহিত সুসজ্জিত শিবিকায় আরূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও কীর্ত্তনরত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অনুগমন করিতে করিতে মহা-সংকীর্ত্তনরসে নিমজ্জিত হইয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ প্রথম দিবসে গঙ্গা অতিক্রম করত গোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করিয়া শ্রীনৃসিংহ-পল্লীতে উপস্থিত হন। মধ্যাহ্নে তথায় শ্রীগৌর ও শ্রীনৃসিংহদেবের মহাপ্রসাদ সেবার পর প্রত্যাবর্ত্তনমুখে শ্রীহরিহরক্ষেত্র দর্শন করিয়া মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তথায় হংসবাহন প্রভৃতি সম্বন্ধে মাহাত্ম্য শ্রবণ করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমার বৈশিষ্ট্যের

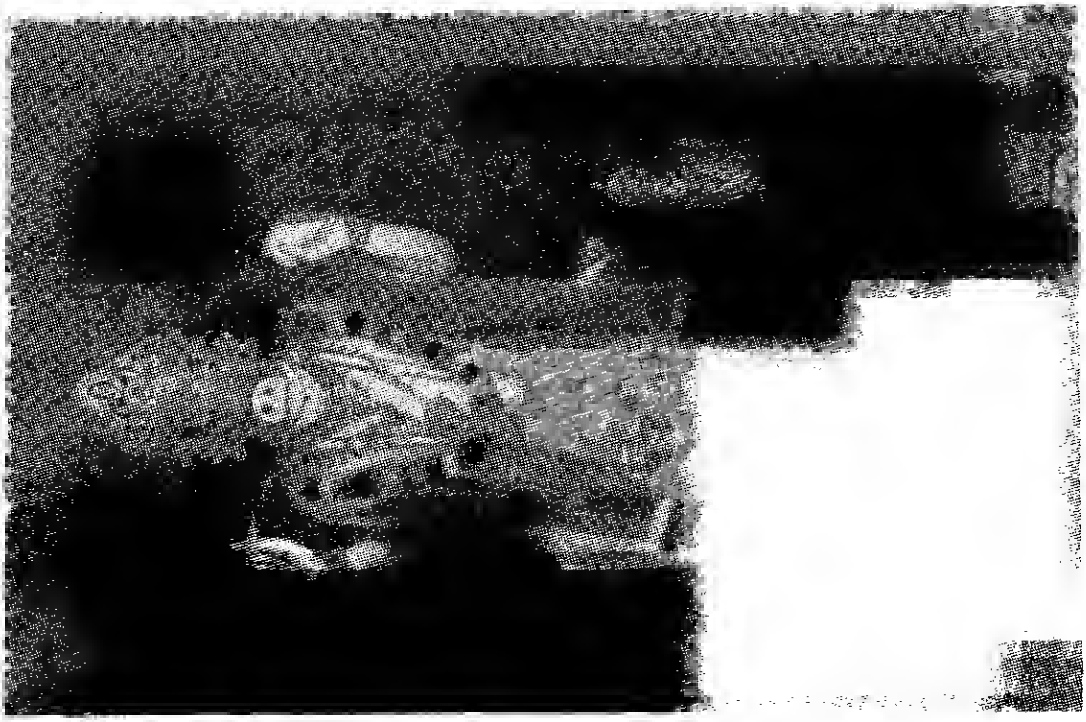

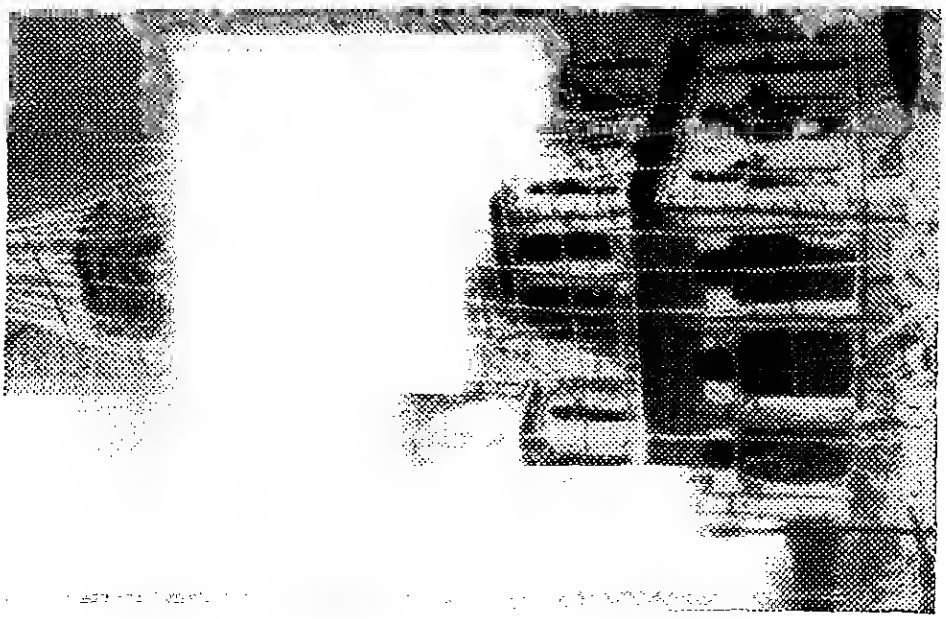

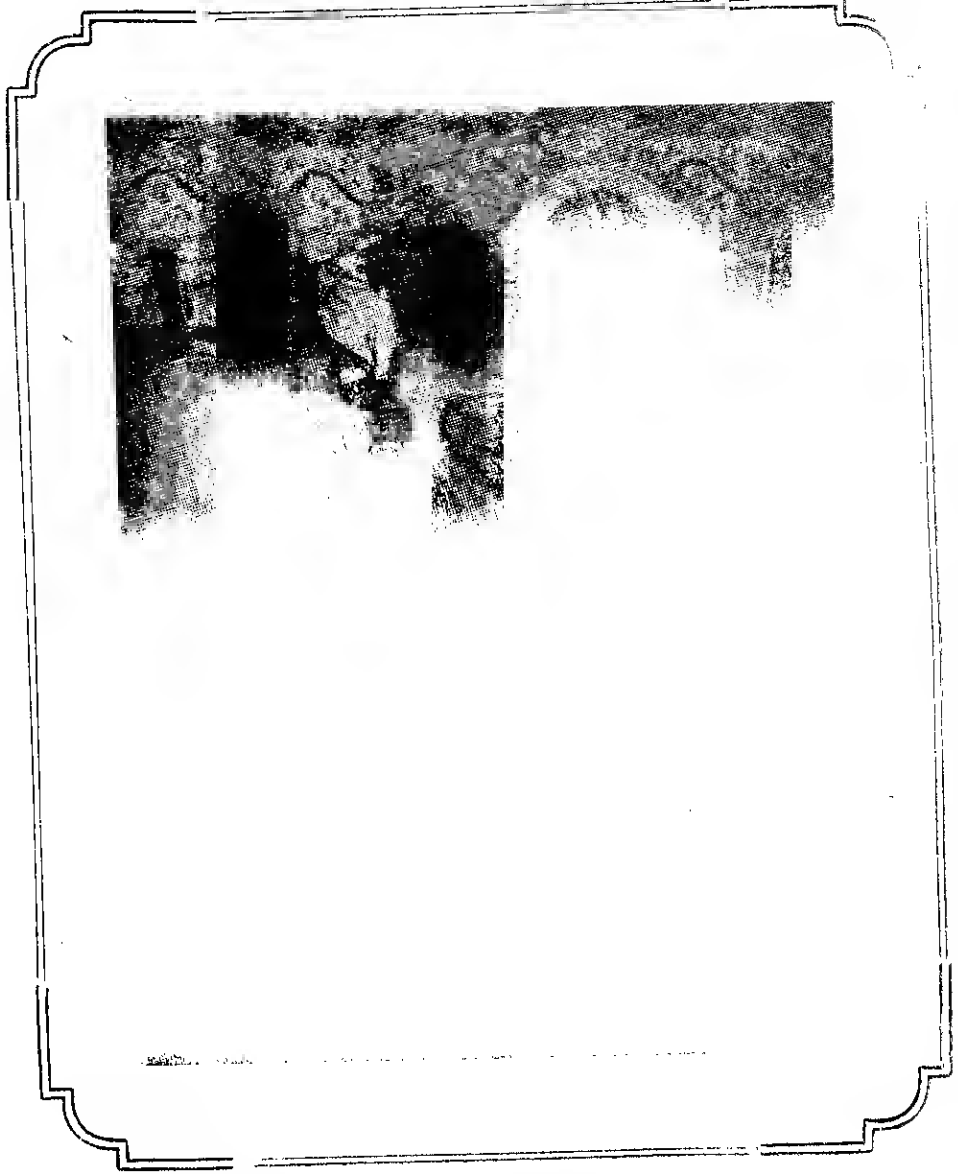

অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যামুখে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজও তৎপরে শ্রীল ভক্তিবিনোদের তত্ত্ব ও দান সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা বরেন। দ্বিতীয় দিবসে অনুরূপ-ভাবে মহোল্লাসে যাত্রিগণ কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিতে করিতে সমুদ্রগড়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীসমুদ্র সেনের ও সমুদ্রগড়ের আখ্যান শ্রবণ করেন। তৎপরে চম্পকহট্টে দ্বিজবাণীনাথ-সেবিত শ্রীগৌর-গদাধরের দর্শন ও সেবা করত শ্রীজহ্নুদ্বীপে জহ্নুমুনির স্থান-দর্শনান্তে বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে উপস্থিত হন। তথা হইতে মোদদ্রুম দ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাটে পরিক্রমা ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করত ব্রহ্মাণীতলায় শ্রীএকাদশীর অনুকল্প গ্রহণ করেন ও অপরাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৃতীয় দিবসে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাহেতু পরিক্রমা বন্ধ থাকে। অতি প্রত্যুষেই মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন ও ব্যাণ্ডপার্টির নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের ও সানাইএর তান অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিকতা সূচনা করে। চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠা কার্য্যের আয়োজনে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী মঠবাসিগণকে সাতিশয় ব্যাপৃত দেখা যায়। কিয়ৎকাল পরে ব্যাণ্ডপার্টিসহ শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং কুম্ভ-হস্তে অভিষেকের জন্য গঙ্গাবারি আনয়নে বহির্গত হন। অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সহস্র সহস্র যাত্রী সমভিব্যাহারে কলস-হস্তে গঙ্গাতীরে উপনীত হন। তদনন্তর বারিপূর্ণ কুম্ভ স্কন্ধে করিয়া মহোল্লাসে সংকীর্ত্তন-সহকারে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহ-গণের অভিষেকের নিমিত্ত প্রতিনিধি-বিগ্রহকে বারান্দায় আনয়ন করিয়া অষ্টোত্তরশত-কলস পঞ্চামৃত মিশ্রিত গঙ্গোদকে যথাবিধি অভিষেক-কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-পাদগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুললিত স্বরে বেদাদি শাস্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; অদূরে যজ্ঞানলে ওঁকার-সমন্বিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দানরত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট। এতাদৃশ মনোরম দৃশ্য দর্শনে আমার স্মৃতিপটে দ্বাপর যুগের চিত্র স্বতঃই উদিত হইল,—প্রতীয়মান হইল, যেন ত্রেতা কিম্বা দ্বাপরযুগে কোন রাজর্ষির রাজসূয়-যজ্ঞের ক্রিয়ানুষ্ঠান চলিতেছে।

নাট্যমন্দির ও শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অগণিত ব্যক্তি অনিমেষ-নেত্রে এই মহাভিষেক দর্শন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিগ্রহকে অভিষিক্ত করিয়া অপরাপর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও মঠের দীক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ-গণকে অভিষেকের সৌভাগ্য দান করেন। তৎপর শ্রীমন্দির-মধ্যে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিষ্ঠাদির অন্যান্য

কার্য্য সমাধা করেন। ইতোমধ্যে যতিপ্রবর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সমভিব্যাহারে শুভাগমন করেন। তাঁহাদিগকে নাট্যমন্দিরের বক্তৃতামঞ্চে যথাযোগ্য আসন ও মাল্য-চন্দনাদিদ্বারা সৎকার করা হইলে শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মাইকযোগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দান ও দার্শনিক বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে একটি সারগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রাক্কালে চুঁচুড়া কোর্টের অগ্রণী আইনজীবী মাননীয় শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এ্যাডভোকেট, শ্রীযুত তারিণীচরণ ঘোষ, শ্রীযুত কিশোরীবাবু, শ্রীযুত নৃপেন্দ্রবাবু, শ্রীযুত রমেশবাবু প্রভৃতি ৫জন উপস্থিত হইয়া সভামণ্ডপ সমলঙ্কৃত করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে সাদরে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে লইয়া যান ও তাঁহাকে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্-ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন। অগণিত দর্শন-লোলুপ ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীল মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বারত্রয় উন্মুক্ত করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি ও নারীগণের হুলুধ্বনি, সংকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ ও নানাবিধ বাদ্যের (ব্যাণ্ডপার্টীর) শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী, দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে শ্রীকোলদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহদেব) ও লক্ষ্মীদেবী এবং বামপ্রকোষ্ঠে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অর্চ্চা বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের মাধ্যমে জগতে দর্শনদান করিলেন। (এতন্মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ উভয়েই "রসরাজ মহাভাব—দুই একরূপ" এই বাণীর সার্থকতা করিয়া 'রাধাবিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্'-ধৃত "রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা। তেষাং বৈ চরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥" বাক্যের ভজনচাতুর্য্যবিশিষ্ট শ্রীরাধারাণীর বর্ণ অঙ্গীকার করত কৃষ্ণবর্ণ লুপ্ত রাখিয়াছেন।) তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দেশিক আচার্য্য মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের অর্চ্চন ও ভোগরাগ সম্পন্ন করিলেন। ভোগারতির পর সারাদিন ধরিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-সময়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ পরিক্রমা-পার্টীসহ উপস্থিত হন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হন।

সন্ধ্যায় শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরস্থ বক্তৃতা-মণ্ডপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বে বৈষ্ণব ও মায়াবাদী সম্প্রদায়ের দার্শনিক বিচারের পার্থক্য" এবং তৎপ্রকাশিত শ্রীবিনোদবিহারী-মূর্ত্তি কেন কৃষ্ণবর্ণ নহেন তাহার বিচার প্রকাশ করেন। বক্তৃতামুখে তিনি শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-সেবাগ্রণী পরলোকগত শ্রীযুত গিরিধারী দাসাধিকারী ও নাট্যমন্দির-সেবার সম্পূর্ণ ব্যয়-বহনকারী শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয়ের সেবা-সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি শ্রীমদ্গিরি মহারাজ এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

নব-নির্ম্মীয়মাণ শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দির

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণের মনোহর রূপে মুগ্ধ হইয়া ভক্তদর্শকবৃন্দ একবাক্যে ইঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছেন।

৪র্থ দিবস যাত্রিগণ প্রৌঢ়া মাতা, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করেন। অদ্য সন্ধ্যায় এক সভার বিশেষ অধিবেশন হয়। বক্তৃতা-মণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দেশিক আচার্য্য মহারাজ সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণমুখে বক্তৃতা করেন। তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত নিত্যানন্দ পঞ্চতীর্থ মহোদয়ও সংস্কৃত ভাষায় সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা দান

করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি সাংখ্যতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীকোলদেবের (বরাহদেবের) শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে আজ প্রাচীন কোলদ্বীপের স্মৃতি এইস্থানে জাগরিত হইতেছে। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর প্রশংসা করেন।

৫ম দিবস অন্তর্দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থল শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি ও শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও চাঁদকাজির সমাধি দর্শন ও পরিক্রমা করত যাত্রিগণ শ্রীজয়দেবের পাটে প্রসাদ সেবা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে পরিক্রমা সমাপন করা হয়। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ এবং পরে হিন্দী-ভাষায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা করেন।

৬ষ্ঠ দিবস শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ভক্তগণ সারাদিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ ও শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় গৌরাবির্ভাবের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজাদি বক্তৃতা করেন।

সপ্তম দিবস মধ্যাহ্নকাল হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দ এবং সদ্য-সন্ন্যাস ও বাবাজীবেষ-প্রাপ্তগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও হোমাদিক্রিয়া চলিতে থাকে। সন্ধ্যায় সভামণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সদ্য-সন্ন্যাসপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী, পণ্ডিত শ্রীনিমাই চরণ ব্যাকরণতীর্থ এবং হিন্দী-ভাষায় শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী মহোদয় বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রধান অতিথিরূপে অদ্যকার সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং পরিশেষে তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিলে পর সভার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, অদ্য বেলা ৯ ঘটিকা হইতে রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত সার্ব্বসাধরণে মুক্তহস্তে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। সমিতির নিজস্ব কয়েকটা অট্টালিকা ও সুবৃহৎ নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হওয়ায় এ বৎসর অত্যধিক যাত্রী সমাগম হইলেও তাঁহাদের বাসস্থানের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই এবং শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের আর্থিক-সেবায় একটা বৃহৎ ইষ্টক-নির্ম্মিত পাকা ইন্দারা প্রস্তুত হওয়ায় জলাভাবও বিদূরিত হইয়াছে।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭০ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৭ ত্রিবিক্রম, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ৩য় সংখ্যা

বুধবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭০ ; ইং ১৫।৫।১৯৬৩

সানুবাদ-

শ্রীপৃথুমহারাজ-কৃতঃ শ্রীশ্রীহরি-স্তবঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে বিংশতিতমেঽধ্যায়ে—২৩-৩১)

শ্রীপৃথুরুবাচ,—

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণ-বিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ॥১॥

(অনন্তর পৃথু-মহারাজ বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির পূজার নিমিত্ত বিবিধ সমগ্রী আহরণপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত-ভক্তিযোগে তাঁহার চরণ-কমল বন্দনমুখে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

পৃথু কহিলেন,—হে বিভো! যাঁহাদিগের বরদান করিবার ক্ষমতা আছে, আপনি সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও ঈশ্বর। কোন্

বিবেকী ব্যক্তি এতাদৃশ আপনার নিকট দেহাভিমানি-ব্যক্তিগণের ভোগ্য বরপ্রার্থনা করেন ? হে পরমেশ ! ঐ সকল ভোগ্যবস্তু নরক-বাসি-দেহ-ধারিগণেরও আছে। হে মুকুন্দ ! সেইসকল ঘৃণিত তুচ্ছ ভোগ্যবস্তু আমি প্রার্থনা করি না ॥১॥

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥২॥

হে নাথ ! যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গ দ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-সুধার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুতকর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না ॥২॥

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥৩॥

হে উত্তমঃশ্লোক ! মহাজনগণের মুখ-নিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-মকরন্দ-কণা-সম্পৃক্ত অনিল কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন কি ?৩॥

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥৪॥

হে মঙ্গলকীর্ত্তে ! যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য্যে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশ একবারও কোন প্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, কারণ লক্ষ্মীদেবীও

নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশোশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন ॥৪॥

অথাভজে ত্বাখিল-পুরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃত-ত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥৫॥

অতএব লক্ষ্মীর ন্যায় সমুৎসুক হইয়া আমিও আপনাকে ভজনা করিব। আপনি পুরুষোত্তম ও সর্ব্বগুণাকর। হে নাথ! কমলা ও আমি, আমরা উভয়ে একপতি আপনার কামনা করিব এবং উভয়েই আপনার পাদারবিন্দে মনকে একভাবে নিযুক্ত রাখিব; তাহাতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে না ॥৫॥

জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গুপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥৬॥

হে জগদীশ! জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ অবশ্যই হইবে; কারণ, আমিও জগজ্জননীর ন্যায় ভবদীয় সেবা করিতে চেষ্টা করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু আমি সেই বিরোধের জন্য পশ্চাৎপদ নহি; কারণ আপনি দীনবৎসল, সুতরাং আপনার ভক্তকৃত-তুচ্ছকার্য্যকেও আপনি যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিবেন; আর আপনি যখন পরমানন্দস্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার তত প্রয়োজন নাই ॥৬॥

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্ত-মায়াগুণ-বিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে ॥৭॥

হে ভগবন্! আপনি দীনবৎসল বলিয়াই সাধুব্যক্তিগণ আপনাকে ভজন করিয়া থাকেন। আপনাতে মায়াগুণের বিলাসজনিত কোন

কার্য্যই নাই। হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মসেবা ভিন্ন সজ্জনের অন্য কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না ॥৭॥

মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাথ যৎ।
বাচা নু তন্ত্র্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম্ম করোতি মোহিতঃ ॥৮॥

আপনি "বর প্রার্থনা কর"—এই যে কথাটী বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী। হে নাথ! মনুষ্য যদি আপনার বাক্যরূপ রজ্জু-দ্বারা বদ্ধই না হইবে, তাহা হইলে সে কি-প্রকারেই বা পুনঃ পুনঃ মায়ামুগ্ধ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে থাকিবে? ৮॥

ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ।
যথাচরেদ্বাল-হিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্ ॥ ৯ ॥

হে ঈশ। অজ্ঞ মনুষ্য আপনার মায়ার দ্বারা নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ, যেহেতু তাঁহারা অদ্বয়তত্ত্ব সত্যস্বরূপ আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাদের ভোগের নিমিত্ত পৃথক্ লোক-পুত্রাদি কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ পিতা নিজে নিজেই বালকের হিত-চেষ্টা করেন, সেইরূপ আপনারও স্বয়ংই আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তির মঙ্গল চিন্তা করা যোগ্য হইতেছে ॥ ৯ ॥

শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়?

হিন্দুগণের সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম—**মায়াতীর্থ**। এই মায়াতীর্থ হইতে পূতসলিলা গঙ্গা জগৎপাবনী হইয়া চিরদিন বিরাজমানা।

আর্য্যাবর্ত্তের স্থানবিভাগে আমরা 'পঞ্চগৌড়ের' নাম পাই। সারস্বত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কান্যকুব্জ, প্রতিষ্ঠানপুর, মিথিলা হইয়া সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গানদী বিষ্ণু-চরণামৃতে তটবাসিগণের পাপরাশি অপনোদন করিতেছেন।

'অনয়া মীয়তে ইতি' মায়ার বিচার নারা বা আপ আশ্রয়ে 'মায়াতীর্থ' নামে পরিচিত। হরিদ্বারে মায়া, গৌরদ্বারে মায়া। 'হরি মায়াপুরে', গৌরহরি মায়াপুরে।

সপাদ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর নিজঘাটে বসিয়া গঙ্গামহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। কেশবভট্ট বহুদূরদেশ হইতে মায়াপুরে গঙ্গা কাহার চরণোদকে স্ববিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন, জানিতে আসিয়াছেন। গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিতেছেন, তাঁহার ভ্রম শোধন করিতেছেন সাক্ষাৎ গৌরহরি।

কেশবভট্টের শিষ্য গাঙ্গল্যভট্ট হরিভক্তিতরঙ্গিণী-প্রবাহকল্পে কাশ্মীর-কেশীয় কেশবকে গৌরভক্তির কথামুখে রাধাগোবিন্দের কথা জানাইয়াছেন। তাহাতেই এক যুগলোপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইল।

তন্ত্রশাস্ত্র তারস্বরে মায়াপুরের কথা জগৎকে জানাইলেন। স্মার্ত্তকুল-মুকুটমণি স্বধামলব্ধ পণ্ডিতবর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় তন্ত্রশাস্ত্রের গুপ্তরহস্য প্রকাশিত করিলেন। জগৎ জানিতে পারিল,—শ্রীধাম মায়াপুর কোথায় ?

প্রতিষ্ঠানপুরের যুক্তবেণী পূর্ব্বগৌড় সপ্তগ্রামে মুক্ত-বেণীরূপে প্রকাশিত হইল। হরিদ্বারের মায়াতীর্থ গৌরহরিদ্বারে পূর্ব্বগৌড়ে সাগরাভিমুখিনী গাঙ্গধারার তটদেশে নবদ্বীপ-গৌড়পুরে শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থান জানিতে পারিল লোকে, আজ অনেকদিন।

শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়, জানিতে হইলে আগম বলেন,—গঙ্গার পূর্ব্বতটে যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর শচীর নন্দনরূপে উদিত হইলেন সেইখানে। "মায়াপুরে মহেশানি ভবিষ্যামি শচীসুতঃ" গান করিতে করিতে সকল বিদ্বন্মণ্ডলী জানিলেন—**যাহাকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলে, উহাই—শ্রীধাম মায়াপুর।**

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীসুত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশচীসুত যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানকেই তাৎকালিক লেখকগণ 'শ্রীধাম নবদ্বীপ' বলিয়াছিলেন। **তন্ত্রশাস্ত্র নিত্যধাম শ্রীধামকেই 'শ্রীমায়াপুর' বলেন। শ্রীমায়াপুর ধামই—শ্রীনবদ্বীপধাম।** বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লেখক একই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন। সুতরাং **প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ দুইটী বিভিন্ন স্থান নহে।**

প্রপঞ্চে কাল অখণ্ড নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে কালের খণ্ডাংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এক নক্ষত্রের উদয় কাল হইতে পুনরায় তাহারই

উদয় কালকে এক নাক্ষত্রিক দিন বলে। সূর্য্যের উদয়-কাল হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত অহোরাত্রকে সৌরদিন বলে। সৌরদিন সংখ্যায় ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ অনুপল পরিমিত কালকে সৌরবর্ষ বলে। এইরূপ সৌরবর্ষের শত সংখ্যাকে শতাব্দ বলে।

শ্রীগৌরসুন্দর যে-কালে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে ৪৪৩ সৌরবর্ষ অতীত হইলে অধুনা যে কাল গণিত হয়, উহার কল্যব্দ-সংখ্যান ৫০২৯, শকাব্দ ১৮৫০, বিক্রমাব্দ ১৯৮৫, বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, খৃষ্টাব্দ ১৯২৯।

শ্রীজাহ্নবীর গতি প্রপঞ্চে নিত্যা নহে। কালে কালে তাহার ভিন্ন গতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের গঙ্গাধারা আর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের গঙ্গাধারা এক নহে। উভয়-কালের মানচিত্র হইতেই উহা লক্ষিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের চিত্র, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের চিত্র এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শ্রীধামের নিকটবর্ত্তী চিত্র পরস্পর গঙ্গাপ্রবাহের বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করে। সুতরাং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের চিত্র দর্শনে, উহাই গঙ্গার ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের ধারাসহ অভিন্ন,—এইরূপ বলিতে গেলে তদ্বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক আছে। আবার ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের গঙ্গাধারাই যে ১৫১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসের গঙ্গার স্থিতি-নিদর্শনের ধ্রৌব্য-সংস্থান, তাহার প্রমাণ নাই। **হাণ্টর সাহেবের বিচার অনুধাবন করিলেই জানা যাইবে যে, ভূকম্পনে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গাধারার গতির প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।**

অতিসূক্ষ্ম চিত্রে গঙ্গাধারা-নিরূপণও সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, অতিসূক্ষ্ম ব্যাপার স্থৌল্যপ্রতীতির ব্যাঘাতকারক। সুতরাং তোড়রমলি চিত্র বা জোয়াডি ব্যারো প্রভৃতির অতিসূক্ষ্ম চিত্রসমূহ তাৎকালিক গঙ্গার সূক্ষ্মগতি-নিরূপণে আমাদিগকে কোন সহায়তাই করিতে পারে না। অনুমান করিতে গেলেও নানাপ্রকার দোষ আসিয়া আমাদিগকে কুতার্কিক করিয়া রিপুর বশবর্ত্তিতাকে সত্যাশ্রয় বলিয়া ভ্রমে পাতিত করায়। বিপ্রলিপ্সা বা পরবঞ্চনেচ্ছা আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করায় বলিয়া নিরস্তকুহক সত্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত যথার্থভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৮৪৬ সালের গঙ্গাধারার বিচার

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে আমাদের বুদ্ধির কেহই প্রশংসা করিবেন না।

প্রমাণ-বিষয়ে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বনে তর্কমূলক নির্ব্বোধ বুঝাইয়া দিলেই তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও গঙ্গাধারা, ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও গঙ্গার সংস্থান, সপ্তদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও গঙ্গার নিরূপিত ধারা একই,—একথা বলিলে অধিক বিচার দেখা যায় না। যখন বিভিন্নকালীয় মানচিত্রের অস্ফুট ভঙ্গীসমূহ আমাদের শ্রীনবদ্বীপের অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুরের কোন সংস্থানই দিতে পারিবে না,—ইহা পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হয়, তখন তদ্বিষয়ে চর্ব্বিত চর্ব্বণের প্রয়াস কোন বিচারকই গ্রহণ করেন না।

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গ উত্থাপনে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক-কালীয় গবেষণা দ্বারা আমাদের কল্পনা-কামধেনু কি ফল প্রসব করিবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন-তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রত্নবিজ্ঞান (Archaeology) প্রাচীন শিল্প ও ভাস্কর্য্য, আলেখ্য, মূর্ত্তি বিজ্ঞান-শাস্ত্র (Iconography), প্রাচীন লিপি (Palaeography), শিলা-লিপি (Epigraphy), কালবোধবিজ্ঞান (Chronology), প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন ভৌগোলিক-সংস্থান-বিবরণ, মুদ্রা-লিপি-বিজ্ঞান (Numismatics) প্রভৃতি আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে; সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুর নির্ণয়ে উহাদিগের কোন লৌকিক সাহায্য আমরা পাইতে পারি কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশে বজ্রোপম উপলখণ্ডের আতিশয্যাভাব-প্রযুক্ত ইকনগ্রাফি, এপিগ্রাফি, পেলিওগ্রাফির অধিক সাহায্য পাইবার বিড়ম্বনায় আমাদের কালক্ষেপের অবসর নাই। প্রাচীন আলেখ্যাদির সংরক্ষণ প্রাসাদহীন দরিদ্রবঙ্গের পর্ণকুটীরে একটী অভিনব ব্যাপারবিশেষ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

শ্রীধাম মায়াপুরের (আধুনা বামনপুকুর নামে পরিচিতের) **প্রাচীন শিল্প ও ভাস্কর্য্য কতিপয় উপলখণ্ড এসিয়াটিক সোসাইটির রক্ষণাগারে কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আনীত হইয়াছে।** প্রত্নতত্ত্বালোচন-মুখে কয়েকটী সাময়িক পত্র এবং কিছুদিন পূর্ব্বের ভ্রমপূর্ণ আপাত বিচারমূলক পুস্তক ও পুস্তিকা আমাদের প্রস্তাবিত অনলের ইন্ধনে কিয়ৎ-পরিমাণে সাহায্য করিবে। পরিশেষে কিম্বদন্তীর সামঞ্জস্য আমাদিগকে

একেবারে বিপথগামী করিবে, এরূপ নহে। দৈবক্রমে লব্ধ ঐতিহ্য, যাহার প্রসঙ্গ ঈর্ষামূলে পক্ষবিশেষের কোন মতবাদজন্য উদ্ভাবিত হয় নাই, ঐরূপ কিছু প্রামাণিক কথা আমাদের সাহায্য করিতে পারে কিনা, দেখা আবশ্যক। বিতণ্ডাপ্রিয় কুতার্কিকগণের বিপ্রলিপ্সা ঐ প্রমাণ-প্রয়োগ-গুলিকে কি পরিমাণে আবৃত করিয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষভাবে অলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ন্যূনাধিক দুইশত বর্ষকাল অতীত হইতে চলিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনৈক সেবক একখানি ভৌগোলিক-সংস্থান-নির্ণায়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। **ত্রিপাদ শতাব্দ পূর্ব্বে কাটোয়া প্রবাসী জনৈক অদ্বৈত-সন্তান যেকালে শ্রীধাম পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেইকালে "শ্রীনবদ্বীপ-পরিমক্রমা' নামীয় একটি পুস্তিকারও প্রচার দেখা যায়। সেই গ্রন্থে "বামনপুকুর"-পল্লীর সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে হাতিকাটা দ্বীপের মাঠ, বামনপুকুর, বল্লালদীঘি, ডেঙ্গাপাড়া, বৈরাগীডাঙ্গা, ব্রজপত্তন, শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি পল্লীগুলি 'শ্রীধাম মায়াপুর' নামেই অভিহিত হইত।** পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত কালের তাৎকালিক পল্লীগুলি ক্রমশঃ স্বতন্ত্র নামেই অভিহিত হইয়াছে বলিয়া কিছু-দিন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের আয়তন খর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই মামগাছির **শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীনবদ্বীপের যেরূপ ভৌগোলিক নিদর্শন দিয়াছেন, উহার সদৃশ দৃঢ় প্রমাণ আর কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঐ গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত হয়।**

শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের সংস্থান-বর্ণনে গঙ্গার সমপারে অবস্থিত গ্রামসমূহ বলিতে গিয়া গঙ্গানগর, শিমুলিয়া, কাজীর নগর, তাঁতিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, গাদিগাছা, মাজদিয়া ও পারডাঙ্গা প্রভৃতির নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। **গঙ্গার অপর পারে বিদ্যানগর, কুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের নাম পাওয়া যায়;** ঐ সকল গ্রাম নদীয়ানগরের তাৎকালিক উপকণ্ঠ মাত্র। এখন দেখিতে হইবে, উল্লিখিত প্রাচীন গ্রামগুলির কোন অস্তিত্ব অদ্যাবধি পাওয়া যায় কি না? যে কোন একপারের গ্রাম হইতে অপর পারের গ্রামের স্থান নিরূপিত হইতে পারিবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

আর্ত্তি নিবেদন

আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ভজন-কুটীরে উপবিষ্ট। পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিসেবিত বহু জনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করত কেনই বা আমরা এই সুদূরপ্রদেশে বসিয়া আছি। তাঁহাদিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

বহুদিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটী আশা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহুপ্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন নিরাকারবাদী কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সংসার-সেবিগণও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনা হইলেন। বহির্মুখ-গীত-বাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রাণ মন ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ক্রমে ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিল, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আশাতিরিক্ত ভাব দর্শনে যখন আমরা দিন দিন নব নবোৎসাহে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-তপনের প্রখরতাপে যে-সমুদয় খদ্যোতিকাপ্রায় উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করত উপস্থিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আসুরিক ধর্ম্ম কতকগুলি স্মৃতি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক স্মার্ত্ত-অধ্যাপক-তরণী-আশ্রয়ে বক্তৃতাছলে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগী-স্বরূপে উদিত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়বিলাসী কতকগুলি

জগজ্জঞ্জাল পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জন-সমাজে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার কতিপয় কীট স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' বলিয়া মূর্খ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা আপনাকে নানারূপ আচার্য্যপদোচিত প্রতিষ্ঠা-ভূষায় ভূষিত করত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মতনিচয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ গাঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিল !—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়-নিচয়।
ভক্তিপথ এবে কোটী কণ্টকাদিময়॥
কোথা যাব, কি করিব, হয়েছি বিকল।
না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপা-বল॥

—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকট-স্থান শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন—

"অয়ি সজ্জনতোষণি ! তুমি শান্তি লাভ কর। এই সংসারে জীবগণ জন্মজন্মান্তরীণ স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা

করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজ কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা, আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, **আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর।** সেই নাম মহিমা শ্রবণে তাহাদিগের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাস সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে কৃপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।"

হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা উত্তাল-তরঙ্গমালা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম। হে উদার-স্বভাব পাঠকবর্গ! আমরা মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগের নিকট সেই অমূল্য নামের মহিমা সাধ্যমত কীর্ত্তন করিব, দয়া করিয়া আপনারা তাহা শ্রবণ করিলে আমরা ধন্য হইব।

হে সহৃদয় পাঠকগণ! আশা করি আপনারা যেরূপ উদার-স্বভাব, তাহাতে আমাদের এই সমুদয় আর্ত্তনাদে আপনারা কোন দম্ভ-দৃষ্টি করিবেন না, ইহা আমাদের সরল হৃদয়োত্থিত স্বাভাবিক ভাব বলিয়া মনে করিবেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১-৪ পৃঃ)

মায়াবদ্ধ জীব

অচিন্ত্য-লীলাময় পরব্রহ্ম হরি।
নানালীলা করেন অনন্তশক্তি ধরি'॥
অনন্তশক্তি-মধ্যে তিনশক্তি প্রধান।
বিষ্ণুশক্তি,—ক্ষেত্রজ্ঞা, 'অবিদ্যা' যার নাম॥
ক্রমে শক্তিত্রয়ের অপর নাম হয়।
চিৎ, তটস্থা, আর জড়া যাহারে কয়॥
এ তিন শক্তি কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
যাহা হ'তে চিজ্জড়ের লীলার বিস্তার॥

চিচ্ছক্তি হয় কৃষ্ণের স্বরূপ-শকতি।
যা হ'তে পরব্যোম-ধামের অভিব্যক্তি॥
জড়শক্তি 'স্বরূপের' ছায়াশক্তি হন।
তাহার প্রভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
চিজ্জড়ের সন্ধিস্থল 'তটস্থা' শক্তি-নাম।
অবিদ্যাময় জীবের কর্ম্মমূল-ধাম॥
তটস্থের দ্বারে অনন্ত জীব-নিচয়।
অণুচৈতন্য জীব মায়া যাহারে ভুলায়॥
স্বরূপশক্তি হইতে কারণাব্ধিশায়ী।
শ্রীকৃষ্ণের আদিপুরুষাবতার-মায়ী॥
তাহার ঈক্ষণে দেখ, দেবী মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচে বিষ্ণুশক্তি পাঞা॥
মায়ার বৃত্তি—নিমিত্ত আর উপাদান।
নিমিত্তাংশে মায়া, উপাদানাংশে প্রধান॥
মায়া হইতে জীবের কর্ম্মের বাসনা।
প্রধানেতে জড় দ্রব্য হয় সমুৎপন্ন॥
মায়াজাত চতুর্ব্বিধ লিঙ্গ-আবরণ।
মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, বুদ্ধি, আর মন॥
প্রধানে— পঞ্চ-তন্মাত্র-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়।
পঞ্চ-মহাভূত, আর পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়॥
এই বিংশতি-তত্ত্ব হয় স্থূল-আবরণ।
যাহা হ'তে লিঙ্গের করে বাসনা পূর্ণ॥
লিঙ্গ-স্থূল মিলিয়া চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বে।
জড়দেহ গঠিত প্রপঞ্চ যা'র সত্তে॥
আবরণী, বিক্ষেপাত্মিকা—মায়ার ক্রিয়া।
যাহা হ'তে জীব যায় স্বরূপ ভুলিয়া॥
জীবের স্বরূপেতে চিদ্ধামে অবস্থান।
কৃষ্ণ-বিস্মৃত হ'য়া মায়া-ধামে ধাম॥

মায়া তখন তারে দিয়া লিঙ্গাবরণ।
কামনা-বাসনাদি জাগায় অনুক্ষণ॥

লিঙ্গের ক্রিয়া স্থূলাবরণে সমাহিত।
ভ্রমদোষে দেহে আত্মবুদ্ধি বিপর্য্যস্ত॥

জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস—একথা ভুলিয়া।
'আমি' অভিমান করে ভোক্তা সাজিয়া॥

মায়ার নিগড়—সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ।
অভিমানী সে, নিগড়ে হয়ত বন্ধন॥

'আমি-আমার' বলিয়া ভ্রমে চৌদ্দ ভুবন।
সাধুকৃপা-বিনা তার না হয় মোচন॥

দৈবযোগে সাধু যদি করেন প্রসাদ।
কৃষ্ণ তারে গুরুরূপে হয়েন সাক্ষাৎ॥

শ্রীগুরুতে সর্ব্বস্ব করিয়া সমর্পণ।
শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়া করে কৃষ্ণের সেবন॥

ভাবরতি-ক্রমে পায়—কৃষ্ণপ্রেমধন।
লিঙ্গদেহ তার আর থাকে না তখন॥

সর্ব্বক্ষণ তথা কৃষ্ণপ্রেমেতে বিভোর।
যাঁহা যাঁহা অক্ষি স্ফুরে, দেখে চিত্তচোর॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১২)

শ্রীকৃষ্ণ-রূপের নিত্যস্থিতি সম্বন্ধে ভাগবত-বচন—

লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥

যোগিগণের মত শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দমৃত্যু নিষেধ করিতেছেন। যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন; তাঁহারা আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা নিজতনু দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শ্রীভগবান তাহা করেন না; তিনি দগ্ধ না করিয়াই নিজতনু-সহ বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করেন।

তাহার কারণ লোকসকলের অভিরাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সেইতনুতে লোকসকলের অবস্থিতি। সুতরাং তাহা জগতের আশ্রয় বলিয়া তাহা দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-রূপই ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ এইরূপের ধ্যান-ধারণাদ্বারা মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, রূপের নিত্যতা না থাকিলে ধ্যান-ধারণাদি সম্ভব হয় না। সাক্ষান্মন্মথমন্মথ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-রূপ না থাকিলে কাহার চিন্তা ধারণা করিবে? অর্থাৎ তাহারও বাধা হইয়া পড়ে। তাঁহার দর্শনাদির ফল—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সর্ব্বসংশয় ছেদন ও নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

মনোহর রূপ-গুণবিশিষ্ট বস্তুতে মন স্বাভাবিক আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণে রূপ-গুণের চরম উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণরূপে অসাধারণ সর্ব্বাকর্ষণ-সামর্থ্য বিদ্যমান।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দ-স্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

'কৃষি' সত্তাবাচক এবং 'ণ' আনন্দবাচক। উভয়ের একত্বে পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ কথিত হন। আনন্দদ্বারা আকর্ষণ করাই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব। সুতরাং যদি একবার তাঁহাতে চিত্ত স্থাপিত হয়, তবে তাহা হইতে চিত্তবৃত্তি অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না। এজন্যই ধারণা-ধ্যান মঙ্গল বলা হইয়াছে। অতএব মায়াবাদীর মতে শ্রীকৃষ্ণরূপের অনিত্যতা খণ্ডিত হইল।

সমস্ত অবতারের নিত্য প্রাকট্য প্রদর্শন ৫ম স্কন্ধ, ১৭শ অঃ, ১৫শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে। জম্বুদ্বীপ নয়টী বর্ষে বিভক্ত—অজনাভ, কিংপুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক্, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এই নয়টী বর্ষে মহাপুরুষ ভগবান নারায়ণ জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য আত্মতত্ত্বব্যূহে সাক্ষাৎ নিজ মূর্ত্তিসকল দ্বারা তাহাদের সন্নিহিত হইয়া থাকেন। এই সন্নিধান সাক্ষাৎরূপে, প্রতিমাদিরূপে নহে। ঐ সকল বর্ষে সাক্ষাৎরূপেই তাঁহারা বিরাজমান। উক্ত পঞ্চমস্কন্ধোক্ত শ্লোকের ন্যায় বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরের শ্রীকৃষ্ণ-সহস্রনামেও তদ্রূপ নিত্যত্ব বর্ণিত—

তস্য হৃষ্টাশয়া স্তুত্যা বিষ্ণুর্গোপাঙ্গনাবৃতঃ।
তাপিঞ্ছশ্যামলং রূপং পিঞ্ছোত্তং সমদর্শয়ৎ ॥

তাহার স্তুতিতে আনন্দিত হইয়া গোপাঙ্গনাবৃত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিখিপুচ্ছ-চূড়ালঙ্কৃত তমালশ্যামল-রূপ সম্যক্ দর্শন করাইয়াছিলেন। এই শ্লোকের অগ্রে উক্তি—

মামবেহি মহাভাগ কৃষ্ণং কৃত্যবিদ্যাম্বর।
পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যা পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥

—হে মহাভাগ! কর্ত্তব্যাভিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমি কৃষ্ণ, আমাকে অবগত হও। তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া আমি তোমার অগ্রে উপস্থিত। তোমার মনোরথসকল পূর্ণ হউক।

পাদ্মে ব্রহ্মার বাক্য—

ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥
কদম্বমূল আসীনং পীতবাস-সমুদ্ভূতম্।
বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লব-মণ্ডিতম্।

হে ভূপ! তদনন্তর কালমেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অদ্ভুত বালককে দেখিলাম। তিনি পীতবস্ত্র পরিহিত, গোপবেশ, কদম্বমূলে উপবিষ্ট, গোপ-কন্যাবৃত, গোপবালকসহ হাস্যপরায়ণ, আর নবপল্লব মণ্ডিত বৃন্দাবন নামক বনে বিরাজিত।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র জপ-প্রসঙ্গে—

অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিবৃত মানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি সংযতচিত্তে দিবানিশি মন্ত্র জপ করিলে গোপবেশধারী শ্রীহরিকে নিঃসন্দেহে দর্শন করিয়া থাকেন।

সনকাদির নিকট ব্রহ্মার উক্তি—তদুহোবাচ ব্রহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্বভূব ইতি। সনকাদি মুনিগণ পঞ্চপদাত্মক মন্ত্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—হে পুত্রগণ! তোমাদের সম্মুখে যে আমাকে দেখিতেছ, এই আমি পূর্ব্বে পরার্দ্ধকাল ধ্যান ও স্তব করিলে শ্রীগোপাল আমার বিষয়

অবধান করিয়াছিলেন। সেই গোপবেশধর পুরুষ পরার্দ্ধান্তে আমার অগ্রে আবির্ভূত হন।

এই সকল বচন হইতে সাধনফলে সকলসময়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কথা জানিতে পারা যায়, তদ্বারা তাঁহার নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইতেছে।

বৌধায়ন-স্মৃতিতেও দেখা যায়—

গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্তকংস ত্রিদশেশবন্দ্য
গোবর্দ্ধনাদ্রি-প্রবরৈক হস্ত-সংরক্ষিতাশেষগব প্রবীণ।
গো-বেত্র-বেণুক্ষপণ প্রভূতমান্ধ্যং তথোগ্রং তিমির ক্ষিপাশু ॥

হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে বিধ্বস্ত কংস! হে ত্রিদশেশবন্দ্য (দেবতা-শ্রেষ্ঠগণের প্রণম্য)! হে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রবরেকহস্ত অর্থাৎ একহস্তে পর্ব্বতধারি! হে কংস রক্ষিতাশেষ গবপ্রবীণ! হে গো-বেত্র-বেণুক্ষপণ! প্রচুর অন্ধতা ও উগ্র তিমির-রোগ সত্বর নাশ কর।

একমাত্র চিচ্ছক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত শ্রীভগবৎ-পরিচ্ছদাদির ও শ্রীভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় নিত্যস্থিতি এবং তজ্জন্য তৎসমূহের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটে। সে-সকল সর্ব্বথা উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত। দ্বিতীয় সন্দর্ভে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতি যদি নিশ্চিত হয়, তবে জন্মলীলা-বিস্তারের হেতু কি? তদুত্তর—'জগৃহে পৌরুষং রূপং' শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অর্থ—লোকে অভিব্যক্তির অপেক্ষায় রূপগ্রহণ। তৎকৃত তন্ত্র-ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—যে রূপ অহেয়, উপাদেয়, নিত্য এবং অব্যয় তাহাই সমস্ত রূপের আশ্রয়। ভগবান ঈশ্বর রাম-কৃষ্ণাদি যে তনু গ্রহণ ও বিসর্জ্জন করেন, তাহা কেবল মূঢ়বুদ্ধি জনগণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। যোগমায়ার আবরণ-প্রভাবে গুপ্তভাবে স্থিত ভগবানের যখন সেই আবরণ উন্মোচন করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাঁহার রাম-কৃষ্ণাদিরূপ লোকের নিকট প্রকট করেন। রূপের এই প্রকটনকে 'গ্রহণ' বলা হয়। তাহা লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত রূপের লোকমধ্যে প্রকাশ মাত্র, সৃষ্টি নহে।

শ্রীকৃষ্ণের বিভুতা, সর্ব্বব্যাপকতা প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন—

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুপ্তিভুঃ।
মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।১২।১১)

উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ হইতে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া ভক্তবাৎসল্যরূপ ধর্ম্মের রক্ষক এবং সর্ব্বগত সেই ভগবান দশমাস-বয়স্ক পরীক্ষিতের সমক্ষেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। যে-স্থানে পরীক্ষিৎ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি তথায়ই অন্তর্হিত হইলেন; যেহেতু তিনি বিভু, সর্ব্বগত। সুতরাং আবির্ভাব জন্য অন্যস্থান হইতে আসিতে অথবা তিরোভাবের জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না।

মধ্বভাষ্য-ধৃত শ্রুতিতেও উক্ত হয়—

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধো কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তঃ। নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্।

আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—আমি শত প্রকারে সহস্র প্রকারে আবির্ভূত হই। এই সকল রূপের বৃদ্ধি নাই, জন্ম বা মৃত্যু নাই, অজ্ঞানবন্ধ নাই, মুক্তিও নাই। ইঁহারা সকলে পূর্ণ, অজর, অমর, অমৃত, পরম, পরমানন্দস্বরূপ।

ব্রহ্মপুরাণে পাদ্মোত্তর খণ্ডে মৎস্যাদি অবতারের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠে অবস্থিতির কথা জানা যায়। "জনেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তিঃ" এই উক্তির দ্বারা তাঁহার নিত্যতাই প্রমাণিত হয়।

ভাগবতে শ্রীশুকদেবোক্তি—(১২।১১।২২)

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! হে পৃথিবীর বিঘ্নকারি-রাজন্যবংশের নাশক! হে অক্ষীণবীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপ-বনিতাসকল এবং নারদাদি মুনিগণ তোমার পবিত্র যশ গান করেন। তোমার নাম শ্রবণে মঙ্গল হয়। তুমি নিজ ভৃত্যগণকে রক্ষা কর।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-প্রশস্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে ব্রজাভিন্ন ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে নবধা ভক্তির পীঠস্থান রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর—আত্ম-নিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজন-স্থল), শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শিমুলিয়া—শ্রবণ-ভক্তিপীঠ), শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা—কীর্ত্তন-ভক্তিপীঠ) ও শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা—স্মরণ-ভক্তিপীঠ)—এই চারিটি দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে এবং কোলদ্বীপ (কুলিয়া বা সহর-নবদ্বীপ—পাদসেবন-ভক্তিপীঠ), ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর—অর্চ্চন-ভক্তিপীঠ), জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর—বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ), মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি—দাস্য-ভক্তিপীঠ) ও রুদ্রদ্বীপ (রাতুপুর—সখ্য-ভক্তিপীঠ)—এই পাঁচটি দ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। তন্মধ্যে **কোলদ্বীপকে সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনরূপে এবং তৎসন্নিহিত ভাগীরথী-পুলিনকে যমুনাপুলিন রাসস্থলীরূপে রসিক ভক্তগণ দর্শন ও ভজন করিয়া থাকেন। এই কোলদ্বীপেই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সত্য-যুগে স্ববৃহৎ কোল বা বরাহ-রূপ ধারণপূর্ব্বক জনৈক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহাকে কোলদ্বীপ বলা হয়।** "বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না। কেশব ধৃত-শূকররূপঃ জয় জগদীশ হরে॥" **কবিবর শ্রীজয়দেব-বাক্য স্মরণমুখে পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজ এখানে শ্রীভগবানের বরাহ মূর্ত্তি প্রকট করিলেন।** শ্রীভগবান্ যজ্ঞ-বরাহ-রূপ ধারণ করিয়াই রসাতল হইতে ধরিত্রী দেবীকে উদ্ধার করিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে পাদ সঞ্চরণ করিবার পূর্ব্বেই জননী বসুন্ধরাকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"সমুদ্র-মেখলে দেবি পর্ব্বত-স্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

ধরিত্রী দেবীকে 'বিষ্ণুপত্নী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। রসাতল হইতে উঠাইবার সময় শ্রীভগবদিচ্ছায় ধরিত্রী গর্ভবতী হন। ইঁহারই গর্ভে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরকাসুরের জন্ম হয়। নরক বাণ-সংসর্গদোষে দুষ্ট

হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামাসহ এই নরকগৃহে আসিয়া স্বহস্তে স্বপুত্র নরকের নিধন সাধনপূর্ব্বক তদ্‌গৃহে অবরুদ্ধা শতাধিক ষোড়শ-সহস্র রাজ-কন্যার উদ্ধার সাধন করত তাঁহাদিগকে দ্বারকাপুরীতে লইয়া আসেন এবং তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। এই ধরিত্রীদেবী সর্ব্বংসহা হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অভক্ত অসুরগণের পদভার সহ্য করিতে না পারিয়া গাভীরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট গিয়া দুঃখ নিবেদন করেন। ব্রহ্মা তাঁহার দুঃখ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; এক্ষণে তাঁহার কাতর ক্রন্দনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ইন্দ্র, রুদ্র ও তাঁহাকে লইয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে উপস্থিত হন এবং একাগ্রচিত্তে ক্ষীরোদকশায়ী জগৎপালক মহাবিষ্ণুর আরাধনা করেন। শ্রীভগবান্ আকাশবাণীদ্বারা ব্রাহ্মাকে জ্ঞাপন করেন—স্বয়ং ভগবান্ শীঘ্রই ধরাভার অপনোদনার্থ ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্ট দলন ও শিষ্টপালনদ্বারা ধরিত্রী দেবীর সুখ বিধান করিবেন।

এই কোলদ্বীপকে বা তৎসন্নিহিত **রুদ্রদ্বীপাংশ কাঁকড়ের মাঠকে অনেকেই অজ্ঞতা বশতঃ শ্রীগৌরজন্মস্থান বলিয়া ভ্রম করেন।** বহুকাল পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের যথাযথ সংস্থান সরকার বাহাদুরের রেকর্ডভুক্ত হইয়া আছে। তাহাতে **কাঁকড়ের মাঠ স্পষ্টতঃই রুদ্রদ্বীপাংশ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।** বল্লালদিঘী, বল্লালঢিপি, চাঁদকাজির সমাধি, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, বল্লালদিঘী গ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন নবদ্বীপের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সরকারী রেকর্ডভুক্ত। কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে প্রকাশিত **গোবিন্দ দাসের কড়চা** গ্রন্থে "দিঘীর নিয়রে পাঁচখানি ঘর" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীমন্মহপ্রভুর গৃহের নির্দ্দেশ আছে। **শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর**-বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গঙ্গাতীর পথ দিয়া কাজিগৃহে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা আলোচনা করিলে অদ্যাপি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধাম-মাহাত্ম্য-বর্ণিত পরিক্রমার যাথার্থ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। **লণ্ডন হইতে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের নদীয়ার ম্যাপের ব্লক পর্য্যন্ত আনাইয়া গঙ্গা ও জলঙ্গী-সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপের পূর্ব্ব অবস্থিতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।** 'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়', 'পারে গঙ্গং' ইত্যাদি উক্তিতেও প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। ইহা ব্যতীত লোকোত্তর

মহাপুরুষগণের দিব্যানুভূতির নিকট অস্মদ্দৃশ বহির্ম্মুখ জীবের আধ্যক্ষিকতা কখনই বহুমাননীয় হইতে পারে না, ইহা পারমার্থিক ধ্রুব সত্য।

অনেকে **কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী সাতকুলিয়াকে কুলিয়ার পাটাদি বলিয়া ভ্রম** করত বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকে কুলিয়া—দেবানন্দ পণ্ডিতাদির 'অপরাধভঞ্জন পাট' বলিতে নারাজ হন। নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে সবে মাত্র গঙ্গা ব্যবধান থাকিবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার সঙ্কল্পে মহাপ্রভু বিশারদ-পুত্র—সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া তথায় পঞ্চদিবস অবস্থান করিলেন। অনেক লোকভিড় দেখিয়া বিদ্যানগর হইতে রাত্রিযোগে মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। ইহার বর্ণন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও (মধ্য ১ম পঃ) উক্ত হইয়াছে—"আসি বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা। প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা॥ পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম। লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম॥ কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন। কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন॥ কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ। গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥ পাষণ্ডী-নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে। অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥"

এই কুলিয়া কোথায় সম্ভব হইতে পারে? কোথায় বিদ্যানগর, আর কোথায় কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী সাতকুলিয়া! আর তাহাই যদি হয়, 'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়', 'গঙ্গার ওপারে কভু যায়েন কুলিয়া' (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়, ও অন্ত্য ৫ম) এই সকল উক্তির সামঞ্জস্য থাকে কি করিয়া?

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য ৩য় অধ্যায়টি শ্রীলোচনদাসের বর্ণনার সহিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে—বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানটি পরিচিত অর্থাৎ যাহা **বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারস্থ তৎকালীন কুলিয়া গ্রাম। এই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, চাপাল-গোপালাদির অপরাধ ভঞ্জন সংঘটিত হইয়াছিল**। তৎকালে বিদ্যানগর হইতে এই কুলিয়া-গ্রামে আসিতে গঙ্গার

এক ধারা পার হইতে হইত। আর কুলিয়া হইতে প্রাচীন নবদ্বীপ যাইতে গঙ্গার মূলধারা ভাগীরথী পার হইতে হইত। **গঙ্গার পূর্ব্বপারে গঙ্গা-জলঙ্গীসঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর এবং গঙ্গার পশ্চিমপারে কুলিয়া (যাহা বর্ত্তমানে সহর নবদ্বীপ) অবস্থিত, ইহা অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য।** এখনও প্রাচীন কুলিয়ার নিদর্শন-স্বরূপ 'কুলিয়ার গঞ্জ' বা 'কোলের গঞ্জ', 'কোলের আমাদ' 'তেঘরির কোল', 'কুলিয়ার দহ' প্রভৃতি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক বর্ত্তমান।

পূজ্যপাদ শ্রীল কেশব মহারাজ প্রাচীন কুলিয়া গ্রামে 'শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ' সংস্থাপনপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতাদি-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত দেবানন্দাদির শ্রীবাসাদি-ভক্ত-চরণে অপরাধের ভয়াবহ পরিণাম জাগরূক করাইয়া বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিতেছেন। "বৈষ্ণবাপরাধ যদি উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥" বৈষ্ণবাপরাধ হইতে ভজনপ্রয়াসী সাধককে সর্ব্বদা সাবহিত থাকিতে হইবে। যে বৈষ্ণবস্থানে যাঁহার অপরাধ হয়, তিনি ছাড়া অন্যের, এমন কি স্বয়ং ভগবানেরও তাহা ক্ষমা করিবার উপায় নাই। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কাঁধ দিয়া সে কাঁটা বাহির করা যায় না, আবার কাঁটা যে মুখে ফুটে, সেই মুখেই বাহির করিতে হয়। গুর্ব্ববজ্ঞা, বৈষ্ণবাপরাধাদিহেতু আমরা ভজন-সাধনে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারি না। দশ নামাপরাধের ন্যায় ধামাপরাধও দশ প্রকার। তাহা হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ব্যতীত সে চেষ্টাও কখনই ফলবতী হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ মাদৃশ জীবাধমের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে ঐ সকল অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান ও পরিত্রাণ করত শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবৎপাদপদ্মে চিরাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

'কৃষ্ণনামাঅপরাধের বিচার আছে, কিন্তু নিতাই-গৌরের নামে সে-সকল বিচার নাই'—এই কথার অপব্যাখ্যা-মূলে নিতাই-গৌরের দোহাই দিয়া বেপরোয়া অপরাধে প্রবৃত্ত হইলে জগৎ রসাতলে যাইবে—পাপের পঙ্কিলতলে যাইবার ক্ষণমাত্র বিলম্ব

হইবে না। শ্রীনাম-অপরাধী জীবও পরমকরুণ নিতাই-গৌর-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া অহর্নিশ 'হা নিতাই', 'হা গৌর' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের দয়া ভিক্ষা করিলে তাঁহাদের কৃপায় হৃদয়ে সত্য সত্য অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠে; তাহাতে ক্রমে ক্রমে হৃদয়-ময়লা দূরীভূত হইয়া নামাপরাধের অপগতিক্রমে শুদ্ধ নামোদয়ের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ থাকিলে নিষ্কপট হৃদয়ে অনুতাপ-সহকারে বৈষ্ণব-চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ দূরীভূত হইয়া নিতাই-গৌরের সেবায় প্রসন্নতা লাভ হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার প্রথমেই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-প্রার্থনা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা হইলেই চিত্তের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্তে ধামবাস, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন-স্পৃহা জাগিয়া উঠে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরসেবা এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ-মদনমোহনের সেবা মিলাইয়া দিতে পারেন।—"হেন নিতাই বিনা ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই", "নিতাইএর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।" নিত্যানন্দ প্রভুই আমাদের হৃদয় নির্ম্মল করিয়া তাহাতে গৌরাবির্ভাব স্ফূর্ত্তি করাইতে পারেন—নিত্যানন্দ-কৃপাই আমাদের হৃদয় শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর অনুরাগ-রাগরঞ্জিত করিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশাধিকার প্রদানপূর্ব্বক অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন-যোগ্যতা দান করিতে পারেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

আমিষ ও নিরামিষ

আর্য্যশাস্ত্রে শরীর-ধারণ কেবল আহারের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধন এবং সর্ব্বোপরি ও মুখ্যতঃ হরিভজনই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই মানবদেহ ধারণের সার্থকতা; অর্থ (ঐশ্বর্য্য) লাভ ও কামের (কামনার) চরিতার্থতা এবং মোক্ষ (মুক্তি) প্রাপ্তি অবান্তর ফল মাত্র। আহার শুদ্ধিতেই প্রধানতঃ সাত্ত্বিকগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবান গীতার ১৭শ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক আহারের দশবিধ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন,—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

যে আহার দ্বারা পরমায়ুঃ দীর্ঘ হয়, যাহাতে শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা দুর্ব্বল শরীরেও বলের সঞ্চার হয়, যাহা সেবন করিলে শরীরে ব্যাধি দূরীভূত হয়, যাহা স্বাদু, স্নিগ্ধ (ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত) ও দুর্গন্ধ, অশুচিত্বাদি দোষ-বিনির্মুক্ত, যাহা ভক্ষণে মন প্রফুল্ল হয়, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।

মনুষ্যের প্রকৃত খাদ্য কি—আমিষ, না নিরামিষ? এই বিচারের সম্মুখীন হইলে যাঁহারা আমিষাশী, তাঁহারা আমিষ ভক্ষণের অনুকূলে, আর যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহারা উহার প্রতিকূলে ভোট দিবেন; যেহেতু আধুনাতন যুগ—ভোটের যুগ। ভোজনবিলাসীরা সবলে প্রতিপক্ষকে দলভুক্ত করিয়া লন। তাঁহাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিই জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন, তন্মধ্যে নিদর্শনস্বরূপ এ স্থলে দু'একটী মুখ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

(১) ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং **নিবৃত্তিস্তু মহাফলা** ॥" (মনু-বচন)

(২) "লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥" (ভাঃ ১১।৫।১১)

উক্ত প্রমাণদ্বয়ের দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়,—স্ত্রী-সম্ভোগ, আমিষভোজন ও মদ্যপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু আসক্তিবশতঃ যথেচ্ছাচরণের বিধি কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিবাহের দ্বারা পত্নীসম্ভোগ, যজ্ঞে আমিষভোজন ও সৌত্রামণিযোগে মদ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিতান্ত আসক্ত পুরুষের নিয়মবিধানে নিবৃত্তিরই বিধান করা হইয়াছে। উপরি-উক্তরূপ যুক্তির অবতারণার সময় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রকৃত মানুষের স্থান ঐরূপ জীব-পর্য্যায়ের অনেক উর্দ্ধে।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় আম (কাঁচা) মাংসই প্রধান খাদ্য ছিল—ইহা অবিসম্বাদী সত্য; কিন্তু আদিম-প্রবৃত্তি-মাংসলোলুপতা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনই শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য। রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যগণ

শাস্ত্রবিধি পালনপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ করেন, তাহাতে সাধারণতঃ দোষ হয় না ; কেননা তাহাদের স্বভাবতঃ উহাতে প্রবৃত্তি রহিয়াছে। সুতরাং উহা তাহাদের প্রকৃতিগত। কিন্তু **ঐরূপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই পাপ** এবং **এই সমস্ত হইতে নিবৃত্তিই মহাফলদায়ক**।

যদি শাস্ত্রে মাংস ভক্ষণের বিধি থাকিত, তাহা হইলে উহা কখনই নিন্দনীয়, ঘৃণার্হ বা পরিত্যজ্য হইত না, প্রত্যুতঃ তত্তৎ কার্য্যের অকরণ অথবা অন্যথা আচরণে মনুষ্য প্রত্যবায়ভাগীই হইত, কিন্তু শাস্ত্রের কোন স্থানেই মাংস ভোজনের **বিধি** নাই। দুই প্রকারে শাস্ত্রোপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রথম—'বিধি' এবং দ্বিতীয়—'নিয়ম' ; নিয়মের নামান্তর ব্যবস্থা ; ব্যবস্থার প্রকারভেদ 'পরিসংখ্যা।'

১ম। যে কার্য্যে কর্ত্তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই, তাদৃশ অনুষ্ঠানার্থ শাস্ত্রোপদেশের নাম বিধি ; যথা—'প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করিবে," "স্বর্গার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদি বিধি।

২য়। যে কার্য্যে অনুরাগ ও আসক্তি—প্রাণিমাত্রেই স্বভাবের প্রেরণায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাতে শাস্ত্রের কোন বিধি নাই, কিন্তু 'নিয়ম' আছে। যথেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি অনিষ্ট নিবারণের জন্য নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রয়োজন ; এই নিমিত্তই যজ্ঞার্থ হুতাবশেষ—মাংস-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ নিয়মদ্বারা অনুরক্ত ব্যক্তি সকলসময়ে সাধারণ মাংসভোজন হইতে নিবারিত হইয়াছে।

"নহি কৃৎস্নো বেদস্তথা তদ্বোধিতা। যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥"

—অর্থাৎ সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞ-সমুদয় পুরুষকে হিংসাকার্য্যে প্রেরণা দান করিতেছে না ; কিন্তু 'পরিসংখ্যা' বিধিদ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছে। প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধি বেদে উপদিষ্ট হয় নাই ; আমিষাশী লোকের যথেচ্ছ মাংসাহার-প্রবৃত্তি সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই বৈধ হিংসার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। নিরামিষাশী ব্যক্তিগণ মাংসময় যজ্ঞ না করিলে, অথবা যজ্ঞীয় মাংস ভক্ষণ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না ; কেননা, যজ্ঞে প্রাণীহত্যা করা শাস্ত্রের 'বিধি' নহে। লোকসকলকে নিবৃত্তি-পরায়ণ করাই বেদশাস্ত্রাদির একমাত্র লক্ষ্য।

মৎস্যাহারের দোষ সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"—(মনুসংহিতা ৫ম অধ্যায়)

যে মৎস্যভোজী, সে সর্ব্বমাংসভুক্, কারণ মৎস্য প্রায় সকল জন্তুরই মাংস আস্বাদন করে। সেহেতু আমিষ পথ্য মোক্ষাভিলাষী বা হরিভজনকারীর পক্ষে বিশুদ্ধ খাদ্য নহে; পক্ষান্তরে পাপ স্পর্শ করে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

"মৎস্যাংশ্চ কামতো ভুক্ত্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা শুদ্ধিমাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ ২৭।২৮)

খাদ্যাখাদ্য বিচার-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"কটূম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীত শাকাঃ
সৌবীরতৈলসর্ষপমৎস্যমদ্যাঃ।
অজাদিমাংসদধিতক্রকুলত্থকোলাঃ
পিন্যাকহিঙ্গুলসুনাদি ন পথ্যমস্মিন্ ॥
ভোজনসহিতং বিদ্যাৎ পুনরপ্যুষ্ণীকৃতং ভোজ্যং।
অতিলবণাশন-পললকন্দাশন-শাকোৎকটং দুষ্টং ॥
বর্জ্জয়েদ্দুর্জ্জনপ্রীতিং বহ্নিতাপস্য সেবনং।
প্রাতঃস্নানোপবাসাদি-কায়ক্লেশবিধিং তথা ॥"

—এইগুলিকে অপথ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটী পদার্থ লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, ঋষিগণ কত চিন্তাশীল এবং কত জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা অবশেষে বলিলেন যে, শরীরের প্রতি ক্লেশকর হইলে প্রাতঃস্নানাদিও বিধি নহে। যাঁহারা শরীরের প্রতি এত দৃষ্টি এবং যত্ন রাখিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহারা মৎস্য-মাংসের অপকারিতা না থাকিলে কখনই তাহা নিষেধ করিতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মঃ প্রাণিনাং বধঃ।
তস্মাদ্ধর্মার্থিভির্লোকে কর্ত্তব্যা প্রাণিনাং দয়া ॥"

অর্থাৎ—অহিংসা যাহাতে আছে তাহাই ধর্ম্ম এবং প্রাণিদিগের বধই অধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মার্থী লোকগণের প্রাণিদিগের প্রতি দয়া করাই কর্ত্তব্য। পুনশ্চ মহাভারতে—

"মদ্যমাংসাশনং রাত্রৌ ভোজনং কন্দ-ভক্ষণম্।
যে কুর্ব্বন্তি বৃথা তেষাং তীর্থযাত্রা জপস্তপঃ॥"

অর্থ,—যিনি মদ্যপান করেন, মাংস ও কন্দ ভক্ষণ এবং রাত্রিতে ভোজন করেন, তাঁহার তীর্থযাত্রা, জপ-তপ প্রভৃতি সমস্ত বৃথা। উক্ত প্রকারে শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বস্থানে মাংসাহারের নিন্দা ও নিষেধ করিয়াছেন। এইরূপ মুসলমানদিগের কোরাণে এবং খ্রীষ্টানদের বাইবেলেও মাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

"Behold I have given every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed to you it shall be for meat." (Genesis chapt 1, 29)

অর্থাৎ দেশে, সমস্ত পৃথিবীর পীঠের উপর ধান্য-উৎপাদক প্রত্যেক বনস্পতি এবং ফল-উৎপাদক বৃক্ষ আমি তোমাকে দিয়াছি। এই ধান্য এবং ফল তোমাকে মাংসের বদলেই দিয়াছি।

"While the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people and the Lord smote the people with a very great plague." (See Verse 33 and also Verses 19 and 20)

—অর্থাৎ মাংস দন্তমধ্যে চর্ব্বিত করিতেই ঈশ্বরের ক্রোধ লোকগণের উপর পতিত হইল এবং ভয়ঙ্কর রোগসমূহ আনিয়া ঈশ্বর লোকদিগকে পীড়া দিলেন।

অধুনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রাবল্য হওয়ায় এবং বিজ্ঞ-চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যকর আহারাদির আলোচনায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা জানা যায়, তাঁহারা আপন আপন রোগীদিগকে সর্ব্বদাই মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করিয়া থাকেন। মাংস-ভোজন দ্বারা গেঁটেবাত, বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ, দদ্রু, উপদংশ প্রভৃতি কুৎসিত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং অমূল্য স্বাস্থ্যরক্ষা ও আত্মমঙ্গলের জন্য সবিশেষ যত্নবান হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

প্রফেসর বেরণ কিউভার বলেন ঃ—

শারীর-বিজ্ঞানানুযায়ী দেখা যায়,—মানবশরীরের গঠন-প্রণালী যেরূপ, তাহাতে ফলমূলাহারী জীবের সাদৃশ্যই মানবে লক্ষিত হয়।

প্রফেসর সার চার্লস্ বেল এফ্, আর্, এস্, অভিমত প্রকাশ করেন যে, মানবের দাঁত ও পাকস্থলীর যন্ত্রাদি দেখিলেই উক্তমতের অনুকূলে অনুমোদন করা যাইতে পারে। ডাক্তার জোসিয়া ওল্ড্ফিল্ড্ সাহেব দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন যে, মনুষ্যেরা মাংসাশী জীব নহে, পরন্তু ফলমূলাহারী। মানব-শরীরে (Canser) কেনসার, (Pthysis) ক্ষয়কাশ, (Leprosy) কুষ্ঠ প্রভৃতি যে সকল উৎকট রোগ হয়, মাংসই তাহার একমাত্র কারণ। আমিষ-আহার্য্য যে নানাবিধ ব্যাধির মূল, তাহার ভুরিভুরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

আমিষ-ভক্ষণ ও নিরামিষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথাই বলা হইল। ধর্ম্ম ও সমাজ দুইদিক দিয়া দেখিতে গেলে শান্তি ও বল দুই লাভ করিবার জন্য আহার ও বিহারে নিয়মবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক—এ কথা বলাই বাহুল্য। সাত্ত্বিক আহারই মানুষকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে পারে। তামসিক আহার তাহার মনের আঁধার চিরকালের জন্য তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পাশ্চাত্যানুকরণ-লব্ধ দুষ্প্রবৃত্তি দমন সকলেরই অবশ্য করণীয়। কেননা, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ'-নীতিই মানবের একমাত্র মঙ্গলজনক। (ক্রমশঃ)

—ডাঃ ব্রজানন্দ ব্রজবাসী
(রেজিঃ নং ৮১৩৪)

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর)

কোথাও শকুনী, আর গৃধিনীর গণ
শব ঘেরি' বসি' আছে আনন্দিত মন !!

(২৩)

দেখ যত গুলিখোর, গাঁজাখোর আর,
গৃহে গৃহে প্রবেশিয়া, পর-উপকার-
ছলে সালঙ্কার শব করিছে বাহির,
নিজ-লাভ আশামাত্র চিত্তে করি' স্থির !

নর হ'য়ে শকুনী-গৃধিনী-মাঝে সবে
ভ্রমিতেছে ঘরে ঘরে ধূম্রের উৎসবে !
দেখ ভাই, যমের এ রুচি চমৎকার,
অধমে সহজে নাহি করে অঙ্গীকার !
অথবা ঈশ্বর দয়া করি' নরগণে,
নরাধমগণে রাখে শবের সেবনে ;
কোথাও দুঃখিনী এক কাতরা জ্বরেতে,
কাঁদিতেছে অহরহ পুত্রের শোকেতে ;
কেহবা হারায়ে সব, জ্বর-উপদ্রবে,
না কাঁদে পাষাণ-সম, ভাবিতেছে—কবে
হইবে সংহার ; সেই প্রতীক্ষায়—
শোকে-জ্বরে জর জর দিবস কাটায়।
কাহার গৃহেতে দেখি,—নাহি কেহ আর,
পড়িয়া রয়েছে দু'টী শিশুর আকার ;
দেখিলাম,—কোন গৃহে মৃতশিশু-কোলে
শুইয়া রয়েছে মাতা মহাজ্বর-ভোলে
অচেতন ; নাহি জানে কখন ঘটিল
ঘোরতর সে আপদ,—বালক মরিল
করিতে করিতে স্তনপান ! জনশূন্য কত
পড়ি' আছে অট্টালিকা দেখি শত শত,
নাহি আছে রুদ্ধদ্বার ; পথের ভিতরে
পড়ি' আছে মৃতকায়া, লোকাভাব-তরে
হয় সৎকার শব। নিরানন্দময়
হইয়াছে এবে সেই সুখের আলয় !!

(২৪)

দেখিয়া ভয়েতে মম কাঁপিলা অন্তর,
না সরিল বাক্য আর, পদ থর থর

কম্পিত হইল। আঁখি বারিতে পুরিল!
স্পন্দহীন দেহ মোর, পদ না চলিল।
কেনরে এমন দশা ঘটিল এখন!
কাঁদিয়া উঠিল মম হতবুদ্ধি মন।
দুঃখ-শোকাচ্ছন্ন-মনে উদিল তখন
সহসা সে বৈদেশিক কবির বচন,—
ওরে ভাই! আশা-সুখ নিশার স্বপন-
সম মিথ্যা! যত্নে তাহা করহ বর্জ্জন।
ভূত-কথা ভূত-হস্তে সমর্পণ কর;
সাহসে করিয়া ভর ঈশ্বরে নির্ভর
করি' কর বর্ত্তমান জীবন-যাপন,
তবে সুখী হ'বে তব তাপিত-জীবন।
এই উপদেশ স্মরি' সাহসেতে ভর
করি' চলিলাম গ্রাম-মাঝে ঘর-ঘর। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ

নবদ্বীপবাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-পদারবিন্দ-মধুলোলুপ ভক্তভৃঙ্গগণ! দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত সভাস্থিত জনগণ! আপনারা সর্ব্বাগ্রে আমার অসংখ্য প্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। এই অধমের কিঞ্চিৎ ভাষণ শ্রবণ করুন। আজ আমি সংস্কৃতভাষায় কিছু বলিবার জন্য বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আমি মহামূর্খ, বঙ্গভাষায়ও আমার অধিকার নাই; সংস্কৃতভাষার কা কথা! তথাপি বৈষ্ণবগণের সন্তোষ-বিধান ও আদেশ পালন-নিমিত্ত আমি যথাশক্তি যত্ন করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের এবং বৈষ্ণবগণের কৃপায় কি না সিদ্ধ হয়? যেহেতু এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ মূর্খও সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি। যাঁহার কৃপা মূককে বক্তা করে,

খঞ্জকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি।" অতএব সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীগৌরহরি আমাকে যাহা বলাইবেন, আমি তাহাই বলিব ; আমার নিজস্ব কোন শক্তি নাই।

সম্প্রতি মহাপুণ্যময়ী গৌরাবির্ভাব-তিথিবরা উপস্থিত। এই আবির্ভাব-তিথিতে সমস্ত ভক্তগণ পরমানন্দিত হইয়া গৌরগুণ গান, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন। তাহাতে আমারও গৌরগুণগানে স্পৃহা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এ বিষয়ে মায়ামুগ্ধচিত্ত কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলিয়া থাকেন,—"গৌর অংশ-অবতারও নন্, পূর্ণ-অবতারও নন, পরন্তু শ্রেষ্ঠ-ভক্ত।" তাহাদের এই বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পিত। সুতরাং বিদ্বজ্জনগণ এই কথা শ্রবণ বা গ্রহণ করিবেন না, অন্যথা অপরাধ হইবে।

দশবিধ প্রমাণের মধ্যে এই তিনটী প্রমাণ শ্রেষ্ঠ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। তাহার মধ্যে শব্দপ্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শব্দ প্রমাণের অর্থ—অপৌরুষেয় বেদ। শব্দ-প্রমাণ ব্যতিরেকে মনুষ্যকল্পিত সমস্তই পরিত্যজ্য। বেদান্তদর্শনেও শব্দপ্রমাণকেই মূল কারণ বলিয়াছেন। ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলে, তাহারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত হয় না, সুখ এবং পরমগতিও লাভ করিতে পারে না।" আরও বলিয়াছেন—"কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে শাস্ত্রই তোমার একমাত্র প্রমাণ। অতএব তাহা জানিয়া শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম আচরণ কর।" অতএব ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়-বর্জ্জিত অপৌরুষেয় বেদ-প্রমাণই আপনারা সকলে বিশ্বাস ও তদনুরূপ আচরণ করিবেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণকে শাস্ত্রে 'পঞ্চমবেদ' বলা হইয়াছে। নিখিল বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত। বেদের অর্থ-পূরণহেতু 'পুরাণ' নাম অভিহিত হইয়াছে। 'পুরাণকে অস্বীকার করিলে পশু-পক্ষীযোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়' ইত্যাদি বাক্য পুরাণেই দৃষ্ট হয়। তাই এস্থলে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠপ্রমাণ-রূপে কয়েকটী পুরাণ-বচন উদ্ধার করিতেছি। এইগুলি আপনারা কখনও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবেন না। শ্রীগৌরহরি যখন এই ধরাধামে প্রকটিত ছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীমন্নরহরি ঠাকুরের প্রিয়তম-শিষ্য ভাগবতবর শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর স্বরচিত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'

গ্রন্থে মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ে বায়ুপুরাণ হইতে ২টি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ভগবান্ বলিলেন,—"কলিকালে যখন নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে, তখন আমি শচীসুত রূপে আবির্ভূত হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই।" "কলিযুগে প্রথম-সন্ধ্যায় **শ্রীরাধাকান্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ রূপ ধারণপূর্ব্বক** সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিবেন।" শ্রীগৌরচন্দ্রের অবতার বিষয়ে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ ভবিষ্য-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যিনি তপ্তসুবর্ণের ন্যায় কান্তিসমূহে সমুজ্জ্বল, যিনি বহুকাল যাবৎ অনর্পিত উজ্জ্বল রসসমন্বিত ভক্তি ভক্তগণকে প্রদানের নিমিত্ত কলিযুগে জীবগণের নিকট কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ, সেই শচীনন্দন গৌরহরি আমাদের হৃদয়রূপ গহ্বরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।" এই শ্লোকটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত আমি এই শ্লোকটী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কৃত বলিয়া জানিতাম; অনেকেই সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ভবিষ্য-পুরাণে এই শ্লোকটী দেখিয়া আমার সে-সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। ভবিষ্য-পুরাণের এই শ্লোকটী আপনারা প্রক্ষিপ্ত মনে করিবেন না। আমি পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি,—আমরা কোন সময়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের আশ্রমে গিয়াছিলাম। মধ্বসম্প্রদায়ে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বহু বহু পণ্ডিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা তাঁহাদের নিকট আমরা বলিয়াছিলাম। তাঁহারা প্রথমে ইহা স্বীকার করেন নাই, তখন আমরা "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকটি এবং আরও বহু পুরাণবচন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম। তাঁহাদের আশ্রমে পুরাণের বহু প্রাচীন সংস্করণ আছে। আশ্রমে সংরক্ষিত ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতিতে এই সকল শ্লোকাবলী দেখিয়া তাঁহাদের চৈতন্যচন্দ্রের কৃষ্ণাবতার-বিষয়ে সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং পরম বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সেই হইতে তাঁহারা সেইসকল পুরাণ-বচন প্রক্ষিপ্ত মনে করেন না।

নিখিল প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে সূত গোস্বামিপাদ ভগবানের সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগে অবতার-বিষয়ে বর্ণনার পর কলিযুগে কৃষ্ণাবতার-কথা বর্ণনা করিলেন—"অনন্তর কলিযুগেও কৃষ্ণের অবতার বিষয় শ্রবণ কর।" "এই কলিযুগে পরমভাগ্যবান্ বুদ্ধিমান জনগণ কৃষ্ণস্বরূপ-বর্ণনকারী এবং শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকারী অঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-

সহিত গৌরবর্ণধারী ভগবানকে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।" শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"অন্তরে যিনি কৃষ্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণমূর্ত্তি, অঙ্গাদি বৈভব-দর্শনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি মুখ্য যজ্ঞের দ্বারা আশ্রয় করি।"

শ্রীগৌরহরি যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন প্রথমে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ সেই সময়ে মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনয়নপূর্ব্বক সেবা করিতে লাগিলেন, ভট্টাচার্য্যপাদ গোপীনাথাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন—"এই সন্ন্যাসীর নাম কি, ইনি কোন্ সম্প্রদায়ী?" প্রত্যুত্তরে গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন,—"ইনি কলিযুগাবতারী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ; ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।" তাহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বিশ্বাস করিলেন না, তিনি বলিলেন—"কলিকালে কৃষ্ণের কোন অবতার নাই।" তখন গোপীনাথাচার্য্য ভাগবতোক্ত এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"হে দেব! আপনার পাদযুগলের লেশমাত্র অনুগ্রহে যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, তিনিই আপনার মহিমা-তত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন; বহুকাল অনুসন্ধান করিয়াও অপরে তাহা জানিতে সমর্থ নহে।" অতএব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা যখন আপনার উপর বর্ষিত হইবে, তখনই আপনি তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার সহিত গোপীনাথাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। তাহার পর ভগবান্ গৌর-হরি যখন তাঁহার স্বকীয় আরাধ্য ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি কৃপাপূর্ব্বক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রদর্শন করিলেন, তখন তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইল। মহানুভব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ গৌরহরি-তত্ত্ববিষয়ে যাহা অনুভব ও বর্ণন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন—"যে সনাতন পুরুষ কৃপাবারিধি শ্রীচৈতন্যশরীরধারী ভক্তগণকে বৈরাগ্যবিদ্যা এবং স্ব-ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি।" মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন—"যিনি মনুষ্য শরীরধারী প্রেমিক শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণ

কর্ত্তৃক আরাধিত এবং যিনি স্ব-ভক্তগণকে নিজ ভজনাদি বিষয় উপদেশ করিতেছেন সেই চৈতন্যদেব পুনরায় কি আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারীত্বের ৩টি কারণ,—শ্রীরাধিকা-ভাবাস্বাদন, ব্রজ-প্রেম-বিতরণ এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন। শ্রীচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাই বা কি-প্রকার এবং শ্রীরাধার একমাত্র আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মহিমাই বা কি-প্রকার ? আমার ভক্তগণের আরাধনার সুখই বা কি-প্রকার ?—এই লোভে রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীহরি গৌরচন্দ্র শচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের রাগানুগা ভক্তিতত্ত্ব নিজ ভক্ত-গণকে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বর্ণিত সেই শ্লোক শ্রবণ করুন—"যাহা কখনও বেদে এবং উপনিষদেও স্থাপিত হয় নাই অর্থাৎ গূঢ়ভাবে বর্ণিত আছে এবং বহু অবতারেও যে বিষয় প্রকাশিত হয় নাই, হে রসসমুদ্র গৌরহরি ! সেই ভক্তিরত্ন আচণ্ডালে জগৎকে আপনি সমর্পণ করিয়াছেন। হে শচীসুত ! হে প্রভো ! হে মুকুন্দ ! আমি মূঢ়, হতভাগ্য আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন।"

শ্রীগৌরসুন্দরের নামসঙ্কীর্ত্তন-বিষয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ" নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশাল নয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিত-বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?" এ বিষয়ে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীও বলিয়াছেন—"যিনি গৌড়ীয়গণকে পিতার ন্যায় আপনজন করিয়া 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক শ্রীনাম প্রচুররূপে কীর্ত্তনের আদেশ করিতেছেন, সেই শচীসুত পুনরায় কি আমার নয়ন-পথে উপস্থিত হইবেন ?"

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিজীবগণের পরমধর্ম্ম এবং শ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র জগদ্বাসীকে তাহা প্রচুররূপে উপদেশ করিয়াছেন। পুরাণসমূহে সহস্র সহস্র শ্রীনাম-মাহাত্ম্য বিদ্যমান ; তন্মধ্যে এস্থলে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল—

"এই কলিযুগে হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই—একমাত্র সার। হরিনাম-

বিনা জীবোদ্ধারের আর কোন গতি নাই, নাই, নাই। এই শ্লোকটী শ্রীগৌরমুখ-বিগলিত।

ভাগবতেও শ্রীনামের বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে,—"সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যে ফললাভ হয়, কলিকালে একমাত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই তাহা লভ্য হয়।" "ইহ সংসারে ভ্রাম্যমান জীবগণের নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে আর শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। কারণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই পরম শান্তি এবং সংসার-দশা নষ্ট হয়।" "হে মহারাজ! কলি বহু দোষের আকর, কিন্তু তাহার একটী মহান্ গুণ এই যে, কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনদ্বারা কলিজীব দেহেন্দ্রিয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন।" "গুণগ্রাহী সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলিকে প্রশংসা করিয়া বলেন যে, কলি-যুগে একমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্ব-অভিলষিত বস্তু সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" মহামুনি শুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে ম্রিয়মাণ পুরুষের কর্ত্তব্যবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন—"হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীহরির নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন এই সংসারে বিরক্ত, কামী, মুমুক্ষু ও মুক্তপুরুষগণের পক্ষে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। "মুমুক্ষুগণের শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনদ্বারা যেরূপ কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন হয়, সেইরূপ আর কোন উপায়ে হয় না এবং মন কর্ম্মসমূহেও আর আসক্ত হয় না। নাম-সঙ্কীর্ত্তন-ব্যতিরেকে রজঃ-তমোগুণের দ্বারা চিত্ত-মালিন্যই থাকিয়া যায়।"

আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী বক্তৃমহোদয়গণ এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের মুখারবিন্দ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণে আপনারা ধন্য হউন্। এস্থলে আমি আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি। অনবধানতাবশতঃ ও অনভ্যাসবশতঃ আমার যে-যে-স্থলে প্রমাদ হইয়াছে, গুণগ্রাহী আপনারা তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। এস্থলে বিদায় লইতেছি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

(২)

প্রয়োজন-বিচারে আমরা দেখিতে পাই,—ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। মুক্তিতে জীবাত্মার পৃথক্ অবস্থানের কথা অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণ স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইবে—ব্রহ্ম হইয়া যাইবে—ইহাই তাঁহাদের বিচার এবং ইহাকেই তাঁহারা প্রাপ্যফল বলিয়া থাকেন। বিচার করিলে দেখা যায়,—এইরূপ অবস্থাতে আনন্দের কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা মনে করেন—'নিজের পৃথক্ সত্তার পরিচয় আছে বলিয়াই যত দুঃখ। ইহা লোপ হইয়া গেলেই—'আমি' বলিয়া কিছু না থাকিলেই শান্তি।' যেমন, ধরুন—কাহারও মাথা ব্যথা হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই যন্ত্রণার প্রতিকার কি?' তদুত্তরে একজন ব্যবস্থা দিলেন—'মাথাটা কাটিয়া ফেলা দরকার। তাহা হইলে আর কখনও মাথাব্যথা হইবে না।' এইরূপ বাতুলতাময় ব্যবস্থাই জ্ঞানিগণের বিচারে পাওয়া যায়। তাঁহারা যে ব্রহ্মানন্দের কথা বলেন, মুক্তিতে তাহার অনুভবকর্ত্তা যদি না-ই থাকে তাহা হইলে কে আনন্দ পাইবে? তাহা হইলে 'আনন্দং ব্রহ্ম', 'রসো বৈ সঃ,' 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি' প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা কোথায়? তাঁহারা দুঃখ-নিবৃত্তিটাকেই সুখ মনে করেন। প্রস্তরতুল্য হওয়াটাই কি প্রয়োজন?

কিন্তু ভক্তগণের সেরূপ কুবিচার নাই। তাঁহাদের বিচার,—মাথা না কাটিয়া এমন ঔষধ ব্যবহার কর যাহাতে আর কোনদিন মাথাব্যথা না হয় এবং নিত্যকাল সুস্থ, সবল, নির্ভীক ও নিশ্চিন্তে থাকিয়া পরমানন্দ লাভ হয়। এই অব্যর্থ ঔষধ হইল—সর্ব্বদুঃখ-নাশিনী নিত্যানন্দদায়িনী ভগবদ্ভক্তি। ভগবান্ নিত্য, ভক্ত নিত্য এবং ভক্তি নিত্য। ভগবদ্রাজ্যে

---

* ইতঃপূর্ব্বে এই প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকার ১১শ বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যায় এবং পরে ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৭—৩১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে পূর্ব্ব প্রবন্ধের সহিত বর্ত্তমান অংশ মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হারাণো পাণ্ডুলিপি হস্তগত হওয়ায় বহুদিন পরেও ইহা মুদ্রিত হইল।

—প্রকাশক

মায়ার কোন অধিকার নাই। ভক্ত ভক্তিপ্রভাবে ভগবানকে লাভ করত নিত্যকাল প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকেন।

জ্ঞানিগণের বিচারের অসারতা প্রদর্শনকল্পে ভগবৎপার্ষদ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"নির্ভেদ ব্রহ্মনির্ব্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়? যখন আমিত্বের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্বনাশের সহিত আমার সর্ব্বনাশ; আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার প্রয়োজন লাভের অনুভব করিবে? আমি নাই ত' কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর; কেননা ব্রহ্মরূপ আমি ত' নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্ম্মণ্য ও অযুক্ত; অতএব ব্রহ্মনির্ব্বাণটা প্রীতিসিদ্ধি নয়—জীবের পক্ষে একটা **ভাণ মাত্র**; খ-পুষ্পের ন্যায় অনুভূত। ভক্তিতেই কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়। ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি; সেই প্রীতিই নিত্যা।"

অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-অভিমানে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না করায় তাহার মতে জীবের আনন্দ লাভের কোন কথা নাই। তাঁহার এইরূপ বিচার ভ্রমপূর্ণ এবং একদেশদর্শিতাবলম্বনে সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। শাস্ত্র ব্রহ্মলয় সম্বন্ধে বলেন—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ।

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে সিদ্ধলোক নামক ব্রহ্মধাম। সেখানে জ্ঞান-যোগদ্বারা সাযুজ্য-প্রাপ্ত মুক্তগণ এবং ভগবান্ শ্রীহরিকর্ত্তৃক হত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকেন। (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিচ্ছেদ)

ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম। জীব সূর্য্যের কিরণকণার ন্যায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরির বিভিন্নাংশ। ভগবান্ বিভুচেতন, আর জীব অণুচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ আর জীব শক্তি—তটস্থা শক্তি। ভগবান্ যেরূপ নিত্য, তদধীন জীবও তদ্রূপ নিত্য। অণু ও তটস্থা শক্তি-নিবন্ধন জীব ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারে কষ্ট পায়। ইহাই তাহার বদ্ধ-অবস্থা। দুঃখের দ্বারা প্রপীড়িত জীব ভাগ্যক্রমে ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির জন্য সাধনের পথ অবলম্বন করে। মহাভাগ্য-ফলে ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে জীব মায়ানির্ম্মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত দেহে নিত্যলীলাময় আনন্দমূর্ত্তি ভগবান শ্রীহরির পার্ষদরূপে নিত্যকাল প্রেমানন্দ লাভ করিতে পারে। আর যদি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে, তবে ভক্তির সাহচর্য্যে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জীবের সত্তা লোপ হয় না। সে নির্ব্বিশেষরূপে ব্রহ্মে নিত্যকাল তদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাই জ্ঞানিগণের প্রাপ্ত ফল মনে করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম কেবল নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম। সেখানে কোন ক্রিয়ার বা শক্তির প্রকাশ নাই; আনন্দের কোন বিচিত্রতা নাই। দুঃখ-লেশশূন্য ও মায়াতীত বলিয়া স্বর্গাদি সুখ হইতে ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পিত হইলেও ভক্তি-সুখের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ। ভগবৎসেবানন্দ তাহা হইতে কোটি-কোটি-গুণ অধিক; তাই ভক্ত—"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।" ভগবৎপ্রেমানন্দরূপ অফুরন্ত সুখের অধিকারী জীবের পক্ষে এই মুক্তি প্রশংসনীয় ত নহেই, বস্তুতঃ ইহা দণ্ড-স্বরূপ বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না। ভগবৎপার্ষদ জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০০) বলিয়াছেন—

অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে।
তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যে গো-বিপ্রাদিঘাতিনঃ ॥

যে দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়?

বৃহস্পতির অবতার গৌরপার্ষদ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্য কহে,—'ভক্তি' সম নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৬৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন—

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুহাঁর গতি'?
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি' ॥ (ঐ মধ্য ৮।২৫৬)

কর্ম্মী বা বিষয়ী হওয়া বরং ভাল, তথাপি এতাদৃশ মুক্তি কখনও কাম্য নহে। কারণ বিষয়ী বা সংসারী ব্যক্তি কখনও ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিসুখ লাভ করত ধন্য হইতে পারে। তাহার সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ আছে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ মুক্তি লাভ করিলে তাহা কোনদিনই সম্ভব হয় না। নিত্যকালের জন্য ভক্তি-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যদিও ঐরূপ জ্ঞানীর জীবন্মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মানুভব আরম্ভ-সময়ে কোন শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-কৃপা লাভের সুযোগ থাকে এবং তৎপ্রভাবে সে ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করত সাযুজ্য পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্ত হইতে পারে, তথাপি ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তসঙ্গ খুবই দুর্ল্লভ এবং খুবই বিরল। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ (ভাঃ ৬।১৪।৪)

হে মহামুনে, ঐরূপ কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ। জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"তেষাং সিদ্ধানাং মধ্যে কোঽপি ভক্ত্যা তৎপদার্থানুভবারম্ভ-সময়ে যদি কস্যচিচ্ছুদ্ধভক্তস্য কৃপয়া পূর্ণাং শুদ্ধাং ভক্তিং প্রাপ্নোতি তদা তন্মাধুর্য্যলাভাৎ সাযুজ্যমরোচয়িত্বা নারায়ণপরায়ণঃ স্যাদিতি। অস্যতি-বৈরল্যেন দৌর্লভ্যাৎ প্রক্রান্তসহস্রশব্দমপ্রযুজ্য কোটিষ্বপি ইত্যাহ স্ম।"

মুক্তি হইতে ভক্তসঙ্গ শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

ভক্তগণের সঙ্গ যদি ক্ষণার্দ্ধকালও লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজত্ব প্রভৃতি মর্ত্ত্য লোকের সুখের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ৪।৩০।৩৪)

ভগবৎসঙ্গী ভাগবতগণের অত্যল্প মাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের ভক্তিরূপ অসীম মঙ্গল লাভ হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষের তুলনা করিতে পারি না। মরণ-ধর্ম্মশীল মানবগণের রাজ্যভোগাদি-সুখের কথা আর কি বলিব?

মুক্তি পঞ্চবিধ—'সার্ষ্টি' অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় প্রায় সমান ঐশ্বর্য্য লাভ, 'সারূপ্য' অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় প্রায় সমান রূপ প্রাপ্ত হওয়া, 'সালোক্য' অর্থাৎ ভগবৎলোক বৈকুণ্ঠে বাস, 'সামীপ্য' অর্থাৎ শ্রীহরির নিকটে নিকটে বাস এবং 'সাযুজ্য' অর্থাৎ ভগবানে বা ব্রহ্মে লয়-প্রাপ্তি। এই যাবতীয় মুক্তি-সুখ হইতে ভক্তি-সুখ কোটি কোটি গুণ অধিক। তাই ভক্ত ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। 'সার্ষ্টি' প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয় ভগবৎসেবার অনুকূল হইলে কখনও কখনও ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে সেবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্ত স্বপ্নেও তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তির নিকট মুক্তিসুখ তিরস্কৃত। তাই শ্রীহনুমানজী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

হে প্রভো, আমি এইরূপ মুক্তি প্রার্থনা করি না, যাহাতে আপনি 'প্রভু' আর আমি 'দাস' এই সেব্য-সেবক-ভাব লুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্র (চৈঃ চঃ আদি ৬।৪৩) বলেন—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥ (ক্রমশঃ)

—**শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী**, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

বিগত ২৬শে ফাল্গুন ১৩৬৯, ইং ১১ই মার্চ্চ ১৯৬৩, সোমবার—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-বাসরে শ্রীপাদ ভাগবতপ্রসাদ ব্রজবাসী প্রভু ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ** নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও সেবায় তারুণ্যোচিত উৎসাহশীল। তাঁহার অক্লান্ত সেবা-প্রচেষ্টা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমরা পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কামনা করি।

ডাঃ শ্রীপাদ ব্রজানন্দ ব্রজবাসী প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভয়-চরণারবিন্দে কায়-মন-বাক্য দণ্ডিত করিবার জন্য ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রার্থনা করায় ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সানুগ্রহে তাঁহাকে ত্রিদণ্ডি-যতি বেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি **ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ** নামে পরিচিত হইয়াছেন। পূর্ব্বজীবনে তিনি এল্ এম্ এফ্ পাশ করিয়া সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত চিকিৎসা করিয়াছেন এবং পরে সংসার ত্যাগ করিয়া গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্গত বোম্বে, দিল্লীস্থ বিভিন্ন মঠাদির সেবা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগ দেন। বর্ত্তমানে তিনি 'ইহরোগ' ও 'ভবরোগ' দুই রোগেরই চিকিৎসা করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমরা বিশেষ আনন্দিত। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভগবৎ-ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত প্রবীণ সেবক শ্রীপাদ রঘুনাথদাস ব্রজবাসী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ও পরে শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত মূলমঠ ও শাখামঠসমূহে অবস্থান করিয়া সেবাকার্য্যাদি পরিচালনা করেন। পরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করেন। বিগত শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে ভেকাশ্রয় (বাবাজী-বেষ) গ্রহণ করেন। তিনি **শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস বাবাজী** নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহার অমায়িক ব্যবহারে সমিতির সকলেই বিশেষভাবে মুগ্ধ। আমরা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু ও ভজনকুশল কামনা করি। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ৮ বামন, ৪৭৭ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ ; ইং ১৫।৬।১৯৬৩ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদ-

শ্রীপৃথুমহারাজকৃতা গো-ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মণ্যদেব-স্তুতিঃ

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশতিতমেঽধ্যায়ে—২১-৩৩)

শ্রীরাজোবাচ,—

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ।
সৎসু জিজ্ঞাসুভির্ধর্ম্মমাবেদ্যং স্বমনীষিতম্ ॥১॥

(যজ্ঞ-সভাস্থিত প্রজাবৃন্দ ও সভ্যগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া শ্রীপৃথু-মহারাজ শ্রবণ-মধুর মনোহর গম্ভীরার্থযুক্ত স্বীয় অনুভবসিদ্ধ বাক্যসমূহ সকলের উপকারের জন্য অব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—)

রাজা পৃথু কহিলেন,—হে সভ্যগণ, হে সমাগত সাধুগণ, আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল

হউক। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের সমীপে স্ব-স্ব-মনোভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত; তজ্জন্যই আমি আপনাদিগের নিকট আমার বিচারিত বিষয় ব্যক্ত করিতেছি ॥১॥

অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ।
রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুষু স্থাপিতা পৃথক্ ॥২॥

পরমেশ্বর আমাকে ইহজগতে প্রজাদিগের শাসন, ধর্ম্মসংরক্ষণ, জীবিকাপ্রদান ও পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মমর্য্যাদা-স্থাপনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥২॥

তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্ ॥৩॥

সর্ব্বধর্ম্মসাক্ষি-ভগবানের প্রসন্নতাক্রমে যে-সকল পুণ্যলোক-প্রাপ্তির কথা বেদজ্ঞগণ বর্ণন করিয়াছেন, প্রজারক্ষণাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমারও যেন সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ লোক লাভ হয় ॥৩॥

য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেঽশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং শমলং ভুঙ্‌ক্তে ভগঞ্চ স্বং জহাতি সঃ ॥৪॥

যে রাজা প্রজাগণকে স্ব-স্ব-ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট করমাত্র গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাদিগের পাপ-ভাগী হ'ন এবং তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয় ॥৪॥

তৎ প্রজা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥৫॥

অতএব হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা অসূয়ারহিত হইয়া ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজে মনঃসংযোগ কর। আমি তোমাদের ভর্ত্তা। পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের ন্যায় তোমরা যদি আমার পারলৌকিক-মঙ্গলের জন্য স্বধর্ম্মে অবস্থান কর, তাহা হইলেই আমার প্রতি তোমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে ॥৫॥

যূয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃ-দেবর্ষয়োঽমলাঃ।
কর্ত্তুঃ শাস্তুরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্ ॥৬॥

হে পিতৃদেব ও ঋষিগণ, আপনারা বিবেকী, আমার বাক্য অনুমোদন করুন; যেহেতু কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা ও অনুমন্তার পরলোকে তুল্যফল লাভ হয় ॥৬॥

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ ॥৭॥

হে পূজ্যতমগণ, কাহারও মতে যজ্ঞপতি-নামক একজন পরমেশ্বর আছেন; তাহা না হইলে ইহ ও পরকালে সমুজ্জ্বল ভোগভূমি এবং ভোগসাধন শরীর-সকলই বা দৃষ্ট হইবে কেন? ৭॥

মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥৮॥
ঈদৃশানামথান্যেষামঞ্জস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা ॥৯॥
দৌহিত্রাদীন্বৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্ম-বিমোহিতান্।
বর্গ-স্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা ॥১০॥

(মৃত্যু-দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি ধর্ম্মবিমূঢ় ও শোচ্যব্যক্তিগণ ব্যতীত) মহারাজ মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গরাজ, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, বলি এবং এতাদৃশ অন্যান্য **মহাত্মগণের মতেও ভগবান আছেন; যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম,—ত্রিবর্গ এবং স্বর্গ ও মোক্ষ,—এ সমস্তই তৎকৃপাধীন** (অর্থাৎ সমস্ত-ফলপ্রাপ্তির মূলেই এক অদ্বয় ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই) ॥৮-১০॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতি
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥১১॥

বিনির্দ্ধূতাশেষ-মনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গ-বিজ্ঞানবিশেষ-বীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥১২॥

তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভি-
র্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ ॥১৩॥

যাঁহার চরণ-সেবাভিরুচি বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসারতাপ-দগ্ধ জীববৃন্দের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বুদ্ধিমল সদ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, যিনি সেই ভগবানের চরণমূল আশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহার অশেষ মনোমল বিধৌত হইয়াছে, সেই পুরুষ বৈরাগ্যসহিত ভক্তিযোগদ্বারা বিজ্ঞান (ভগবৎ-সাক্ষাৎকার)-রূপ বীর্য্য লাভ করিয়া পুনরায় আর ক্লেশাবহ সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। অতএব হে প্রজাগণ, তোমরা সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অধিকারানুসারে নিষ্কপটে নিজ-নিজ অধ্যাপনাদি স্বধর্ম্ম, এবং কায়, বাক্য, মন, গুণ ও স্বকর্ম্মাদিদ্বারা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন কর ॥১১-১৩॥

বোষ্টম্ পার্লামেণ্ট্

আদিম ইস্তাহার

যেহেতু বর্ত্তমান 'বোষ্টম্'-নামধারী সমাজের উন্নতিকল্পে প্রকৃতপ্রস্তাবে চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেইহেতু আমরা আউল-বাউলাদি তের প্রকার অপসম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া আমাদের একটী পার্লামেণ্ট গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি! আমাদিগের বোষ্টম্ সমাজের অন্তর্গত নানা শাখায় উপশাখায় অবস্থিত বোষ্টম্‌গণের নির্ব্বাচন-প্রথার সকল কথা এই পার্লামেণ্টে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই পার্লামেণ্টের গঠনপ্রণালী কিরূপভাবে হইবে, তাহা আমরা একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিব। ভোট লইয়াই সকল কার্য্য হইবে; যেহেতু ঐ কথাগুলির সহিত আমরা সকলেই সংশ্লিষ্ট। শাস্ত্র, গুরুবাক্য প্রভৃতির একাধিপত্য আমরা চাই না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য—শুদ্ধভক্তি, ঐকান্তিকতা, প্রপত্তি প্রভৃতির বিশেষত্ব প্রচার নষ্ট করিবার যাহাদের উৎকণ্ঠা আছে, তাহাদিগকে

সভ্যপদে বরণ করিয়া আমাদের পার্লামেণ্ট সংগঠন করা। যাহাতে অধোক্ষজসেবা একেবারে উঠিয়া যায় এবং যাহাতে আমরা ভাল করিয়া সংসার ভোগ করিতে পারি, সে-বিষয়ে আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। যাহাতে কেহ আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ এবং যাহাতে আমরা সেই দুর্গে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তজ্জন্য লোকরঞ্জনপর নানাপ্রকার হাব-ভাবরূপ আয়ুধ ও বোল-চালরূপ রসদ যোগাড় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দ্যূত, পান, স্ত্রী, পশুবধ, টাকা প্রভৃতি যাহাতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ অধিকার করিতে পারে এবং ঐ ভক্ত্যঙ্গগুলি যাহাতে অচিরেই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়, সে বিষয়েও আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ তের প্রকার দলের মধ্য হইতে সভ্য নির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দল হইতে ১০০ করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আমরা উক্ত ১৩ প্রকার দলের প্রত্যেক দল হইতে শতমুখী হইয়া মার্জ্জনা আরম্ভ করিলে ভগবৎ-ক্ষেত্র-গুণ্ডিচায় রাশি রাশি কু-মল সংস্থাপিত করিতে পারিব। তাহা হইলে আর সেখানে শ্রীজগন্নাথদেবের আসন রচিত হইতে পারিবে না। তিনি গুণ্ডিচাদ্বার হইতেই ফিরিয়া যাইবেন।

যে যে উপায় অবলম্বিত হইবে, তত্তদ্বিষয়ের আলোচনার ফলে আমাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারা অচিরেই পার্থিব ভোগ-ভূমিকা হইতে বৈকুণ্ঠ-দূতগণকে অপসারিত করিবার সুযোগ হইবে! যাবতীয় কনক, দ্রবিণ ও অহঙ্কার, সকলই আমাদের দিকে। আমাদের নিকট সকলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রয়াসী আছেন। প্রকৃত সাধু-বৈষ্ণবগণ যে প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করেন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব; সুতরাং আমরা রাজর্ষি জনক, কনকের জনক, প্রতিষ্ঠার জনক, কামিনী-জন্য প্রভৃতি ভাবমণ্ডিত ঘরপাগ্‌লা সম্প্রদায় হইয়া আমাদের বোষ্টম্ পার্লামেণ্ট বেশ জাঁকাইয়া বসিতে পারিব। আমরা অতিবিদ্যায়, অতিবুদ্ধিতে, অহঙ্কারে, পৈশুন্যে, খলতায় সর্ব্বোত্তমতা লাভ করিয়াছি। আসমুদ্র-হিমাচল কেহই আমাদের তুল্য হইতে পারে না। আমরা সকলে মিলিয়া ভোট দিয়া সীতাহরণের প্রস্তাব, শুক্রাচার্য্য, দক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করিব। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অষ্টাদশ অসুরের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকেও আমাদের মহাসভায়

অবতরণ করাইব। কাজেই আমাদের অনতিবিলম্বে একটি বোষ্টম্ পার্লামেণ্ট হওয়া অবশ্যক। সম্মিলনী বা মিলনমন্দির প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া বোষ্টম্ পার্লামেণ্টের একটি পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র সংস্করণ অগ্রদূতরূপে কলির রাজত্বে কিছুদিন হইল কলির বহুলোকের ভোট সংগ্রহ করিবার canvass করিতে আরম্ভ করিলেও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিভায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সেই শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অবৈধ প্রতিযোগী একটি বোষ্টম্ পার্লামেণ্ট সৃষ্টি না করিতে পারিলে কলির রাজত্ব হইতে বোষ্টমের ১৩ প্রকার দল ও তাহাদের অসংখ্য শাখা-উপশাখা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আশঙ্কা হইতেছে।

দ্বিতীয় ইস্তাহার

আমাদের বোষ্টম্ পার্লামেণ্টের প্রথম ইস্তাহার বোষ্টম্ জনসাধারণ সকলেই সাবহিত-চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার অনুমোদনকল্পে স্থানে স্থানে নির্ব্বাচনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে! এখন আমাদের পক্ষ সমর্থনে যাহারা বিশিষ্ট অধিকারী, এইরূপ ভাল ভাল লোক নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আদিম ইস্তাহার-পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিঞ্চিন্ন্যূন শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী পঙ্খীর দল ছিল, তাহাতে কে কত ধূম্র পান করিতে পারে, তাহার প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হইত। যিনি ১০০ ছিলিম উৎকট তাম্রকূট-সেবায় নিপুণ ছিলেন, তাহাকে 'গরুড়'-আখ্যায় বিভূষিত করা হইত। আর যিনি মাত্র তিন ছিলিম ইন্দ্রাসন টানিতে পারিতেন, তাহাকে 'চড়াইপাখী' নাম দেওয়া হইত। এখনও বোধহয় কলিকাতায় খুঁজিলে এই দলের অধস্তন পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইদলের অধস্তন হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে অবশ্যই সভ্য গ্রহণ করা উচিত।

কানাইঘোষী বা কর্ত্তাভজাদলের অধস্তনগণের মধ্য হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয় আবশ্যক! অন্ধকারা ঘরে স্ত্রী-পুরুষে একত্র চোখ বুজিয়া মিষ্টান্ন খাইবার পক্ষপাতি-সম্প্রদায় হইতেও আমাদের পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। "কাঁধে বাড়ী বলরাম, তুমি রাধা আমি শ্যাম" সম্প্রদায়ের অধস্তনগণকেও আমাদের পার্লামেণ্টে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা আবশ্যক! টিকিকাটা-দলের অধস্তনগণও এই পার্লামেণ্টে সভ্যপদে

নিযুক্ত হইলে আমাদের আনন্দের বিষয় হয়। ভক্তিকে যাহারা কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির সহিত সমজাতীয় জ্ঞান করেন, সেই ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃ-দলের অধস্তনগণও এই পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে পারিবেন। কমলাকর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণের ছায়ায় পুষ্ট ব্যভিচারের অধস্তনগণও এই পার্লামেণ্টে যোগদান করিতে পারিবেন। মোটের উপর, যাহারা শুদ্ধভক্তির আদর না করিয়া বিদ্ধভক্তি, মিছাভক্তি, লোক-দেখান-ভক্তিতে উন্মত্ত হইবার অভিনয় করিতে পারিবেন, এইরূপ 'গোলে-হরিবোল দেওয়া' সকলকেই আমরা বিশেষ আদরের সহিত সভ্যপদে বরণ করিব। নূতন নূতন অবতার সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী, সমন্বয়বাদী, ছড়াপ্রস্তুতকারী, শুক্রশোণিতের মধ্যে ভক্তি-বৃত্তি আবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী, কপটতার সহিত আকুঁ-পাঁকু কসরৎভাঁজায় প্রবীণ, গা' ঝিঁকি ও নাকমুখ দিয়া পোঁটা ও ফেন বাহিরকারী, রাইকানুর রসশাস্ত্রে ডগমগ ব্যভিচারী সম্প্রদায় হইতেও আমাদের এই পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যাহারা কৌপীন লইয়া গোপনে ব্যভিচারে সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধদল হইতেও মোড়ল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ওকালতীর প্যাঁচ লইয়া ব্যভিচারকে 'সিদ্ধি', ঘরপাগলামিকে 'প্রেমোন্মত্ততা', শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিরোধী-তত্ত্বকে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যতত্ত্ব', নরককুণ্ডকে 'শ্রীধাম' বলিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক পেট-পূজা ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, এইরূপ আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকেও এই পার্লামেণ্টের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিলে আমাদের অনেক কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে।

কুচক্রী, একগুঁয়ে শুদ্ধ ভক্তগণ যেন একটী লোকও না পান, তজ্জন্য আমাদের পার্লামেণ্ট ভালভাবে করা আবশ্যক! প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যাহাতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থান বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা জ্বালাতন না করেন, সেইরূপভাবে এই দেবীধামকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য বোষ্টম্-পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা আবশ্যক। এক সময়ে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করা সত্ত্বেও বিষ্ণুই চন্দ্রবংশের সেব্য ছিলেন।

যাদব-পাণ্ডবকুল ধনঞ্জয়কে অভিভাবক জানিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত যে সমরানল প্রজ্বালিত করেন, তাহাই মহাভারতের যুদ্ধ। ইন্দ্রপ্রস্থে বৈষ্ণব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাঘাতকারী তক্ষশীলাশ্রিত সম্প্রদায় ভাগবতের

বিরোধ করা সত্ত্বেও আজও ভাগবতের ক্ষীণধারা শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা সেই পূর্ব্বতন বিচারানুসারে বর্ত্তমানে ধ্বংস করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। সেই সময়ে শমীকের গলদেশে মৃত সর্প আরোপ করিতে গিয়া শ্রীভাগবত-প্রচার মাত্র সাতদিনের জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, অধিক দিন প্রচার হইতে পারে নাই। কিন্তু হে বিদ্ধভক্ত ভ্রাতৃগণ! তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই, সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা আজ 'গৌড়ীয়' বহু বৎসরকাল চালাইয়াছে এবং ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং সকলে দলবদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষকারী সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি জানাও ও তাহাদিগকে লইয়া যতপ্রকারে পার শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিবার মতলব ভাঁজ। অকাট্য জাগতিক ঐতিহ্যের উপর যে শ্রীধাম-মায়াপুর প্রতিষ্ঠিত, কপটতা-আশ্রয়পূর্ব্বক সেই শ্রীধামের বিরুদ্ধে আমাদের ভাবী পার্লামেণ্টের সভ্য-গণের কয়েকজন পূর্ব্ব হইতেই সাহায্য করিতেছেন! অতএব তাহাদের কিছু ষ্টেট্‌মেণ্ট বৃদ্ধি করাইতে পারিলে রাই-কানুর গান জোরে চালাইতে পারিব। সূত্রধরের বাঁশ, র‍্যাঁদা, দুমুখো করাত প্রভৃতির সাহায্য লওয়ারও আমাদের আবশ্যক হইবে। যাহাতে ঐকান্তিক সেবার কথা জগতে কাহারও কাণে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যদি সনাতন ধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করে, তাহা হইলে লোকে আমাদের মনগড়া বোষ্টম্ ধর্ম্মে খাদ আছে জানিতে পারিবে এবং আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভাশারূপ বোষ্টম্ ধর্ম্মের প্রসারতা মুস্‌ড়াইয়া যাইবে, লোকে আমাদের অপস্বার্থসমূহ ধরিয়া ফেলিবে। আমরা যাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ও অন্যান্য দেশে এই সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছি, তাঁহারা যেন আমাদের ১৩০০ সংখ্যার পূরণের জন্য পশ্চাৎপদ না হন। একদিন বীরভদ্র প্রভুর সময়ে ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ী বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষাকে সনাতন ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়াছিল। আমরাও এখন তের সম্প্রদায় হইতে ১০০ করিয়া সভ্য এই বোষ্টম্ পার্লামেণ্টে যোগদান করিলে আমাদের ১৩০০ নেড়া ও ১২০০ নেড়ী পাওয়া যাইবে, আমরাও একত্র শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য আবরণ করিতে পারিব। সুতরাং হে ভাই-ভগিনিসকল! তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া দুনিয়াদারীতে অগ্রসর হও, যাহাতে আমাদের এই 'বোষ্টম্ পার্লামেণ্টের' অধিবেশনটা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে!

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ
বর্ষ-3 সংখ্যা-4

সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় সূত্রভাষ্য প্রকাশ করত সেই ভাষ্যের পীঠক অর্থাৎ সিংহাসন-স্বরূপ এই সিদ্ধান্তগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-মধ্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শ্রীবলদেব মহাশয়ের ইতিবৃত্ত আমরা কোনস্থানেই পাঠ করিতে পাই না। কোন গ্রন্থেই তাঁহার কথা কিছুই লেখা নাই। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা **তাঁহার কৃত বেদান্তসূত্র-ভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য** এবং কোন কোন **উপনিষদ-ভাষ্য** পাঠ করিয়াছি। শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত **'স্তবমালার' শ্রীবলদেবকৃত ভাষ্যও** আমরা পাঠ করিয়াছি। **তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকাও** পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত **'স্যমন্তক'** প্রভৃতি আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও আমরা দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থেই এই মহানুভব নিজের কোন বিশেষ পরিচয় দেন নাই। স্থানে স্থানে কেবল মুরারিকে স্বপূর্ব্ব চতুর্থ দেশিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীবলদেবকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য পাঠ করি। তখন অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে শ্রীবলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে,—বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে খণ্ডাইত-বংশে জন্মগ্রহণ করত অল্প বয়সেই তীর্থভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিল্কা-হ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বৎ-বসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদসকল অধ্যয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের পর মহীশূর প্রভৃতি দেশে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মধ্ব-ভাষ্য ভালরূপ অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন।

বেদান্ত-বিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে-স্থলে বেদান্তের চর্চ্চা ছিল, সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। 'ভারতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও ধর্ম্মপ্রচারে অধিকার নাই' বলিয়া তিনি সংসারে স্বীয় বর্ণ-পরিচয় প্রদান না করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সকল লোকেরই পূজা পাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় রত্নকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধা-দামোদরদাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে বলদেব তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধা-দামোদর বেদান্তশাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্‌সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। 'গৌড়ীয়-মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্যতীত ঐ গ্রন্থে অন্যের অধিকার নাই' ইহা শুনিয়া বলদেব একটু দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরাধা-দামোদরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাধাদামোদর কান্যকুব্জ বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করত বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুই-জনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবৎ-ইচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষত্ব গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মাধ্বান্বয় বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভগবান্ জানিতে পারিয়া 'গৌড়ীয় মাধ্বী-সম্প্রদায়ী' অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন।

আহা! বলদেবের ন্যায় বৈদিক পণ্ডিত যখন গুরুকৃপায় লব্ধ-কৃষ্ণপ্রেম হইয়া হরিনাম-বলে মত্ত হইলেন, তখন কি আর তাঁহার জড়ীয় অভিমান থাকিতে পারে? এখন তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন।

সেই সময়ে জয়পুরে একটী গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজাগণ তৎপূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদারের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। **'শ্রী' সম্প্রদায়ী কয়েকটী মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ সময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন।** সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি বিচারের জন্য

শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলে শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে আপনা হইতে অধিক পণ্ডিত এবং বেদ-বেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন।

শ্রীবলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে ছিন্নকান্থা ও কটিতে কৌপীন-বহির্ব্বসন মাত্র একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না; তথাপি 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"হে পণ্ডিত-প্রবর, আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত?" বলদেব বলিলেন,—"আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃত-ভাষ্য লইয়া বিচার করিব।" তখন তাঁহারা বলিলেন,—"মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?" বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্ব-ভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। **তিনি কয়েক দিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীউর আজ্ঞাক্রমে সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য ও উপনিষৎ-ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন। পরে সভায় বিচার করিয়া 'শ্রী'-বৈষ্ণবদিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে শ্রীবলদেবকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি দেওয়া হয়।**

সেই বৃহৎকার্য্য সাধন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া শেষ জীবন শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে অতিবাহিত করেন। অপরাপর গ্রন্থ ঐসময়েই রচনা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যেই বলদেব ঐ বৃহৎকার্য্য সাধন করেন। তাঁহার গুরুবেদের পরমগুরু মুরারি। মুরারির গুরু রসিকানন্দ। তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ, যাঁহাকে অল্পবয়সে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' বলিত। সুতরাং **বলদেব শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। শ্রীশ্যাম-সুন্দর ঐ পরিবারের কুলদেবতা।** বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুইশত বৎসর

পূর্ব্বে স্বীয় কার্য্য-সমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন কোন অতিবৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীবলদেবকে দেখিয়াছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্র-বিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হন যে, **তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদদিগের মধ্যে একজন।** কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে ঈঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা। সুতরাং **গৌড়ীয়-ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে তিনিই বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন।** বৈষ্ণব-বাক্য সকলই সত্য হইতে পারে এবং একথাটী সত্য বলিয়াও অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীজীব গোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র বৈশিষ্ট্য আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দজাত ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে—দুইজনে একইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে

বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা

জয় জয় গুরুদেব অধম-তারণ। তোমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥
সর্ব্ব অগ্রে বন্দি আমি তোমার চরণ। অবশ্য করিবে মোর অভীষ্ট পূরণ ॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়। অসংখ্য প্রণতি করি রাখ রাঙ্গা-পা'য় ॥
বারংবার বন্দি আমি অদ্বৈত-গোঁসাই। তব কৃপা-বলে যেন শুদ্ধভক্তি পাই ॥
নমো নমো গদাধরের চরণ-কমল। কৃপা করি নাশ' মোর হৃদয়ের মল ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ। অসংখ্য প্রণতি করি দিয়ে মন-প্রাণ ॥

জয় বৃন্দাদেবী জয়, জয় পৌর্ণমাসী। ভক্তিদান কর ওগো সর্ব্বপাপনাশি ॥
জয় জয় শ্রীরাধিকা-মদনমোহন। অসংখ্য প্রণতি সদা করগো গ্রহণ ॥

আমার মনের দুঃখ জানাতে তোমারে। বসেছি চরণ-প্রান্তে কৃপা কর মোরে॥
অধম সেবকে যদি কর কৃপালেশ। তবে ত গুরুর কৃপা পাই সবিশেষ ॥
অহং-জ্ঞানে মত্ত হ'য়ে তোমারে ভুলিনু। তাই আমি মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে গেনু
অনিত্য সংসারে সবে 'আপন' ভাবিনু। মন-প্রাণ ভরি' সবে ভাল যে বাসিনু
বিপরীত ফল তাতে অবশ্য ফলিল। ছায়াবাজি প্রায় সব বিলীন হইল ॥
সুখাশায় কষ্ট পাই পড়ি' মায়া-পাশে। ঘুরিয়া বেড়াই সদা অলীক প্রয়াসে ॥

কঠিন নিগড়ে বাঁধি ধরি' মোর কেশে। সর্ব্বদা ফিরায় মায়া অট্ট অট্ট হেঁসে ॥
ভবাটবী-মধ্যে মোরে নিক্ষেপ করিল। ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখি' প্রাণ উড়ে গেল ॥
পাপের করাল মূর্ত্তি ক'রে দরশন। রক্ষা কর ব'লে ডাকি শ্রীমধুসূদন ॥
পাপের পীড়নে সদা দগ্ধ মোর প্রাণ। অবিরল ঝরে আঁখি মলিন বয়ান ॥
কত পাপ করেছিনু জন্ম-জন্মান্তরে। তাই মায়া এত দুঃখ দিলগো আমারে ॥
আর এ পাপের জ্বালা সহিতে না পারি। কোথা আছ দয়াময়! ঢাল শান্তি-বারি

হেন দুঃখ দেখি' মোর শ্রীমধুসূদন। মোর লাগি পাঠালেন তাঁর নিজজন ॥
আমারে অভয় দিয়া বলিলা বচন। তোমারে রক্ষিতে আমি এসেছি এখন ॥
মোর গুরুদেব তিনি দয়ার সাগর। আমার দুঃখেতে তাঁর ব্যথিত অন্তর ॥
আদেশ দিলেন তাই দয়া করি মোরে, "মিছে কেন পড়ে আছ ঘোরঅন্ধকারে ?
মায়ার হিল্লোল কেন পাসরি আপনি। কাঁদিতেছ সদা তুমি হ'য়ে উন্মাদিনী ॥
কে তুমি কোথায় ছিলে, ভাব একবার। মোহে অন্ধ হ'য়ে কেন কাঁদিছ অপার
জীবের কর্ত্তব্য হয় কৃষ্ণানুশীলন। তাহা ভুলি' কেন মিছে দহিছ জীবন ?"

কিন্তু হায়! কৃষ্ণসেবা কিছুই না জানি। মোর হৃদি-মাঝে বসি' শিখাও আপনি
বলিতে আমার যত মরমের বাণী। তোমার কৃপায় মোর ফুটে যেন বাণী ॥
যেথা যত আছ সব বৈষ্ণবের গণ। আশীস্ প্রদানি' মোরে কর শক্তি দান ॥
গুরুর আদেশ যেন মস্তকে লইয়া। নিষ্কপটে নাম জপি শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ॥
অপরাধ নাহি যেন হয় শ্রীনামেতে। তবে তাঁর কৃপা পা'ব তোমার কৃপাতে ॥
যাঁর আদি-অন্ত নাই, শাশ্বত যে-জন। অক্ষয় অব্যয় যিনি পূর্ণ ভগবান্ ॥
যাঁরে ভালবাসা দিলে কাঁদিতে না হয়। তাঁরে ভালবাসি তোমার কৃপায় ॥

আর এক নিবেদন তোমার চরণে। বঞ্চিত করো না প্রভু সেই নিত্য-ধনে ॥
যে অমুল্য প্রেম-ধন আছে তব কাছে। কুবেরের ধনাগার তুচ্ছ তার কাছে ॥
অক্ষয় অব্যয় সেই নিত্যপ্রেম-ধন। এ কাঙ্গালে এক বিন্দু কর তুমি দান ॥
অসীম করুণাময় তুমি দয়াময়। মোরে কৃপা করি' রাখ নামের নির্ণয় ॥

ত্রিতাপের জ্বালা আর সহিতে না পারি। নির্ব্বাণ করগো জ্বালা ঢালি' কৃপা বারি
কি দিয়ে পূজিব প্রভু চরণ তোমার। কাঙ্গালের নাহি আছে কোন উপহার ॥
ভক্তিশূন্য হৃদি মোর রুক্ষ মরু-সম। ইহাতে কি ফুটে কভু ভকতি-কুসুম ??
তুমি যদি দান' এতে ভক্তি-প্রস্রবণ। তবে ত হইবে হেথা কুসুম-কানন ॥
সেই ফুলে যদি পারি সাজাইয়া ডালি। মন-প্রাণ-অর্ঘ্যসহ দিতে পুষ্পাঞ্জলি ॥
তবে ত হইবে মোর সার্থক জীবন। তোমার কৃপায় তবে পূজিব চরণ ॥

এই আশা হৃদে মোর জাগে সর্ব্বক্ষণ। আরাধ্য-দেবতা কর অভীষ্ট পূরণ ॥
তুমি বিনা অধমার অন্য গতি নাই। এ পাপীরে কর ত্রাণ এই ভিক্ষা চাই ॥
তোমার করুণা হ'লে পা'ব ভক্তি-ধন। তাহ'লে অবশ্য জুড়াবে জীবন ॥
এই ভরসাতে বসে আছে অভাজন। অবশ্য করিবে তুমি অভীষ্ট পূরণ ॥
তুমি যদি এ অধমে কৃপা না করিবে। 'দয়াল'-নামেতে তব কলঙ্ক রটিবে ॥
তব শ্রীচরণ-তরী ভরসা আমার। ও চরণ বিনু মোর গতি নাই আর ॥

অবশ্য রক্ষিবে মোরে দিয়ে ও চরণ। এই ভরসাতে মাত্র রেখেছি জীবন ॥
তুমি যদি ঘৃণা কর অধমের প্রতি। তব শ্রীচরণ-তলে হইব আত্মঘাতী ॥
তোমার চরণে মোর সতত প্রার্থনা। কৃপা করি' তুমি মোর পূরাও বাসনা ॥
জন্মে জন্মে লভি যেন তব পদসেবা। সতত প্রয়াস মোর নাহি জানে কেবা ॥
তোমার চরণ সেবি' ভক্ত-সনে বাস। জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন। আনন্দে ভজিতে পারি রাধিকারমণ ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রয়াসী। সতত প্রার্থনা করে এ অধমা দাসী ॥

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবাকাঙ্ক্ষিণী—
—শ্রীউষারাণী দেবী (ভক্তিপ্রভা)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৩)

শ্রীকৃষ্ণের বিভুতা—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিস্তান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ ॥

(ভাঃ ১০।৯।১৩)

নবনীত-চৌর্য্যাপরাধে শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলে শ্রীশুকদেবের এই উক্তি,—যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই ; যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব-পর, অন্তর-বাহির তথা নিজেই জগতের স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রকাশত্ব—

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২)

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে দেববপু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে, বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক। ঐ রূপ স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছানুসারে প্রকাশিত হন, আমি (ব্রহ্মা) বা অন্য কেহ যখন এই রূপেরই মহিমা জানিতে অসমর্থ, তখন কেবল আত্মসুখানুভূতিরূপ মূলাবতারী আপনার এই রূপের মহিমা নিরুদ্ধ মন দ্বারা কেহই জানিতে পারে না। এই শ্লোক দ্বারা যাঁহার বর্ণন করা হইয়াছে সেই নরাকৃতি আপনি সম্প্রতি বালক-বৎস প্রভৃতি অংশ সমূহদ্বারা যে-সকল নারায়ণরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যে-কোন এক দেবরূপের মহিমাই যখন কেহ জানিতে পারে না তখন তাঁহাদেরও অংশী সাক্ষাৎ আপনার মহিমা কেহই যে জানিতে পারিবে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে ? 'মদনুগ্রহস্য' পদটী 'বপুষঃ' পদের বিশেষণ। তাহার অর্থ—আমার প্রতি যাহা হইতে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ যে রূপ দর্শন করিয়া আপনার মহিমা অবগত হইয়াছি সেই বপুর। কিরূপ আপনি ?—আত্মসুখানুভূতিস্বরূপ। আপনা কর্ত্তৃক যাঁহার সুখানুভব হইয়া থাকে এবং যাঁহার আনন্দ তিনি ছাড়া আর কেহ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ পরমানন্দময়

আপনি। সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব তিনি ছাড়া আর কেহ জানেন না বলিয়া কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাঁহার স্বয়ংরূপত্ব—

সকৃদ্‌যদঙ্গ-প্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ॥ (ভাঃ ১০।১২।৩৯)

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে অঙ্গ! হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! যাঁহার শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনোময়ী প্রতিকৃতি বলপূর্ব্বক একবার মাত্র অন্তরে আহিত হইয়া প্রহ্লাদাদি ভক্তগণকে ভাগবতীগতি দান করিয়াছেন সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে ভাগবতীগতি দিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাহার দেহ দেহী ভেদ নাই। উক্ত রূপ সর্ব্বতোভাবে মায়াতীত; এমন কি, এই রূপের প্রভাবে অন্যের সংসার-বন্ধন ঘুচে। সুতরাং উহা স্বয়ংসিদ্ধ রূপ; তাহা কেহ সৃষ্টি করিতে বা রূপান্তরিত করিতে পারে না। অতএব স্বপ্রকাশ বলিয়া নরাকার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই পরমব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।—

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্‌বৎসা সমস্তা অপি।
তাবন্তেঽসি চতুর্ভুজস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ (ভাঃ১০।১৪।১৮)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আপনি এই বিশ্বের মায়াময়ত্ব আজ আমাকে দেখাইলেন। প্রথমে একমাত্র আপনি ছিলেন, তারপর সমস্ত ব্রজসুহৃৎ ও সমুদয় বৎসরূপে প্রকটিত হইলেন। অনন্তর সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া অখিল তত্ত্বের সহিত মৎকর্ত্তৃক উপাসিত হইলেন এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ড হইল। এক্ষণে অপরিমিত 'অদ্বয় ব্রহ্ম' আপনি মাত্র অবশিষ্ট আছেন। এই শ্লোকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অদ্বয় ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বস্তু। তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে এমন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সুতরাং তিনি আপনা দ্বারা আপনি প্রকাশিত। আর ব্রহ্মা নরাকৃতি স্বরূপকেই 'অদ্বয় ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ ॥

যে-বংশে নরাকৃতি পরমব্রহ্ম কৃষ্ণাখ্য পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, মানুষ সেই যদুবংশের কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

এই সকল প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ যে নরাকার তাহা নিশ্চিত হইল। তিনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ হইলেও দ্বিভুজেরই কৃষ্ণত্ব মুখ্য অর্থাৎ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী। চতুর্ভুজ রূপেও অতিরিক্ত দুইটী হস্ত ছাড়া মনুষ্য-লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণত্ব আছে। তবে এস্থলে গৌণ বুঝিতে হইবে। চতুর্ভুজ-রূপে নরাকৃতি বাহুল্য আছে বলিয়া অর্জুন বলিলেন—"তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে"—হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজ আবার প্রকাশ কর। "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।" হে জনার্দ্দন! তোমার এই শান্ত মনুষ্য-রূপ দর্শন করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

এই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি যে পরম তত্ত্ববস্তু, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ-অগ্রজ (বলরামের) সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিয়া মল্লদিগের অশনি, নরদিগের নরশ্রেষ্ঠ, যুবতীদের মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিগণের শাসনকর্ত্তা, নিজ পিতামাতার শিশু, ভোজরাজ কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জন-পক্ষে বিরাট স্বরূপ যোগিগণের পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদের পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি, তাহা এই শ্লোকে বিবৃত। উক্ত শ্লোকে যোগিগণের শান্ত, বৃষ্ণি-গণের দাস্য, গোপগণের সখ্য, মাতাপিতার বাৎসল্য, নারীগণের মধুর এবং কুবলয়াপীড় হস্তীকে বিনাশ করিবার পর গজরক্ত-মুক্তা-দন্তাদিদ্বারা বিশেষ শোভাশালী হইয়াছিলেন বলিয়া সখাদের হাস্য, মল্লগণের রৌদ্র, পিতা-

মাতার মল্ল-দৌরাত্ম্যাশঙ্কায় করুণ, অসৎ নরপতিদের শাস্তা হওয়ায় বীর, নরগণের লোকোত্তর রূপ দর্শনহেতু অদ্ভুত এবং অবিদ্বান্ জনগণের প্রতীতিতে বিরাট অর্থাৎ প্রাকৃত দেহবিশিষ্ট প্রতীতিহেতু বীভৎস-রসের বিষয় হইয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণেও নরাকার-বিগ্রহের পরম কারণত্ব নিরূপিত হইয়াছে—

দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হ্যভবং সর্ব্বভূষণ-ভূষণং।
গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিতম্।
ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্মরন্॥

যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনং।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং॥

পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম।
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ-কারণম্॥

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—অবলা-সঙ্গে আনন্দিত, বেণুবাদনতৎপর, সর্ব্ব-ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ গোপালকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। তৎপরে বৃন্দাবনে বিচরণশীল ভগবান হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন—তুমি যাহা দেখিলে তাহাই আমার দিব্য সনাতন রূপ; উহা নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পদ্মপলাশ-লোচন। এই রূপ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কোন স্বরূপ নাই। বেদসকল ইহাই বলিয়া থাকে যে, ইহাই কারণের কারণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৯ পৃষ্ঠার পর)

বেদান্তসূত্রেও ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয় বা একমাত্র সর্ব্বোত্তম সাধনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের সাধনাধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনার প্রতিকূল বিষয়ে বৈরাগ্য ও প্রাপ্য বিষয়ের তৃষ্ণার জন্য আলোচনাপূর্ব্বক পরা বিদ্যা ভক্তির দ্বারাই পরমপুরুষার্থ লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত সূত্র বলেন—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪)

অপি (পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা

হইয়াছে, তথাপি), সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়) ; প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়)—সূত্রে 'সংরাধন' শব্দের অর্থ সম্যক্ আরাধনা অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভক্তি। ভক্তির দ্বারাই যে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়—এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি প্রমাণ।

'সংরাধন' শব্দের অর্থ যে ভক্তি, ইহা উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রমুখ সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন—"সংরাধনং ভক্তিধ্যান-প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্" ; শ্রীভাস্করাচার্য্য বলেন—"সংরাধনং ভক্তিধ্যানাদিনা পরিচর্য্যা" ; শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন—"সংরাধনে—সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এব অস্য সাক্ষাৎকারঃ" অর্থাৎ সংরাধন শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের সম্যক্ প্রীতি-সাধক ভক্তিরূপে পরিণত নিরবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি বা আবেশের দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ পুনরায় বলিয়াছেন—"ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি" অর্থাৎ ভক্তিরূপে পরিণত উপাসনাই সংরাধন—তাঁহার (ভগবানের) প্রীতি সম্পাদন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলেন—"সংরাধনে ভক্তিযোগে ধ্যানে" ; শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন—"সংরাধনে সম্যক্ সেবায়াং ভগবত্তোষে জাতে দৃশ্যতে" অর্থাৎ সম্যক্ সেবাদ্বারা শ্রীভগবানের সন্তোষ হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন—"সংরাধনে সম্যগ্ ভক্তৌ সত্যাং গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি" অর্থাৎ সম্যক্ ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়।

ভগবান্ বা ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় ভক্তিরসের আস্বাদ লাভ হইলে তাঁহার নিকট কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সমস্ত সাধন ও তৎতল্লভ্য সমস্ত ফল তিরস্কৃত হইয়া যায়। তাই ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুমরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসাবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১১৩)

পরম করুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জগতে শুদ্ধভক্তিযোগের কথা প্রকাশ করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন; যোগিগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ যোগ-সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

মুক্ত পুরুষগণও যে ভগবানের উপাসনারূপ ভক্তি করেন, তাহা বেদান্ত-সূত্রও বলেন—

আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্। (বেদান্তসূত্র ৪।১।১২)

আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পর্য্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগবদুপাসনা দেখা যায়)।

উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্ বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি তত্রাপি মোক্ষে চ কৃতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ চ দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা সর্ব্বদৈনমুপাসিত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হেন-মুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ—মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধি-ফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ।

মুক্তি পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনা করিবে; মোক্ষের পরেও করিবে। করণ, শ্রুতিতে দেখা যায়—যে পর্য্যন্ত না মুক্তি হয়, সর্ব্বদা ইহার উপাসনা করিবে, মুক্ত হইয়াও তাঁহার উপাসনা করিবে। এখন প্রশ্ন —মুক্ত পুরুষের ত কোন উপাসনার প্রয়োজন নাই, তথাপি তাঁহারা উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—**মুক্তগণ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যে বা সেবানন্দে আকৃষ্ট হইয়াই নিত্যকাল উপাসনা করেন। যেমন পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শর্করায় পিত্তনাশ হইলেও পুনরায় উহার আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তদ্রূপ।**

—**শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী**, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

সাংখ্য-বাণী

এক

কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম দীক্ষাগুরু; পরমোদারবিগ্রহ গৌরসুন্দর; অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন; পরাশক্তি রাধিকা; প্রিয়তম ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড; স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্র; সবিলাস ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য পুরাণ-সম্রাট্—শ্রীমদ্‌ভাগবত; পরম সম্বন্ধ—কৃষ্ণ; পরম অভিধেয় বা উপায়—কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাশ্রিতা একা কৃষ্ণভক্তি; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেমা; নিত্য বাস্তব-সত্য গৌরকৃষ্ণ; এক পথ বা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম; মূলবেদস্কন্ধ—একায়ন।

ত্যাজ্য—এক বৈষ্ণববিরোধি-সঙ্গ।

দুই

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; প্রভু ও বিভু। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম; আশ্রয় ও ও বিষয়-বিগ্রহ চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা গদাই-গৌর; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম; ঈশ্বর ও জীব; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত; বৈধা ও রাগানুগা ভক্তি; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি, অনুকরণ ও অনুসরণ; শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য; বদ্ধ ও মুক্ত; ভক্তি-গতি ও ভক্তিস্তম্ভ; অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক; চিদ্রস ও জড়রস; চিদ্‌বিলাস ও জড়বিলাস; বিলাস ও বিরাগ; পরমার্থ ও অর্থ; বিদ্যা ও অবিদ্যা; অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা; মায়াতীত

কৃষ্ণ ও মায়া ; সেবা ও ভোগ ; সেব্য ও ভোগ্য ; নাম ও নামাপরাধ ; ধাম-সেবা ও ধামাপরাধ।

ত্যাজ্য—পাপ ও পুণ্য ; কর্ম্ম ও জ্ঞান বা ভোগ ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি ; স্বর্গ ও নরক ; স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত।

তিন

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিগ্রহ আশ্রয়-ত্রয়—গৌরকিশোর-বাণী-বিনোদ ; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়-বিগ্রহের মূর্ত্তিত্রয় —গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন—গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর ; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত ; কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষা-বতার ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ; শ্রী, ভূ ও নীলা ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ; হরি, গুরু ও বৈষ্ণব ; বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ; দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন ; ক্ষেত্র-মণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ; ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি ; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড ; ঋক্, সাম ও যজুঃ—ত্রয়ী ; গৌরাবতারের তিন কারণ বা বাঞ্ছা ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য জন্ম।

ত্যাজ্য—কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ ;

ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ; পাপ, পাপ-বীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ ; আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপ ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ।

চার

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতু-র্ব্যূহ ; স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান ; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ—চতুর্যুগাবতার ; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—চতুরস্ত্র ; সর্ব্বলোকচমৎ-কারি-লীলাকল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীগীত-গানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী কৃষ্ণ ; ঐশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ; শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—চতুঃসৎসম্প্রদায় ; রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য—সৎসম্প্র-দায়াচার্য্য-চতুষ্টয় ; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—চতুঃসন ; পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ ; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—সামগ্রী ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণ ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রম ; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—বেদ ; ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ; চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—শ্রীভগবৎ প্রসাদ।

ত্যাজ্য—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—অভক্তিমার্গ ; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—সুকৃতি ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কপটতা।

পাঁচ

নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি—পঞ্চতত্ত্ব; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—পঞ্চপাণ্ডব; স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—অর্থপঞ্চক; নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—স্বস্বরূপ; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—পরস্বরূপ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—পুরুষার্থ-স্বরূপ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—উপায়স্বরূপ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—সংস্কার; বৈষয়িকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, জন্মমৃত্যুজরাপহজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদজ্ঞান—পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র, সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা—শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রতি; শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি—দশা; রুদ্রের পঞ্চমুখ; ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—তত্ত্ব বা পদার্থ; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—পুরাণ-লক্ষণ; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—পঞ্চগব্য; দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—উপচার।

ত্যাজ্য—স্বরূপবিরোধী, পরতত্ত্ববিরোধী, পুরুষার্থ বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী—বিরোধিস্বরূপ; সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—মুক্তি; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র, ও কর্ম্মফলবাধ্য

কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ক্লেশ ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—পঞ্চ 'ম' কার ; বিষ্ণুবহির্ম্মুখ স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথিপূজা—মহাযজ্ঞ ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুতল্প-গমন ও তত্তৎপাপাসক্ত জনসঙ্গ ; চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ—পঞ্চ-সূনা ; দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও সুবর্ণ ; অনৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর—কলির স্থান। (ক্রমশঃ)

—সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়', ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা

জীব-সেবা ও জীবে দয়া

('দরিদ্র-নারায়ণ'-শব্দ অযৌক্তিক, অবৈধ ও কল্পিত)

"জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া" এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয় দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আর এক করিয়া বসি—'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "পরোপকারী", "সমাজবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তুবিচারের অভাবে তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ দেহারামী ও স্ব-সুখ বাঞ্ছায় মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দু-মাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর-সেবা' জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। "ছলনা"র উপর "সেবা"র 'লেবেল' ও 'ট্রেডমার্ক' লাগাইয়া বাজারে কোনপ্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে "সেবা" শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ণ সভ্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না ?

"পরসেবা", "পর-উপকার" প্রভৃতি কথার "পর"শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরমাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই স্থিরীকৃত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥" (ভাঃ ১।৭।৫)

ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত অনাদি-বদ্ধ জীবের সেবা—অনর্থাবৃতাবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগ-মাত্র। "সেবা"-শব্দের সহিত কএকটী বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতেই আদৌ ইহা বিবেচ্য যে, যে-বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না; দ্বিতীয়তঃ "সেবা" বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন; তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব কি প্রভুতত্ত্ব? অনর্থযুক্তের সুখ-সাধন কি মঙ্গলপ্রদায়ক? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ?—এ তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, **"জীব-সেবা" বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"** মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সেব্যাভিমান, সেবকাভিমান ও সেবাভিমান, কোনটিরই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা—মায়াবশ-জীবের ভোগমাত্র। সেইসকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহুজীবের পীড়ন হয়।

'জীব সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ববিচারে "জীবে দয়া" সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে "বৈষ্ণব-সেবা" সম্ভব। **অনর্থযুক্ত**

বদ্ধাবস্থার প্রীতিসাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না ; তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। **আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না,** তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। "জীব-সেবা" কথাটি যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু "শিব-সেবা", "গুরু-সেবা" বা "বৈষ্ণব-সেবা" কথাটীই যুক্তিযুক্ত। গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য,—মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেক কপতটাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বাউল-মতের সহিত ন্যূনাধিক মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক **বদ্ধজীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন।** জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অশ্ব-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই জড়বস্তুদ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। **দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ।** জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে, তাহা মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামি-সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে

অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ ও নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণজীব-শব্দবাচ্য নহেন। **যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্ত-দর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য।** মহাভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মনুষ্য-নারায়ণ', 'মৃগ-নারায়ণ'-প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বৃত্তি-পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেব্য—নিত্য, সেবা—নিত্য এবং সেবকাভিমানও—নিত্য।

যাঁহারা "জীব সেবা" "জীব-সেবা" বলিয়া চীৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহা-পরোপকারী ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা এইটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারপরায়ণ মানব-সমষ্টির মনীষাকেও গতানুগতিক ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব-সেবার কোন কথা বলেন নাই; শ্রীভাগবতের বাণী—**"শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধজীবে 'দয়া' কর।"** ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ-জীবের বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তম-ভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্য বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্রূপ-বৈভব** ; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপবিস্মৃতি-জন্য বা দেহাত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা', উহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর ; উহার পাত্র ভগবানে বা তদ্রূপবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান' ; শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ-বস্তু নহেন। তাদৃশ **কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।**

'জীব-সেবা' কথাটী হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি অচিদাবৃত-চেতনের সুখ বা ভোগ সাধনে কখনই নিযোজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্‌বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই যুক্তিযুক্ত ও পরমঙ্গলদায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবার" আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎকথা-কীর্ত্তনেই অনন্ত-বদ্ধজীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া হয় এবং কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বা সেবা-বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভগবৎকথা প্রচার ও তাঁহার ভক্তগণকে প্রচারকরূপে সংস্থান করিয়া জীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন ; আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্ম-জাত মতবাদে প্রমত্ত হইয়া যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই,—ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব-সেবার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক,—**'জীবে-দয়া', 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।**

———

বিজন গ্রাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রথমে পাইনু সেই নিরীশ্বর জনে,
যুক্তি করি' ক্রমসৃষ্টি-প্রথা-সংস্থাপনে
নিযুক্ত ছিলেন যিনি। কহিলেন মোরে,—
সকলই ঘটনা-ফল এ সংসার ঘোরে।
চিন্তা কিছু নাহি, ব্যস্! নিশ্চিন্ত-অন্তরে
দেখিয়া শুনিয়া এবে যাহ দেশান্তরে।
ক্রমে সৃষ্টি, ক্রমে নাশ—প্রকৃতি-নিয়ম,
পরলোক, দুঃখ, শোক—সকলই ত ভ্রম!
নিরীশ্বর-সিদ্ধান্তে বা জন্মিবে কি সুখ!
চলিলাম স্থানান্তরে ফিরাইয়া মুখ।
জীবিত ছিলেন যাঁরা পরিচিত মম,
দেখিয়া সে-সব চিন্তা হইল বিষম!
গৃহে গিয়া অবিলম্বে নৌকা আরোহিয়া,
গ্রাম ছাড়িলাম আমি জননী লইয়া॥

(২৫)

ভাবিলাম এতদিনে গিয়াছে সে-দুখ,
মারি-ভয় নাহি আর, এবে পুনঃ সুখ
উদিয়াছে আসি' তথা; উঠেন তপন
কেন্দ্রের নিকট-দেশে নাশিতে যেমন
ভয়ানক অন্ধকার, বহুকাল পরে
বাঁচাইতে শীতে আর্ত্ত-কেন্দ্রবাসি-নরে—
সে-সব নিষ্ফল আশা! এখনো সেরূপ
ভাগ্যাভাবে জনপদ আছে ত বিরূপ;
জ্বর-উপদ্রব নাহি হইয়াছে গত,
এখন ত মরিতেছে প্রাণী শত শত!
যাহারা বাঁচিয়া আছে, সবে শক্তিহীন—
মহাকষ্ট-বশে সদা কাটাইছে দিন।

প্রাণসম যাঁহাদের জানিতাম মনে,
নাহিক সে-সব আর ; অতি সংগোপনে
গিয়াছেন সেই রাজ্যে, যথায় হইতে
কভু না ফিরিল কেহ সবে জানাইতে,
কি আছে সে-অন্ধকার-দেশে। কতজন
প্রাণভয়ে দেশ ছাড়ি' করি' পলায়ন,
ত্যজি অট্টালিকাচয় করিলেক বাস
বহু বহু দূরদেশে সুখেতে নিবাস !!

(২৬)

কেন হে সজ্জন ! আজো আছ নিদ্রাবশে ?
দেখনা চাহিয়া আঁখি, কএক বরষে
সহস্র সহস্র লোক পড়ি' মারি-ভয়ে
অকালে চলিয়া গেলা যমের আলয়ে ;
আহা ! ছাড়িয়া সংসার আলস্য ত্যজিয়া
এখনো করহ চিন্তা,—কিরূপ করিয়া
বাঁচাইবে ভ্রাতৃগণে, যাঁহারা এখন
করিতেছে মৃতপ্রায় জীবন-ধারণ !!

(২৭)

কেনরে আইলি পুনঃ ত্যজিয়া সে-দেশ,
দেখিবারে জননীর অসুখ অশেষ ?
চিন্তাহীন বেড়াইতে গোবর্দ্ধনী-কূলে *
শুনিয়া পক্ষীর গান ? আহা ! বৃক্ষমূলে
দেখিতে আনন্দ কত, গাভী-বৎসগণ
হাম্বারবে তৃণমুখে চরিত যখন !
কেনরে আইলি ছাড়ি' সে পবিত্রস্থান,
সাগর- † তরঙ্গ যথা পর্ব্বত-সমান

* কেন্দ্রাপাড়ার নিকট গুবরী নদী। † শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র।

প্রবাহিছে অবিরত ? শ্বেত-বালুচয়
না দেয় আশ্রয় বৃক্ষে ; তপন উদয়
হ'লে নয়ন ঝলসি স্বর্ণরেণু সব
প্রকাশিয়া সূর্য্যোদয়ে আপন গৌরব !
কেন না রহিলি তথা নিয়ত দেখিতে
এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য ? হিমাদ্রি হইতে
কুমারী সে অন্তরীপ, কত যে বিস্তার—
ভরতের দেশ এই ; এরূপ অপার
রাজ্যে বল কেবা আছে, নাহি করে মনে
দেখিতে সাগরকূল আপন-নয়নে ?
যদিবা আইলি ছাড়ি' পুরী মনোহর,
না রহিলি কেন তবু যথা স্রোতবর
অনঙ্গভীমের কীর্ত্তি করিছে প্রকাশ,
বহিছে প্রবলবেগে সদা বারমাস ? *
কিম্বা না রহিলি কেন সালিন্দীর কূলে— †
যথায় পথিকগণ অশ্বত্থের মূলে
কাটায় আতপ-তাপ নিশ্চিন্ত-অন্তরে,
নিদ্রাবেশে নতশির শিকড়-উপরে ?
কেনবা ত্যজিলি সেই সুদৃশ্য নগরী †
শোভে যথা গোপগিরি চিত্ত-অপহারী ?
সে-সব ত্যজিয়া এবে কাঁদিবার তরে,
কেনরে আইলি তুই ফিরে নিজ ঘরে ??

সমাপ্ত

---

* কটকের কাঠযুড়ি নদী। † ভদ্রক। † মেদিনীপুর।

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর)

ওয়ালটেয়ার হইতে যাত্রা করিয়া আমরা পরদিবস (১০-১০-৬১) সকাল ১০-৪৫ মিঃ সময় বেজওয়াদা রেল জংশনে পৌঁছিলাম। এখানে তাড়াতাড়ি করিয়া মধ্যাহ্ন-আহার সমাপন করিলাম। ছোট লাইন ধরিয়া আমরা ২-৩০ মিনিটে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে **মঙ্গলগিরি** ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠা বেগবতী নদী "কৃষ্ণা" দর্শন করিয়া ট্রেণ হইতেই প্রণতি জানাইলাম। এখান হইতে পদব্রজে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা হাঁটিয়া পানানৃসিংহদেবের মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। যাত্রীরা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন; নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কূঁয়া বা টিউবওয়েল না থাকায় তৃষ্ণানিবারণ করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের নাম করিয়া আমরা প্রায় ৪১০ ধাপ সোপান পার হইয়া পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দিরে আসিলাম। পথিমধ্যে পাহাড়ের উপরে দক্ষিণ দিকে আমরা **শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ** দর্শন করিলাম। সুদূর এই দক্ষিণদেশে একটি পাহাড়ের উপরে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আমি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এখানে আমরা প্রণামী দিলাম। এই পাদ-পীঠে একটি প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত বাণী ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে—

"Mahapravu visited Mangalgiri in 1512 A. D. Sree Chaitanya Foot-print installed by Paramahansa Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in 1930."

অবশেষে আমরা পানানৃসিংহদেবের মন্দির দর্শন করিলাম। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য হইল না। কারণ নূতন সরকারী নিয়মানুযায়ী সমস্ত দিনের মধ্যে একবার মাত্র শ্রীবিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে। সকাল ৮ ঘটিকার সময় সেই পূজা হইয়া গিয়াছে। বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন বিফল হওয়ায় আমরা ইহাকে শ্রীভগবানের করুণা মনে করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলাম। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ায় কূঁয়ার সন্ধান করিলাম এবং একটু দূরে আমরা কূঁয়ার নিকট উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় এক ভদ্রমহিলা নিজেই সুগভীর-কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া

আমাদের সকলকে জলদান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। আমরাও তাঁহার ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক রওয়ানা হইলাম।

নিকটে ভোগী নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেজওয়াদাতে ৫-৩০ মিঃ মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্র ২ ঘটিকার সময় বেজওয়াদা রেল ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া পরদিবস (১১-১০-৬১) বৈকাল ৪-১৫ মিঃ সময় আমরা মাদ্রাজ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। অদ্যকার রাত্রি মাদ্রাজেই কাটাইলাম।

মাদ্রাজ

অদ্য (১২-১০-৬১) প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সকাল ৬-৩০ টার মধ্যে যাত্রা আরম্ভ করিলাম এবং মাদ্রাজ সহরের নিম্নলিখিত স্থান পরিক্রমা করিয়া দর্শন করিলাম।

পরিক্রমার পথে স্থানীয় শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। সুদূর বাংলাদেশ হইতে আমরা "ভারততীর্থ পরিক্রমায়" বাহির হইয়াছি শুনিয়া তাঁহারা উল্লাস প্রকাশ করিলেন এবং আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। শ্রীপার্থসারথি মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা নিকটস্থ পার্থসারথি তীর্থমের (কুণ্ড) জল স্পর্শ করিয়া ফলপুষ্প লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামানুজ-আচার্য্যদেবের বিভিন্ন লীলামূর্ত্তিসকল দর্শন করিলাম। অতঃপর মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীকপালেশ্বর প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এখান হইতে আমরা মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপার্থসারথি দর্শন করিয়া পূজকের হস্তে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য ফল ও পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া ভক্তিভরে দণ্ডবন্নতি জানাইলাম। মাদ্রাজ হইতেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দক্ষিণ ভারতের যাত্রা আরম্ভ হইল, বলা যাইতে পারে। মন্দির হইতে আমি ৫০ ন. প. বিনিময়ে শ্রীপার্থসারথির একখানা ফটো কিনিয়া লইলাম।

শ্রীপার্থসারথি হইতে আমরা কীর্ত্তনানন্দে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠাভি-মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হইয়া সকাল ১০-১৫ মিঃ সময়ে মঠে প্রবেশ করিলাম। এই শ্রীগৌড়ীয় মঠ জয়পুরের মহারাজা শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মণ বাহাদুরের (জয়পুর) অর্থানুকূল্যে ১৯৩২ সালের ২৩শে জানুয়ারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা

করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমঠের নামানুসারে রাস্তার নাম শ্রীগৌড়ীয় মঠ রোড্ হইয়াছে। সুউচ্চ মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসহ শ্রীগৌরসুন্দর বিরাজ করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহের অপরূপ-রূপ দর্শন করিয়া আমার চিত্ত ভক্তিভরে আপ্লুত হইয়া পড়িল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি যেখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সর্ব্বত্রই মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ একই রূপ দৃষ্ট হয়। দর্শন-কারীদের নিকট ইহাই একটি অত্যাশ্চর্য্য বিষয়।

মন্দির পরিক্রমার শেষে নাট্যমন্দিরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ব্রহ্মচারি-গণ তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে এবং উক্ত মঠবাসীগণকে বহু আনন্দদান করিলেন। কীর্ত্তনশেষে মঠরক্ষক মহাশয় শ্রীপার্থসারথির কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে গীতাচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা আলোচনা করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে বহুলভাবে প্রচার হয়, সেইজন্যই আমাদের পরিক্রমার ব্যবস্থা করা উচিত—এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন। এখানে আমরা পরিক্রমা-সঙ্ঘের ব্যবস্থানুযায়ী হালুয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় আমাদের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং মহাপ্রসাদ সেবা করিলাম।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, মাদ্রাজে কয়েকটি প্রাকৃতিক ব্যাপার দর্শণীয় আছে। তাহাদের মধ্যে একোয়ারিয়াম (Aquarium—কাচ-নির্ম্মিত জলাধারের মধ্যে সামুদ্রিক নানাবিধ জীবজন্তু প্রদর্শনের ব্যবস্থা) অন্যতম। তীর্থ-দর্শনের তালিকা বহির্ভূত কোন স্থান দর্শনের আমাদের ইচ্ছা নাই। তবে যদি যাত্রা-পথে আসিয়া পড়ে তাহা যাত্রীদের রুচী অনুযায়ী তাঁহারা নিজ নিজ দায়িত্বে দর্শন করিতে পারেন। সময়াভাবে আমরা উক্ত স্থানদর্শন পরিত্যাগ করিলাম।

মাদ্রাজ হইতে চিংলিপুটে যাত্রা

মাধ্যাহ্নিক প্রসাদসেবান্তে চিংলিপুট যাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এখান হইতে আমরা প্রায় এক পক্ষকাল দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিব। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল রেলষ্টেশনে আমাদের ব্যবহৃত টুরিষ্টকার (নং ৭৭০৭) ত্যাগ করিয়া বৈকাল ৫ ঘটিকার

সময় আমাদের মালপত্র লরীতে তুলিয়া দিলাম এবং আমরা সকলে পদব্রজে রাত্র ৭-৩০ মিঃ সময়ে মাদ্রাজ ইগমোর রেল ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। দক্ষিণ ভারতের মিটারগজ লাইন এইখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে রাত্র ৮ ঘটিকায় অন্য একটি রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া রাত্র ১২-৩০ মিঃ চিংলিপুটে পৌঁছিলাম।

পুরীতে সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে আমার শরীর ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল ; জ্বরসহ পিঠের ব্যথা ক্রমেই বাড়িতেছে। তথাপি যথাসাধ্য পদব্রজেই পরিক্রমা করিয়াছি। তদুপরি অদ্য রাত্রে আহার বন্ধ করিয়াছিলাম—তাহাতে শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রাত্রে গাড়ী হইতে নামার সময় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাই। অর্দ্ধঘণ্টা পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। শ্রীআনন্দপ্রভু কিছু বার্লি গরম করিয়া আমাকে খাওয়াইলেন। একটু আরাম অনুভব করিলাম এবং সুখে নিদ্রা গেলাম।

শ্রীপক্ষীতীর্থ দর্শন

অদ্য (১৩-১০-৬১) ভোরে বিছানা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সত্বর সারিয়া খিচরান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। আমার অসুস্থতানিবন্ধন শ্রীল গুরুদেবের আদেশ লইয়া আমি পক্ষীতীর্থ যাওয়ার জন্য রিজার্ভ বাস ধরিলাম। এখান হইতে দূরত্ব ৯ মাইল। অদ্যই সর্ব্বপ্রথম "গোপুরম্" দেখিলাম। বাস যে-স্থানে থামে তাহার সন্নিকটেই সমতলভূমিতে তিনটি গোপুরম্-সহ মন্দির আছে। উক্ত মন্দির দর্শন না করিয়াই আমরা নিকটবর্ত্তী বেদগিরি নামক পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ডাবের দর খুব কম। সহযাত্রীরা খুসীমত ডাবের জল পান করিলেন। আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী ডাবের জল পান করিয়া শরীরকে একটু সুস্থ করিয়া লইলাম এবং তাহারই সাহায্যে পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় অর্দ্ধমাইল (৫৫০টি সোপান) উঠিয়া একটি মন্দির পাইলাম। তাহাতে "বেদগিরীশ্বর দেবস্থানম্" দর্শন করিলাম। নিকটে দেবী **তিরুকালীকুণ্ডম্ (তিরুপুরু সুন্দরীকে)** দর্শন করিলাম। ঐস্থান হইতে কিছু নীচে নামিয়া পক্ষীর স্থান দেখিলাম। পক্ষীর পূজার স্থানের নিকটেই একটি কুণ্ড আছে। তীর্থযাত্রীরা ও স্থানীয় অধিবাসীরা এখানে আসিয়া উক্ত কুণ্ডের জল লইয়া যান। এগারটার সময় পক্ষীর পূজক পায়সাদি লইয়া এইস্থানে আগমন করেন এবং একটা শিলার উপরে নৈবেদ্য রাখিয়া

পক্ষীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলেন। বহুআকাঙ্ক্ষিত পক্ষী দুইটি বেলা ১১-১৫ মিনিটে উপস্থিত হইয়া পূজকের দেয় নৈবেদ্য গ্রহণ করিল। এখানে বহু দর্শনার্থীর ভীড় হয়। তাঁহাদের বসিবার জন্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ একটি চালা করিয়া দিয়াছেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ পক্ষীদ্বয়ের দূর হইতে আগমন দর্শন করিয়া অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উল্লাস ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পূজক বলিলেন যে, কোন কোন দিন পক্ষী দুটি একত্রেই আসে। অদ্য একটির পর অন্যটি আসিয়া নৈবেদ্য গ্রহণ করিল। উভয়েই দেখিতে একইরূপ। গায়ের রং সাদাই দেখিলাম। দেশ-বিদেশ হইতে বহু যাত্রী এই অত্যাশ্চর্য্য পক্ষী দুইটি দেখিবার জন্য অতীতকাল হইতে আসিতেছেন। পক্ষীতীর্থের কথা পুরাণে উল্লেখ আছে। ইহারা **"হর-গৌরী"** নামে পরিচিত অর্থাৎ শিব ও পার্ব্বতী উভয়ই পক্ষী-রূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, পাখী দুইটি তাঁহাদের নিজস্থান কাশী-ধামে স্নান সমাপন করিয়া পক্ষীতীর্থে আসিয়া ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং রামেশ্বরে শ্রীরামচন্দ্রের সেবাপূজা ও আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিয়া চিদাম্বরমে বিশ্রাম করেন। এই পাহাড়েই মার্কণ্ডেয় ঋষি তপস্যা করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় কৃপা করত এখানে আসিয়াছিলেন। "পক্ষীতীর্থে যাই কৈল শিব দর্শন" (চৈঃ চঃ মঃ ৯ম পরিচ্ছেদ)।

পাখী দুইটি চলিয়া গেলে উহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ বিতরিত হইল। আমি উক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিলাম না। কারণ শাস্ত্রে বিষ্ণু-ভক্তদের অন্যান্য আধিকারিক দেবতার প্রসাদ গ্রহণ নিষেধ আছে। দেবতার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে উল্লেখ থাকে যে, শ্রীল গুরুদেব ডুলিতে করিয়া পাহাড়ে উঠিয়া শিব-পার্ব্বতীর পক্ষী-লীলা দর্শন করিয়াছেন।

আমরা পুনরায় বাসযোগে চিংলিপুটে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। মহাবলীপুরমে কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির ছিল। আমাদের সময়াভাবে উহার দর্শন ত্যাগ করিলাম—যদিও দর্শনীয় তালিকায় উহার নাম ছিল না। বৈকাল প্রায় ৬ ঘটিকার সময় চিংলিপুট হইতে যাত্রা করিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে গাড়ী 'ভিলুপুরম্' রেল জংসনে পৌঁছিল। প্রসাদ গ্রহণান্তে এখানেই রাত্রি যাপন করিলাম।

চিদাম্বরম্ দর্শন

১৪।১০।৬১ তাং সকাল ৬ ঘটিকায় পুনরায় ভিলুপুরম হইতে যাত্রা করিয়া সকাল ৯ ঘটিকার সময় "চিদাম্বরমে" পৌঁছিলাম। অদ্যকার শোভা-যাত্রা শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং পরিচালনা করেন। আমরা কীর্ত্তনমুখে "চিদাম্বরম্" মহাদেরেব মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। "চিদাম্বরম্" মহাদেবের 'আকাশ'-মূর্ত্তি অর্থাৎ কোনও লিঙ্গ নাই। মন্দিরের বিরাট চত্বরে শ্রীবেদান্ত সমিতির ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে সুললিতকণ্ঠে একটী সংস্কৃত-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করিলেন। মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। সুউচ্চ মন্দিরের গাত্রে বিভিন্ন দেবতার চিত্র খোদিত আছে। চারুশিল্প সত্যই প্রশংসনীয়। মন্দিরে শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। শ্রীবিগ্রহের ঈশান কোণে অন্য একটি মন্দিরে "নটরাজ" অবস্থান করিতেছেন। ভারত-বিখ্যাত "নটরাজের" অপূর্ব্ব বিগ্রহ ভগবদ্ ভক্তদের চিত্ত সর্ব্বদাই দর্শনের বাসনা রাখে। শ্রীল আচার্য্যদেব শিব-পার্ব্বতীর ভক্তির কথা, 'চিদাম্বরম্' নামের সার্থকতা এবং 'শ্রীবিষ্ণুর ভক্তের প্রতি কৃপা' ইত্যাদি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মনকে আকৃষ্ট করেন,—ইহা চেতনময় স্থান। পঞ্চভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে আকাশ--ব্যোম এবং এই শ্রেষ্ঠ-স্থানে বা চেতনময় স্থানেই বাসুদেব অনন্তশয্যায় শায়িত আছেন। মহাদেব শিব ঈশান কোণে অবস্থিত থাকিয়া শেষশায়ী বিষ্ণুর আরতি দর্শন করিয়া যে নৃত্যকলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই "নটরাজ" রূপে প্রকাশিত হওয়ায় এখানে পূজিত হইতেছেন। দক্ষিণ ভারতে শিবভক্ত ও বিষ্ণুভক্তদের মধ্যে যে বিরোধ-ভাব আছে, ভগবান্ স্বয়ং চিদাম্বরমে তাহার মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। ভক্তাধীন ভগবানের এ এক অপূর্ব্ব করুণা।

নটরাজের বহুমূল্য রত্নময় মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইলে বিশেষভাবে প্রণামি দিতে হয়। এখানে পুরুষদের গায়ের পোষাক খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের উপরিভাগ সোনার পাতে মোড়া এবং দেখিতে অতি মনোরম।

মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া আমরা ২টার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া পৌনে দুইঘণ্টা পরে ময়ূরম্ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ময়ূরম্ (মায়াভরম্)

ষ্টেশন হইতে পদব্রজে আমরা প্রায় ৩ মাইল হাঁটিয়া মায়াভরমে উপস্থিত হইলাম। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ গো-যানে অতিক্রম করিয়াছেন। এখানে আমরা শিব-পার্ব্বতীর মন্দির দর্শন করিলাম। ময়ূরমের পূর্ব্বনাম ছিল মায়াভরম্। শ্রীল আচার্য্যদেব "ময়ূরম্" নামের সার্থকতা কি তাহা উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। কোন এক সময়ে পার্ব্বতীদেবী শিবের ভালবাসা লাভ করিবার জন্য শিবেরই আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় ময়ূরের রূপ গ্রহণ করেন। শ্রীশিবের আরাধ্যদেবের প্রিয়-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পার্ব্বতীদেবী তাঁহার নিজের স্বরূপ বর্ণনা করেন এবং কেন এই রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বর্ণনা করিলেন। পার্ব্বতী-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে কালীয়-দমন কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া আমরা গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মন্দির দর্শন কালে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিবাদন করিয়া আসন দিয়াছিলেন এবং উভয়েই শ্রীভগবৎ তত্ত্ব আলোচনা করিলেন। মন্দিরের সংলগ্ন একটি বিরাট সরোবর আছে। উহার জল স্পর্শ করিয়াই আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। দক্ষিণ ভারতে একটি দিক বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। এখানে মন্দির দর্শনের পূর্ব্বেই সুউচ্চ 'গোপুরম্' অর্থাৎ মন্দির বহির্ভাগের দ্বার দূর হইতে দর্শন করিয়াই মন্দিরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

মায়াভরম্ হইতে কুম্ভকোণম্

ময়ূরম্ রেলষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া আমরা দেড় ঘণ্টার মধ্যে রাত্র ১২টার সময় কুম্ভকোণম্এ পৌঁছিলাম। এখানে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

অদ্য রবিবার ইং ১৫।১০।৬১ তাং কুম্ভকোণমের দেবমন্দির দর্শনের মানসে সকাল ৮-৩০ মিঃ সময় বাহির হইয়া নিম্নলিখিত স্থান ও মন্দিরে দর্শন করিলাম। (১) মহামোক্ষ সরোবর—এইস্থানে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তর বিরাটভাবে মাঘ মেলা বা **কুম্ভমেলা** হয়। তবে প্রতি বৎসরও উৎসবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। মহাপ্রলয়কালে এইস্থানে একটি কলসীর কাণা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া স্থানের নাম কুম্ভকোণম্ হইয়াছে। পুরাণে এইস্থানের নাম উল্লেখ আছে। (২) নাগেশ্বর শিব (৩) কুম্ভেশ্বরম্ (৪) সোমেশ্বর স্বামী (৫) রামস্বামী দেব দর্শনম্ (রাম-সীতার মন্দির)—এই

মন্দিরে রামায়ণের সমগ্র ঘটনা চিত্রিত আছে। এই মন্দিরে কারুকার্য্য দক্ষিণ ভারতের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। মন্দিরের শিল্পকার্য্য দর্শনে আমি প্রাচীন ভাস্কর্য্যের স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। (৬) চক্রপাণি স্বামী ও (৭) সার্ঙ্গপাণি (শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মন্দির)। কোম্ভকোণমের প্রসিদ্ধ ছয়টি মন্দিরই প্রকাণ্ড গোপুরম্ দ্বারা পরিশোভিত। নাগেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, বৎসরে তিনদিন উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত নাগেশ্বরের উপর পতিত হয়। এখানে কোন বিষ্ণু-মন্দির নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবক্ষেত্রে প্রত্যেক শিবমন্দিরেই দর্শন দিয়াছিলেন।

আমরা একপক্ষকাল তীর্থযাত্রা করিবার পর এই সর্ব্ব প্রথম সপ্তপুণ্য নদীর অন্যতম **'কাবেরী'** নদীর জল স্পর্শ ও ইহাতে স্নান করিলাম। সুদূর বাংলা হইতে আসিয়া এই প্রথম এখান হইতে তীর্থের জল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। কাবেরী নদীর একটি শাখা এই সহরের একপ্রান্ত দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ষ্টেশনে ফিরিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

কুম্ভকোণম্ হইতে তাঞ্জোর

আমরা এখন রামেশ্বরম্ যাইবার জন্য ব্যাকুল। তাই বিলম্ব না না করিয়া অবশিষ্ট তীর্থগুলি সত্বর দেখিয়া যাইতে তৎপর হইলাম। কুম্ভকোণম্ হইতে তাঞ্জোর পথে দর্শনীয় স্থানের তালিকাভুক্ত পাপনাশম্ সময়াভাবে পরিত্যাগ করিতে হইল। আমরা বৈকাল তিন ঘটিকার সময় কুম্ভকোণম্ হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া এক ঘণ্টা পরে ঐতিহাসিক তাঞ্জোরে পৌঁছিলাম। তাঞ্জোরে আসিয়া আমরা অন্য একটি তীর্থযাত্রী গাড়ী দেখিতে পাইলাম। উত্তর ভারতের একটি স্কুলের ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় Education Tour এবং ঐতিহাসিক তীর্থ-স্থানগুলি দর্শন মানসে বাহির হইয়াছেন। বাংলাদেশ হইতে আগত বাটা কোম্পানীর কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। বহুদিন পর বিদেশে তাঁহাদের সঙ্গে বাংলাভাষায় কথা বলিয়া আনন্দলাভ করিলাম। অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে মাতৃভাষাভাষীর কাহাকেও দেখিলে কাহার না মনে উল্লাস হয় ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ ; ইং ২৭।৫।৬৩

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ৬ই আষাঢ় ১৩৭০, ইং ২১শে জুন ১৯৬৩, শুক্রবার হইতে ১৬ই আষাঢ় ১৩৭০, ইং ১লা জুলাই ১৯৬৩, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **৬ই আষাঢ়**, ২১শে জুন, শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৭ই আষাঢ়**, ২২শে জুন, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৮ই আষাঢ়**, ২৩শে জুন, রবিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **৯ই আষাঢ়**, ২৪শে জুন, সোমবার **হইতে ১১ই আষাঢ়**, ২৬শে জুন, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৫। **১২ই আষাঢ়**, ২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **১৩ই আষাঢ়**, ২৮শে জুন, শুক্রবার **হইতে ১৫ই আষাঢ়**, ৩০শে জুন, রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৭। **১৬ই আষাঢ়**, ১লা জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ**।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৭০ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেয়রিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ — অনিরুদ্ধ, ১১ শ্রীধর, ৪৭৭ গৌরাব্দ — ৫ম সংখ্যা

বুধবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭০ ; ইং ১৭।৭।১৯৬৩

সানুবাদ-

শ্রীপৃথুমহারাজকৃতা গো-ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মণ্যদেব-স্তুতিঃ (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশতিতমেঽধ্যায়ে—৩৪-৪৪)

অসাবিহানেকগুণোঽগুণোঽধ্বরঃ
পৃথগ্বিধ-দ্রব্য-গুণক্রিয়োক্তিভিঃ।
সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি-
র্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ॥১॥

সেই ভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় চিদানন্দস্বরূপ। তিনি প্রাকৃতগুণ-রহিত হইয়াও বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সঙ্কল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম,—এই সকল বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা কর্ম্মমার্গে, যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥১॥

প্রধান-কালাশয়-ধর্ম্মসংগ্রহে
শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্।

ক্রিয়াফলত্বেন বিভুর্বিভাব্যতে
যথানলো দারুষু তদ্‌গুণাত্মকঃ ॥২॥

অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠগত হইয়া কাষ্ঠের গুণ অর্থাৎ দীর্ঘত্ব ও বক্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিভু ভগবান্ ও অব্যক্তা প্রকৃতি,—তৎক্ষোভক, কাল, বাসনা ও অদৃষ্ট, এই সকলের সহিত উৎপন্ন শরীরসমূহে কর্ম্মার্পণরূপ বুদ্ধি প্রেরণা করিয়া তাঁহাদিগের কর্ম্মফলানুসারে স্বয়ং প্রকাশিত হন ॥২॥

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্ ।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৩॥

এই ভূমণ্ডলে আমার যে-সকল প্রজা দৃঢ়ব্রত হইয়া যজ্ঞভুক্ দেবগণের অধীশ্বর জগদ্‌গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করেন, অহো! তাঁহারাই আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥

মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্ ॥৪॥

মহাসম্পত্তিশালী রাজকুলের তেজ,—তিতিক্ষা, তপস্যা, বিদ্যা-দ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলে এবং অজিত শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র পরমদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে—যেন কদাপি প্রভাব বিস্তার না করে ॥৪॥

ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো
নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ ।
অবাপ লক্ষ্মীমনপায়িনীং যশো
জগৎপবিত্রঞ্চ মহত্তমাগ্রণীঃ ॥৫॥

যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড্
বিপ্রপ্রিয়স্তুষ্যতি কামমীশ্বরঃ ।

তদেব তদ্ধর্ম্মপরৈর্বিনীতৈঃ
সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥৬॥

মহত্তমগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মণ্যদেব পুরাণপুরুষ শ্রীহরিও সর্ব্বদা যে ব্রাহ্মণকুলের পরিচর্য্যা-দ্বারা অচলা লক্ষ্মী ও ভুবনপাবন যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যে ব্রাহ্মণকুলের সেবা করিয়া সর্ব্বান্তর্যামী বিপ্র-বৎসল স্বপ্রকাশ ভগবান্‌ও পরিতুষ্ট হন, তোমরা ভগবদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বিনীতভাবে সেই আত্মবিৎ ব্রহ্ম-কুলেরই সেবা কর ॥ ৫-৬ ॥

পুমাঁল্লভেতানতিবেলমাত্মনঃ
প্রসীদতোঽত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।
যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ
পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভুজাম্ ॥৭॥

আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলকে নিত্যসেব্য-জ্ঞানে সেবা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই অবিলম্বে পরিশুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানাদির অভ্যাস ব্যতীতও মুক্তিলাভ হয়। ইহলোকে আত্মবিৎ ব্রহ্মকুলের সেবা-পেক্ষা হবির্ভোজী দেবতাদিগের আর কি উৎকৃষ্টতর মুখ আছে ? ৭॥

অশ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ
শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভিঃ ।
ন বৈ তথা চেতনয়া বহিষ্কৃতে
হুতাশনে পারমহংস্যপর্য্যগুঃ ॥৮॥

ভগবান্ অনন্ত, সর্ব্বান্তর্যামী ও চিদ্ঘনবিগ্রহ। যজ্ঞবিদ্‌গণ ইন্দ্রাদির নামোচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের মুখে যজনীয় দ্রব্য হোম করিলে তাহা যেমন তিনি (শ্রীভগবান্) তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন, অচেতন অগ্নিতে হোম করিলে তেমন ভোজন করেন না ॥৮॥

যদ্‌ব্রহ্ম নিত্যং বিরজং সনাতনং
শ্রদ্ধা-তপোমঙ্গল-মৌন-সংযমৈঃ ।

সমাধিনা বিভ্রতি হার্থদৃষ্টয়ে
যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে ॥৯॥
তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্য্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্ব্বগুণা ভজন্তি ॥১০॥

যে বেদে এই বিশ্ব দর্পণগত প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই বেদের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস), মঙ্গল (প্রতিকূল বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল আচরণ), মৌন (অধ্যয়ন-বিরোধী বার্ত্তা-পরিত্যাগ), ইন্দ্রিয়সংযম এবং সমাধিদ্বারা নিত্যকাল বিচার করিয়া থাকেন। হে আর্য্যগণ, **আমি যেন সেইরূপ আত্ম-বিৎ ব্রাহ্মণগণের পদরেণু যাবজ্জীবন নিজ মুকুটোপরি বহন করিতে পারি।** যিনি সেই চরণ-ধূলি নিত্যকাল শিরে ধারণ করেন, তাঁহার পাপরাশি শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥৯-১০॥

গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধাশ্রয়ং সংবৃণতেঽনু সম্পদঃ।
প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাঞ্চ
জনার্দ্দনঃ সানুচরশ্চ মহ্যম্ ॥১১॥

সর্ব্বগুণের আধার, সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুবর্গকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই পুরুষকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি সকলসম্পত্তি সম্যক্‌ভাবে ভজনা করিয়া থাকে; **সুতরাং ব্রহ্মকুল, গো-কুল এবং অনুচরবর্গ সহ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১১॥**

প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ

সার্কুলার রোডে কাশিমবাজার নৃপের গৃহে একটী বৈঠক হইয়াছিল। তাহাতে নাকি এক মহামহোপাধ্যায় তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের বাড়ী (কুলিয়া) নদীয়ায় থাকা সম্বন্ধে উক্তি করায় সমবেত বিরোধী পক্ষ আহ্লাদে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে দিশাহারা হইয়াছিলেন! আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের নদীয়ায় কোন্ গ্রামে বাস ছিল, তাহা কি পণ্ডিত মহাশয় অনুসন্ধান করিয়াছেন? কুলিয়ায় না খাস নদীয়ায়? আমরা মহামহোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যে, কৃষ্ণানন্দকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিবার তিনি কি প্রমাণ পাইয়াছেন? আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় ১০০ বৎসর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে যে ভূমিকম্পে ভাগীরথীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময় কতিপয় নদীয়াবাসী কুলিয়ায় গিয়া বাস করেন। যাঁহারা কুলিয়ায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনের বংশে আগমবাগীশের জন্ম হয়। সুতরাং **ইহাতেও প্রমাণিত বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর প্রাচীন কুলিয়া গ্রামেই অবস্থিত।** প্রাচীন দেওয়ানগঞ্জ বা প্রাচীন গাদীগাছার উপকণ্ঠ—যাহা এখন চর বল্লালদীঘী বলিয়া খ্যাত এবং ৮২১ ও ৮২২ তৌজি নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত, তথায় শিবের মন্দির ছিল। সেই শিব কুলিয়ায় লইবার পর বর্ত্তমান সহর নদীয়াবাসিগণের নিকট **"পারডাঙ্গার শিব"** বলিয়া সেই দেবতার পরিচয় ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ 'কুলিয়া' নামেই পূর্ব্বে অভিহিত হইত। সুতরাং এইরূপ উক্তির জন্য চক্রান্তকারিগণের যে উল্লাস, তাহাও "হরিষে বিষাদ" রূপে পরিণত হইল। কুলিয়ায় আদৌ ২।৪ ঘর পণ্ডিত থাকিবে না, এইরূপ নহে। প্রমাণ বলেন, মহাপ্রভুর সময় দেবানন্দ নামে এক ভক্তিহীন জ্ঞানমত্ত ভাগবত-পাঠকও ছিলেন। আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের ন্যায় একজন পণ্ডিতের বাস যেখানে থাকিবে, যদি তাহাই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বর্ত্তমান মেঘার চড়ায় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বাসস্থলী বলিয়া 'মেঘা চড়ায়ই' প্রাচীন নবদ্বীপ হয়। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেন বলিয়া পূর্ব্বস্থলীই প্রাচীন বা আধুনিক নবদ্বীপ হইয়া পড়িবে, এইরূপ কথা প্রামাণিক নহে। যাঁহাদের যুক্তি এইরূপ সুদুর্ব্বলা, তাঁহাদের দ্বারা কি

প্রকারে প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্ধারিত হইবে? বর্ত্তমান নবদ্বীপই যে 'কুলিয়া', তাহার বহু সংখ্যক প্রমাণ-সত্ত্বেও যদি পণ্ডিত মহাশয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থান নষ্ট করিতে প্রয়াসকরেন, তাহা হইলে কুলিয়া-বাসিগণ অভিসন্ধি-মূলে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান কিন্তু ঐরূপ একটী প্রমাণ-বর্জ্জিত কথাদ্বারা চাপা পড়িতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু আগমবাগীশ-বংশীয় হওয়ায় প্রাচীন কুলিয়াকে 'নদীয়া' বলিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করিতে হইবে, এরূপ বিচার সঙ্গত নহে বলিয়াই মনে হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ট্রিগোমিট্রিক্যাল সার্ভে ম্যাপ—যাহা উডষ্ট্রীট্ হইতে বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, **তাহাতে তেঘরি কোল, কোল আমাদ, গদখালির কোল প্রভৃতি স্থান এবং বিশেষতঃ কুলিয়ার গঞ্জের নাম প্রকৃষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।** কালীনগর মহিস্তুড়ার উত্তরাংশে কোলদ্বীপের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থানাদি অসংখ্য প্রমাণ আগমবাগীশের প্রাচীন কুলিয়ায় বাসস্থান প্রমাণিত করিবে। কিম্বদন্তী-পোষণ-কল্পে প্রকৃত প্রমাণ আবশ্যক। যে-সকল উক্তিতে সমসাময়িক কালের ধারণায় ভ্রান্তি আছে, সেইসকল উক্তিতে কোন প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যায় না। প্রত্যেক প্রমাণ প্রামাণিকতামূলে সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নতুবা "শম্ভুজী মর্ গয়া" শুনিয়া রাজ্যের যাবতীয় ব্যক্তির শ্মশ্রু-গুম্ফ ও কেশ ছেদন করা বিহিত নহে। এক মন্ত্রীর গর্দ্দভের নাম "শম্ভুজী" ছিল, তাহার শোকে অধীর হইয়া তিনি শ্মশ্রু-গুম্ফ ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া দেশশুদ্ধ লোক শম্ভুজীর অনুসন্ধান না করিয়াই কেশাদি ছেদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের পরিতাপ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই যে প্রাচীন কুলিয়া, তদ্বিষয়ে যে সকল অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় মাত্র। এখন সময় আসিয়াছে যাহাতে মিউনিসিপ্যাল সহরবাসী পূর্ব্ব ঐতিহ্য আলোচনা-মূলে ঐ সহরকে "প্রাচীন কুলিয়া" বলিয়া অবিসংবাদিত সত্যরূপে বুঝিতে পারিবেন। এই অকিঞ্চিৎকর প্রমাণকে দৃঢ় বলিবার দুঃসাহসিকতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সাহসকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। **শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণসমূহে যাঁহারা আস্থা স্থাপন করেন না অথচ তাঁহাদের অবান্তর উদ্দেশ্যের অনুকূল সৃষ্ট গল্পগুজবকেই "দৃঢ় প্রমাণ" মনে করেন, তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধির গর্হণ ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।**

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২ পৃষ্ঠার পর)

এই "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রণালীতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিচার করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থে সমুদায় তত্ত্বালোচনা আটপাদে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রথম পাদে বলিয়াছেন যে, দুঃখ-পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বলোকের প্রবৃত্তি। তদুভয় সাধনের জন্য কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম ও জৈমিনী যে-সমস্ত উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, সে-সমস্তই সদোষ। বেদব্যাস সেইসব মত খণ্ডনপূর্ব্বক বেদশাস্ত্র হইতে বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করত জীবের আত্মজ্ঞান সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর অনুভবই যে একমাত্র উপায়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষটী জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অলৌকিক, তর্কাতীত, সত্যকামাদি গুণাষ্টক-বিশিষ্ট পুরুষাকার ভগবান্। তাঁহার স্বরূপে ধর্ম্মধর্ম্মিগত স্বগত পর্য্যন্ত ভেদ নাই, তথাপি অচিন্ত্য-শক্তিবলে সবিশেষ। শাস্ত্রের অভিধা-শক্তিদ্বারাই তিনি ও তাঁহার বিচিত্র 'বিশেষ' পরিজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত চরম ফলদ্বয়-সাধনে কর্ম্ম সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎহেতুত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্বম্পদার্থানুভবই নির্ভেদ-জ্ঞান, তাহাতে কৈবল্য-লক্ষণ মোক্ষ। 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের বিচিত্র অপাঙ্গ-বীক্ষণই ভক্তি-স্বরূপ জ্ঞান। শুদ্ধ 'তৎ' পদার্থ পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি। শুদ্ধ সম্বন্ধবিশেষ পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা 'তৎ'-পাদপদ্ম পরিচর্য্যারূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই ভক্তি হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিৎসাররূপা, কেবল জৈবানন্দাদিরূপা নন। সেই ভক্তি ভগবান্ ও জীবের উভয়ের আনন্দ বিধান করেন। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—ভগবানের পরাশক্তির বৃত্তিত্রয়। জীবের বর্ত্তমান কায়াদিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বিশুদ্ধানন্দ তাদাত্ম্য-স্বরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কার্য্য করেন। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা না করিয়াও অনেকেই সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধ শ্রদ্ধা-সহকারে ভজনদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ করত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সালোক্যাদি মোক্ষ তাঁহার পৃষ্ঠলগ্ন বলিয়া তাহাদের জন্য অভিলাষ—অকর্ম্মণ্য। 'কৃষ্ণ-সুখই আমার সুখ'—এইরূপ নিষ্কাম-ভক্তির ভক্তি ব্যতীত অন্য ফল নাই। এই ভক্তি

ভগবৎ-পরিকর হইতে ইদানীন্তন ভক্তগণের মধ্যে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় সম্প্রদায়গত। পূর্ণকাম ভগবান্ ভক্তের পূজা আদরে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-প্রসাদ অচিন্ত্য ও অবিতর্ক।

দ্বিতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদে ভগবত্তা দ্বিবিধ। তদ্ভেদে জীবের জ্ঞান ভক্তিও দ্বিবিধ। যে-স্থলে পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ সত্ত্বেও নরবৎ লীলার অতিক্রম হয় না সেইস্থলে মাধুর্য্য হৃৎকম্প সম্ভ্রমদ্বারা স্বভাব-শৈথিল্যকারী ধর্ম্মকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায়। নিহিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই মাধুর্য্য পুষ্ট করে। মাধুর্য্য-ভক্তের বিস্ময়, বিরহ ও বিপদকালে ঐশ্বর্য্য অনুভূত হয়। তদুভয় ধর্ম্মই ব্রহ্ম-ধর্ম্ম। চিচ্ছক্তিসার লীলানন্দ-স্বরূপ মাধুর্য্য ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপই অষ্টাদশ-দোষশূন্য ভগবত্তনু। মুগ্ধতা, সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ অনন্ত গুণগণ ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-পরবশ হইয়া অবিরুদ্ধভাবে লীলা বিস্তার করে। ভক্তি দ্বিবিধা—ঐশ্বর্য্য-প্রকাশিনী বিধি-ভক্তি ও মাধুর্য্য-প্রকাশিনী রুচি-ভক্তি। বিধিভক্তি মিশ্র ও শুদ্ধভেদে দ্বিবিধ। মিশ্র-বিধিভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, অর্চ্চিরাদি-মার্গে অবশেষে বৈকুণ্ঠ গমন করেন। শুদ্ধভক্তগণ ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত কৃপালু ভগবৎকর্ত্তৃক গরুড়স্কন্ধে তদ্ধামে নীত হন। রুচিভক্তি মাধুর্য্যময়ী বান্ধবভাব-সংযুক্তা। সেই ভক্ত সম্ভ্রমশূন্য তদ্ধামে গমন করেন। যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপগণের বান্ধব। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্। যে-সব স্বরূপে সর্ব্ব-শক্তি ব্যঞ্জিত হয় নাই, দুই-একটী শক্তিমাত্র ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা বিলাস বা অংশ, কলা। কৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী এবং পরব্যোমপতি নারায়ণ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি। কৃষ্ণ অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপ। রাধাদি পূর্ণশক্তির পরিকরমণ্ডল-সহচরত্ব, চরাচর বিস্মাপক বেণুনাদ-মাধুর্য্য, স্বপর্য্যন্তাকর্ষক শ্রীরূপ মাধুর্য্য, নিরতিশয় কারুণ্যাদি-গুণব্যঞ্জি সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার-লীলা-কল্লোলসমুদ্র—এই চারিটী অসামান্য গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই দেখা যায়। নারায়ণাদিতেও সেই গুণ-চতুষ্টয় প্রকাশিত হয় নাই। হ্লাদিনী-সারাংশ প্রেমাত্মিকা রাধিকা—ভগবানের পরাশক্তি। লক্ষ্মী-দুর্গাদি তাঁহার অংশ ও ছায়াবিশেষ, সুতরাং চতুঃষষ্টি সংখ্যক সর্ব্বধর্ম্মের পূর্ণাবিষ্কার-প্রযুক্ত কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। কৃষ্ণের নিত্যলীলাধাম অতি বিচিত্র 'গোলোক' নামে বেদে অভিহিত। গোলোকের নীচে মথুরা, তাহার নীচে দ্বারকা, তাহার নীচে বৈকুণ্ঠ, তাহার নীচে শিবধাম, তাহার নীচে দেবীধামরূপ এই জড় জগৎ। সেই

সেই ধাম সেই সেই লীলা প্রকাশের জন্য জড়জগতে তদিচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হয়।

আবির্ভূত ধামেও সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতত্ব থাকিলেও অসংস্কৃত দৃষ্টিতে ঐ ঐ ধাম প্রপঞ্চময়রূপে দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ দৃষ্টিও পুণ্যজনক। অনন্তাকার, অনন্তপ্রকাশ, অনন্ত-লীলা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত পার্ষদগণের অনন্ত ব্যক্তিক্রমে কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভগবৎকৃপা ব্যতীত এরূপ অবগতি-রহস্য উদয় হয় না; ভগবদ্ধামের কাল বর্ত্তমানময়, ভূত ও ভবিষ্যৎময় নয়। তথাকার স্থান, দ্রব্য ও সূর্য্য-চন্দ্রাদিও অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চনাশে কাদাচিৎকী লীলা থাকে না, কিন্তু তৎসঙ্গস্থিত নিত্যলীলা ধ্বংস হয় না। বিধি-রুচিপূর্ব্বিকা উভয়বিধ ভক্তিই দুঃখহানি ও সুখ-প্রাপ্তির কারণ বটে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিধিভক্তি অপেক্ষা রুচিভক্তি শ্রেষ্ঠা।

তৃতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, সেই সম ও অধিকশূন্য, পরশক্তি-বিশিষ্ট ষড়্‌বিকারহীন ভগবান্ দেবতা-বিশেষ। তিনি সকল দেবতার দেবতা বিষ্ণু, মুমুক্ষু-দিগের উপাস্য। **কেবল তাঁহাকেই উপাসনা করিবে, কিন্তু অন্য দেবতাগণকে অবজ্ঞা** করিবে না। বিষ্ণুভক্তির বিরোধী (১) সর্ব্বদেবতৈক্যবাদী, (২) ত্রিদেবৈক্যবাদী, (৩) হরিহরৈক্যবাদী প্রভৃতি তিন প্রকার। ইহারা খণ্ড খণ্ড শাস্ত্রবাক্য লইয়া বিষ্ণুতে অনন্য-ভক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া বঞ্চনা করেন ও বঞ্চিত হন। সেই সব শাস্ত্রবাক্য অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের সহিত একত্রে বিচার করিলে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরদেবতা ও জীবোপাস্য বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হন। অন্যান্য দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর পরিচারকরূপে কার্য্য করেন। বিষ্ণুই তাঁহাদের নিয়ন্তা। অতএব ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ পুরুষই বিষ্ণু, আর দুইজনই তাঁহার বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, স্বাংশ নন। তঁহার জন্ম-কর্ম্মাদি অপ্রাকৃত, কৃপা-প্রকাশ মাত্র। স্বীয় বিভিন্নাংশদিগের সহিত তাঁহার লীলাও নিত্য।

চতুর্থপাদে কৈবল্যাত্মৈক্যবাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। কৈবল্যাত্মৈক্য-বাদীর মতে শ্রুতিসকল দুইভাগে বিভাজ্য, সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ শ্রুতি-গণই লক্ষণদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সগুণ শ্রুতিগণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক ভাবকে ব্যক্ত করিয়া নির্গুণ শ্রুতিসিদ্ধ শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার

জন্য অনুবাদরূপে বর্ত্তমান। এ প্রকার শ্রুতি-বিভাগ নিতান্ত অন্যায়। ঋষিগণ শ্রুতিসকলকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয়-রূপ যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা অনিন্দনীয়। কেন না বস্তুতঃ জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিগণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করেন এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিগণ জ্ঞানাঙ্গরূপে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেন। এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিসকলকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদদ্বারা বিভাগ করা অর্ব্বাচীন মত। বেদবাক্যে এরূপ বিভাগের ঈঙ্গিত কোনস্থানে নাই। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য সগুণ বেদবাক্য সকল ব্রহ্মের অলৌকিক পারমার্থিক গুণগণের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নির্গুণ শ্রুতিসকল কেবল প্রাকৃত গুণসকল নিষেধ করিয়া থাকেন। ঔপনিষদ পুরুষ শব্দবাচ্য। ভোগ-ত্যাগ লক্ষণাদ্বারা কল্পিত ব্রহ্মের অচৈতন্যত্ব হইয়া পড়ে। 'সাক্ষী,' 'কেবল', 'নির্ব্বিশেষ'—এইসকল নির্গুণ-সাধক বাক্য কি গুণ-সাধক নয়? সর্ব্বজ্ঞাদির ন্যায় সাক্ষীত্যাদি বাক্যসকল সমানরূপে পারমার্থিক। নির্গুণ চিন্মাত্র-চিন্তা অলীক। বেদবাক্যসকলে শিথিল বিশ্বাসক্রমে মায়াবাদ জন্মিয়াছে। স্বরূপানুরহিত অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি শুদ্ধসত্ত্বে আছে, ইহা সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ। সাকল্যে বাচ্য না হইলেও ভগবান্ বেদবাচ্য, জীবও প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্। ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমকে জানিয়া জীব কৃতার্থ হন।

পঞ্চম পাদে দেখাইলেন যে, 'অদ্বৈত' কখনই সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে 'অদ্বৈত' থাকে না। ব্রহ্মাত্মক বলিলে সিদ্ধ-সাধনতা দোষ হয়; তাহা নিষ্ফল। আত্মা-স্বরূপসিদ্ধ বস্তুর যখন আবরণ সম্ভব হয় না, তখন অদ্বৈতকে অজ্ঞান কিরূপে আবরণ করিতে পারে? অনধিগত অর্থ-সাধনে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যদি বল,—ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞান আছে, তবে দ্বৈত হইয়া পড়ে। যদি বল,—অজ্ঞান নাই, তবে সিদ্ধ আত্মার মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অভাব হয়। অজ্ঞান সৎ নয় এবং অসৎও নয়। তবে কি, অনির্ব্বচনীয়? দেখ, ক্রমশঃ কল্পনা বাড়িতে চলিল। একটী মিথ্যা মত করিতে গেলে কল্পনার উপর কল্পনা আসিয়া পড়ে। **অদ্বৈত ব্যাপারটাই আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা।** অদ্বৈতমত বিচার করিলে বিষয় প্রয়োজন ও অধিকারীর অভাব হয়। তখন সে মতের শাস্ত্রের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই। সৎবস্তুর সহিতই শাস্ত্রের সম্বন্ধ। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভক্তি মহিমা

নদীয়ার পথে পথে—

'চাই খোলা, ভাল খোলা চাই' বলি' পশারী চলেছে হেঁকে।
খোলা কিনিবারে আসে কত লোক বসে গেল হাট যেন,
কহিল পশারী— 'খোলা কলা মোচা যার যাহা খুশী কেন।'

কেহ কহে—এতো নহে ভাল খোলা, কেহ কহে—দাম বেশী,
যদি কেহ কিছু কিনিল তো তবে করে দর কষাকষি।
ক্রমে লোক সবে গেল ঘরে ফিরে, পশারী হাঁকিল পুনঃ,—
'ভাল খোলা যদি নিতে চাও তবে এসো ত্বরা পুরজন।'

আসিল সহসা গৌরগুণনিধি দাঁড়াল পশারী-ঠাঁই,
ললিত তাঁহার অঙ্গ-লহরে ললিত মাধুরী ভায়!
ললিত তাঁহার শ্রীচাঁদ-বদনে ললিত হাস্য স্ফুরে;
ললিত নয়নে বিলোল চাহনি, ললিত তিলক শিরে।
ললিত চরণে ললিত ভঙ্গী, ললিত সে পদ-নখ,
ললিত অঙ্গে ললিত গন্ধ বিরাজিছে অবিরত।
নিরখি প্রভুরে পশারীর চিত হরষে উঠিল মাতি,'
মোহিল তাহারে প্রভুর দেহের সুচিক্কন পরিপাটী।

শ্রীমিশ্র-তনয় নিমাইচান্দেরে (পশারী) হেরিয়াছে বহুবার,
তবু সে কখনো নিমাইয়ের রূপ দেখে নি এমন আর!
নিমাই কহিল—'যে দামে বেচিছ থোড় কলা মোচা নানা,
আধেক দামে তা' দিতে হবে মোরে শুনিব না কোন মানা।'
পশারী কহিল—'অর্দ্ধেক দামে বেচিলে যে হবে ক্ষতি,
কেনা দামটুকু দাও শুধু মোরে ভিখ্ মাগি তোমা' প্রতি।
তবু তো ঠাকুর পশারীর কথা শুনেও শোনে না কানে,
কাড়াকাড়ি হয় থোড় কলা লয়ে ভক্ত আর ভগবানে।

নন্দসুত যিনি শচীসুত হয়ে আসিলেন কলিযুগে,
চিনেও চিনিতে নারিল পশারী হেন আরাধ্যদেবে।

অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ রহে পরস্পরে ভক্ত আর ভগবানে,
ভক্ত-দ্রব্যাদি ঈশ্বরের হয়, প্রভু চাহে তে-কারণে।
ভক্ত বুঝয়ে ঈশ্বরের লীলা, আর কেহ নাহি বুঝে,
দুঁহে মিলি' কত করয়ে কোন্দল পিরীতির আতিশয্যে।
পশারির বহু থোড় কলা মোচা কাড়িয়া নিলেন প্রভু,
অর্দ্ধেক মূল্য পেল সে বেচারা, পুলকিত হ'ল তবু।

কহে প্রভু তারে,—"মোরে খোলা দিতে এত আপত্তি কেন?
তোমার আরাধ্যা দেবী জাহ্নবী আমার দুহিতা জেনো।"
শুনি' হেন বাণী চমকি'পশারী ভাবে,—গোরা অপরাধী,
'শ্রীবিষ্ণু' স্মরিয়া দুই হাতে তার দুই কান দিল ঢাকি'।
নিমাই ভাবিল,—আমার তত্ত্ব জানে না ভকত মোর,
পাছে তারে আমি জানাব সকলি টুটায়ে লীলায় ঘোর।
নিমাই ফিরিল আপন ভবনে পশারীও গেল চলে,
বুঝে না পশারী শ্রীহরি নিজেরে ব্যক্ত করিল ছলে।

আর দিন পুনঃ থোড় কলা মোচা পশারী বেচিতে এল,
নদীয়ার চাঁদ আবার তেমনি তাহারে যে দেখা দিল।
থোড় কলা সে যে নাহি চায় দিতে নদের ঠাকুরটিরে,
ঠাকুর কহিল,— 'দিতে হবে মোরে' কোন্দল উঠিল ধীরে।
ত্রস্ত হইয়া কহিল পশারী— "করো গো ঠাকুর ক্ষমা,
নিতি থোড় খোলা কলা মূলা কিছু বিনি দামে দিব তোমা'।"
কহিল ঠাকুর হাসিয়া তাহারে,— "তুষ্ট হইনু আজি,
তোর খোলে নিতি অন্ন খাইতে আমি বড় ভালবাসি'।"
পশারী তখন ফিরিল স্বগৃহে পুলকিত অন্তরে,
নিতি দিয়ে যেত থোড় কলা মূলা নদের ঠাকুরটিরে!

শ্রীবাস-অঙ্গনে একদিন প্রভু সাত প্রহরিয়া ভাবে,
কহিলেন যত বৈষ্ণবগণে, 'আন পশারীরে ডেকে।'

প্রভুর আদেশে বৈষ্ণবসকলে গেলা পশারীর পাশ,
নিবেদিল তারে, "ডেকেছেন প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে আজ।"
প্রভু-নাম শুনি' পশারী হরষে মূরছিত হ'য়ে পড়ে,
ধরাধরি করি' বৈষ্ণবসকলে প্রভু-পাশে আনে তারে।
নেহারি' তাহারে কহিলা প্রভুজী,—"আয়রে শ্রীধর আয়,
অনেক জনম ধরিয়া আমারে সেবেছিস্ নিরালায়।
থোড় কলা দিয়া এই জনমেও সেবিলি আমারে কত,
রে মোর ভক্ত! তোর প্রেমে আমি হইয়াছি বশীভূত।
স্বরূপ আমার দেখ্‌রে শ্রীধর আঁখি তুই বিস্ফারি";—

দেখিল শ্রীধর দিব্য নয়নে মোহন মুরলীধারী!
দক্ষিণে তাঁর বলরাম প্রভু রয়েছেন প্রকটিত;
বিরিঞ্চি-শিব দেব-ঋষিগণ মহাস্তুতি করে কত!
দেখি' হেন রূপ শ্রীধর ভূমেতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে,
প্রভুর কৃপায় শ্রীধরের দেহে সম্বিৎ আসিল ফিরে।
প্রভু কহিলেন,— "বর দিব তোমা' যাহা চাহ মনোমত",
কহিল শ্রীধর,— "বর দাও যেন নাম গাহি অবিরত।"

প্রীত হয়ে প্রভু কহে,—রে শ্রীধর, তুমি তো আমারি দাস,
বেদগোপ্য এই প্রেম-ভক্তিযোগ দান দিনু তোরে আজ।'
শ্রীধরের প্রতি প্রভু-বর শুনি' পুলকিত হ'ল সবে,
সজল-নয়নে নমিল শ্রীধর প্রভুর রাতুল পদে।
পশারীর বেশে ভ্রমিয়া শ্রীধর নদীয়ার পথে পথে
খোলা মূলা বেচি' পাইল সে আজি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথে!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৪)

দ্বিভুজ রূপের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন শ্রীব্রহ্মা চতুর্ভুজ দেখিয়াও "নৌমীড্য তে অভ্রবপুষে" শ্লোকে দ্বিভুজ নরাকার-রূপেরই বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—দ্বিভুজ নন্দনন্দন স্বরূপই তোমার পরম তত্ত্ব—ইহা পূর্ব্বে অবগত না থাকায় ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম—এই ঘনশ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র-পরিহিত, গুঞ্জা কর্ণভূষণ ও মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছ ইহাই তোমার নিত্য ও শ্রেষ্ঠ রূপ। "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং" ইত্যাদি শ্লোকে (পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে) তাহার (নরাকৃতির) মায়াময়ত্ব ও অদ্বয়ত্ব প্রকাশিত।

চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ উভয়ই ধ্যানের বিষয় হইলেও দেবকীদেবী চতুর্ভুজ রূপ গোপন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। উদ্দেশ্য এই,—শ্রীহরি চতুর্ভুজ—ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সেই রূপে অবস্থান করিলে সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। তিনি কংসের শত্রু। চতুর্ভুজ রূপ দেখিলে কংসও তাঁহাকে অনায়াসে চিনিয়া ফেলিবে এবং নিজ শত্রু বুঝিয়া অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিবে। নরশিশু-রূপে থাকিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। এজন্যই বলিলেন "জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন" —হে মধুসূদন! পাপিষ্ঠ কংস যেন না জানিতে পারে যে, আমাতে তোমার জন্ম হইয়াছে।

অন্য হেতু—

"বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥"

আপনি পরম পুরুষ। প্রলয়াবসানে নিজ শরীরে চরাচর বিশ্ব অসঙ্কোচে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নরলোকের বিড়ম্বনা-স্বরূপ অর্থাৎ আপনার মত পুত্রের প্রাপ্তিতে আমার শ্লাঘা হওয়া দূরের কথা, লোকসমাজে তাহা উপহাসের বিষয় হইবে। লোকে বলিবে, দেবকীর কি দুঃসাহস!

শ্রীভগবানকে নিজ পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়! তাঁহার কি মনুষ্যবৎ জন্ম আছে? জন্মের পূর্ব্বে সকলেই মাতৃগর্ভে বাস করে। তাঁহাকে কি কেহ উদরে ধারণ করিতে পারে? তাঁহারই উদরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অসঙ্কোচে অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী কোন রমণীর উদরে তাঁহার অবস্থান অসঙ্গত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধার বিভু-বস্তুকে উদরে ধারণ করিয়াছে—বলা বাতুলতা মাত্র। জীব মায়াশক্তির অধীন হইয়া কখনও জন্মায়, কখনও মরে, কখনও কর্ম্মফল ভোগ করে। শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা তাদৃশ নহে। তিনি নিজ ইচ্ছায় নিজকে লোক-সমক্ষে প্রকাশ করেন, কিছুকাল প্রকট থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিবার পর স্বেচ্ছায়ই অন্তর্দ্ধান করেন তাঁহার স্বরূপশক্তি হইতে প্রকটিত পরিকরবর্গই তাঁহার লীলার সহায়। লীলার প্রারম্ভে যদি তিনি ঐ ঐশী শক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন, তবে মানুষ তাঁহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে তটস্থ হইয়া দূরে দূরে অবস্থান করিবে। তিনি লৌকিক লীলার মধ্যে অলৌকিকত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেই লোক আকৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবানের জন্মাদিলীলা স্বরূপশক্তির বিলাস। ভক্তব্যতীত তাহা কেহ জানিতে পারে না। তাদৃশ লীলাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দেবকী দেবী 'মাংসদৃক' বলিয়া ভাঃ ১০।৩।২৫ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা মাংসময় প্রাকৃতচক্ষে প্রাকৃতবস্তু দর্শন করে, শ্রীভগবানের অলৌকিকত্ব তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। তজ্জন্য তাহারা দেবকীদেবীকে উপহাস করিবে। ঈদৃশ লোকের নিকট লজ্জিত হইবার আশঙ্কায় চতুর্ভুজ রূপ গোপনের জন্য প্রার্থনা।

দ্বিভুজ চতুর্ভুজ উভয় রূপেরই ধ্যানের কথা গোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতং।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দী-জলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥

প্রশস্ত পদ্মতুল্য নয়নদ্বয়, মেঘবৎ অঙ্গদ্যুতি, বিদ্যুৎতুল্য বস্ত্র, দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বনমালী ঈশ্বর গোপগোপী ও গোসকল-পরিবৃত, বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে আশ্রিত উত্তম আভরণে ভূষিত রক্তপঙ্কজমধ্যে অবস্থিত যমুনা-জলতরঙ্গসঙ্গি-বায়ুদ্বারা নিরন্তর সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তদ্বারা যিনি চিন্তা করেন, তাঁহার সংসার হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

উপরিউক্ত শ্লোকে দ্বিভুজত্বের বর্ণন। নিম্নলিখিত শ্লোকে চতুর্ভুজের ধ্যান-কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে
অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতম্।
দিব্যধ্বজাগাতত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযুতম্॥
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্ম-গদান্বিতং।
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতম্॥
দ্যুমৎ-কিরীট-বলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদং।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরং তু বা॥

মথুরায় আমাকে এই রূপের ধ্যান করিলে শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—বিকসিত অষ্টদল-স্বরূপ হৃৎপদ্মে আমি অবস্থিত। চরণদ্বয় উৎকৃষ্ট ধ্বজা-ছত্র প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও প্রভাযুক্ত কৌস্তুভমণি, চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, ধনু ও পদ্মযুক্ত। বাহুদ্বয় অঙ্গদদ্বারা শোভিত, কণ্ঠে মালা বিরাজিত, মস্তকে দীপ্তিমান মুকুট, কর্ণে মকর-কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে; নিজ ভক্তগণের অভয়প্রদ সৌম্যতনু—অথবা শৃঙ্গবেণুধর দ্বিভুজ আমাকে ধ্যান করিবে।

অতএব চতুর্ভুজ রূপের নিগূঢ়ত্ব প্রকাশ কবিবার জন্যই দেবকীদেবীর ঐ রূপ-গোপনের প্রার্থনা। শ্রীভগবানও দেবকীকে বলিয়াছেন—

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ (ভাঃ ১০।৩।৩৫)

আমার পূর্ব্বতম জন্ম স্মরণ করাইবার জন্যই আমার এই চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন। অন্যথা মনুষ্য-চিহ্নদ্বারা আমার আবির্ভাব জ্ঞান সম্ভব হইত না।

এস্থলে স্পষ্ট উক্তি করিলেন—দ্বিভুজই তাঁহার স্বরূপ। অন্যত্রও প্রয়োজন-বিশেষে চতুর্ভুজ প্রকট করার কথা শ্রবণ করা যায় (ভাগবতে স্থানে স্থানে)।

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ **সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥**

(ভাঃ ১০।৩।৩৬)

ভগবান হরি এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। দর্শনকারী পিতামাতার সাক্ষাতে 'নিজমায়া' দ্বারা প্রাকৃত শিশু হইলেন। **'আত্মমায়া' অর্থে** নিজ ইচ্ছায়। 'প্রাকৃত'—প্রকৃতিদ্বারা ব্যক্ত। 'প্রকৃতি' অর্থে **স্বরূপ। তিনি স্বরূপে ব্যক্ত বলিয়া প্রাকৃত। অর্থাৎ নরাকার-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। সেই নিজ-স্বরূপে প্রকাশিত বলিয়া প্রাকৃত,** প্রাকৃতিক উপাধি-পরিছিন্ন বলিয়া প্রাকৃত নহেন।

প্রাকৃত শিশু হইয়াছেন বলায় শিশুত্বধর্ম্মের আবিকারহেতু ঐ রূপকে পরিণামশীল অর্থাৎ বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদি অবস্থার পরিণতিদ্বারা বিকৃত হইবার আশঙ্কা তাহাতে নাই। ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্ব প্রভৃতি বিচিত্রধর্ম্ম স্বরূপসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান। তাহা এই শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তিতে স্পষ্টীকৃত—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার লীলা জানিতে পারে? আপনি কোথায়, কখন, কি-প্রকার যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, তাহাও অচিন্ত্য।

শ্রীভগবদ্ গীতাতেও শ্রীভগবানের উক্তি—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি অজ, অব্যয়স্বরূপ এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইলেও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াদ্বারা জন্মগ্রহণ করি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজ আচার্য্য বলিয়াছেন—আপনারই স্বভাবে অবস্থান করিয়া আত্মমায়া—নিজ সঙ্কল্পরূপ জ্ঞানদ্বারা জন্মগ্রহণ করি। নিঘণ্টকার 'মায়া'শব্দের 'জ্ঞান' অর্থ লিখিয়াছেন—মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ।

মহাভারতেও অবতার-রূপের অপ্রাকৃতত্ব "ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" শ্লোকে বর্ণিত পরমাত্মার এই দেহ পঞ্চভূতসমষ্টি-জনিত দেহ নহে।

বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্‌বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ॥
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।
পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্‌গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহ পাঞ্চভৌতিক মনে করে, শ্রুতি-স্মৃতি-বিধানমতে সে সকল সৎকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ মহাপতিত। তাহার মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান, সূর্য্য, দর্শন, গো-পর্শ ও ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাংখ্য-বাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

ছয়

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—তত্ত্ব; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী; শ্রীবাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ—ছয় চক্রবর্ত্তী; পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার—ষড়্‌বিধ অবতার; দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যভাষণ, গুহ্যপৃচ্ছা, ভোজন ও প্রতিভোজন—সঙ্গ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া; অনুকূল-বিষয়-সঙ্কল্প, প্রতি-

কূলবিষয়-বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—শরণাগতি; বাল্য, পৌগণ্ড্য, প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ভগ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়লিঙ্গ; ষড়ক্ষর মন্ত্র; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদাঙ্গ।

ত্যাজ্য—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ; অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তি-প্রতিকূল ক্রিয়া; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—রিপু; অভক্তিপর কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসা ও নির্ব্বিশেষপর উত্তর মীমাংসা—দর্শন।

সাত

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধন-ভক্তির ক্রম; অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকা পুরী; সাত প্রহরিয়া ভাব; মহাপ্রভুর সপ্তসম্প্রদায়-সংকীর্ত্তন; পরীক্ষিৎ মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগবত-পারায়ণ; বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—দ্বীপ; লবণ, ইক্ষু,

সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সমুদ্র ; ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ—স্বর ; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—ছন্দঃ।

ত্যাজ্য—অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—হরিবিমুখ, অবরলোক ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—হরিবিমুখ ঊর্দ্ধলোক।

আট

গুর্ব্বষ্টক ; শিক্ষাষ্টক ; নামাষ্টক ; চৈতন্যাষ্টক ; কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়—অষ্টপদ্ম ; পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি-দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম ; অষ্টপদী গীত-গোবিন্দ ; অষ্টভুজ নারায়ণ ; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ—অষ্ট গোস্বামী ; রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্ট কবিরাজ ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্ট সখী ; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাস-মঞ্জরী, মঞ্জুলালী মঞ্জরী ও প্রেম-মঞ্জরী—অষ্টমঞ্জরী ;

(ক্রমশঃ)

—সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়', ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(১)

ভারত-ভূমির মাঝে সুশোভিত অতি
বঙ্গদেশ ; যথা গিরিসুতা ভাগীরথী
নদী-কুলেশ্বরী প্রবাহিছে নিরন্তর
খরস্রোতে পড়িবারে সাগর-ভিতর,
না মানিয়া প্রকৃতির অনুরোধ যত
থাকিতে এ রম্যদেশে। হায়! ক'ব কত,
কত যে সাধিছে রামা ল'য়ে সহচরী
বৃক্ষদলে, মধুকর বসি' তদুপরি
গুঞ্জরিছে গান তা'র ভুলাইতে মন
তটিনীর ; গন্ধবহ আসি' ক্ষণে ক্ষণ
হিল্লোলে কোমল বায়ু, তুষিয়া তাহারে
পারে যদি সে নদীরে হেথা রাখিবারে।
মানে কি তটিনী, আহা! সে-সব সাধনা!
আরো বেগে যায় চলি' জুড়া'তে যাতনা
সিন্ধুকূলে, যথা নাথ তাহার আশায়
সদা চিন্তা-জ্বরে জ্বলি' দিবস কাটায়!!

(২)

এ বঙ্গভূমির মাঝে 'জনপুর'-গ্রামে
জন্মিলা সন্নাসী মোর। সে-সুখের ধামে
কাটায় কৈশোর-কাল বিদ্যার চর্চ্চায়
বংশোচিত কাণ্ব-শাখা-গুরুর কৃপায়
পড়ি'। পরে কিছুদিন বেদান্ত-পঠন
করিয়া সন্ন্যাসি-স্থানে করিল অর্জ্জন
তত্ত্বজ্ঞান ; সুগোপনে সন্ন্যাসী হইল।

বিবেক-বৈরাগ্য-বলে ভাবুক-প্রধান
মনে করিলেন স্থির,—ভ্রমি স্থানে স্থান
আহরিতে জ্ঞান-রত্ন ;—ভাবি' ইহা ধীর
সকৌপীনে গৃহ হ'তে হইলা বাহির।
বয়স বিংশতি বর্ষ, শাস্ত্রে সুশিক্ষিত,
বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বে ছিলেন দীক্ষিত ;
না ল'য়ে সঙ্গেতে অর্থ, কারে নাহি বলি'
নিশাভাগে গৃহ ত্যজি' একা গেলা চলি'।
প্রভাতে উঠিয়া তবে জননী তাঁহার
না দেখে সন্তান-মুখ, দেখিলা আন্ধার
সর্ব্বদিগে ; পিতা তাঁর মান্য বহুদেশে—
না পেয়ে সন্ধান কিছু নিজে অবশেষে
পুত্রের উদ্দেশে গেলা ত্যজি' 'জন-পুর'—
নিরাশ ! আইলা ফিরি' ভ্রমি' বহুদূর !!

(৩)

সন্ন্যাসী চলিলা তবে ছাড়ি' নিজদেশ,
পাছে চিনা যায় বলি' ত্যজি' নিজবেশ
বিভূতি মাখিলা অঙ্গে, করেতে ত্রিশূল,
তৈল নাহি মাখি' জটা করিলা বিপুল !
কি শোভা হইলা, আহা ! সে-দেহ তখন
সুন্দর সাজিলা যেন বিদ্যা করি' পণ !
এ সুন্দর সন্ন্যাসী সে-বিদ্যা নাহি চায়,
মহাবিদ্যা-তত্ত্বে ফিরে জীবন কাটায়।
হায়রে, এমন যোগী কোথা আছে আর !
না পাই দেখিতে কভু খুঁজিয়া সংসার !!

(৪)

বিদেশ যাইতে বাঞ্ছা হইল উদয়,
ভ্রামকের অন্তরেতে নাহি থাকে ভয় ;

উল্লাস-নক্ষত্র উঠি' অন্তর-আকাশে
নিরাশ-তিমিরে নাশি' আশারে প্রকাশে ;
দূরদেশ সুখে পূর্ণ জানায় তখন,
নিজদেশ বোধহয় শোকের ভবন ;
কাঁদে তবু মন তার, প্রবোধ না মানে,
শেষে যবে দৃষ্টি করে স্বদেশের পানে।
স্বদেশ ছাড়িয়া যবে সন্ন্যাসী-প্রবর
করিলেন শুভযাত্রা, তাঁহার অন্তর
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইলা তখন,
দাঁড়াইলা ক্ষণকাল করি' দরশন
পৃথিবীর সারখণ্ড, জীবন তাঁহার
যথায় লভিলা আসি' শরীর-আধার।
আঁখিদ্বয়ে বিন্দু দু'টী হইলা পতন,
ছল-ছলি মুদিলেন সজল-নয়ন ;
ক্ষণকাল পরে তবে সে পুরী সম্ভাষি'
ব্যক্ত করি' এইরূপে কহিলা সন্ন্যাসী,—
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরে অন্তর,
কেমনে তোমারে ছাড়ি' র'ব নিরন্তর ?
আমার জননী-ভূমি ! বিচ্ছেদে তোমার
কতকাল কাঁদিবেক অন্তর আমার ?
সে-শোক ভুলিব, মাতা বিদেশে যখন
প্রকৃতির প্রেমে বদ্ধ হ'বে মম মন ;
আর দেখ, জননী গো ! যদি চ বিদেশে
জীব-হারা হই আমি ভ্রমি' অবশেষে,
কিছু নাহি তোমা প্রতি করিয়াছি ব'লে,
তবু যেন শাপ নাহি দিয়ো গো সরলে !
দান-শক্তি কে না জানে অগাধ তোমার,
ক্ষমা-দান মাগে তব অক্ষম কুমার ;

ত্যজিয়াছি মায়া সব, জানিয়াছি সার—
আমার এ ধরাতল—বিস্তার-সংসার ;
তরুতল—গৃহ, মম ভক্ষ্যদ্রব্য—ফল,
পানীয় আমার মাত্র—সরোবর-জল।
দেওগো বিদায় মাতা তোমার সন্তানে
যাইতে বিদেশে এবে জ্ঞানের সন্ধানে।
উত্তরিল প্রতিধ্বনি 'বিদায়' বলিয়া,
আঁখি পুঁছি' জ্ঞানীবর গেলেন চলিয়া—
যায় যায় তবু ফিরে নেত্রপাত করে,
ক্রমে ক্রমে দূরগত স্বদেশ-উপরে ;
প্রভাত হইলা নিশি, উদিলা তখন
উদয়-পর্ব্বতে তবে অদিতি-নন্দন
রশ্মিময়, নাশি' তমঃ। ত্যজি' ধরাতল
পলাইলা অন্ধকার, স্পর্শিয়া শীতল-
বায়ু উত্তাপ যেমন, বরষা-সময়ে
পলায় ছাড়িয়া স্থান বিপক্ষের ভয়ে ;
তেজহীন অর্দ্ধশশী কাঁদিছে গগনে,
হারাইয়া রাজ্য তার সূর্য্য-সহ রণে ;
তারা-সৈন্যদল এবে করি' পলায়ন
একেবারে সকলেতে হল অদর্শন ;
এখনো রয়েছে কিন্তু একটি প্রহরী
মলিন বদন তার ; চরণেতে ধরি'
সাধিতেছে তারানাথে হ'তে অদর্শন,
না হেরিতে বিজয়ীর সরোষ বদন ;
হায়রে বিধাতঃ! তোর নাহিক অসাধ্য
এ ভব-মণ্ডলে, সবে তোর কাছে বাধ্য!
যে শশী উজ্জ্বলে সদা হরের কপালে,
কাঁদালি তাহারে এবে ফেলিয়া জঞ্জালে !! (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্

("প্রণব-পারিজাত"-পত্রিকা-প্রকাশিতস্য 'শ্রীভগবদবতার-তত্ত্ব-নিরূপণ'-প্রবন্ধস্য প্রতিবাদঃ)

ভূমিকা

অত্র ভগবদবতারতত্ত্বনিরূপণ-প্রস্তাবে মূলতঃ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যাবতারত্ব-খণ্ডনমেব মুখ্যতয়া দৃশ্যতে, তেষামত্র যুক্তিস্তু—'কলৌ ভগবদবতারা-শ্রবণাৎ', ত্রিযুগনাম-সার্থক্যাৎ, শ্রীভাগবতপ্রথমস্কন্ধোক্তান্যাবতারাস্বীকারাৎ পীতত্বস্য হয়গ্রীবাদৌ সমন্বয়াৎ, কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিপদ্যত্রয়স্য কৃষ্ণরামপরত্বস্য চ সম্ভবাৎ, উক্তান্যাবতারকল্পনাপেক্ষয়া লাঘবাৎ তস্য ভক্তত্বকল্পনৈব জ্যায়সী, অন্যথা অনন্তাবতারপ্রসঙ্গশ্চ স্যাদিতি।

অত্রোচ্যতে "সম্ভবামি যুগে যুগে"। ইত্যত্র বীপ্সয়া প্রতিযুগমেব তস্যাবতারো বুধ্যতে, নাত্র সঙ্কোচে মানমস্তি। অন্যথা যুগত্রয়ে ইত্যেবাবক্ষ্যৎ। "কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ"; "এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ" ইত্যুপক্রমোপসংহারদৃষ্ট্যা তথৈব যুগাবতারশব্দসারস্যাৎ যুগচতুষ্টয়ে তদাবির্ভাব-চতুষ্টয়মেব স্বামিভির্লক্ষিতম্। "ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং" ইত্যত্রাপি তথৈব সারস্যলব্ধেঃ প্রতিযুগমেব ভগবত আবির্ভাবঃ স্বীকার্য্যঃ। এবং স্থিতে তস্য 'ত্রিযুগ-নামব্যাকোপঃ' ইত্যেব তেষাং ব্রহ্মাস্ত্রং নিক্ষিপ্তং তৎসহভাবি "প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ" ইত্যপি প্রযুক্তঞ্চেদত্র ব্রূমঃ—

"অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষ্যামি সর্ব্বথা॥" ইতি নারদীয়ে "শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ", "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি ভাগবতে "অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ" ইত্যনন্তসংহিতায়াং "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" ইতি ভবিষ্যে "হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্" ইতি বায়ুপুরাণে ইত্যাদি প্রমাণশতেন ভগবতঃ কলাবপ্যবতারঃ শ্রূয়তে; অতএব "বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ ভৃগূদ্বহ" ইতিরীত্যা ব্রহ্মাস্ত্রং নশ্যেদেব।

তথাচ কৃষ্ণরামাদিবৎ কলৌ সাক্ষাদ্রূপেণ ভগবতো নাবতারঃ আবেশ-ত্বেন প্রায়ঃ, ক্বচিৎ ভক্তবেশত্বেন বা। বস্তুতস্তু সর্ব্ব এব তস্যৈবাবির্ভাবঃ, যথা

শ্রীঅজিতস্য মোহিনীরূপেণ যথা বা শ্রীশিবস্য কিরাতরূপেণ, নহি তত্র তত্র কৃষ্ণত্বং শিবত্বং বা ব্যাহন্যেত, তথা অত্রাপি কৃষ্ণত্বম্। ছন্নত্বেন ত্রিযুগনাম সার্থক্যঞ্চ সিদ্ধেৎ তথা "ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং" ইত্যপি সঙ্গচ্ছেৎ। অন্যথা একশ্লোকস্থয়োর্দ্বয়োর্বিরোধো দুষ্পরিহর এব স্যাৎ। বস্তুতস্তু ভগবদ্ ভক্তরূপাভিমানভেদ এব, ন তু বস্তুভেদঃ।

শ্রীভাগবত-প্রথমস্কন্ধোক্তিস্তু অবতারাণাং দিগ্‌দর্শনায় তত্রৈবান্তে "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ" ইত্যুক্তম্, তথা গীতায়াং "যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং" ইত্যাদিনা চৈকবাক্যত্বেনানন্তাবতারকথনাৎ। তথাচ তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধসপ্তমাধ্যায়ে একাদশস্কন্ধচতুর্থাধ্যায়ে চ তত্রানুক্তনানাবতারকীর্ত্তনাৎ। বিবৃতমেতদেবাস্মিন্ প্রবন্ধে।

কিঞ্চ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধস্যৈকপঞ্চাশদধ্যায়ে "জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি" ইত্যুক্তেরন্যাবতারসিদ্ধিঃ স্যাদেব। উপনিষদি "রুক্মবর্ণং", "হিরণ্ময়বপুঃ" ব্রহ্মসংহিতায়াং পুরাণে তন্ত্রে চ পীতাবতারস্য বহুশঃ কীর্ত্তনাৎ তদনস্বীকার্য্যম্। যদি চ তেষাং হয়গ্রীবাদৌ সমন্বয়ং বদন্তি কেচন তথাপি মহাভারতীয়ানাং "সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ", "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ", "তথা পীতঃ" ইত্যাদীনাং অসামঞ্জস্যাদবশ্যমেব কৃষ্ণস্য গৌরত্বং স্বীকার্য্যং, অনর্পিতচরীং ইত্যত্র তু স্ফুটমেবাহ "হরিঃ শচীনন্দনঃ।"

কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিপদ্যত্রয়স্য কৃষ্ণরামপরত্ব এব ব্যাখ্যানে পূর্ব্বোক্তরূপাদিচতুষ্টয়প্রদর্শন-প্রতিজ্ঞাহানিঃ তথা রামচন্দ্রস্য পূর্ব্বানুক্তত্বাৎ কলৌ কথনে অসামঞ্জস্যং স্ফুটমেব স্যাৎ তস্য ত্রেতাযুগাবতারত্বাৎ।

তথাচ সিদ্ধান্তঃ,—প্রতিকলৌ যুগাবতারোঽস্তি, ক্বচিৎ বিশেষকলৌ স্বয়মপি ছন্নত্বেনাবতরতি, তদা যুগাবতারস্য তত্র প্রবেশঃ।

তথাচ গৌরাদন্যেষাং ভক্তানামবতারত্বপ্রসঙ্গো নায়াতি, যতঃ স এব খলু শাস্ত্রে যুগধর্ম্মহরিনামপ্রচারকত্বেনাবতারত্বেন চোক্তঃ নত্বন্যঃ প্রথমতস্তেনৈব কলৌ নামধর্ম্মপ্রচারাৎ তদনুযায়িনস্তু তৎপথাবলম্বিনঃ ন স্বয়ং কারকাঃ, অন্যে চ প্রভুত্বানুকারকাস্ততএব পরাস্তাঃ। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশতারতম্যেনৈব ভক্তত্বং অবতারত্বং স্বয়ংরূপত্বঞ্চ পর্য্যবস্যেৎ, এতদেব বিবৃতমত্র প্রবন্ধে ইত্যলমধিকেন।

মঙ্গলাচরণম্

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে গৌর-গোবিন্দ-মাধবম্॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥
প্রণব-পারিজাতং তন্মনাগাঘ্রায় খণ্ডশঃ।
কুঞ্চামি নাসিকাং কিঞ্চিৎ কীটকণ্টকদুঃখিতঃ॥

মূল-প্রবন্ধঃ

ভগবদ্ বস্তু হি "যস্যামতং মতং তস্য, মতং যস্য ন বেদ সঃ", "খিদ্যতে ধীর্বিদামিহ", "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য", "ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্টরজস্তমস্কা যস্যোহিতং

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

মঙ্গলাচরণ

যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয় এবং পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌর-গোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামি-নামধেয় শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

গৌড়মণ্ডলরূপ উদয়গিরিতে এককালীন কোটী সূর্য্যচন্দ্রবৎ সমুদিত আশ্চর্য্যরূপ মঙ্গলদাতা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

পঙ্গু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন, অতএব জ্ঞানাদি-সাধনে অক্ষম এই প্রকার মন্দবুদ্ধিজনের গতি, এবং যাঁহাদিগের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরম দয়ালু শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহনদেব জয়যুক্ত হউন।

খণ্ড খণ্ডভাবে প্রকাশিত "প্রণব-পারিজাত" নামক পত্রিকার সেই সেই অংশগুলি কিঞ্চিৎ আঘ্রাণ করিয়া সেই পত্রিকাস্থ কীটকণ্টকের দংশনে দুঃখিত হইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলাম।

মূল-প্রবন্ধ

ভগবদ্বস্তু এমন একতত্ত্ব যে, তাঁহাকে যে বলে জানি না সে কিছুটা জানে, আর যে বলে সম্যক্ জানি, সে অল্পও জানে না। "তাঁহার বিষয়ে জ্ঞানিগণেরও বুদ্ধি খিন্ন হয়।"

ন বিদুঃ", "জানন্ত এব জানন্ত" ইত্যাদি প্রমাণশতগম্যং দুর্জ্ঞেয়ম্। এবমেব বেদোঽপি তৎস্বরূপত্বাৎ "মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ" ইত্যাদিনা তাদৃশত্বেনৈব উক্তঃ। তত্রাপি ভগবতঃ "প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বং", "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদিনা ভক্তিবেদ্যত্বং, তথা তৎ স্বরূপস্য বেদান্তসারস্য শ্রীভাগবতস্য চ "ভক্ত্যা ভাগবতং বোধ্যম্" ইত্যাদিনা ভক্তিগ্রাহ্যত্বং সিদ্ধেৎ। "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" ইতি বেদস্যাপি কৃপাগ্রাহ্যত্বং শ্রূয়তে। স্ববুদ্ধিপ্রভাবেন তয়োঃ কদাপি জ্ঞানং ন সম্ভবেৎ বিশেষতশ্চ মাদৃশানাম্। অতস্তদ্বিষয়ামতিঃ কথঞ্চিদপি নাপনেয়েত্যুচ্যতে শাস্ত্রৈঃ। তদুল্লঙ্ঘ্য কোমলশ্রদ্ধানাং মতিভ্রমং সমুৎপাদনং সর্ব্বথৈব গর্হিতং মন্যে। অতঃ স্বশক্ত্যনুসারেণ বৈষ্ণবশাস্ত্রদৃষ্ট্যা তৎ সম্প্রদায়মতপ্রদর্শনায় তৎপ্রতিবাদরূপং মমৈতল্লিখনং

'আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না', 'রজঃতমোভাব-রহিত ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহার ইচ্ছা কোনরূপেই জানিতে পারেন না, ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—'আপনার তত্ত্ব যাহারা জানেন বলেন তাঁহারা জানুন, আমার কিন্তু তাহা মন ও বাক্যের অগোচর' ইত্যাদি শত শত প্রমাণ দ্বারা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই বুঝা যায়। এইরূপ বেদও তাঁহারই স্বরূপবশতঃ 'যাহার বিষয়ে ব্রহ্মাদিদেবগণও মোহপ্রাপ্ত হন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও—'যাহারা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন তাহারা তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন', 'আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয় হই' ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবান্ ভক্তিবেদ্য; সেইরূপ বেদান্তসার-শ্রীভাগবতেরও তৎস্বরূপত্বহেতু "ভক্তিদ্বারাই ভাগবতের তাৎপর্য্য লাভ হয়, বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা হয় না" ইহাদ্বারা ভক্তিমাত্র গ্রাহ্যত্ব সিদ্ধ হয়। 'মনের দ্বারা যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদবিস্তার করিয়াছিলেন; ইহাদ্বারা বেদের তাৎপর্য্য-জ্ঞানও কৃপাসাধ্যই শুনা যায়। সুতরাং নিজবুদ্ধিপ্রভাবে বেদ বা ভাগবতের কখনও তাৎপর্য্য-জ্ঞান সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ আমার মত বিষয়ীজনের ত কথাই নাই।

সেজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—'অতএব ভগবদ্ বিষয়ক বুদ্ধি কোনও প্রকারে নষ্ট করিবে না।' সেই শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কোমল শ্রদ্ধাবিশিষ্টজনের মতিভ্রম উৎপাদন করা সর্ব্বপ্রকারেই গর্হিত মনে করি। অতএব সেই পত্রিকার প্রতিবাদরূপে নিজের শক্তি-অনুসারে বৈষ্ণবশাস্ত্রানুযায়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত প্রদর্শনার্থ আমার এই প্রবন্ধলিখন; উহা আমার চিত্তশুদ্ধি

চিত্তশুদ্ধায় ভগবত্তোষায় চ ভবতু; ইত্যাশাস্য মাঘ-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠাষাঢ়-পত্রিকাক্রমতঃ স্থলমুদ্ধৃত্য কিঞ্চিদিহ প্রবন্ধে লিখ্যতে।

যচ্চোক্তং "সাক্ষান্মায়ানির্ম্মিতবিগ্রহবত্ত্বেন ভূমাবাবির্ভূতো ভগবদভিন্ন-পুরুষবিশেষ এবাবতারঃ" তত্র প্রথমতস্তাবৎ মায়া-ভগবৎ-সাক্ষাৎ পদানামর্থা-স্তদ্ব্যাবৃত্তয়শ্চ শ্রীমতা গুরুবরেণ ন প্রদর্শিতাঃ। অতোঽস্পষ্টমিদং লক্ষণং স্বেনৈব পরিত্যক্তম্।

তত্রাপি পুনঃ "অদ্বৈতবাদিনস্তু, তস্য প্রাকৃতত্বমঙ্গীকৃত্যাপি অপাঞ্চ-ভৌতিকত্বং উপপাদয়ন্তি" ইত্যুক্তম্, ইত্যনেন কিমভিপ্রেতং? অত্র পৃচ্ছতে —প্রাকৃতত্বং প্রকৃত্যুৎপন্নত্বং চেৎ কস্মিন্ পদার্থে তস্যান্তর্ভাবঃ কুত্র বা স্থিতিঃ সা তু ন প্রতিপাদিতা। প্রকৃতের্মহদাদিক্রমেণ সৃষ্টিকথনাৎ তস্য তদ্বহি-র্ভূতত্বমেব স্বীক্রিয়তে চেৎ কথং তস্য প্রাকৃতত্বং সিদ্ধেৎ?

ও ভগবৎপরিতোষণের কারণ হউক—এই আশা করিয়াই পত্রিকার মাঘ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারি সংখ্যার বিরুদ্ধ স্থলগুলি ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ এই প্রবন্ধে লিখিতেছি।

তৎকৃত প্রথম 'অবতার-লক্ষণ'

পত্রিকায় তৎকৃত প্রথম 'অবতার-লক্ষণে' বলা হইয়াছে যে, 'সাক্ষাৎ মায়াদ্বারা নির্ম্মিত শরীরে পৃথিবীতে আবির্ভূত অথচ ভগবান্ হইতে অভিন্ন-পুরুষবিশেষই অবতার বলিয়া স্বীকার্য্য,' তাহাদের নিজকৃত এই অবতার লক্ষণ-মধ্যে মায়া, ভগবৎ ও সাক্ষাৎ এই তিনটি পদের অর্থ কি এবং তাহার ব্যাবৃত্তিই বা কি? শ্রীমান্ গুরু মহাশয় তাহার কিছুই প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং অস্পষ্ট এই নিজকৃত লক্ষণ নিজেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সেস্থানেই তিনি পুনরায় বলিয়াছেন যে—"অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু তাঁহার (ভগবদ্-বিগ্রহের) প্রাকৃতত্ব স্বীকার করিয়াও অপাঞ্চভৌতিকত্ব উপপাদন করিয়াছেন" ইহা দ্বারাই বা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তাহাও বুঝা যায় না। এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, 'প্রাকৃতত্ব' শব্দের যদি প্রকৃতি হইতে উৎপন্নত্বই অর্থ হয়, তাহা হইলে কোন্ বস্তুতে তাহার অন্তর্ভাব (প্রবেশ) এবং কোথায় স্থিতি, তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমেই শাস্ত্রে সৃষ্টি-ক্রমবর্ণনহেতু তাঁহার (ভগবদ্-বিগ্রহের) প্রকৃতির বহির্ভূতত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তবে কি-প্রকারে তাঁহার আবার প্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হয়?

লীলাবিগ্রহাণাং চিরস্থায়িত্বে অন্যদা কুত্রাবস্থানং তত্তু ন দর্শিতম্। অত্র শ্লোকে 'প্রকৃতিং স্বাং', 'আত্মমায়য়া' ইতি পদদ্বয়ং কিমর্থকমিত্যপি বিশেষতোঽনুধাবনীয়ম্। অত্র প্রকৃতিং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকামিতি স্বামী, স্বভাবমিতি রামানুজঃ, স্ব-স্বরূপমিতি মধুসূদনঃ। আত্মমায়া-যোগমায়া-জ্ঞানং বা, ন তু ত্রিগুণাত্মিকা মায়া গ্রাহ্যা, তয়া তদ্বশীকারাসম্ভবাৎ। অতস্তস্য বিগ্রহস্যাপ্রাকৃতত্বমেব সিদ্ধম্।

অপি চ বিগ্রহস্য প্রাকৃতত্বে প্রকৃতিস্থশ্চেদীশ্বর-বিগ্রহস্তস্যাবতারাভাব-প্রসঙ্গঃ। "ভূমাবেবে"ত্যুক্তেঽপি পুরুষাবতারাণাং তথাত্বপ্রসঙ্গঃ। পরন্তু "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ" ইত্যাদৌ তেষামবতারত্বমেব শ্রূয়তে।

যচ্চোক্তং "টীকায়াং মধুসূদনেন ভগবতঃ প্রাকৃতত্বেঽপি অপাঞ্চভৌতিকত্বং প্রতিপাদিতম্" অত্রোচ্যতে প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বশীকৃত্য সম্ভবামি। মায়য়ৈব

লীলাবিগ্রহ মৎস্যাদি-অবতারের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও অবতার-লীলার অন্যসময়ে তাহারা কোথায় থাকেন, তাহাও তিনি বর্ণনা করেন নাই। গীতার 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' এই শ্লোকে 'প্রকৃতিং স্বাং', 'আত্মমায়য়া' এই পদ দুইটি কি অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়াছে ইহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। এ বিষয়ে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা' শ্রীধরস্বামি-পাদ, 'স্বভাব' রামানুজ ও 'স্বস্বরূপ' মধুসূদন সরস্বতী স্বীকার করিয়াছেন। 'আত্মমায়া'শব্দে যোগমায়া অথবা জ্ঞানই বলিতে হইবে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কখনই অর্থ হইতে পারে না, যেহেতু ঐ মায়াদ্বারা ভগবানের কখনও বশীকরণ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং ভগবদ্ বিগ্রহমাত্রের অপ্রাকৃতত্বই স্বতঃসিদ্ধ। আরও বলি, যদি ভগবদ্‌বিগ্রহ প্রাকৃতই হয় তবে তাহা প্রকৃতির মধ্যেই আছে, তবে তাঁহার অবতরণহেতু 'অবতার' সংজ্ঞাই সম্ভব হইতে পারে না। আর এই "পৃথিবীতেই" অর্থাৎ ভূমণ্ডলের মধ্যে অবতরণ করিলেই যদি অবতার বলা হয় তাহা হইলে পুরুষাবতারগণেরও অবতারত্বের অপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রে "কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপ পুরুষ ভগবানের প্রথম অবতার" ইত্যাদি বাক্যে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ইহাদের অবতারত্বই শুনা যায়।

মধুসূদন সরস্বতীর মত

আবার বলা হইয়াছে যে—"টীকায় মধুসূদন সরস্বতী 'ভগবানের বিগ্রহের প্রাকৃতত্ব থাকিলেও পাঞ্চভৌতিকত্ব নাই, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।"

ময়ি মনুষ্যত্বাদিপ্রতীতিরিতি ভাবঃ। অত্র প্রকৃতিমায়য়োরৈক্যে ভগবতা মায়ায়া বশীকারস্তয়ৈব পুনস্তদ্বশীকারঃ হেতুতৃতীয়য়োচ্যতে চেৎ কথং ন বিরুধ্যতে? এতদর্থমেব তেন, "অন্যেতু যশ্চ নিত্যো বিভুঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান্ বাসুদেবঃ পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা স এব তদ্বিগ্রহো নান্যঃ কশ্চিদ্ ভৌতিকো মায়িকো বা" ইতি পরমতমুত্থাপ্যাপি তদনিরাকরণাৎ স্বীকৃতং মন্যে। যতো মতান্তরমুক্ত্বাপি "যদি সম্ভবেৎ তথৈবাস্তু" ইত্যো-বোক্তম্। পশ্চাচ্চ "তদাত্মানং সৃজামি" ইত্যত্র "নিত্যসিদ্ধমেব সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়া" ইত্যপি ঘোষিতং ভবদুপজীব্যেন। অতো নিত্যস্য ভগবতোঽবতার-বৈলক্ষণ্যে স্বীকৃতে তস্য বিগ্রহস্য মায়ানির্ম্মিতত্বাভাবাদ-প্রাকৃতত্বমেবায়াতীতি বিভাব্যম্।

পুনশ্চাত্রাভিন্নত্ববিশেষণেন কিং বুধ্যতে? সাদৃশ্যং চেৎ কথমভেদোক্তিঃ?

এই বিষয়ে বলিতে চাই—প্রকৃতিকে অর্থাৎ মায়া-নামক প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি আবির্ভূত হই এবং মায়ার দ্বারাই আমাতে মনুষ্যত্বাদি প্রতীতি হয় ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে প্রকৃতি ও মায়ার একত্ব স্বীকারে ভগবান্ কর্ত্তৃক মায়ার বশীকরণ এবং মায়াকর্ত্তৃক পুনরায় ভগবৎ বশীকরণ এইরূপই হেতু-অর্থে যদি তৃতীয়া বলিতে হয়, তবে ইহা কি বিরুদ্ধ উক্তি হয় না?

এইজন্যই মধুসূদন সরস্বতী নিজেই পরে বলিয়াছেন, "অন্যেরা কিন্তু যে বস্তু নিত্য, বিভু, সচ্চিদানন্দঘন, ভগবান্, বাসুদেব, পরিপূর্ণস্বরূপ, নির্গুণ ও পরমাত্মা, তাহাই ভগবদ্-বিগ্রহ, অন্য নহে অর্থাৎ কোন ভৌতিক বা মায়িক শরীর তাহার নহে" এই পর-মত উত্থাপন করিয়াও পরে তাহার বিরুদ্ধে কিছু না বলায় নিজেও স্বীকার করিয়াছেন মনে করি। পরে যেহেতু মতান্তর বলার পরও তিনি নিজেই "যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাই হউক" এইরূপ স্পষ্ট উক্তিই করিয়াছেন।

আবার পরেও "তখন নিজেকে প্রকাশ করি" এই স্থলে "নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপকেই মায়ার দ্বারা সৃষ্টের মত দেখাই" ইহাও আপনাদের উপজীব্য মধুসূদন সরস্বতী ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং নিত্যস্বরূপ ভগবানের অবতার-বৈলক্ষণ্য স্বীকৃত হইলে তাহার বিগ্রহের মায়া নির্ম্মিতত্বের অভাববশতঃ অপ্রাকৃতত্বই উপলব্ধ হয়।

তাদাত্ম্যং চেৎ মায়ানির্ম্মিতত্ববিশেষণেন যদ্বৈলক্ষণ্যং প্রতিপাদ্যতে তৎ কথং সঙ্গচ্ছতে ? স্বস্মিন্ কথং স্ববৈলক্ষণ্যং তিষ্ঠেৎ তথাত্বে বা কথং ভেদাভেদয়োর্বিরুদ্ধয়োরেকত্রাবস্থিতিমত্র স্বীকৃত্য পশ্চাদংশাংশিনোর্ব্যাপারে নাঙ্গীক্রিয়তে ইত্যপি ন বুধ্যতে।

যচ্চোক্তং "তাদৃশপদার্থত্বং ধর্ম্মত্ব"মত্রোচ্যতে যদ্যধিকারিবিশেষমুদ্দিশ্য বিহিতত্বমত্রলক্ষণে বিবক্ষ্যতে তদা তন্নিবেশ্যং। তথাত্বেঽপি তদিতরস্য সামান্যতো বিহিতস্যাহিংসাদের্বা কুত এতেনাধর্ম্মত্বং নাপদ্যেতেত্যপি সুধীভির্বিভাব্যম্। অত ইদমবতারলক্ষণং সর্ব্বদোষদুষ্টম্।

সাধুপরিত্রাণাসাধুবিনাশ-শাস্ত্রোক্তধর্মসংস্থাপনানাঞ্চ কর্ত্তা পুরুষবিশেষ এবাবতারঃ ইতি দ্বিতীয়লক্ষণেঽপি স্বয়মেবাবতারস্যাসাধুনাং ভয়ং, সাধূনাং নিষ্ঠা লীলোল্লাসাদিবৃদ্ধিরপি কারণত্বেনোপদর্শিতা, তথাত্বে লক্ষণেঽপি তন্নিবেশ্যমন্যথাস্যাপি পূর্ব্ববদেবাপ্রতিষ্ঠাপকত্বং স্যাৎ। পূর্ব্বাপরবাক্যাসঙ্গতিশ্চ পশ্চাদ্ব্যক্তী ভবিষ্যতি। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ.** (নবদ্বীপ)

পুনরায় বলি, এই স্থলে (অবতারের প্রথম লক্ষণে) "অভিন্নত্ব" বিশেষণের দ্বারা কি বুঝা যায় ? যদি সাদৃশ্য বলা যায় তবে কি-প্রকারে অভেদ উক্তি সিদ্ধ হয় ? তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলিলেও মায়া-নির্ম্মিতত্বরূপ বিশেষণের দ্বারা যে বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদিত হয়, তাহা কি-প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? নিজেতে কি-প্রকারে নিজের বৈলক্ষণ্য অবস্থান করে ? এবং তাহা হইলে কি প্রকারেই বা ভেদ ও অভেদ-রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের ভগবানে একত্র অবস্থিতি এখানে স্বীকার করিয়াও পরে অংশ ও অংশীর ব্যাপারে তাহা স্বীকার করিলেন না—এই না করার কারণ কি ?—ইহাও বুঝিতে পারিলাম না। আবার যে বলিয়াছেন—'এতাদৃশ পদার্থত্বই ধর্ম্মত্ব' এ বিষয়ে বলিতে চাই, যদি অধিকারী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বিহিতত্ব এই লক্ষণে বলিতে চান, তাহা হইলে তাহা নিবেশ করা উচিত। তাহা হইলেও বর্ণাশ্রমবিশেষাভিন্ন সামান্যতঃ বিহিত অহিংসাদির কি জন্যই বা ইহার দ্বারা অধর্ম্মত্ব আপত্তি হয় না—ইহাও সুধিগণ চিন্তা করিবেন। সুতরাং এই অবতারলক্ষণ সর্ব্বদোষদুষ্ট।

"সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনাদির কর্ত্তা পুরুষবিশেষই অবতার।" এই দ্বিতীয় লক্ষণেও নিজেই অবতারের —অসাধুগণের ভয় এবং সাধুগণের নিষ্ঠা ও লীলা-উল্লাসাদি বৃদ্ধি-কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে লক্ষণেও তাহাই নিবেশ করা উচিত ; অন্যথায় এই লক্ষণেরও পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায় নিরর্থকত্ব হইবে। পূর্ব্বাপর বাক্যে পরস্পর অসঙ্গতিও পরে প্রকাশিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ** (নবদ্বীপ)

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

(৩)

ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন সাধনই ফলদানে সমর্থ হয় না বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী স্ব-স্ব ফলসিদ্ধির জন্য ভক্তির আশ্রয় করিলেও তাঁহারা ভক্ত বলিয়া অভিহিত হন না। তাঁহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকেন। কারণ সে-সকল কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনে ভক্তিদেবী গৌণরূপে থাকিয়াই তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যান। যাঁহারা অনন্যভাবে কেবলমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদিগকে যথার্থ ভক্ত বলা হয়।

এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন তাঁহারা ভক্তিসম্পর্ক-বর্জ্জিত হইয়া কেবল জ্ঞান লইয়াই ব্যস্ত। এইরূপ জ্ঞানীর কোন ফলই হয় না কেবল ক্লেশই সার হয়। কারণ ভক্তিহীন সাধন সাধনপদ-বাচ্যই নহে, বৃথা প্রয়াস মাত্র। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন যাঁহারা শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-অর্চ্চন-বন্দনাদি লক্ষণময়ী ভক্তির সাহচর্য্যে জ্ঞানের সাধন করিলেও নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-ধাম প্রভৃতি অপ্রাকৃত নিত্যবস্তুকে প্রাকৃত বা মায়িক বলিয়া মনে করেন। ইহারা সকলেই মায়াবাদী বলিয়া অভিহিত। এই জ্ঞানিগণ মায়াতীত নিত্যবস্তু ভগবানকে দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক অনিত্য মনে করায় ভগবচ্চরণে অপরাধী। তাই এতাদৃশ জ্ঞানীরও সিদ্ধি হয় না। ইহাদের অধঃপতন ও নরক হইয়া থাকে। ইহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্টই পায়। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরাদির অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বেদাদি সমস্তশাস্ত্রে সহস্র সহস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈশমায়া-বিমোহিত এইসমস্ত দুর্ভাগাগণের তাহা বোধগম্য হয় না। এইসমস্ত নারকিগণকে লক্ষ্য করিয়াই কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

চিদানন্দ দেহ তাঁর, স্থান-পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৩, ১১৫)

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার !!
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬, ১৬৭)

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥
পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥
সত্য কহো মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ সেই যায় নাশ ॥
অজ ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব্বদেবে ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ??
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস, তাঁর দাস ॥
সত্য মোর লীলাকর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে খান খান ॥
যে যশঃ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে—মিথ্যা সে বিলাস ॥
যে যশঃশ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর ॥
যে যশঃশ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব ॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥
গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিক্ষায় ভগবান্।
সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।৩৩-৪৫)

আর এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন, যাঁহারা ভগবানে মায়িক বুদ্ধিরূপ এতাদৃশ অপরাধ পোষণ না করিয়া ভক্তির সাহচর্য্যে জ্ঞান অবলম্বন করিয়াছেন।—এই তৃতীয় প্রকার জ্ঞানীই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত।

কর্ম্মের ফল তুচ্ছ বিষয়ভোগ বা স্বর্গপ্রাপ্তি, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং তৎফলে জ্ঞানলাভ ; জ্ঞান ও যোগের ফল সাযুজ্য মুক্তি, আর ভক্তির ফল প্রেম।

ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, আর কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। ভক্তির পরিপক্ক অবস্থাকে প্রেম বলে। প্রেমেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ সেবানন্দ লাভ সম্ভব। জ্ঞানের ফল মুক্তি, আর ভক্তির ফল মুক্তিসুখ-ধিক্কারী ভগবৎপ্রেম বা ভগবৎসাক্ষাৎকার। মুক্তিসুখ হইতে ভক্তিসুখ বা ভগবৎসেবাসুখ যে কোটি-কোটিগুণ অধিক —ইহা সমস্ত শাস্ত্রই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে আমরা নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।—

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম: পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।৮৪-৮৫,৯৭)

তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ-সার ॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৯৪-১৯৫)

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ (ঐ মধ্য ৯।২৬৭)

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা আরও পাই—

যদ্যপি মুক্তি হয় এ পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৮)

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽনন্যতো ভাগবতা প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

ভগবান্ কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া মাতা দেবহূতি দেবীকে বলিতেছেন—

যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা আমার পাদপদ্মসেবাতে নিরত, যাঁহারা আমার জন্য অখিল চেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া আস্বাদন করেন, তাদৃশ ভক্তগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপ সাযুজ্যমুক্তি বাঞ্ছা করেন না।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১১)

ভগবান্ ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা ভগবানের সেবা ব্যতীত এসমস্ত কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীধ্রুব মহারাজও বলিয়াছেন—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১০)

ভগবান্ ও ভক্তের চরিতাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধ্যানাদিময়ী ভক্তিতে যে পরমানন্দ লাভ হয়, সেইরূপ সুখ ব্রহ্মানন্দেও নাই। সুতরাং অনিত্য স্বর্গাদি বিষয়েতে যে সে সুখের লেশমাত্রও হয় না, তাহা আর কি বলিব?

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও দৈত্যবালকগণকে (ভাঃ ৭।৬।২৫) বলিতেছেন—

সকলের আদি এবং অনন্তগুণ ও সর্ব্বকারণস্বরূপ সেই ভগবান্ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে? সত্ত্বাদি গুণের পরিণামে যে-সকল ধর্ম্মাদি সম্পন্ন হয় তদ্দ্বারাই কি ফল হইবে? তদীয় পদারবিন্দ সেবারত তদ্গুণকীর্ত্তনকারী ও সারগ্রাহী আমাদের পক্ষে সাযুজ্য মোক্ষেই বা প্রয়োজন কি? (ক্রমশঃ)

—**শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী**, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

শ্রীশ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর **শ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমামুখে** হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীনগর, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ প্রভৃতি ৬৪টী তীর্থস্থান দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী **২৩শে আগষ্ট ১৯৬৩, ৬ই ভাদ্র ১৩৭০, শুক্রবার হাওড়া ষ্টেশন ৬নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময় যাত্রা করিবেন।** ধর্ম্মপ্রাণ সকলেই নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করুন। ইতি ইং ১২।৭।৬৩ ; **নিঃ—সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩০০৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়ামের থালা, ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স ও তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন ।৫ **সেরের** অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রী ।৫ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩৲ হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা মধ্যে ১০০৲ আগামী ২০শে শ্রাবণ, ইং ৬ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ৬ই ভাদ্র, ইং ২৩।৮।৬৩ শুক্রবার বেলা ১টা হইতে ৫ টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে ৬নং প্লাটফর্ম্মে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া অতিরিক্ত লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতী, লাঠি ও বিছানা ঢাকিবার জন্য ৩ফুট × ৫ফুট রাবার ক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ১ মাস সময় লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, ব্যাসঘাট, **দেবপ্রয়াগ**, কীর্ত্তিনগর, **শ্রীনগর**, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, **গুপ্তকাশী**, উখীমঠ, রামপুর, **ত্রিযুগীনারায়ণ**, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা-গণেশ, গৌরীকুণ্ড, **কেদারনাথ**, **তুঙ্গনাথ**, আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনূমানচটী, **শ্রীশ্রীবদ্রী-নারায়ণ**, তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামোলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি ।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারি বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-ব্যবস্থা

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, রবিবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতেছেন। সমিতির প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ অপরাপর মঠসমূহের সভ্যগণ এবং আশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই ঐ দিবস হইতে উক্ত ব্রত পালন আরম্ভ করিয়াছেন। চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ইহা উল্লিখিত না হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী, শ্রীরঙ্গম্ ইত্যাদি স্থানে অবস্থানকালে স্বয়ং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া জগজ্জীবকে এই ব্রতোদযাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। এই ব্রত কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণেরই পালনীয় এরূপ নহে, পরন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, স্মার্ত্তানুগামী সকলের পক্ষেই ইহা বিশেষ মঙ্গলজনক। এই ব্রত বৈধীভক্তির অন্তর্গত হইলেও সাধক-জীবনে সকলের পক্ষেই ইহা অবশ্যই পালনীয়। পরম-মুক্তপুরুষ মহাভাগবত মহাজনগণও অনুরাগের সহিত এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন ও ভগবৎ-প্রীতির অনুকূল জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ব্রত-পালনের আবশ্যকতা ও নিয়ম

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত, কিম্বা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাচরণ করে, সে মূর্খ ও জীবিতাবস্থায়ই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে খেয়াল-খুসীমত এই ব্রত পালন করিলে তাহাতে মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। গীতাশাস্ত্র জানাইয়াছেন,—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব সেই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন বা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে সাধকের সাধনে সিদ্ধি ও চরমে পরাগতি লাভ হয় না।

"হে দেব! শ্বেতদ্বীপের মধ্যে ফণা মণি-সুশোভিত শেষ-রূপ পর্য্যঙ্কে আপনি সুখে নিদ্রালাভ করুন, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে সমগ্র জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতী ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা-পূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে **"কৃষ্ণভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত"** চারিমাসে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

ব্রতের কাল-নির্ণয়

'একাদশ্যান্তু' গৃহ্লীয়াৎ **'সংক্রান্তৌ কর্কটস্য'** তু।
'আষাঢ়্যাং' বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতং॥

মানবগণ ভক্তিসহকারে **শয়ন একাদশী** অথবা **আষাঢ়ী পূর্ণিমা** কিম্বা **কর্কট সংক্রান্তিতে চতুর্ম্মাস্য-বিহিত ব্রত ধারণ করিবেন।** বৎসরের চরিমাসকাল এই নিয়ম অবশ্য কর্ত্তব্য।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে বিধি-নিষেধ

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং, দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি, কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাস শ্রাবণে শাক, দ্বিতীয়মাস ভাদ্রে দধি, তৃতীয় মাস আশ্বিনে দুগ্ধ এবং চতুর্থ মাস কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মনিরত যাঁহারা স্বভাবতঃই আমিষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এস্থলে 'মাষকলাই' আমিষ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। কালোচিত ফল-মূল যাহার আস্বাদনে লোভ উপস্থিত হয় ও হরিবিস্মৃতি ঘটে এবং যাহা সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে নিষ্পাব বা শিম, রাজমাস বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বৃন্তাক বা বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সাদা বেগুন বা সাহেব বেগুন অশুদ্ধ-বিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এতদ্ব্যতীত লাউ, পুঁই, কলমী

শাক প্রভৃতি চারিমাসকাল বর্জ্জনীয়। মসুর, লশুন, পলাণ্ডু, গাঁজর, চিচিঙ্গা ইত্যাদি আমিষজাত দ্রব্য সর্ব্বকালেই বৈষ্ণবের পক্ষে পরিত্যাজ্য।

সমর্থবান্ ব্যক্তি লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ এবং কটুম্লাদি সকল রস পরিত্যাগ করিবেন। চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুলাদি অনাবশ্যকীয় বিলাস-সামগ্রী এবং তামাক, গাঁজা প্রভৃতি কলি-সহচর মাদকদ্রব্য পান সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণ ব্রতীপক্ষে সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। লবণ বর্জ্জন করিলে মধুরস্বর, তৈলমর্দ্দন পরিত্যাগ করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য, কটুম্লাদি ত্যাগে সুরূপ, তাম্বুল পরিত্যাগ করিলে নির্ম্মলতা লাভ ও সুখী হয়। ভূমি বা প্রস্তরে শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচর হওয়া যায়। মধু ও মাংস বর্জ্জনে মুনি ও যোগী এবং সুরা ও মদ্য বর্জ্জনে নীরোগ ও তেজস্বী হয়। নখ ও লোম (কেশ) ধারণ করিলে দিনে দিনে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। মৌনী হইলে বাক্‌সিদ্ধ, এবং বিষ্ণু-মন্দিরে গীত-বাদ্য করিলে ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ হয়।

ব্রতকালে সমর্থ্যবান্ ব্যক্তি একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইয়া চারিমাস কাল বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন-পূজাদি কর্ত্তব্য। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিশায়ী হইলে ভগবান্ অধিক প্রীত হন। চারিমাস হরিকথা কীর্ত্তনের নিয়ম গ্রহণ করিলে অব্যক্তবাক্‌বেগ পরিত্যাগরূপ মৌনব্রতের বাস্তব-ফল লাভ করা যায়। ভূমিতে ভোজন করিলে হরিসেবানুকূল দৈন্য উপস্থিত ও ভজনের সুষ্ঠুতা লাভ হয়। অনুকূল জ্ঞানে ভক্তের পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতবিধি ভজনের সহায়ক সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ ও তদর্থে অখিল চেষ্টাই ভক্তের একমাত্র কাম্য। শ্রীহরিসেবার অনুকূল বিষয় ভক্তের পক্ষে সর্বদাই গ্রাহ্য। জড়াভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযত হইয়া সর্বতোভাবে হরিকীর্ত্তন বা কৃষ্ণসেবাতৎপর হওয়াই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাশের ৫৯ সংখ্যা হইতে ৭৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিতস্তৃভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় ১ম বর্ষ ১৯০ পৃষ্ঠা, ২য় বর্ষ ১৬৪ পৃষ্ঠা, ২০১ পৃষ্ঠা, ১৩শ বর্ষ ৩১৫ পৃষ্ঠা, ৩৫১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক-ব্রত-পালনের বিধি-নিষেধ ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্তম-মাস প্রবেশ করায় ৫ মাস যাবৎ ব্রতকাল। এ সম্বন্ধে শ্রীপত্রিকার ২য় বর্ষ ১২৬ পৃষ্ঠাও ১৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য ও শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য" প্রবন্ধ আলোচ্য। আগামী সংখ্যায় 'চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত' সম্বন্ধে আরও আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৭০ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

১৫শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১২ হৃষীকেশ, ৪৭৭ গৌরাব্দ শনিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭০ ; ইং ১৭।৮।১৯৬৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরুদ্র-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্ (১)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতিতমেঽধ্যায়ে—৩৩-৪৩)

শ্রীরুদ্র উবাচ,—

জিতং ত আত্মবিদ্বর্য্য-স্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে।

ভবতারাধসা রাদ্ধং সর্ব্বস্মা আত্মনে নমঃ ॥১॥

(আশ্রিত-জনের সন্তাপহারী ভক্তবৎসল ঐশ্বর্য্যবান্ শম্ভু প্রীত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ সচ্চরিত্র হৃষ্টচেতা প্রণত প্রচেতাগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ চরম-শ্রেয়োলাভের উপায়স্বরূপ "ভগবৎ-স্তোত্র" বলিতে আরম্ভ করিলেন,—)

শ্রীরুদ্র ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্, আপনি আত্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের স্বানন্দ-সুখদ বলিয়াই

আপনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে; অতএব আমারও স্বানন্দলাভ হউক্। আপনি নিয়তই স্বানন্দে অবস্থিত। আপনি সকলের আত্মা, সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে।
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে ॥ ২ ॥

হে ভগবন্, আপনার নাভিদেশ হইতে সর্ব্বলোকাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি ভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, চিত্তের অধিষ্ঠাতা, শান্ত, নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তারান্তকায় চ।
নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে ॥ ৩ ॥

আপনি অব্যক্ত, অনন্ত। মুখাগ্নিদ্বারা আপনি ত্রিলোক দহন করিয়া থাকেন; আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ। আপনি বিশ্ব-প্রকাশক এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে।
নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে ॥ ৪ ॥

আপনি ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর, মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ। আপনি সূর্য্যরূপে তেজোদ্বারা বিশ্ব ব্যাপ্ত করিতেছেন, আপনার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই। আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪ ॥

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ।
নমো হিরণ্যবীর্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে ॥ ৫ ॥

আপনি স্বর্গ ও মুক্তির দ্বারস্বরূপ। আপনি নিত্যকাল অন্তঃকরণ-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আপনি অগ্নিস্বরূপ ও চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সাধন; কারণ আপনি ঐ কর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

নম ঊর্জ্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্ব্বরসাত্মনে ॥ ৬ ॥

আপনি চন্দ্ররূপী, সুতরাং আপনি দেবতা ও পিতৃগণের অন্নস্বরূপ। আপনি জলরূপী, সুতরাং জীবগণের তৃপ্তিপ্রদ বস্তু। আপনি ত্রয়ীর অধীশ্বর—হরি। আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

সর্ব্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে।
নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহওজোবলায় চ ॥ ৭ ॥

আপনি পৃথিবীরূপী বিরাট্ পুরুষ; সুতরাং আপনি নিখিল-প্রাণীর দেহ। আপনি বায়ুরূপী, সুতরাং দেহবল, মনোবল ও শরীরবলও আপনি। আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্ব্বহিরাত্মনে।
নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চ্চসে ॥ ৮ ॥

আপনি পদার্থজ্ঞাপক এবং "বাহ্য" ও "অভ্যন্তর"—এইরূপ ব্যবহারের অবলম্বনস্বরূপ, আকাশও আপনার স্বরূপ। আপনি সর্ব্বোত্তম ও প্রচুরজ্যোতিঃস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্ম্মণে।
নমোঽধর্ম্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ ॥ ৯ ॥

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ কর্ম্মদ্বারা যে পিতৃ ও দেবলোক লাভ হয়, তাহাও আপনি। অধর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখদায়ক মৃত্যুও আপনি। আপনাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে।
নমো ধর্ম্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥ ১০ ॥

হে ঈশ, আপনি সকল কামনা ও সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা এবং সর্ব্বজ্ঞ; আপনাকে নমস্কার। আপনি পুরাণ পুরুষ; যেহেতু আপনি পদ্মনাভরূপে আপনার নিশ্বাস-প্রবর্ত্তিত বেদদ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ঐ বিস্তারশীল ধর্ম্মও আপনি। আপনাকে নমস্কার করি।

আপনি কপিল-দত্তাত্রেয়াদি অবতারভেদদ্বারা তত্তদধিকারী-ব্যক্তি-গণের জন্য সাংখ্য ও যোগাদি-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন ; আবার স্বয়ং ভগবৎ-কৃষ্ণস্বরূপ দ্বারা আপনি পরব্রহ্মরূপে কুণ্ঠধর্ম্ম-রহিত অধোক্ষজজ্ঞান প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢ়ুষেঽহঙ্কৃতাত্মনে।
চেতআকূতিরূপায় নমো বাচো বিভূতয়ে ॥ ১১ ॥

আপনি অহঙ্কারাত্মা। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ,—এই শক্তিত্রয়সম্পন্ন রুদ্র। আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপী। আপনা হইতেই বাক্যের বিবিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। আপনাকে নমস্কার ॥১১॥

গৌড়পুর

পাণিনি মুনি স্বীয় লেখনীর মধ্যে গৌড়পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনি মুনির অভ্যুদয়কাল বহুপূর্ব্বে। কেহ কেহ বলেন, প্রায় তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল যেখানে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ উদিত হইয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানের অধিবাসী। পাণিনির উল্লিখিত এই গৌড়রাজেন্দ্রপুর কোথায়, অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা কিংবদন্তীমূলে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাটে যাইবার লঘু রেলপথে আমঘাটা-নামক রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী **'সুবর্ণবিহার নামক স্থানে অতি পূর্ব্বকালে গৌড়দেশের রাজধানী ছিল।** এই স্থান বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারকালে 'সুবর্ণবিহার' নামে কথিত হয়। এই স্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্ত্তী 'কর্ণসুবর্ণ' এবং ঢাকা জেলার 'সুবর্ণগ্রাম'—এই ত্রিকোণাবস্থিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানীত্রয় বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্ত্তমান কালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইঁহারাই মগধে কিছুদিন রাজ্য বিস্তার করেন।

শূররাজগণের রাজ্যকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্ত্তমানকালে শরডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর শবরক্ষেত্র। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া শবরক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

পরে কাল-প্রভাবে গাঙ্গতটবাসী উপাধ্যায়-বংশে স্বপ্নাদেশক্রমে তাঁহারাই জগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। এই শোরডাঙ্গা বা শবরক্ষেত্রের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্যেনডাঙ্গা। কেহ কেহ বলেন, শ্যেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্যেনপক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্ন স্বীকার করায় তাঁহাদিগের 'শ্যেন' উপাধি। পরবর্ত্তিকালে 'সেন' বা 'সেনা' পারস্য শব্দ ফৌজবাচক হইয়াছে।

এখন ঐ "শ্যেনডাঙ্গা" শোণডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত। এই গৌড়দেশেই সুবর্ণবিহার, শূরডাঙ্গা, শ্যেনডাঙ্গা, ও শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে এক সময়ে গৌড়রাজেন্দ্রপুর প্রকটিত ছিল। কাল-প্রভাবে যবন-সেনাপতির আক্রমণে এই সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও আজ প্রায় সওয়া সাত শত বৎসরের কথা, যদিও প্রাচীন গৌড়পুর কালজলধির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, তথাপি সেই সেই স্থানে ক্ষাত্রবৃত্তি-সম্পন্ন জনগণের পূর্ব্বাধিকার লুপ্ত হইলেও ব্রহ্মবৃত্তির প্রাকট্যক্রমে পূর্ব্বগৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইতেছিল। ভাগীরথীর বিভিন্ন-কালীয়া গতি ও তাহার সহিত সরস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন স্রোত প্রাচীন স্থানগুলিকে ন্যূনাধিক স্ব স্ব গর্ভজাত করিলেও প্রকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের একেবারে হাত এড়াইয়া যায় নাই। **শ্রীমায়াপুরের কতক অংশ কিছুদিন পূর্ব্বে 'বেল-পুকুরিয়া' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ-গুলি কিছুদিন পূর্ব্বে 'রামজীবনপুর', 'কোরিয়াটি', 'তারণবাস', 'বামনপুকুর' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।** নদীয়ার রাজবংশের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সকল কথার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বীর পুরুষগণের বিক্রম নিত্যকাল স্থায়ী না হইলেও ব্রহ্মবৃত্ত বিদ্বজ্জন-গণের স্মৃতিসমূহ বহুকাল শব্দরূপে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া অস্তিত্ব বিধান করে। এই প্রাচীন স্থানসমূহ একদিন বিদ্বজ্জন-বেষ্টিত নাগরিকগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। **'শ্রীগীতগোবিন্দ'-লেখক কবি জয়দেব এই শ্রীমায়া-পুরেই শ্যেনবংশীয়গণের রাজসভার উজ্জ্বল রত্নরূপে একদিন বিরাজমান ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে হৈতুক ন্যায় মিথিলা হইতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপেই স্থানান্তরিত হয়।** এখানেই আর ছয়টী মোক্ষদায়িকা পুরীর বিদ্যার্থি-সম্প্রদায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শুভাগমনপূর্ব্বক নব্য ন্যায়ে দীক্ষিত হইতেন। কিন্তু আজ সেই

পূর্ব্বগৌরবের কথা বিস্মৃতির অতল জলধিতে প্রোথিত হইয়া জনসাধারণের অবিদিত ব্যাপার-বিশেষে পরিণত হইয়াছে।

সহৃদয় গৌড়ীয়-ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের সেই বিদ্বৎস্মৃতির পুনরুদ্দীপনকল্পে পুনরায় গৌড়নরেন্দ্রপুরে বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আসুন, ভাইসকল, সকলে মিলিয়া সমবেত যত্নের সহিত আমাদের পরম আদরের বাণীর বিবিধ-বিলাস-রঙ্গ-মঞ্চ পুনঃ স্থাপন করি। ইহাতে পঞ্চ-গৌড়ের অধিবাসীর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। মাগধ জৈনগণ সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কতই না যত্ন করিয়াছেন, কীকটদেশীয় বৌদ্ধ-গণ নালন্দ বিদ্যাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আজও বিদ্বৎসমাজের সুপ্ত বিদ্বদ্ বৃত্তির উদ্বোধন করিতেছেন।

গৌড়ীয়-ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের কি একবারও সেই-সকল বিদ্যাবিলাসের স্মৃতি হৃদয়পটে জাগে না? এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাণভট্টের ন্যায়-শাস্ত্রে প্রতিভা তোমাদের কি মনে পড়ে না? বহুদিন ধরিয়াই কি তোমরা ব্রহ্মবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া ইতর-চেষ্টায় যাবতীয় উদ্যম নিহিত করিবে? দেখ, ভগবদিচ্ছায় সপ্ত মোক্ষ-দায়িকা পুরীর অন্যতমা মায়াপুরী কালপ্রভাবে অবিদ্যা-তিমিরে আবৃত হওয়ায় লোকে তাঁহার কোন সন্ধান পাইতেছিলেন না, কিন্তু **প্রকৃত স্বদেশ-বৎসল শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, স্বদেশবাসীর পরম মঙ্গল-কামনার যে হিতকথা-প্রচার-মূলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতির যত্ন করিয়াছিলেন,** এখন সেই অঙ্কুরের বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। কালে এই বৃক্ষসমূহের পুষ্প-ফলাদিতে গৌড়ীয়ের নিবৃত্ত ক্ষুধার পুনঃ সঞ্জীবন হইতে পারিবে।

গৌড়ীয়-ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের নিকট আমাদের এই বিনয় আহ্বান,—তোমরা আমাদিগকে যে যাহা পার, সেইরূপ সহায়তা করিয়া পূর্ব্ব-গৌরবের পুনঃ স্থাপনকল্পে বিদ্যাপীঠের পুনরুদ্ধার কর। আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সহানুভূতি একমাত্র সম্বল মনে করি। এই কার্য্যে তোমাদের যশঃসৌরভ ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিলাভ করিবে এবং তৎফলে তোমরাও সমধিক পুরস্কৃত হইবে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত শাক্তগণ, তোমরা প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহ, তজ্জন্য তোমাদের নিকট আবেদন এই যে, পরতত্ত্বের বিদ্যার বেদী যাহাতে দিন দিন সমুজ্জ্বলিত হয়, তজ্জন্য তোমরা চেষ্টা কর। তোমাদিগকে কখনই শৌকরী-বিষ্টাপ্রতিষ্ঠার দুর্গন্ধ ক্লেশ দিতে পারিবে না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭০ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠপাদে অদ্বৈতবাদীর সমস্ত বিতর্ক নিরাস করিয়াছেন। বেদমতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদি-বিশেষের দ্বারা ভেদরূপে প্রতীত হয়। সে প্রতীতি পারমার্থিক, মিথ্যা নয়। অভেদ পরমার্থ নয়। ব্রহ্মভাব ফল নয়, ব্রহ্মসুখানুভবই ফল। শাস্ত্রে ব্রহ্মাভেদ নাই। আত্মা মূঢ় চিন্মাত্রময়, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত সবিশেষ বস্তু। আত্মাতে যে অস্মদর্থ ও যুষ্মদর্থ, তাহা মায়া-কল্পিত নয়; পারমার্থিক তদ্বিশেষ। 'সত্য', 'জ্ঞান', 'অনন্ত'—এ সমস্তই ব্রহ্মের গুণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুযা" ইত্যাদি শ্রুতি পারমার্থিক ভেদকে প্রকাশ করেন। জীব-জড়াত্মক প্রপঞ্চ অধ্যাসিত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধ পারমার্থিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। পরস্পর স্বরূপ-ভেদ পারমার্থিক। **শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা কাল্পনিক নয়।** অদ্বৈতবাদীর সাধন-কাণ্ড নিরর্থক। **উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয় লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে সমস্ত বেদবাক্যে পারমার্থিক ভেদ দৃষ্ট হইবে এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সিদ্ধান্তিত হইবে।** ব্রহ্মাত্মক বৃত্তিকত্ব-প্রযুক্ত এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্ম-ব্যাপ্যত্ব-নিবন্ধনও ব্রহ্মাত্মকতা সিদ্ধ হয়। সংসার-দশায় অজ্ঞতা-প্রযুক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শাস্ত্রের একদেশ অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে ভ্রম হয়। সর্ব্বদেশসম্মত সিদ্ধান্তে ভ্রম হয় না। ব্রহ্ম-শক্তিময় প্রপঞ্চ কখনই মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। জন্মাদি অনিত্য ব্যাপ্য বলিয়া জগৎকে অনিত্য বলা যায়। জগতের ত্রিকাল-মিথ্যাত্ব না থাকায় জগৎ সত্য, কিন্তু ঈশ্বর-পরতন্ত্র। ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তি আছে—একথা শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-বিশিষ্ট ভগবানই পরব্রহ্ম; অখিল ভূত তাঁহাতে এবং তিনি অখিল ভূতে বর্ত্তমান। তাঁহাতে হেয়গুণ বর্ত্তমান নাই। বিষ্ণুর ভগবত্তা বস্তুসিদ্ধ, অন্যের মাহাত্ম্যপর। **তিনি ইচ্ছাময় ও লীলাময়; তিনি নিত্যমুক্ত জীবেরও পরতত্ত্ব। নির্গুণতা তাঁহার একদেশিক ধর্ম্ম বা আবির্ভাব।** কেবল ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি হইতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু

ব্রহ্ম-প্রপত্তিতে তাহা সিদ্ধ হয়। কেবল প্রাকৃত রূপগত ইয়ত্তার প্রতিষেধ বেদে আছে। **রূপমাত্রের প্রতিষেধ নাই, বরং অচিন্ত্য অপ্রাকৃত রূপের উল্লেখ আছে।** "যতো বা ইমানি ভূতানি" এইপ্রকার বেদবাক্যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। **বৌদ্ধমতে প্রপঞ্চ মিথ্যা, সুতরাং মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত,—ইহা স্মৃতি স্বীকার করেন।** বৌদ্ধের 'ক্ষণিক'বাদও মায়াবাদে দৃষ্টি-সৃষ্টিমতে পাওয়া যায়। **মায়াবাদ বৌদ্ধের শূন্যবাদের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সদসৎ অনির্ব্বচনীয় ধরিয়া মায়াবাদীকে জৈন-বন্ধুও বলা যায়। সর্ব্ববেদ-তাৎপর্য্য-সিদ্ধ ভেদবাদই পারমার্থিক।**

সপ্তমপাদে বলেন যে, মায়াবাদী এক, অদ্বিতীয়, সত্য, অনন্ত-শক্ত্যাদি-বিশেষশূন্য এবং স্বজাতীয়াদি-ভেদত্রয়শূন্য-জ্ঞানই পরতত্ত্ব। ভাববাচ্যে সাধিত হইলে সেই জ্ঞান নির্ভেদ সম্বিৎ-অনুভূতি-জ্ঞপ্তিবাচক তত্ত্ব; কারক-বাচ্য করিলে ভেদ-দোষ হয়—এ কথা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। "জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং" এরূপ সাধিলে কি শক্তি আসিয়া গলগ্রহ হয় না? শক্তি আসিলেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিশেষগুলি অবশ্য আসিবে। শক্তি আসিলে কিসের ভয়? শক্তির অনন্ত-জ্ঞানও অনন্ত। শক্তি আসায় জ্ঞান অন্তরাল হয় না। যদি বল, অহমর্থ স্থূলদেহের অনুগত, তাহা নয়; জ্ঞান গুণের আশ্রয়ত্বই জ্ঞাতৃত্ব। জ্ঞান আত্মার ঔৎপত্তিক ধর্ম্ম। **প্রকাশরূপ সূর্য্যের প্রকাশকত্ব দ্বারা যেরূপ দ্বৈত হয় না, জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব দ্বারাও দ্বৈত হয় না। অতএব জ্ঞানাদি অনন্ত শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম।** অনুভূতি বা কি? স্বীয় সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ের প্রকাশক বা স্বীয় বিষয়-সাধকই অনুভূতি। নির্দ্ধর্ম্মা অনুভূতি সিদ্ধ হয় না। অনুভূতি সিদ্ধ হইলে শক্তিমাত্র হয়। অহং-বুদ্ধিকে অনাত্ম বলিতে পার না; অহং-বুদ্ধি শুদ্ধাত্মনিষ্ঠ। আমি জানি,— আমি সুখী, এরূপ জ্ঞান 'সুখমহমস্বপ্সম্'—এরূপ শ্রুতি-স্বীকৃত। অহঙ্কার শুদ্ধ-জ্ঞাতৃনিষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা অনাত্ম নয়। দেহের ন্যায় পৃথগাত্ম-বুদ্ধি যে অহংতা, তাহা মহত্তত্ত্বজাত প্রাকৃত, সুতরাং শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ অহংতা হইতে পৃথক। **শুদ্ধ অহংভাব স্বরূপানুবন্ধী। তাহা সংসৃতির কারণ নয়, বরং তাহার নিবর্ত্তক।** প্রাকৃত অহঙ্কারই যদি জীবের নিজ অহঙ্কার হইত, তবে কে মোক্ষের জন্য প্রয়াস করিত? মোক্ষে যাহার নাশ হইবে,

সে কেন মোক্ষ পরামর্শ শুনিবে এবং তজ্জন্য যত্ন করিবে? সুতরাং মুমুক্ষু-অহঙ্কার শুদ্ধাহঙ্কার-নিষ্ঠ। বামদেবাদির বাক্য বিচার কর। অনুভূতির সত্তায় বিষয়-বিষয়ী ভেদ অনুস্যূত। **আত্মা অনুভবিতা, অনুভূতি তাহার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বিষয়-প্রকাশকালে স্বপ্রকাশ এবং অন্যসময়ে জ্ঞানগম্য।**

অষ্টমপাদে স্থির করিয়াছেন যে, কর্তৃত্বাদি মান জ্ঞান ও জ্ঞাতাস্বরূপ, অহম্পদার্থ আত্মা ঈশ্বর ও জীবভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বর বিভু, স্বশক্তিদ্বারা জগৎকর্ত্তা। স্বেচ্ছাধীন প্রকৃতিদ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয়রূপ ঈশ্বর নিত্য ভিন্ন। **পরাদি শক্তিত্রয়যুক্ত ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বরূপানতিরিক্ত জগজ্জন্মাদির হেতু সুতরাং জগৎ পরমার্থতঃ সত্য, শ্রীকৃষ্ণে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।** জীব অণু ও অনেক, ঈশ্বরাধীন কর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা ও জ্ঞাতা। বিন্দু বিন্দু-রূপে গুণসকল জীবে নিত্য। চৈতন্যগণ হইলেও জীব আনন্ত্য ধর্ম্মের উপযোগী, অণু-চৈতন্যত্ব-প্রযুক্ত ঈশ্বরাংশ। ব্রহ্ম-নিসৃত বিস্ফুলিঙ্গের উপসর্জ্জন-স্বরূপ তদংশ। চিন্তামণি **যেরূপ হেমভার প্রসব করিয়া অবিকৃত থাকে, অনন্ত জীবকে উপসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বদা অবিকৃত থাকেন। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। ব্রহ্মের তটস্থ-শক্তি-নিসৃত জীব শক্তিমান্ হইতে অভেদ। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।** অন্যান্য মতে যেরূপ কার্য্য-কারণাদি ভেদাভেদ স্বীকৃত, সেরূপ নয়। মায়াবাদীর তটস্থ লক্ষণ তাহাতে নাই। অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রতীতি নিত্য ভেদ। অহং-বুদ্ধি বিনাশকে মায়াবাদী পুরুষার্থ বলেন। তাহাতে দুঃখহানি ও সুখাবাপ্তি সিদ্ধ হয় না; কেবল আত্মনাশ হয়, এইমাত্র। জীবেশ্বরের ভেদমত সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত আছে। ব্রহ্মাংশ জীব ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে মায়া-নিগৃহীত। সৎসঙ্গে ভগবৎ-সাম্মুখ্য হইলে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি। সৎসঙ্গ-জনিত ভগবৎ-প্রসাদরূপ ভগবৎ-সাম্মুখ্য। অবিরত অনুবৃত্তিদ্বারা ভগবানের নিত্য গুণগণের আবরক অবিদ্যা নাশ। তদনন্তর ভগবৎ স্বরূপাবরক অবিদ্যা দূর হইলে তৎসাক্ষাৎকার হয়। কৃপাই একমাত্র তদ্বিষয়ের মূল হেতু। **শাস্ত্রে যেগুলি অভেদপর বাক্য আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মায়ত্তক বৃত্তি, ব্রহ্মাধীন স্থিতি, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও ব্রহ্ম-ব্যাপ্যতা-বোধক, বস্তুতঃ অভেদ-বোধক নয়।** কোন কোন

স্থলে স্থানও নতির ঐক্যে ঐক্য-বাক্য এবং কোনস্থলে সকলই ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিচারে অভেদ-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে এইমাত্র। তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। সেইসব কথা অবলম্বন করিয়া নিতান্ত অভেদবাদ স্থাপন করা কেবল অবিদ্যা-প্রসাদ মাত্র। কোন কোন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তী বলেন যে, পরতত্ত্ব পরমার্থ-স্বরূপেই সর্বাকার। সুতরাং শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও মধ্ব-সিদ্ধান্ত উভয়কে এক করিয়া মানিলে সর্ব্বশ্রুতির সম্মান হয় এবং ভক্তির হানি হয় না। তাহাতে দোষ এই যে, প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইলে বৈরাগ্যের কারণ থাকে না, মিথ্যা বলিলে বেদ-বিরুদ্ধ হয়। জীবের প্রতি করুণ গুণেরও কারণ হয় না। এস্থলে ভেদাভেদ-বাদকে দূরে রাখিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদই স্বীকার্য্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় অসামান্য বৈদিক ও বৈদান্তিক পাণ্ডিত্য ও অপার ব্রহ্ম-ধীষণার পরিচয় দিয়া এই গ্রন্থগুলিতে প্রথমে ভগবত্তত্ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক **শ্রীকৃষ্ণেরই সেই ভগবত্তা** দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণে **শুদ্ধ-ভক্তি দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধির** বিচার করিয়াছেন। **সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ** পরম লৌকিকালৌকিক চমৎকার ধর্ম্ম প্রকাশপূর্ব্বক স্ব-সংস্থানে **সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোক-ধামস্থিত হইয়াও জগতে অপ্রাকৃত লীলা বিস্তার করেন।** আবার জগৎসৃষ্টির সহিত স্বীয় বিভিন্নাংশ তত্ত্বস্বরূপ দেবগণকে আধিকারিক দাসরূপে সংস্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্ব স্বপ্রকাশরূপ বিষ্ণু-স্বরূপে পরদেবতা হইয়া জগৎ পালন করেন। **সর্ব্ব বেদ-বেদ্য বিষ্ণুপদই সর্ব্বোপাস্য।** অন্য দেবতাসকলকে যথাযথ সম্মানপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বজীবের কর্ত্তব্য দেখাইয়া **বিষ্ণুর অনন্যভক্তির বাধক অবিদ্যাকৃত সর্ব্বদৈবতৈক্যবাদ ত্রিদেবৈক্যবাদ, হরিহরৈক্যবাদ** বিস্তার করিয়াছেন। পরে **শুদ্ধভক্তি-বিরোধধর্ম্মরূপ কেবলাত্মৈকবাদী, অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী, নির্গুণ-জ্ঞানবাদীদিগের** পরস্পর সহায়চারী দুষ্টমত নিরসনপূর্ব্বক অষ্টমপাদে শুদ্ধব্রহ্মের উপাস্যত্ব, শুদ্ধজীবের উপাসকত্ব, এবং মোক্ষের স্বরূপ দেখাইয়া শুদ্ধ-ভক্তিবাদকে প্রচার করিয়াছেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

হরিজন

প্রশান্ত আনন, মধুর মূরতি, বৈষ্ণব-গুরুপদে।
বিনয়ে শিষ্য, পড়িয়া কহিল, না গণিহ অপরাধে ॥
এক সংশয়, আছে মোর প্রভু, কহিব কি তাহা এবে ?
আজ্ঞা দেহ যদি, নির্ভয়ে ত তাহা, কহিতে পারি যে তবে ॥

গুরুদেব ক'ন, কিবা সংশয়, বল দেখি তাহা শুনি।
যদি যোগ্য হয়, উত্তরের তাহা, নিশ্চিত কহিব আমি ॥
মনে পেয়ে বল, শিষ্য বিহ্বল, কহে ধীরে ধীরে বাণী—
'হরিজন সব আসিয়াছে হেথা,' শুনিলাম এক ধ্বনি ॥

হরিজন নাম, শুনি' আনন্দে, দেখিতে গেলাম তবে।
দেখি চক্ষুঃস্থির, হইল আমার, ভাবিনি এরূপ হবে ॥
শ্রীহরি-বিমুখ, সদাই যাহারা, আসব-পানেতে রত।
গ্রাম্য-সুখে মত্ত, নীচ-কার্য্য-রত, এই ধরিয়াছে ব্রত ॥

তারাই হইল, 'হরিজন' নামে, খ্যাত এই ত্রিভুবনে।
আমার জীবনে, এইরূপ কথা, শুনি নাই কভু কানে ॥
কেবা হরিজন, কিবা তার গুণ, কহ প্রভু মোরে তুমি।
সংসারে তাঁরা, থাকেন কিরূপে, শুনিতে চাহি যে আমি ॥

গুরু হেসে ক'ন, শুন হে ধীমান্,—উত্তম প্রশ্ন তব।
না করিহ শোক, মূঢ় সব লোক, পাপে পুরিয়াছে ভব ॥
কলির প্রভাব, বাড়িয়াছে এবে, বুদ্ধিরও বিপর্য্যয়।
তাই শাস্ত্রবাক্য, না মানিছে সবে, বিপরীত অর্থ কয় ॥

সাধু যিনি হন, তিনি হরিজন, হরিপ্রিয় তিনি অতি।
সাধুর লক্ষণ, কপিলদেব কন, মাতা দেবহূতি প্রতি ॥
সহিষ্ণুতা গুণ, কারুণিক আর, সুহৃদ-ভাব সর্ব্বজীবে।
অজাতশত্রু, শান্তস্বভাব, সাধুর ভূষণ হবে ॥

শ্রীহরির প্রতি, অনন্যভাবেতে, দৃঢ়ভক্তি হৃদে ধরি।
হরি-সেবার্থে, স্বজন-বান্ধব, জড়কর্ম্ম পরিহরি ॥
এইরূপে সর্ব্ব ত্যাগ করি যেই, হরি ভজে মহাজন।
তিনিই ধন্য, তিনিই পূজ্য, তারে বলে 'হরিজন' ॥
দীন-হীন 'যতি', আশা করে নিতি, কবে বা সেদিন হ'বে।
হরি-গুরু-হরি-জনে হবে মতি, এ ভব তরিয়া যাবে ॥

—(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তি শেখর যতি (মহারাজ)

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

ত্বৎকথামৃতপাথধৌ বিহরন্তঃ মহামুদা।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ টীকা)

ভগবান্ শ্রীহরির কথারূপ অমৃতসমুদ্রে বিচরণশীল সুদুর্ল্লভ কৃতিপুরুষ ভক্তগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায় মনে করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষো চেৎপরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।৩৩)

ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণ করিলেও তাহা ভক্তিরূপ সুখ-সমুদ্রের পরমাণুতুল্যও হইতে পারে না।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

রাজর্ষি ভরত যে দুস্ত্যাজ্য রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, এমন কি যিনি

তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সেই সুরজন-প্রার্থনীয় রাজলক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার উপযুক্ত কার্য্যই বটে ; কারণ যে-সকল মহাপুরুষের চিত্ত শ্রীহরির চরণ-সেবায় অনুরক্ত, সেই ভক্তগণের নিকট মুক্তিও নিতান্ত নগণ্য বা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥
(ভাঃ ১২।১০।৬)

এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয়পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি পরম ভক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব স্বর্গাদি-লোক-বিষয়ক সুখ কিংবা মোক্ষ পর্য্যন্ত ইনি কামনা করেন না।

উদ্ধব ভগবানকে বলিতেছেন—

কো ঈশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ব্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥ (ভাঃ ৩।৪।১৫)

হে ঈশ, যে-সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবক, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটিই সুলভ নহে। তথাপি হে প্রভো, ভবদীয় শ্রীচরণসেবোৎসুক আমি আপনার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না।

ভক্ত-চিত্রকেতু বৃত্রাসুর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তকালে শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ (ভাঃ ৬।১১।২৫)

হে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, পাতালের আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও ইচ্ছা করি না।

নাগপত্নীগণও (ভাঃ ১০।১৬।৩৭ শ্লোকে) ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—হে প্রভো, আপনার পদরজঃপ্রাপ্ত ভক্তগণ স্বর্গলোক, সার্বভৌম পদ, ব্রহ্মার পদ পৃথিবী বা রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, কিম্বা মোক্ষও কামনা করেন না।

শাস্ত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্গুরো॥
(হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬)

কোন ভক্ত ভগবানকে বলিতেছেন—হে জগদ্গুরো, তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমি পরমানন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত আছি। অন্য সুখের কথা আর কি বলিব, সাযুজ্যমুক্তিরূপ ব্রহ্মানন্দও সেই আনন্দ-সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে তদনুরূপ বোধ হইতেছে।

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে॥
(হরিভক্তিসুধোদয় ১৪।৩৬)

হে বরদেশ্বর, আমি আপনার পাদ-পদ্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, কিম্বা মোক্ষ কিছুই কামনা করি না, কেবল আপনার দাস্যরূপ ভক্তিই আমি প্রার্থনা করি।

পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুং মুক্তিং ন যাচিতঃ
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥
যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু-যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ॥ (ঐ)

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব পুনঃ পুনঃ বর দিতে চাহিলেও যিনি মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া ভক্তিই বরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি।

অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেও যিনি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট দাস্য ব্যতীত মুক্তি বাঞ্ছা করেন নাই, আমি সেই হনুমানকে প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥
(ভাঃ ৬।১২।২২)

পরম মঙ্গলাধিপতি ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার ভক্তি রহিয়াছে, তিনি অমৃত-সাগরে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র খাদোতক তুল্য স্বর্গাদিতে তাঁহার কি প্রয়োজন?

—**শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী**, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

সাংখ্য-বাণী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং প্রদোষ ও রাত্রিকালীয় অষ্ট যামভজন; শ্রদ্ধা, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্রলম্ভ, প্রেমভজন-সম্ভোগ; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—প্রতিমা। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিক বিকার; অষ্টাক্ষর মন্ত্র; উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—মহাদ্বাদশী।

ত্যাজ্য—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি—অষ্টাঙ্গ মৈথুন; কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল—অষ্টপাশ মায়া।

নয়

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ. ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপধাম; হোলোদ্ধুলিতখেদা, বিশদা, প্রোন্মীলদামোদা, সাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা, রসদা, চিত্তার্পিতোন্মাদা, শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা, সমদা ও মাধুর্য্যমর্য্যাদা—নবধা চৈতন্যদয়া; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি; অর্চ্চন, মন্ত্র-

পাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অর্চ্চন ও বৈষ্ণব আরাধন—নবেজ্যা; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়বৈরাগ্য, মান-শূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—প্রীত্যঙ্কুর; পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী ব্রহ্মানন্দ-পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দপুরী—শ্রীচৈতন্য-প্রেমামর তরুর নয়টী মূল বা নয়জন সন্ন্যাসী; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নরব্যূহ; ভারত, কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—খণ্ড বা বর্ষ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবি-র্হোত্র, দ্রবীড় (দ্রুমিল) চমস ও করভাজন—নবযোগেন্দ্র; বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীব-সমূহ নিত্য হরিসেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—মাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রমেয়; পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—নিধি।

ত্যাজ্য—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—নবদ্বারে ভোগ।

দশ

দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয় যথা,—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই

পরমতত্ত্ব, হরিই—সর্ব্বশক্তিমান্, হরি অখিল রসামৃতসিন্ধু, জীবসকল—হরির বিভিন্নাংশস্বরূপ, তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব—মুক্ত দশায় প্রকৃতি-মুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধ-কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য ; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি—অবতার ; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ ; দশাক্ষর মন্ত্র ; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—দশবিধ পুরাণলক্ষণ ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু —দশ দশা।

ত্যাজ্য—শুদ্ধ নামতত্ত্ববিৎ সাধুর নিন্দা, দেবতান্তরে স্বতন্ত্র-বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নাম-বলে পাপ-বুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভ-কর্ম্মসহ নামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহং-মমভাব —দশনামাপরাধ ; ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্যবুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধাম-সেবাচ্ছলে নামবিগ্রহের ব্যবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত

সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ধামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রের নিন্দা, ধাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান—ধামাপরাধ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু,পাদ ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী সেবা; কায়িক পাপত্রয় (অন্যায়-ভাবে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, হিংসা ও পরদার-মর্ষণ), বাচিক পাপ-চতুষ্টয় (কর্কশ বাক্য, মিথ্যা কথা, খলতা ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ), মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভ—ধ্যান, অনিষ্ট চিন্তা ও মিথ্যা অভিনিবেশ)।

—সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়,' ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা

শ্রীল রূপ-সনাতন ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের গত ৩০ ও ৩১ জ্যৈষ্ঠ রামকেলি সংস্কার সমিতির আহ্বানে মালদহ ও রামকেলিতে সভাপতিরূপে বক্তৃতার মর্ম্ম)

মালদহ রামকেলিতে প্রচার

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন আমি ইহার সম্পূর্ণ অযোগ্য; তথাপি আমাদের সম্প্রদায়-গুরুবর্গের মহিমার কথা কীর্ত্তনের দ্বারা আত্মশোধন করিবার সুযোগ পাইব—এই আশায় দণ্ডায়মান হইয়াছি।

শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুদ্বয়ের কৃষ্ণলীলার পরিকররূপে এই পরিচয়—"**শ্রীরূপমঞ্জরী**খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা। সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ॥ যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্**রতিমঞ্জরী**। সেব্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥ সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ॥" (গৌরগণোদ্দেশ) অর্থাৎ ব্রজলীলায় যিনি **শ্রীরূপমঞ্জরী** নামে বিখ্যাতা ছিলেন, তিনিই

গৌরলীলায় **শ্রীরূপ** গোস্বামী নামে পরিচিত। শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা **রতিমঞ্জরী** বা **লবঙ্গমঞ্জরীই** শ্রীসনাতন গোস্বামী। শ্রীসনাতন মুনিও তাঁহাতে কার্য্যার্থ প্রবেশ করিয়াছেন।

তাঁহাদের জাগতিক পরিচয় দেওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; তথাপি তাহা এখানে বর্ণিত হইল:—ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদী বিপ্র সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু দ্বাদশ শক শতাব্দীতে কর্ণাট দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ দেবের দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর শস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন। কনিষ্ঠ হরিহর পিতৃরাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে রূপেশ্বর পৌলস্ত্যদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ শ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি নৈহাটীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পঞ্চপুত্র—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র পরম সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞাতিদের সহিত বাস করিতে অসুবিধা ও উদ্বেগ বুঝিয়া তিনি বাকুলা চন্দ্রদ্বীপে ও যশোহর * জেলান্তর্গত ফতেয়াবাদে বাস করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রূপ, সনাতন ও বল্লভ রামকেলিতে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন। তৎকালের মুসলমান রাজা হিন্দু-বিদ্বেষী হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতার জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে শ্রীভক্তি-রত্নাকরের উল্লেখ—

সনাতন, রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে। শুনিলেনরাজা শিষ্টলোকের মুখেতে॥
গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার। সনাতন,রূপে আনি দিল রাজ্যভার॥
ম্লেচ্ছভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার। এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তার॥
গৌড়ে রামকেলিগ্রামে করিলেন বাস। ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥
ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে। আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে॥
সদা সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চা করে দুইজন। অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়। সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥
ঐছে সবে সর্ব্ব প্রকারেতে দৃঢ় হঞা। সনাতন-রূপ-গুণ গায় সুখ পাঞা॥

---

* কাহারও মতে বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলার অন্তর্গত। বরিশাল সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে চন্দ্রদ্বীপের রাজবাড়ীর ভগ্নস্তূপ আজও বর্ত্তমান এবং তথা হইতে ১২।১৪ মাইল পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত বাকুলা পরগণার অন্তর্গত।

—জনৈক প্রত্যক্ষজ্ঞানী

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলিগ্রামে তাঁর স্থিতি ॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঞি। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্যনাই ॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান। এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান ॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥
নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এইহেতু 'নীচজাত্যাদিক' উক্তি তাঁর ॥
বিপ্ররাজ হইয়া মহাখেদযুক্ত অন্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে ॥
ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কতভঙ্গী জানে। রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে ॥
সনাতন-রূপ-হিয়া আনন্দে উথলে। সঙ্গোপনে গিয়া পড়ে প্রভুপদ-তলে ॥
দন্তে তৃণ করি দৈন্য কৈল যে প্রকার। সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥
শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ধৈর্য্য নাহি বান্ধে। সনাতন-রূপের দৈন্যেতে প্রাণকাঁদে ॥
চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এ লিখন। দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু-কৃত গ্রন্থ—হংসদূত (কাব্য), উদ্ধবসন্দেশ, কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি, বৃহৎ ও লঘু শ্রীকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানলীলাকৌমুদী, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তা, আখ্যাত-চন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত, স্তবমালা, গোবিন্দবিরুদাবলী।

শ্রীসনাতনপ্রভু বিরচিত গ্রন্থ—টীকাসহ ভাগবতামৃতগ্রন্থদ্বয়, হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার দিক্‌প্রদর্শনী নাম্নী টীকা, দশমস্কন্ধের বৈষ্ণবতোষণী টীকা ও লীলাস্তব।

জগতের জীব বিষয় পাইবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, কিন্তু তাঁহারা কিরূপে বিষয় ত্যাগ করিতে পারিবেন, তজ্জন্য দুইজন ব্রাহ্মণকে দিয়া পুরশ্চরণ করাইলেন যাহাতে শীঘ্রই শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন।

শ্রীরূপগোস্বামী নৌকাতে করিয়া বহু ধন লইয়া নিজ গৃহে ফতেয়াবাদে আসেন। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক ধন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে, একচতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণার্থ দিয়া বাকী চতুর্থাংশ উপস্থিত বিপদাপদ ও রাজ-দণ্ডাদির নিবারণ জন্য রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বনপথে শ্রীধাম বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া পথিমধ্যে প্রয়াগে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং শ্রীসনাতনকেও চলিয়া আসিবার জন্য সঙ্কেতে সংবাদ প্রেরণ করেন।

শ্রীসনাতন প্রভু রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাগবত-বিচারে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল তাঁহার দর্শন না পাইয়া বাদসাহ একদিন আচম্বিতে আসিয়া সনাতন প্রভুকে তদবস্থ দেখিয়া সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্যে অনিচ্ছা জানিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িষ্যায় যাত্রা করেন। শ্রীসনাতন প্রভু কারারক্ষীকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া কারামুক্ত হইয়া রাজপথ ছাড়িয়া অন্যপথে চলিয়া আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে বারাণসীতে মিলিত হন। উভয়ের ভজন-নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের কথা শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। রূপ-সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন। তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন। কৈহে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥
অনিকেত দোঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রিশয়ন
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী। শুষ্করুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥
করোয়াঁ মাত্র হাতে কাঁথা ছিড়াঁ বহির্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে। নামসংকীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোনদিনে
কভু ভক্তিরস-শাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা শুনে করয়ে চৈতন্য-চিন্তন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯ অধ্যায়)

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বাল্যকালে একদিন স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রাতে সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন। তদবধিই তিনি শ্রীভাগবতরসে নিমজ্জিত। তাঁহারা রামকেলিতে কৃষ্ণস্মারকস্বরূপ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডাদি অষ্ট কুণ্ড এবং গুপ্ত বৃন্দাবন প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবের সেবা প্রকট করিয়া অদ্যাপি সুকৃতিমান জনগণকে সেবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। মূলতান-দেশীয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর এই সেবা প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়কে উপলক্ষ করিয়া জড়বদ্ধ জীবের উদ্ধারের উপায়স্বরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব উপদেশ করেন। জড়ের সম্বন্ধে জন্মাবধি লিপ্ত থাকায় বদ্ধজীব আমাদের অভিনিবেশ জড়ে এতটা প্রবল হইয়া পড়ে যে বিষয় না পাইলেও বিষয়াকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি

ছাড়ে না ; সুতরাং সংসার হইতে মুক্তিও হয় না। সেই জন্য শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধের কথা সনাতন প্রভুর নিকট উপদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন প্রভু অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করেন—

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয় ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি ॥

প্রভুর উত্তর—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশকিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

এই কয়েক পংক্তিতে সংক্ষেপে জীবের সম্বন্ধ ও অভিধেয়ের কথা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্যদাস্যরূপ নিত্য সম্বন্ধের বিষয় মায়ামুগ্ধ জীবের জ্ঞানের গোচর না হইলে সংসার বন্ধন ও ত্রিতাপাদি

যাতনা ভোগ যায় না। সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হইলেই কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণ সেবাপ্রবৃত্ত হইলেই মায়া-মুক্তি হয়।

শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর নিকট অভিধেয়তত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন—

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ। সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন।।
পারাপারশূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু। তোমায় চাখাইতে তার কহি একবিন্দু।।
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ। চৌরাশি লক্ষযোনিতে করয়ে ভ্রমণ।।
তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ।।
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর।।
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ-মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহিগণে।।
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।।
কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।।

এই কয় পংক্তিতে জীবের স্বরূপের পরিচয় বলিয়া অভিধেয় বর্ণন করিতেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ
মালি হঞা সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ডভেদি যায়। বিরজাব্রহ্মলোকভেদি পরব্যোম পায়
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহঁ মালি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল।।

এইস্থানে জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে গমনের উপায় ও তাহার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বলিয়াছেন। বিশেষ সৌভাগ্য না হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ ভক্তিলতার বীজ লাভ হয় না। সেখানে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন নাই, অন্য বিষয়ে রতি প্রবল, তথায় ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্তি হয় নাই জানিতে হইবে।

ভক্তিরসসিন্ধুর একবিন্দু চাখিয়া অর্থাৎ আস্বাদন পাইয়া শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যাহা অভিধেয়-তত্ত্বের চরম ও পরম উপদেশপূর্ণ, উহার পাঠ না করিলে সাধকের অভিধেয় তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অপর নাম শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়। তাঁহার ন্যায় সাম্প্রদায়িক হিতাকাঙ্ক্ষী আচার্য্য আর আসেন নাই।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া শ্রীভগবান ও তাঁহার অবতার-তত্ত্বাদি বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সাধারণতঃ 'অবতার' বলিতে লীলাবতার দশমূর্ত্তিকে কেবল মনে করা হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষাবতারত্রয়, যুগাবতার-চতুষ্টয়, গুণাবতারত্রয়, চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার, আবেশাবতার প্রভৃতিও বর্ণন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া দ্বাদশ মাসের অধিদেবতা দ্বাদশ মূর্ত্তি ও প্রত্যেকের পৃথক পৃথক অস্ত্রাদিধারণভেদ বলিয়াছেন। অবতারগণের বিচিত্র লীলারও বর্ণন করিয়াছেন।

অভিধেয়-তত্ত্বে সাধন-ভক্তি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ, নবধা ভক্তি ও পঞ্চাঙ্গসাধনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে প্রয়োজন-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

এসকল প্রসঙ্গ অনেকেই অধিকাংশ সময় আলোচনা করিয়া থাকেন বলিয়া তাহা আর বিস্তার করিলাম না।

আজ আমাদের সম্প্রদায়-গুরুদ্বয়ের কথা কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য পাইয়া রামকেলি সংস্কার সমিতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

(৫)

ঊষা আগমনে তবে আনন্দ-অন্তরে
গাইতে লাগিলা পাখী ডালের উপরে ;
সুমিষ্ট মলয়-বায়ু বহিতে লাগিলা,
নিদ্রা ত্যজি' নরগণ অচিরে উঠিলা ;
ভ্রমণ সময়ে সেই সন্ন্যাসী-প্রধান
জাহ্নবী হইলা পার। বাষ্পীয়-বিমান
চলে আপনার তেজে, কি কহিব আর,
ক্ষণমাত্র স্রোতস্বতী হইলেক পার—
চলিলা সন্ন্যাসীবর, কিন্তু নাহি জানে
কোথা উত্তরিবে সেই দিবা-অবসানে ;

চিন্তা আর নাহি তার দহিছে অন্তর !
ঈশ্বরের ভাব মনে জাগে নিরন্তর,
বিশ্বাস জাগিছে সদা সন্ন্যাসীর মনে—
পালেন ঈশ্বর নিত্য তাঁহার নন্দনে ;
খেলায় যদিও মত্ত অবোধ সন্তান,
তারে খাওয়াইতে তবু পিতা যত্নবান্ ;
তেমতি যদ্যপি মোরা ভুলি নিজকাজ,
যোগাইবে আনি' খাদ্য সেই বিশ্বরাজ ॥

(৬)

এইরূপে সে-সন্ন্যাসী কত কতদিন
বেড়াইল গ্রামে গ্রামে সদা চিন্তাহীন !
কখন বৃক্ষের তলে, কভু নদী-তীরে,
কভু গৃহস্থের ঘরে,—অতিথি-মন্দিরে !
কভু দধি-পিঠা, কভু সু-অন্ন-ব্যঞ্জন,
কভু ক্ষীর-চিপিটক করেন ভোজন ;
যাহা যবে মিলে যথা ভোজনের কালে,
সুখেতে খাইয়া তাহা নিজদেহ পালে ;
জাতি-ধন-অভিমানশূন্য যাঁর মন,
কষ্ট কভু নাহি পায় সেই মহাজন।
যেখানে যখন পায় তত্ত্বের বিচার,
হৃষ্টমনে রহে তথা সন্ন্যাসী আমার !
গৃহে যবে ছিল মোর সন্ন্যাসী-প্রবর,
ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ ছিল তাঁহার অন্তর
বহুদিন। পরে নব্যবাদিগণ-সঙ্গে
কিছু দ্বৈত উপাসনা উঠে মনে রঙ্গে !
অতএব মিশ্রবাদী আমার সন্ন্যাসী—
কিছু ভক্তি, কিছু জ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়াসী !

পৌত্তলিক-মতে তার না ছিল প্রয়াস,
কেবল অদ্বৈতবাদে ছিল তার ত্রাস ;
পাপে ঘৃণা, সত্যে স্পৃহা, জড়েতে বিরাগ,—
এই তিনধর্ম্মে ন্যাসী সদা মহাভাগ ;
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস
যদিও না ছিল, তবু বৈরাগ্য-বিলাস
জাগিত হৃদয়ে তাঁর। বিবাহ না করি'
ছাড়িয়াছিলেন গৃহ যতি-লিঙ্গ ধরি' ॥

(৭)

এইরূপে কতিপয় মাস হইল গত,
গ্রামে গ্রামে ভ্রমে ন্যাসী দৃঢ় তত্ত্বব্রত ;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে চলে যতিবর,
সম্মুখে দেখিল এক সুচারু নগর—
সুরম্য উদ্যান এক নানা বৃক্ষে শোভে,
ভ্রমিছে ভ্রমর-দল ফুল-মধু-লোভে ;
দেখিল উদ্যান-মাঝে দীর্ঘ সরোবর,
নির্ম্মল জলেতে পূর্ণ অতি মনোহর ;
একপাশে দেখিল সে গৃহ একখান
অবারিত আছে দ্বার, হাটের সমান ;
প্রবেশি' তাহাতে দেখে নাহি কোনজন,
খট্ট এক পড়ি' আছে সুন্দর গঠন।
বসিলা সন্ন্যাসী তবে দিবা-অবসানে,
কাটাইতে রাত্রকাল ঈশ্বরের ধ্যানে ;
ক্রমেতে হইল নিশি গগনেতে ঘোর,
নবীন সন্ন্যাসী তবে নিদ্রায় বিভোর,
শুইলেন গৃহমাঝে স্মরিয়া ঈশ্বরে,
উপাসনা-বাক্য এই কহি' ততঃপরে,—

হে প্রভো জগদীশ্বর ! তোমার কৃপায়
লভিয়াছি কলেবর, ডাকি হে তোমায়
এ ঘোর নিশিতে আমি, বিদেশ-ভিতরে
শয়ন করিনু আমি নির্ভয়-অন্তরে।
বিপদ হইতে তুমি রক্ষিবে আমায়,
নিদ্রাকালে যেন কিছু নাহি পড়ে দায় —
এত বলি' নিদ্রা গেলা ন্যাসী-চূড়ামণি,
দিবসের কষ্ট সব ভুলিয়া অমনি।
নিশা না হইতে ভোর চমকি' উঠিলা,
নিদ্রা হ'তে যতীশ্বর বিস্ময় দেখিলা,—
বান্ধিতেছে হস্ত তার ; আর দুইজন
পার্শ্বদেশে বাঁধা হ'য়ে করিছে রোদন ;
জিজ্ঞাসিলা,—মম হস্ত বাঁধ কি-কারণে,
কি-দোষে যতিকে ধর সবে অকারণে ?
কোথা হ'তে আসিয়াছ, লইবে কোথায়,
নির্দ্দোষীকে কেন আজ ঘটাইবে দায় ?
কহিল রক্ষকগণ সক্রোধ-নয়নে,—
যোগিবেশে দুষ্টপণা কর কি-কারণে ?
জাননা, কি-কর্ম্মফল লভিবে এখনি,
চুরি করি' সাধু হ'বে দুষ্ট-চূড়ামণি ?
বিস্ময় হইয়া যতি ভাবিলা অন্তরে —
বিভু বিনা এ বিপদে কেবা রক্ষা করে !
রক্ষক-প্রহরীগণ বাঁধি' হস্ত তার,
ল'য়ে গেল সে যতিরে যথা কারাগার
সুদুর্গম ! মনোকষ্টে, অন্নকষ্টে হায় !
রহিলা সন্ন্যাসী চোর-ডাকাতের প্রায় !
স্বীয় কর্ম্মফল জীব ভুগিবে নিশ্চয়,
কর্ম্মফলদাতা হরি—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এ হেন বিশুদ্ধ যতি পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে,
সঙ্কটে পড়িল আজ দেখহ সকলে !! (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনে শিথিলতা প্রদর্শন

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত চারিবর্ণাশ্রমী সকলেরই অবশ্য পালনীয়। কষ্টসাধ্য বলিয়া এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় ব্রতবিধি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজ-বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আজকাল সকলেই অসমর্থ সাজিয়া, নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় এইসকল ব্রতাদি পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। ব্রতপালনকারীর অধিকাংশই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে 'অসমর্থের অনুকল্প বিধি'রূপ দামোদর-ব্রত বা কার্ত্তিক-ব্রত পালন করিয়াই তাঁহাদের ব্রতাদি-পালনে নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিতেছেন! আজকাল শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা খুব কম স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। সমর্থপক্ষেও হরিসেবায় আলস্যপরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যাদি হরিসেবানুকূল ব্রতের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ সম্ভব হয় না—ইহাই নিখিল সাত্বত স্মৃতির বিশেষ নির্দ্দেশ।

সর্ব্বশাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদশাস্ত্রের বহুস্থলে চাতুর্ম্মাস্যযাজী ও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মিগণের জন্য চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদিতেও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী-কালের স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্য-বিধান স্মার্ত্ত ও পরমার্থী উভয়ের জন্যই ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। সাত্বত-স্মৃতি "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" এবং রঘুনন্দনীয় স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠক গৃহ্যসূত্রে যতিধর্ম্ম-নিরূপণ-প্রসঙ্গেও চাতুর্ম্মাস্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের ব্রতাচরণে ফল-বৈষম্য

কিন্তু পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-যাজনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ব্যবহারিকগণ যেরূপ ফলশ্রুতিতে লুব্ধ হইয়া নিজেকে ফল-ভোগী জ্ঞানে বিদ্ধা একাদশী-ব্রতাতির অনুষ্ঠান করেন অথবা আরোহবাদী মোক্ষকামিগণ ফলত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধির জন্য নানাবিধ ক্রিয়ার আবাহন করিয়া থাকেন, পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সেরূপ নহে। পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাজনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ"—অক্ষয় স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

যাজন করিবে—প্রভৃতি বাক্য দেখা যায়, তাহা ফলভোগকামী কর্ম্মিগণের জন্য ব্যবস্থাপিত হইলেও বেদান্তাদি শাস্ত্রে সেরূপ কর্ম্মের আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণকে বলিয়াছিলেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ — সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

সহজিয়াগণের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদিকে কর্ম্মাঙ্গজ্ঞানে ভ্রম

ফলভোগকামী কর্ম্মী ও নির্ব্বেদ-জ্ঞানীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাজন কর্ম্মাঙ্গ মাত্র। ঐরূপ কর্ম্মাঙ্গ কখনও প্রেম-ভক্তির জনক হইতে পারে না। অখিল-লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং অপরাপর আচার্য্যগণও চাতুর্ম্মাস্য-যাজন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্য-যাজন কি কর্ম্মাঙ্গ? শ্রীগৌরসুন্দর ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদ লোক-শিক্ষাকল্পে যাহা আচরণ করিয়াছেন, তাহা কখনও 'কর্ম্মাঙ্গ' হইতে পারে না। ব্যভিচার-পঙ্কে নিমজ্জিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে অনেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ' জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহব্রতধর্ম্ম-যাজন, স্ত্রী-পুত্রাদির নিরন্তর সঙ্গ, পান, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রসাদ সেবার ছলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগ্যবস্তু গ্রহণে অনুরক্ত থাকাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সদ্গুরুর চরণাশ্রয়াভাবে কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ, নামাপরাধ ও নাম, হরিসেবা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহারতঃ কর্ম্মাঙ্গকে গর্হণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ লুক্কায়িত থাকায় ও সদ্গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে অপ্রাকৃতানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, তাঁহাদের ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের নামে কপটতা ও কুকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যের মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস ও ঐকান্তিক ভক্তের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকে একই শ্রেণীর মনে করিয়া 'কলিকালে সন্ন্যাস নাই' বলিতে উদ্যত হন। কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু 'পরাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেশধারণ' বা ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুগণের ভাগবতানুমোদিত "মুকুন্দসেবার্থে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ দুঃসঙ্গের পরিবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাস" কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই।

ভগবৎ-প্রীতি কামনাই ব্রত-পর্ব্বাদি পালনের উদ্দেশ্য

গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, চাতুর্ম্মাস্যের ন্যায় কষ্টসাধ্য ব্রত ত্যক্তাশ্রমীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে তাহাদের কোন কিছু করণীয় নাই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক, কারণ শাস্ত্র জানাইয়াছেন,—"এই চারিমাস কালব্যাপী ব্রত—চারি আশ্রম সকলেরই পাল্য; উদ্দেশ্য সর্ব্বভোগত্যাগ। জড়ভোগযোগ্য বিষয়-ত্যাগই এই চাতুর্ম্মাস্যের শিক্ষা-তাৎপর্য্য।" সুতরাং গৃহী ও ত্যাগী নির্ব্বিশেষে ভগবৎসেবার অনুকূল-বিচারে বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভক্তগণ এই ব্রত অবশ্যই পালন করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহী ও ত্যাগী উভয়কে সাধন-ভজনের একইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—"গৃহস্থ-বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়। দেখ, নাম-বিনা যেন দিন নাহি যায়।" গৃহস্থগণের পক্ষে প্রবৃত্তিমার্গীয় ভোগের অনুকূল যে-সকল শাস্ত্রীয় বাক্য দেখা যায়, তাহা ভোগ-ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে বুঝিতে হইবে। অখণ্ড ভগবৎস্মৃতি ও সেবার নৈরন্তর্য্য লাভই ভক্তের একমাত্র কাম্য হওয়ায় তাঁহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গীয় বিধি-নিষেধের অতীত। তাই বর্ণাশ্রমীর স্থূল গণ্ডীতে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিবেন কেন?

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনে মতভেদ

অনেকে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে "চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত" উল্লিখিত না হওয়ায় "উর্জ্জাদরঃ" বিচার গ্রহণপূর্ব্বক কেবল কার্ত্তিকব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করেন। অনেকে 'অসমর্থপক্ষে' উক্ত কার্ত্তিক-ব্রত মাত্র পালন করেন দেখিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের আদৌ আবশ্যকতা নাই, কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। কেহ সমর্থবান্ হইয়াও অসমর্থের ভাণ করিলে ব্রতাদি-পালনের মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'অকর্ম্ম'-দোষে দুষ্ট হইবেন। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ ও ব্রত-সমাপ্তি সম্বন্ধে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন,—এই ব্রত শয়নৈকাদশী, অথবা পূর্ণিমা বা কর্কট-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হউক না কেন, উত্থানৈকাদশীতে অবশ্যই ব্রত সমাপ্তি করিতে হইবে। এই বিচার শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বিচারসঙ্গত নহে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। এবিষয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

সুন্দরবন ও শিলিগুড়িতে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে (ষোড়শ মূর্ত্তি) সপ্তাহব্যাপী সুদূর দক্ষিণে সুন্দরবনাঞ্চলের মইপীঠ-বিনোদপুর, দমকল, কাশীনগর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাধারা বক্তৃতা ও ছায়া-চিত্রের মাধ্যমে বিপুলভাবে প্রচার করিয়া সুদূর উত্তরবঙ্গস্থ শিলিগুড়ি-নিবাসী ভক্তবৃন্দের সাদর আহ্বানে বিগত ২১শে এপ্রিল তারিখে শিলিগুড়ি-বাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অমূল্যভূষণ সাহা (শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী) মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শিলিগুড়ি ষ্টেশনে অবতরণ করিলে অমূল্য বাবু, ভোলানাথ বাবু প্রভৃতি সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুষ্পমাল্য-বিভূষিত করেন এবং সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রাযোগে শ্রীযুত অমূল্য সাহা মহাশয়ের গৃহ পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। ঐদিন রাত্রে উক্ত বাটীর প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব "হরিকথা কীর্ত্তনের অধিকারী কে?" এই সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন।

পরদিন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ; পি, আর, এস; ইশানস্কলার মহোদয় ও উক্ত কলেজের ডিমোনোষ্ট্রেটর শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীপাদ হরিপদ (মণ্ডল) দাসাধিকারী মহোদয়ের তথা জনগণের বিশেষ আগ্রহে স্থানীয় সুবৃহৎ কলেজ হলে ২২শে এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। প্রথম দিনে মাননীয় শ্রীযুত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে "কৃষ্ণলীলা" প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২য় দিনে স্থানীয় সরকারী চিকিৎসক মাননীয় শ্রীযুত শেখরেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব 'ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণবদর্শনের স্থান' ও "চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর তত্ত্ববিরোধ" সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ এক দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ বক্তৃতামুখে ছায়াচিত্রযোগে "কৃষ্ণলীলা" প্রদর্শন করেন। ৩য় দিনে স্থানীয় কলেজের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব "সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে সুদৃঢ় শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরে শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্র-যোগে 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা' প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন।

উপরোক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিক বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ গণ্যমান্য অধ্যাপকমণ্ডলী ও শিক্ষিত জনগণসহ সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইত এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষাই যে জগতের সর্বোত্তম, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বক্তৃতার সময় সুবৃহৎ কলেজহলে ও বহির্দ্দেশে বারান্দায় তিল ধরাণের স্থানও থাকিত না।

শিলিগুড়িবাসী জনগণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-বৈশিষ্ট্যে এতই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্থানীয় সুভাষপল্লীস্থিত নেতাজী হাইস্কুলে আরও কয়েকদিন প্রচারের ব্যবস্থার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। সে কারণে ২৫শে এপ্রিল তারিখে উক্ত স্কুলে আয়োজিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়; অতঃপর শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা" প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন। ২৬শে এপ্রিল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমন্বয়বাদের হেয়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মই যে সনাতন ধর্ম্ম এবং অন্যান্য ধর্ম্মসকল ছল-ধর্ম্ম, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বলাবাহুল্য, প্রত্যেকটী সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বিষ্ণুদৈবত: মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ উক্ত নেতাজী হাইস্কুলে এবং সহরের বিশিষ্ট লোকের গৃহে ভাগবত পাঠমুখে হরিকথা পরিবেশন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শিলিগুড়িতে যাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়াছিলেন সেই ভক্তপ্রবর শ্রীযুত অমূল্যভূষণ সাহা মহাশয় অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে সস্ত্রীক এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুত অমূল্যচরণ দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আরও কয়েকজন শ্রীনাম প্রাপ্ত হন।

মাথাভাঙ্গাবাসী ভক্তগণের হরিকথা শ্রবণে প্রচুর আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুসারে কয়েক মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী স্থানীয় শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক সহরের বিভিন্নস্থানে ১০।১২ দিন যাবৎ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিদ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

শিলিগুড়িতে বিপুলভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাধারা প্রচার করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে বিগত ১৮ই মে তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্ *

("প্রণব-পারিজাত"-পত্রিকা-প্রকাশিতস্য 'শ্রীভগবদবতার-তত্ত্বম্'-প্রবন্ধস্য প্রতিবাদঃ)

পূর্ব্বপ্রকাশিত সংস্কৃত 'ভূমিকা'র বঙ্গানুবাদ †

এই ভগবৎ 'অবতার-তত্ত্ব-নিরূপণ' প্রবন্ধে মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্ব খণ্ডনই মুখ্য উদ্দেশ্য দেখা যায়। সে-বিষয়ে তাহাদের যুক্তি এই—কলিতে ভগবানের অবতার নাই। ভগবানের "ত্রিযুগ" বলিয়া একটি নাম আছে। কলিতে অবতার স্বীকার করিলে তাহার সার্থকতা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কথিত অবতারের অতিরিক্ত অন্যের অবতারত্ব স্বীকার করা হইবে না। গর্গোক্ত পীতাবতারের হয়গ্রীবাদিতে অথবা অপীত ব্যাখ্যায় শ্রীরামে সমন্বয় হইতে পারে। ভাগবতকথিত "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি পদ্যত্রয়েরও কৃষ্ণ ও রামপরত্বেই সঙ্গতি হইতে পারে, এবং ভাগবতোক্ত অবতার ভিন্ন অন্যের অবতারত্ব কল্পনা অপেক্ষার লাঘব-হেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তত্ব কল্পনাই শ্রেষ্ঠ। অন্যথায় অনন্ত অবতার-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে।

এই বিষয়ে বলা যাইতেছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে" (আমি যুগে যুগেই আবির্ভূত হই), এস্থলে যুগে যুগে এই দুইবার উক্তির দ্বারা প্রত্যেক যুগেই ভগবানের অবতার প্রতীতি হয়। এস্থলে তিন যুগে তাঁহার অবতার, এরূপ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। অন্যথায় অর্থাৎ তিনযুগেই যদি তিনি অবতরণ করেন এরূপ নিয়ম হয়, তাহা হইলে "যুগত্রয়ে" এইরূপেই তিনি

---

* "প্রণব-পারিজাত"-নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী নবতীর্থ-লিখিত 'শ্রীভগবদবতার'-তত্ত্বম্-শীর্ষক প্রবন্ধের শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ (অধ্যাপক, নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজ) মহোদয়ের সংস্কৃতভাষায় লিখিত প্রতিবাদ ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যার্থে শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়-লিখিত তাহার বঙ্গানুবাদ আমরা গত ৫ম সংখ্যা হইতে শ্রীপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এসম্বন্ধে পরে পৃথক্ প্রবন্ধে পাষণ্ড-নাস্তিক্য-মতবাদ খণ্ডন করিবেন।—**সম্পাদক**

† গত সংখ্যায় "শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্" প্রবন্ধের 'ভূমিকার' সংস্কৃত অংশ অনুবাদ ব্যতিরেকেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহার বঙ্গানুবাদ হস্তগত হওয়ায় প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উদ্ধৃত হইল।—**প্রকাশক**

নিজেই বলিতেন। "কৃতং ত্রেতা-দ্বাপরঞ্চ" অর্থাৎ "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগেতে ভগবান কেশব এইরূপে যুগানুরূপ নাম ও বর্ণের দ্বারা সেই সেই যুগবর্ত্তী মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন।" এই উপক্রম-উপসংহার দেখিয়াও সেইরূপই যুগাবতার শব্দের অভিপ্রায় বুঝা যায়, এবং যুগ-চতুষ্টয়ে ভগবদাবির্ভাব-চতুষ্টয়ই শ্রীধর স্বামিপাদও উল্লেখ করিয়াছেন।

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ" এই শ্লোকেও সেইরূপই অভিপ্রায় লাভ হয় অর্থাৎ যুগানুবৃত্ত শব্দে প্রতিযুগেই ভগবদাবির্ভাব স্বীকার করিতে হইবে,—ইহাই স্থির হইল। তবে যদি "ভগবানের ত্রিযুগ নামের ব্যাঘাত হয়"—ইত্যাকার তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র এবং তাহার সহচররূপে "প্রত্যক্ষরূপধৃক্" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-রূপধারী হইয়া ভগবান্ হরি কলিতে দৃশ্য হন না ইত্যাদি অস্ত্র প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে আমরা এইস্থলে বলিব যে—"অহমেব কলৌ বিপ্র" অর্থাৎ "হে নারদ! প্রচ্ছন্নস্বরূপে আমিই কলিযুগে নিত্য ভগবদ্ভক্তরূপে সর্ব্বপ্রকারে লোক সকলকে রক্ষা করিব।" ইহা নারদ-পুরাণ-বচন। "শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ" গর্গোক্ত চারিযুগের চারি অবতারের চারিবর্ণ নির্দ্দেশ। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" ইত্যাদি ভাগবত-বচন। "কলিযুগে আমি নিজগণের সহিত অবতীর্ণ হইব" ইহা অনন্ত-সংহিতা বচন। "চিরকাল যাহা অর্পিত হয় নাই তাহা আমি জীবের প্রতি করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হইয়া সমর্পণ করিব" ইহা ভবিষ্য-বচন। "কলিকালে আমি পাপহত নরগণকে হরিভক্তি প্রদান করিব" ইহা বায়ু পুরাণ বচন। ইত্যাকার শত শত বচন-প্রামাণ্য দ্বারা ভগবানের কলিকালেও অবতার শুনা যায়। সুতরাং "হে শৌনক! বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজপ্রাপ্ত হইয়া অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র সম্যক্ শান্ত হইয়া গিয়াছিল"—এই রীতি অনুসারে তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র এইসব শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

সুতরাং এই সকল বিভিন্ন প্রমাণদৃষ্টে ইহাই নিশ্চিত হয় যে, কৃষ্ণ-রামাদির ন্যায় কলিকালে সাক্ষাদ্রূপে ভগবানের অবতার হয় না। প্রায়ই আবেশ-রূপে এবং কোনস্থলে ভক্তবেশে অবতার হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত অবতারই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। যথা—শ্রীঅজিতের মোহিনীরূপে এবং শ্রীশিবের কিরাতরূপে আবির্ভাব হইলেও সেই সেই স্বরূপের কৃষ্ণত্ব বা শিবত্ব বিনষ্ট হয় নাই। সেইরূপ এই কলিযুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

দেবেরও কৃষ্ণত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। প্রচ্ছন্নরূপ অবতারহেতু "ত্রিযুগ" নামেরও সার্থকতা সিদ্ধ হইবে। তাহাতে "হে মহাপুরুষ, আপনি যুগানুবৃত্ত ধর্ম রক্ষা করেন" ইহারও সঙ্গতি হয়। অন্যথায় এক শ্লোকস্থ উক্তিদ্বয়ের বিরোধ পরিহার দুষ্করই হইবে। সুতরাং এস্থলে শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবান্‌রূপ অভিমান ও ভক্তরূপ অভিমানেরই মাত্র ভেদ, বস্তুভেদ নহে।

অবতার-বহুত্বের প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যে অবতারের গণনা করা হইয়াছে তাহা মাত্র দিগ্‌দর্শনার্থ। সেইস্থানেই পরিশেষে 'হরির অবতার অসংখ্য' ইহা বলা হইয়াছে। সেইরূপ গীতাতেও "বিভূতিবিশিষ্ট যে যে জীবকে দেখিবে সকলই আমার অংশাবতার বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি বাক্যের সহিত একবাক্যতা দ্বারা অনন্ত অবতারের কথাই বলা হইয়াছে। সেইরূপ ভাগবতেও অন্যত্র (২।৭ অধ্যায়ে এবং ১১।৪ অধ্যায়ে) প্রথম স্কন্ধে অনুক্ত নানা অবতারের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ই এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫১ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নিজেই মুচুকুন্দকে বলিতেছেন,—"হে প্রিয়! আমার জন্ম, কর্ম্ম ও নাম সহস্র সহস্র রহিয়াছে। তাঁহার অনন্তত্বহেতু আমি নিজেও তাহার গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।" এই ভগবদুক্তিহেতু অন্যান্য অবতারেরও গ্রহণ বুঝা যায়। উপনিষদে 'রুক্মবর্ণ', 'হিরণ্ময় বপুঃ' ইত্যাদি উক্তি আছে। ব্রহ্মসংহিতায়, পুরাণে এবং তন্ত্রে পীতবর্ণ অবতারের বহুস্থলে উল্লেখবশতঃ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও সেইসব উক্তির হয়গ্রীবাদিতে কেহ কেহ সমন্বয় বলেন, তথাপি মহাভারতের "সন্ন্যাসকৃৎ" অর্থাৎ সন্ন্যাসকারী, "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ", "তথা পীত" ইত্যাদি শব্দোক্ত অবতারের অন্যত্র অসামঞ্জস্যবশতঃ অবশ্যই কৃষ্ণেরই গৌরত্ব স্বীকার্য্য। "অনর্পিতচরীং" এই ভবিষ্যবচনে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, 'শ্রীহরিই শ্রীশচীনন্দন'।

"কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের যদি কৃষ্ণ ও রামপরত্বেই ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত রূপাদিচতুষ্টয় প্রদর্শনরূপ প্রতিজ্ঞার হানি হয়। সেইরূপ রামচন্দ্রের ত্রেতাযুগের অবতারত্ব না বলিয়া কলিতে তাঁহার অবতারকথনে অসামঞ্জস্য স্পষ্টই প্রতীতি হয়; যেহেতু তিনি ত্রেতাযুগেরই অবতার। সুতরাং এইস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক কলিতেই যুগাবতার

রহিয়াছেন, কোন বিশেষ কলিকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রচ্ছন্নরূপে অবতার গ্রহণ করেন, তখন যুগাবতারের তাহাতেই প্রবেশ হইয়া থাকে।

এইরূপ সিদ্ধান্তে গৌরাঙ্গ হইতে ভিন্ন ভক্তগণেরও অবতারত্ব প্রসঙ্গ হয়, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। যেহেতু তিনিই শাস্ত্রে যুগধর্ম ও হরিনাম প্রচারকরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে অন্যের অবতারত্ব কথিত হয় নাই। প্রথমতঃ তিনি কলিকালে নামধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অনুযায়ী ভক্তগণ তাঁহার পথাবলম্বী হইয়া পরে নামধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং প্রচারকরূপে তাহা করেন নাই। অন্য যাহারা মহাপ্রভুর প্রভুত্ব অনুকরণকারী তাহারা তখন হইতেই জগতে নিন্দনীয় হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য প্রকাশের তারতম্য দ্বারাই ভক্তত্ব, অবতারত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব সিদ্ধ হয়—ইহাই এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

মূল-প্রবন্ধঃ (পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

উত্তরত্র "বশিষ্ঠাদিভির্ধর্মরক্ষাসম্ভবেদি"ত্যুক্তং অত্র চ "ভগবন্তং বিনা ন সম্ভবেত্তদর্থমেবাস্যাবতারঃ" ইত্যুক্তং তচ্চাসমঞ্জসমেব মন্যে। কিঞ্চ তর্হি কথং বশিষ্ঠাদীনাং নাবতারত্বং স্বীক্রিয়তে ইত্যপি ন জানে। বুদ্ধস্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রতিকূলত্বং সর্ব্বেষাং সুবিদিতমেব তেন কথং দিবোদাসব্যামোহেন দেবরক্ষা কৃতা ন জানে, নাস্তিকমত-প্রচারেণ বা কথং বর্ণধর্ম্মরক্ষা ভবেদি-

---

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষক কাহারা ?

পরে বলিয়াছেন— "বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা সম্ভব হইবে"; এস্থানে আবার "ভগবান্ বিনা ধর্ম্মরক্ষা সম্ভব হইবে না সেইজ্যই ভগবানের অবতার হইয়া থাকে" ইহাও বলিয়াছেন—এইরূপ উক্তিতে অসামঞ্জস্য বলিয়াই মনে করি এবং তাহা হইলে কিজন্য বশিষ্ঠাদির অবতারত্ব স্বীকার করা হয় না, ইহাও বুঝিতে পারিলাম না! বুদ্ধদেবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকূলতা আচরণ সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কি-প্রকারে দিবোদাস ব্যামোহ দ্বারা দেবগণের রক্ষা করিয়াছেন তাহাও জানি না। নাস্তিক

ত্যপি ন বুধ্যতে। তথা চ মৎস্য-কূর্ম্মাদীনাং কথং বা ধর্মসংস্থাপকত্বং সিদ্ধেৎ? তদর্থং পরম্পরত্বং নিবেশ্যতে চেৎ নামপ্রচারকস্যাপি ভবন্মতে তথাত্বং সমাপদ্যেত তৎ কথং বারণীয়মিত্যাদিকং বিভাব্যম্।

এবঞ্চ পশ্চাৎ যন্নামকীর্ত্তনস্য ধর্মত্বমনেন গুরুবরেণ নিরাকৃতং তৎকথং সঙ্গচ্ছতে? তত্র লক্ষণসঙ্গমনেঽপি যদৃচ্ছয়া যদি নিবার্য্যতে তদা স্বলক্ষ্যানাম-প্যুচ্ছেদাপত্তিঃ কথং বারণীয়া?

বস্তুতস্তু যাবন্তেঽবতারাঃ শাস্ত্রেষু শ্রূয়ন্তে মীয়ন্তে বা তাবন্ত এব ভগবদ্ বিগ্রহাঃ নিত্যাঃ শ্রীগোলোকাদৌ প্রপঞ্চাতীতধাম্নি সদা বর্ত্তন্তে, যথাহ শ্রুতিঃ "সর্ব্বে নিত্যাঃ" শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥" ত এব যদা বিশ্বকার্য্যার্থং ততঃ প্রপঞ্চেঽবতরন্তি তদা যথাযত এব অবতারসংজ্ঞাং লভন্তে পরিভাষ্যন্তে চ শাস্ত্রৈঃ। প্রাপঞ্চিকজন-

---

মত-প্রচারের দ্বারাই বা কি-প্রকারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলাম না। তাহা হইলে মৎস্য-কূর্ম্মাদির কি-প্রকারেই বা ধর্ম্ম-সংস্থাপকত্ব সিদ্ধ হয়? সেইজন্য যদি পরম্পরত্ব নিবেশ করিতে হয় তবে নাম-প্রচারক মহাপ্রভুরও আপনার মতেই ধর্ম্মস্থাপকত্ব সম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা কি-প্রকারে নিবারণ করিতে পারেন? এই সকল বিষয়ও চিন্তা করা উচিত। তার পরেও বলি,—নামকীর্ত্তনের যে ধর্ম্মত্ব এই গুরুবর বারণ করিয়াছেন তাহা কি-প্রকারে সঙ্গত হয়? নামকীর্ত্তনে ধর্ম্ম-লক্ষণের সঙ্গে মনেও যদৃচ্ছাক্রমে যদি তাহা নিবারণ করা হয়, তাহা হইলে নিজের লক্ষ্যসমূহেরও বিনাশ আপত্তি কি-প্রকারে বারণ করিবেন? অর্থাৎ এই দ্বিতীয় লক্ষণেরও উদাহরণ তাহার মতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এই লক্ষণও সর্ব্বদোষদুষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে যে-সকল অবতারের কথা শাস্ত্রসমূহে শুনা যায় বা অনুমান করা যায়, সেইসমস্ত ভগবদ্ বিগ্রহই নিত্যস্বরূপ, শ্রীগোলাকাদি প্রপঞ্চাতীত ধামে সর্ব্বদা ইহাঁরা বর্ত্তমান আছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—"পরমপুরুষ ভগবানের যে-সমস্ত স্বরূপের কথা শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়, সে-সমস্ত স্বরূপই নিত্য ও অনাদি, হ্রাস-বৃদ্ধি বা জন্ম-মৃত্যু-বর্জ্জিত। যেহেতু এইসকল স্বরূপ কখনই প্রকৃতিজাত নহে।" সুতরাং তাঁহারাই যখন বিশ্বকার্য্যের জন্য সেইসকল ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন তখনই প্রকৃতপক্ষে অবতার সংজ্ঞা লাভ করেন, এবং শাস্ত্রসকলও তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া

গোচরীভূতত্বমেব প্রধানতঃ প্রপঞ্চেঽবতরণং তদেব স্বরূপলক্ষণং বিশ্বকার্য্যং ধর্মস্থাপনাদিকং, তদর্থং তস্য যদবতরণং তত্তু তটস্থলক্ষণং বোধ্যম্। যথা ব্রহ্মণঃ ভগবতো বা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি দ্বয়ম্।

তথাচ পুরুষাবতারাণাং অবতরণ-স্বীকারাৎ আবেশাবতারাণাঞ্চ জীবত্বেঽপি শক্ত্যবতরণাৎ গৌণাবতারত্বং ন ব্যাহন্যতে। উক্তঞ্চ লঘুভাগবতামৃতে— "পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বাইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণবাবিঃ স্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥" অর্থঃ—পূর্ব্বোক্তাঃ তদেকাত্ম-রূপাদয়ঃ স্বয়মথবা পিত্রাদিকমাশ্রিত্য বিশ্বরূপং বিশ্বাস্মিন্ বা যৎকার্য্যং প্রকৃতিক্ষোভাদিকং দুষ্টদমনং শিষ্টপালনং সাক্ষাৎকারানন্দদানং ভক্তি-প্রচারাদিকং তদর্থং জগতি যদা আবিঃ স্যুস্তদাপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽ-বতরণাদবতারাঃ কথ্যন্তে ইতি ভাবঃ।

যচ্চ দ্বিশতপঞ্চাশৎ পৃষ্ঠায়ামুক্তং "স্বজ্ঞানানুরূপকথনে মিথ্যাবাদিত্বং নস্যাৎ" তত্রোচ্যতে তথাত্বে "নাহং ভক্ষিতবানস্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ"

কীর্ত্তন করেন। জগতীস্থ জনগণের চক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার নামই প্রধানতঃ প্রপঞ্চে অবতরণ, তাহাই অবতারের স্বরূপলক্ষণ। বিশ্বকার্য্য, ধর্মসংস্থাপনাদি জন্য যে প্রপঞ্চে অবতরণ তাহা কিন্তু অবতারের তটস্থ-লক্ষণ জানিতে হইবে। যেরূপ পরব্রহ্ম বা ভগবানের সৎ-চিৎ-আনন্দই স্বরূপ-লক্ষণ, আর যাহা হইতে জগজ্জন্মাদি, তাহা তটস্থ-লক্ষণ বলা হয়।

সেমতে পুরুষাবতারগণের অবতরণ স্বীকারহেতু এবং আবেশাবতারগণের জীবত্ব থাকিলেও শক্তির আংশিক অবতরণহেতু গৌণ অবতারত্ব বিনষ্ট হয় না। লঘুভাগবতামৃতে এ বিষয়ে বলা হইয়াছে—"পূর্ব্বোক্ত তদেকাত্মরূপাদি শ্রীনৃসিংহাদিবৎ স্বয়ং অথবা পিত্রাদ্যাশ্রয়ে শ্রীরামাদিবৎ এই জগতের যে যে কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃতির ক্ষোভ, দুষ্ট-দমন, শিষ্টপালন, ভক্তকে দর্শনদানাদি দ্বারা আনন্দ-প্রদান ও ভক্তিপ্রচারাদি কার্য্যের জন্য যে-সময়ে এই জগতে আবির্ভূত হন, তখন অপ্রাকৃত ধাম হইতে প্রাকৃত জগতে অবতরণ-হেতুই অবতার—বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ।

প্রকৃত মিথ্যাবাদিত্ব নির্ণয়

দুইশত-পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, "নিজের জ্ঞানানুরূপ বলাতে মিথ্যাবাদিত্ব দোষ হয় না" এবিষয়ে বলিতেছি—যদি তাহাই হয় তবে যে

ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য মৃৎভক্ষণপ্রসঙ্গে উক্তিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে? লোকেঽপি পীত-দৃষ্টিনা শঙ্খঃ পীত ইতি গদিতে সর্ব্ব এব তং মিথ্যৈব জানন্তি বদন্তি চ নায়ং যথার্থভাষী রোগাদেবং পশ্যতি বদতি চ। বস্তুতস্তু অযথার্থজ্ঞানমেব মিথ্যা তৎ কথনমেব মিথ্যাভাষণম্।

বস্তুগত্যা এব 'তদভাববতি তৎপ্রকারকত্বকথনমেব মিথ্যাভাষণং' নাত্র-লক্ষণে স্বানুভূতত্বাদি নিবেশ্যং। রজ্জুং দৃষ্ট্বা পলায়মানং জনন্তু অন্যঃ "ত্বং সত্যং নাবাদীঃ এহি পশ্য নায়ং সর্পঃ রজ্জুরেব" ইত্যেব ব্রূয়াৎ নহি কদাপি "ত্বং সত্যমেবাবাদীঃ" ইতি কথয়েৎ। ভগবদ্বিষয়কভ্রমনির্ণায়কত্বন্তু নাভক্ত-জনানাং তত্তু ভক্তানাং শাস্ত্রস্য.চ। অন্যথা দুর্য্যোধনাদীনাং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বাপি কথং তত্ত্বজ্ঞানং নাসীৎ যুধিষ্ঠিরাদীনাঞ্চাসীৎ? অস্যোত্তরন্তু "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি স্মৃতেরেব সম্ভবেৎ। অপরঞ্চ উত্তরকালবাধিতত্বরূপমিথ্যাত্বমপি নাত্র সম্ভবেৎ। নিত্যং শাস্ত্রে তদুপাসনাস্বীকারাৎ অবতারাৎ প্রভৃতি লোকে

শ্রীকৃষ্ণ মা-যশোদাকে বলিতেছেন—"হে মাতঃ! আমি মাটি খাই নাই, সুবলাদি সকলেই মিথ্যাকথা বলিতেছে"—এই মৃৎভক্ষণ-লীলা প্রসঙ্গীয় উক্তি কি-প্রকারে সঙ্গত হয়? যেহেতু বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে মাটী খাইতে দেখিয়াই মাকে বলিয়া দিয়াছিল, ইহাতে তাহারা মিথ্যাবাদী হয় কি-প্রকারে? এ জগতেও রোগবশতঃ পীত-দৃষ্টিহেতু কেহ যদি শঙ্খকে পীতবর্ণ বলে, সকলেই তাহা মিথ্যা বলিয়া জানে এবং বলিয়াও থাকে—এই ব্যক্তি যথার্থ সত্যকথা বলিতেছে না; রোগবশতঃই ইহাকে পীত দেখায় পীত বলিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে যথাযথভাবে বস্তুর জ্ঞানাভাবকেই মিথ্যাজ্ঞান এবং সেইরূপ বলাকেই মিথ্যা-কথন বলে।

বস্তুর যথাযথ স্বরূপ অবগত না হইয়াই "যাহা যাহা নহে তাহাকে সেই প্রকারত্বরূপে বলার নাম মিথ্যা-ভাষণ"—এই মিথ্যা-লক্ষণে 'নিজের অনুভূতির অনুরূপ বিরূপ' ইত্যাদি বিশেষণ নিবেশ করা যাইবে না। যেহেতু রজ্জু দেখিয়া পলায়মান ব্যক্তিকে তৎস্বরূপজ্ঞ অন্যে "তুমি সত্য কথা বল নাই, আসিয়া দেখ এইটি সর্প নহে, রজ্জুই পড়িয়া আছে" ইহাই বলিবে; কখনও "তুমি সত্যই বলিয়াছ" ইহা বলিবে না। ভগবদ্-বিষয়ক ভ্রমনিশ্চায়কত্ব অভক্ত-জনের কার্য্য নহে, তাহা একমাত্র ভক্ত ও শাস্ত্রেরই কার্য্য। অন্যথায় দুর্য্যোধনাদির কৃষ্ণকে দেখিয়াও কি-জন্য তত্ত্বজ্ঞান উদয়

প্রচলিতত্বাচ্চেতি নির্মৎসরাণাং সুবিদিতমেব। মৎসরাণাং তদস্বীকারে কা হানিঃ ?

যচ্চোক্তং "মন্বাদীনামপি স্বতঃপ্রামাণ্যাভাবাৎ বেদমূলত্বেন প্রামাণ্যং" তথৈবাস্মাভিরপি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতস্য বেদসার-শ্রীমদ্ভাগবতাদিপ্রামাণ্যেনৈব প্রামাণ্যং ন স্বতঃ ইত্যতএব তত্রপ্রতিপংক্তিপ্রমাণমুপন্যস্তং। অসতি বিরোধে মন্বাদিবদেবাস্য প্রমাণং স্বীকুর্মঃ আপ্তোক্তত্বাৎ। ন চাত্র বেদবিরুদ্ধং দৃশ্যতে,পরন্তু সাক্ষাৎবেদবিরুদ্ধমপি যত্র দৃশ্যতে তাদৃশমপি 'দেবী ভাগবতং'

(ক্রমশঃ)

—**শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ.** (নবদ্বীপ)

হইল না, আবার যুধিষ্ঠিরাদির তাহা কেন হইল ? তাহার উত্তর—"আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হই" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যই দিতে পারে।

আবার পরবর্ত্তীকালে বাধিত হয় এইরূপ মিথ্যারও গ্রহণ এস্থানে সম্ভবপর হয় না। নিত্যই শাস্ত্রে গৌরাঙ্গ ভগবানের উপাসনা স্বীকৃত আছে, এবং অবতারকাল হইতে জগতে উপাসনা প্রচলিতও রহিয়াছে বলিয়া মাৎসর্য্যহীন মনুষ্যগণের সুবিদিতই আছে। মাৎসর্য্যশীলগণের তাঁহার উপাসনার অস্বীকারে কি হানি হইবে ?

তিনি আবার বলিয়াছেন যে—"মনু প্রভৃতির কৃত সংহিতাদিরও স্বতঃপ্রামাণ্যের অভাববশতঃ বেদমূলত্বরূপেই তাঁহাদের প্রামাণ্য", সেইরূপ আমরাও বেদসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রামাণ্যের দ্বারাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রামাণ্য স্বীকার করি। এই চৈতন্যচরিতামৃতের প্রামাণ্যও স্বতঃস্বীকৃত হয় নাই। সেইজন্যই চৈতন্যচরিতামৃতে প্রতি পংক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবতাদি শাস্ত্র-প্রমাণ বিন্যস্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-বাক্যের সহিত বিরোধ না থাকিলে মন্বাদি শাস্ত্রের যেমন প্রামাণ্য স্বীকার হয়, সেইরূপ আমরাও ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করি, যেহেতু উহাও আপ্তোক্ত। ইহাতে বেদবিরুদ্ধ কোনকথা দেখা যায় না, অথচ **সাক্ষাৎ বেদবিরুদ্ধ কথাও যাহাতে দেখা যায় সেইরূপ 'দেবী ভাগবত'-নামক**

(ক্রমশঃ)

—**শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ** (নবদ্বীপ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৫শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৭০ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১৪ পদ্মনাভ, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ৭ম সংখ্যা

মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭০ ; ইং ১৭।৯।১৯৬৩

সানুবাদং

শ্রীরুদ্র-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্ (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতিতমেঽধ্যায়ে—৪৪-৫৮)

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চ্চিতম্।
রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাঞ্জনম্ ॥১॥

স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্ব্বসৌন্দর্য্য-সংগ্রহম্।
চার্ব্বায়ত-চতুর্ব্বাহু-সুজাতরুচিরাননম্ ॥২॥

পদ্মকোশ-পলাশাক্ষং সুন্দর-ভ্রু-সুনাসিকম্।
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণ-বিভূষণম্ ॥৩॥

প্রীতি-প্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরুপশোভিতম্।
লসৎ-পঙ্কজ-কিঞ্জল্ক-দুকূলং মৃষ্ট-কুণ্ডলম্ ॥৪॥

স্ফুরৎ-কিরীট-বলয়-হার-নূপুর-মেখলম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মমালা-মণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ ॥৫॥

সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎ সৌভগ-গ্রীব-কৌস্তুভম্ ।
শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্ত-নিকষাশ্মোরসোল্লসৎ ॥৬॥

পূর-রেচক-সংবিগ্ন-বলি-বল্গু-দলোদরম্ ।
প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্ত্তগভীরয়া ॥৭॥

শ্যামশ্রোণ্যধি-রোচিষ্ণু-দুকূল-স্বর্ণমেখলম্ ।
সমাচার্ব্বজ্যি-জঙ্ঘোরু-নিম্নজানু-সুদর্শনম্ ॥৮॥

পদা শরৎ-পদ্ম-পলাশ-রোচিষা
নখ-দ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা ।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্ত-সাধ্বসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্ ॥৯॥

হে ভগবন্! আপনার যে রূপ ভাগবত ভক্তগণদ্বারা নিত্য অর্চ্চিত ও সমাদৃত, যে রূপ আপনার নিজ-জনের প্রিয়তম এবং যাহা সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, আমরা আপনার সেই রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে দর্শন প্রদান করুন। হে প্রভো, আপনার ঐ রূপ বর্ষাকালীন সুস্নিগ্ধ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; উহাতে নিখিল সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ বিদ্যমান—আপনার ঐ রূপে মনোহর ও আয়ত বাহুচতুষ্টয় শোভিত রহিয়াছে এবং অবয়বের পরিমিত সুন্দর বদন শোভা পাইতেছে; উহার চক্ষুযুগল—পদ্মের কোশ-মধ্যবর্ত্তী পত্র-সদৃশ এবং সুন্দর-ভ্রূযুক্ত; উহার নাসিকা—সুন্দর, দন্ত—সুচারু, মুখমণ্ডল—মনোহর কপোলদ্বয়-বিশিষ্ট; কর্ণযুগল পরস্পর এরূপ সমান যে, উহাই ভূষণস্বরূপ হইয়াছে; কুঞ্চিত কেশদামে সুশোভিত নেত্রাপাঙ্গদ্বয় যেন প্রীতি-নিবন্ধন নিরন্তর হাস্য করিতেছে; কটিদেশে পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র ঔজ্জ্বল্য বিলাস করিতেছে, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল বিলম্বিত; কিরীট, বলয়, হার, নূপুর ও মেখলা প্রভা বিস্তার করিয়া

শোভা পাইতেছে ; শঙ্খ-চক্র-গদা, পদ্ম-মালা ও মণিগণ উত্তম শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ শ্রীমূর্ত্তির গলদেশে যে কৌস্তুভমণি শোভিত রহিয়াছে, সেই শোভার কথা আর কি বলিব ! সিংহের স্কন্ধদেশে যেমন চতুর্দ্দিকে প্রসারণশীল কেশররাজি থাকে, তাহারই ন্যায় যেন সর্ব্বদিকে উহা মনোহর কান্তি বিস্তার করিয়া বিলসিত রহিয়াছে। ঐ কৌস্তুভমণির শোভাদ্বারা (অথচ, অচঞ্চলা লক্ষ্মীরেখাদ্বারা) বক্ষঃ-স্থলে এরূপ শোভা হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা স্বর্ণরেখাঙ্কিত নিকষ-পাষাণকেও তিরস্কার করিতেছে। ত্রিবলি রেখা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-নিবন্ধন কম্পিত হইয়া অশ্বত্থপত্রসদৃশ সুগঠন উদরের শোভা বিস্তার করিতেছে। আবর্ত্তের ন্যায় গভীর নাভিপ্রদেশ দেখিয়া মনে হয়, যে নাভিদেশ হইতে এই বিশ্ব নির্গত হইয়াছে, উহাতেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতেছে ; শ্যামবর্ণ নিতম্বে যে মনোহর পট্ট পীতাম্বর বেষ্টিত রহিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণমেখলা বিরাজিত থাকিয়া আরও অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে ; পাদ, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়, পরস্পর সমান ও সুন্দর, জানুযুগল—অনুন্নত এবং দর্শন ; সুচারু শারদ পদ্ম-পলাশের ন্যায় দীপ্তিশালী পদযুগল যে নখরাজি শোভিত রহিয়াছে, উহার দ্যুতিদ্বারা আমাদিগের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিতেছে। তাঁহার শ্রীচরণ—প্রোজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ ; উহাদ্বারা প্রপন্ন পুরুষগণের সংসারভয় দূরীকৃত হয়। হে প্রভো, আপনি—অজ্ঞানসেবি-জীবের প্রকৃত-মার্গ-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেব ; আপনি আমাদিগকে আপনার ঐ রূপ প্রদর্শন করুন ।।১-৯।।

এতদ্রূপমনুধ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্ ।
যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥১০॥

যাঁহারা আত্মশুদ্ধিলাভে প্রয়াসী, তাঁহারা এই রূপের ধ্যান মাত্র করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হন না। আর আত্মধর্ম্ম ভক্তিযোগ-অনুষ্ঠানকারি-ভক্তগণের নিকট এই রূপ ভক্তি-যোগ-প্রভাবে অভয়প্রদ হইয়া থাকে ।।১০।।

ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদ্গতিঃ ॥১১॥

যাঁহারা স্বর্গের রাজত্ব সম্ভোগ করেন সেইরূপ ব্রহ্মাদি দেবতা-গণের আপনি স্পৃহণীয় হইলেও, যাঁহারা স্বর্গাদিতে বিরক্ত হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আপনার আরাধনা করেন, আপনি সেই-সকল আত্মবিদ্গণের অধোক্ষজ-জ্ঞানগম্য। আপনি সর্ব্বদেহীর নিকট দুর্ল্লভ হইলেও আপনার ভক্তের নিকট সুলভ ॥১১॥

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া ।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥১২॥

আপনি দুরারাধ্য ; যে ঐকান্তিকী ভক্তি সাধুগণেরও দুর্ল্লভ, আপনাকে সেই ভক্তির দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আপনার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তিই বা অন্য কিছু বহির্বিষয় কামনা করিবেন ?১২॥

যত্র নির্ব্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে ।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য্য-শৌর্য্য-বিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ॥১৩॥

কাল শৌর্য্য-বীর্য্য-বিস্ফুরিত ভ্রূ-যুগল দ্বারা বিশ্বকে বিধ্বংস করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনারই পাদমূলে শরণাগত হন, কাল তাঁহাকে তাঁহার বশ্যজনরূপে গণনা করিতে সাহসী হন না ॥১৩॥

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥১৪॥

যে-সকল পুরুষ ভগবৎসহচর, যদি ক্ষণার্দ্ধকালও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজত্ব প্রভৃতি মর্ত্ত্যলোকের সুখের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি ॥১৪॥

অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্ব্বহিঃস্নান-বিধূত-পাপ্মনাম্ ।

ভূতেষ্বনুক্রোশ-সুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥১৫॥

আপনার শ্রীচরণ যুগল—যাবতীয় পাপ-নিবর্ত্তক। অভ্যন্তরে আপনার কীর্ত্তি-তীর্থে এবং বাহ্যে গঙ্গা-তীর্থে স্নান করিয়া যাঁহাদের অভদ্ররাশি বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হইয়াছেন এবং যাঁহাদের রাগ-দ্বেষ বিরহিত-চিত্তে সরলতাদি সদ্‌গুণ-রাশি বিদ্যমান, আপনি কৃপা করুন, যেন তাঁহাদিগের সহিত আমাদের সাহচর্য্য হয়, তাহা হইলেই আমাদিগের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহের নিদর্শন দৃষ্ট হইবে ॥১৫॥

আসল ও নকল

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্ববৈষ্ণবসমাজ-প্রণম্য—এবিষয়ে কাহারও কোন মতভেদ নাই। **সেই মহাত্মার অলৌকিক অনুভবদ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর** যে শ্রেণীর লোকের বিবাদমুখে পণ্যদ্রব্য হইয়াছে, তাঁহারা কিছু তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ হওয়া আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ, এক নহে। অনুকরণকারি-সমাজে অনেক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও স্থলে শাখামৃগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া এক সাহেবের তাঁবুর মধ্যে চেয়ারে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল, খালি বোতল হইতে খালি গ্লাসে বায়ু ঢালিয়া পান করিবার অভিনয় করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুকরণ-কারী শাখামৃগ খবরের কাগজ পড়িয়া উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, সিদ্ধান্ত হইবে? শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার মানব-গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ-পদ্ধতিদ্বারা "পড় পাখী আত্মারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ে পক্ষীবরের সহৃদয় অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না।

অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থা কখনই আসল জিনিষ দিতে সমর্থ হয় না। যদি বৈরাগীর বেষ জীবকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ত্যাগী করাইত, তাহা হইলে যাবতীয় পশু বসনাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারিত। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি হেন বাজে"—প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে"—প্রভৃতি নীতি বাক্যের অসম্মাননা করেন, তাঁহারাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আদর্শের কোন সম্বল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী হন। 'মুড়ি' ও 'মিছরি' কখনও এক জাতীয় হইতে পারে না। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত আছে। **মানুষকে ধাঁধাঁ দেওয়া অতি সহজ কিন্তু প্রকৃত মানুষকে ধাঁধাঁ দিতে গেলে আপনাকেই ধাঁধাঁয় পড়িয়া যাইতে হয়।**

সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ জগন্মান্য ও বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহার নিষ্কিঞ্চন অনুরাগীগণ শুদ্ধভক্ত। অভক্তগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া যে ভক্তের হাবভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র। আসল ও ভেজাল বা নকল কখনই এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভাগ্যহীন জনগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা-ক্রমে আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এই-জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক; আর মুড়ি মিছরিকে সমজ্ঞানকারী, বিষ্ঠা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গিয়া কু-সাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন। ত্রিদণ্ডধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতাহরণ করিয়াছিল, শান্তিপুর ফুলিয়ার একজন 'ভক্তি'-সজ্জার ভক্ত-বিটলেমী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কৃত্রিম অশ্রুজল ও ফোঁস ফোঁস দেখাইয়া বৈষ্ণবতার কাপট্যে আমরা যতই কেন না অনুকরণ করিয়া গান করিতে ও ঘিনি বাজাইতে যাই এবং লোমহর্ষণের অভিনয় করি, তাহাতে কয়েকটা নির্ব্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা উভয়েই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া তমিস্রের গহ্বরে পড়িয়া যাইবে।

বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবগণের সহিত কপট-বৈষ্ণবতার সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। **নিত্য-সত্য-বস্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব অক্ষুণ্ণ থাকিবেন, তাঁহার ধাম যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর অক্ষুণ্ণ থাকিবেন**—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিম চেষ্টা

জহুরীর কষ্টি পাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে। যেহেতু আমাদের ন্যায় নেশাখোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই পাইব—এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সংখ্যক উচ্চউপাধিপ্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় না বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এরূপ নহে। 'কোয়াটারনেণ্টস্' ধারাপাত-পড়া গণিতজ্ঞের নিকট আদরের বস্তু না হইলেও উচ্চগণিতজ্ঞ-গণের লোভনীয় বস্তু। নির্ব্বোধ প্রাকৃত ধনলোভী, **অবান্তর-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন নদীয়া গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরের বিপ্রলিপ্সামূলে আদর না থাকিলেও ভক্তরাজের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও দিনই কক্ষ্যচ্যুত হইবে না।** কুলিয়া সহরে ধন-দৌলতের—কল-কৌশলের—লোভ-মোহের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও যদি মলিন জীর্ণ-বসন-পরিধানকারী বৈষ্ণব-সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত বুদ্ধিকারী জনগণের দুর্ব্বলা চেষ্টা কখনই জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠামুগ্ধ জনগণ সত্যের উপাসকের নিকট আদর পাইতে পারেন না। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতা প্রভৃতি ভগবন্নাম ও ভগবদ্ধামের স্বরূপোপলব্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের উপাসনা তাহাদিগকে শত যোজন দূরে রাখিবে।

—**জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

মালা ও তিলক-ধারণের নিত্যতা

বৈষ্ণবগণ মালা-(তুলসী-কণ্ঠি) তিলক ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ইহাতে ঘৃণার্হ কিছুই নাই, পরন্তু ইহা শ্রীভগবানের দাসত্ব-চিহ্ন-স্বরূপ। যাঁহার বাড়ীর দাসত্ব স্বীকার করা যায়, তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যেমন আদালতের চাপরাশীরগণের চাপরাশ (Badge), বৈষ্ণবদিগের পক্ষেও মালা-তিলক সেইরূপ।

যাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ না করিলে প্রভুকে অগ্রাহ্য করা হয়; অতএব যে ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, সেই ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি প্রতিপালন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেই তাহা বুঝেন না। বৈষ্ণবদিগের মালা-তিলক দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত

করিয়া থাকেন। এই মালা-তিলক ধারণের জন্যই অনেকে "বৈষ্ণব ধর্ম্মকে" অসভ্য-জনোচিত ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হন না। যে মালা-তিলক সাধারণের এত ঘৃণার সামগ্রী, সেই মালা-তিলক সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুনুন,—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥ (পদ্মপুরাণ)

ভাবার্থ—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (নাসিকা হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধভাবে যে তিলক রচনা করা হয় তাহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বলে) ব্যতীত যজ্ঞ, দান, তপঃ, হোম, পিতৃতর্পণ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে যে-সকল কার্য্য করা হয় তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে নারদোক্তিতে একস্থলে দেখা যায়,—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশান-সদৃশং ভবেৎ॥

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশানবৎ পরিত্যজ্য। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-মৃদা শুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চাণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম-সনাতনম্॥

ইহার অর্থ এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। যথা,—যাহার ললাটদেশে মৃণ্ময় শ্বেত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্টিগোচর হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও পবিত্র; তিনি সনাতন পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন।

আবার,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তিরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ॥
(স্কন্দপুরাণ কার্ত্তিক প্রসঙ্গ)

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অবস্থান করেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রেই যশের অবস্থান, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে মুক্তি এবং হরির অবস্থান-ক্ষেত্র। অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) কখনই নিন্দনীয় বা ঘৃণার্হ নহে। ইহার সমস্তই মঙ্গলের কারণ; অতএব ধর্ম্মার্থী এবং মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা বিধি।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আর একটী গুণ, যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে॥

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে-স্থানে যেভাবেই দেহ পরিত্যাগ করুন না কেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও বিমানযোগে মল্লোকে আসিয়া পরমসুখে কালযাপন করেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারী ব্যক্তি যাঁহার গৃহে আহার করেন, আমি তাঁহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি। যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারী ব্যক্তি গৃহে ভোজন করিলে বিংশতি পুরুষ নরকমুক্ত হন, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে কত পবিত্র, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের যে কি মহান্ গুণ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফল কথা, যদি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কখনই উপেক্ষনীয় নহে, পরন্তু ইহা পরম আদরণীয়, বরণীয় ও মঙ্গলপূর্ণ।

মালা ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক, —

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধা কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ (গরুড় পুরাণ)

ভাবার্থ ঃ—যে-সকল পাপমতি তার্কিকগণ মালাধারণ না করে, তাহারা হরি-কোপানলে দগ্ধ হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবদুক্তি আছে,—

তুলসীকাষ্ঠ-মালাঞ্চ কণ্ঠস্থং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা গলদেশে ধারণ করেন তিনি আচারভ্রষ্ট অপবিত্র হইলেও আমাকে লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র যখন মালা-তিলক ধারণের অনুমোদন করিতেছেন এবং তাহার অন্যথায় নরক-ভোগ প্রভৃতির আশাঙ্কাও দেখাইয়াছেন এবং স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশানুসারে মানব যখন পরিচালিত হইয়া থাকেন, তখন মালা-তিলক কখনই উপেক্ষনীয় হইতে পারে না।

আমরা এতাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যে-সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে মালা-তিলক যে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করে, তাহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে। শাস্ত্র-গ্রন্থসকলে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে আর উদ্ধৃত না করিয়া এইখানেই নিরস্ত হইলাম। ভরসা করি, সনাতন হিন্দুগণ হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিবেন না। অথবা মালা-তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্বীয় পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিবেন না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিরাকার ব্রহ্মবাদ ভক্তিবিরোধী

ব্রহ্ম—নিরাকার-তত্ত্ব, ঈশ্বর—সাকার।
ইহা নির্ব্বিশেষবাদী করিছে বিচার ॥
করিয়া সাকার পূজা চিত্তশুদ্ধি হ'লে।
নিরাকার ধারণার যোগ্যতা সে মিলে ॥
থাকে না তখন আর মায়া অন্ধকার।
'আমি ব্রহ্ম' বলি' জীবে করে অহঙ্কার ॥
দুই গতে হয় এক নির্ব্বাণ-মুকতি।
কদাপি মানে না ভক্তে এইমত যুক্তি ॥
ভক্তের ঈশ্বর—'নিত্য' 'নির্গুণ' 'সাকার'।
বেদে ব্রহ্ম বলি' তাকে করে পরচার ॥
নির্ব্বাণ-মুকতি মিথ্যা, সত্য বিষ্ণুভক্তি।
জীব—নিত্য-কৃষ্ণদাস, ভক্তি তার বৃত্তি ॥
যাহা বৃত্তি, তাহা ধর্ম্ম, সেই সিদ্ধভাব।
বিষ্ণুভক্তি হয় মুক্তজীবের স্বভাব ॥
ভক্তি-প্রতিকূল হয় নির্ব্বাণ-মুকতি।
ভক্তের না হয় কভু সেই ফলে রতি ॥
'আমি ব্রহ্ম' ইহা কহে সোহংবাদী জন।
দুঃসঙ্গ ভাবিয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥

শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
বিষ্ণু-অবতার সব অংশের আখ্যান ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ নিত্য চিন্ময় সাকার।
কখন না হয় তাহা গুণের বিকার ॥
বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ—বংশীবদন।
মাধুর্য্যে জ্ঞানীর চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
তর্কের অগম্য কৃষ্ণ স্বয়ং পরকাশ।
ভক্তের হৃদয়-মাঝে তাহার বিলাস ॥
কৃপা বিনা কৃষ্ণতত্ত্ব কেহই না জানে।
অনুমান নহে সত্য তাহার প্রমাণে ॥
রমাপতি দাস বলে—শুন সর্ব্বজন।
মুক্তি ত্যজিয়া কর শ্রীনাম-কীর্ত্তন ॥

—পণ্ডিত শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৫)

শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, তাহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু তাঁহার তনু-ত্যাগের কথার কিরূপে সঙ্গতি হইবে ?

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনৈব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্ ॥
যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্‌যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্ ॥

(ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৫)

[কাহারও পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, তিনি অন্য একটী কণ্টকের সাহায্যে বিদ্ধ কণ্টকটীকে উন্মূলিত করেন এবং পশ্চাৎ উভয় কণ্টককেই পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ জন্ম-বিরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে মূর্ত্তিদ্বারা ধরিত্রীর ভার স্বরূপ অসুরগণের বধ সাধনপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ

সেই শরীরও অপ্রকট করিলেন ।।৩৪।। যেরূপ নট বিশেষ বিশেষ চরিত্র অভিনয়ের জন্য বহুবিধ সজ্জা গ্রহণ করে এবং অভিনয় অন্তে সেই রূপ অন্তর্হিত করে, সেইরূপ ভগবানও বিশেষ প্রয়োজন উদ্দেশ করিরাই মৎস্যাদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সংসাধিত হইলে সেইসকল রূপ অপ্রকট করেন; সেইপ্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে-কলেবরদ্বারা ভূভার হরণ করিয়াছিলেন তাহা অন্তর্হিত করিলেন ।।৩৫।।]

তনু, রূপ ও কলেবর—এই শব্দসকলদ্বারা শ্রীভগবানের 'দেহ' নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ; 'ভাব' উক্ত হইয়াছে—ভূভার-হরণেচ্ছা-লক্ষণ এবং দেবতা-প্রতিপালনেচ্ছারূপ ভাব। তৃতীয়স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে 'তনু'-শব্দে ব্রহ্মার ভাব বলা হইয়াছে। "বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং" ব্রহ্মা পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করিয়া তাহা তমোময় দেখিয়া মন প্রসন্ন না হওয়ায় সেই দেহ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলে অসুরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলে শ্রীহরির উপদেশে "বিমুঞ্চতাত্মতনুং ঘোরাং"—নিজের কাম-কলুষিত তনু ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণকে সৃষ্টি করিয়া "বিসসর্জ তনুং তাং" সেই তনু ত্যাগ করিলেন। তৎপরে কর-চরণাদির প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মা যখন দেখিলেন যে, সৃষ্টিবৃদ্ধি লইল না, তখন "ক্রোধাদুৎসসর্জ হ তদ্বপুঃ"—ক্রোধবশে সেই বপু ত্যাগ করিলেন। উক্ত শ্লোকসকলের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—সর্ব্বত্র তনুত্যাগো নাম তত্তন্মনোভাব-ত্যাগো বিবক্ষিতঃ"—সর্ব্বত্র তনুত্যাগ অর্থে মনোভাব ত্যাগ। শ্রীভগবান সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে। ভার-হরণাদিকার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর কর্ম্ম। তবে যখন স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তখন যুগাবতারাদির কর্ম্মও (ভূভার-হরণ, দেবতা-প্রতিপালনাদি) তাঁহা হইতেই নিষ্পন্ন হয়, তাঁহাতে ঐ ভাবের আভাসমাত্র ছিল। এজন্য কণ্টক-দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত। কণ্টক-বিদ্ধাঙ্গ ব্যক্তির বিদ্ধ-কণ্টক ও মোচক-কণ্টক দুইটীই যেমন সমান, শ্রীভগবানেরও তদ্রূপ। এ বিষয়ে পরমাত্মসন্দর্ভে এইরূপ সিদ্ধান্তিত :—

চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বরূপ-শক্তিদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদিগত অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি-যুক্ত। তিনি প্রাকৃত-গুণরহিত বলিয়া অবিকারী। স্বরূপশক্তির বিলাসভূত অনন্ত ক্রিয়া সর্ব্বদা নিত্যসিদ্ধরূপে তাঁহাতে বিদ্যমান অর্থাৎ শ্রীভগবান অনন্তস্বরূপে স্বরূপশক্তির প্রকাশিত অনন্তলীলায় নিত্যনিরত বলিয়া লীলা-

বির্ভাব-কর্ত্তা তাঁহার অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। এজন্য প্রাকৃত কর্ত্তার ন্যায় তিনি বিকারপ্রাপ্ত হন না। তিনি যদি স্বরূপে নির্ব্বিকার হন, তবে তাঁহার সত্ত্বাদি-গুণ এবং গুণাশক্তিহেতু স্থিত্যাদি-ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব? চিন্মাত্র-বস্তুবিরোধী সেইসকল গুণ ও ক্রিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁহাতে যুক্ত হয় না। তিনি স্বরূপৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া স্বেচ্ছাক্রমেও সে-সকল অঙ্গীকার করেন না। কেবল লীলাবশতঃই গুণাতীত তিনি গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন, সেই লীলাদ্বারা কিরূপে গুণ-ক্রিয়ান্বিত হন? তদুত্তর,—লীলা—ক্রীড়া। বালক বস্তুবিশেষ বা অন্য বালক-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। স্বরূপ-বৈভবে পরিতৃপ্ত ভগবান্ অন্য বস্তু হইতে তাদৃশ লীলায় প্রবৃত্ত হন না। তাঁহার আশ্রিতা গুণময়ী মায়াই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি মায়ার নিয়ামক বলিয়া মায়ার কার্য্য তাঁহার লীলাবিশেষ-রূপে গণ্য হয়। তাঁহার চিচ্ছক্তিদ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদিলীলা আর মায়াশক্তি-দ্বারা সৃষ্ট্যাদিলীলা নিষ্পন্ন হয়। মায়াসহ তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, এজন্য বলা হইল, ভূভার হরণাদি-কার্য্যে তাঁহার আবেশ থাকিতে পারে না।

মৎস্যাদি-রূপও নিত্য। ঐসকল রূপের ধারণ ও ত্যাগ সম্বন্ধে তাৎপর্য্য—মৎস্যাদি অবতারে পৃথিবীর ভারস্বরূপ "দৈত্য-বধাদি-বিষয়ক ভাব গ্রহণ ও ত্যাগ" বুঝিতে হইবে। "ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ"। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'নট' শ্রাব্য-রূপকাভিনেতা—কথক। শ্রাব্য-রূপকাভিনেতা নিজরূপে নিজবেশে থাকিয়াই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অভিনয় সহকারে গান করিবার নিমিত্ত নায়ক-নায়কাদি ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধেও তাদৃশ জানিতে হইবে অর্থাৎ স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই নানা রূপ প্রকটন করেন। তৃতীয় স্কন্ধে বিশেষভাবে বর্ণিত—

প্রদর্শ্যাতপ্ত-তপসাববিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্॥ (ভাঃ ৩।২।১১)

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাবৎকাল নিজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া লোকলোচন-স্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাহাদের নিকট হইতে যেন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। লোকসকল দীর্ঘকাল দর্শন করিয়াও তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। এস্থলে লোকলোচন-স্বরূপ নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন, ত্যাগ করিয়া নহে। শ্রীসূতের উক্তিতেও এইরূপ দেখা যায়—

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং, জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়-সৎকথঃ।
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত ॥
(ভাঃ ১।১৫।৩৬)

যাঁহার সৎকথা সকলে শ্রবণ করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ যেদিন নিজশরীরদ্বারা এই পৃথিবী ত্যাগ করিলেন, সেইদিনই অবিবেকী ব্যক্তিগণের অমঙ্গলহেতু কলির অনুবৃত্তি হইল অর্থাৎ কলি প্রবেশ করিল।

এই শ্লোকে 'স্বতন্বা'-শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় সহার্থে নহে। 'সহার্থে তৃতীয়া' স্বীকার করিলে যেমন পৃথিবী ত্যাগ করেন তদ্রূপ নিজতনুও ত্যাগ করেন বুঝায়। এস্থলে 'করণে তৃতীয়া' বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে তনুদ্বারা পৃথিবী ত্যাগ বুঝাইবে। শ্রীবসুদেব বলিয়াছেন,—

সূতীগৃহে নন্বু জগাদ ভবানজো নৌ, সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি, কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্ ॥
(ভাঃ ১০।৮৫।২০)

হে ভগবন্! সূতিকাগৃহে আমাদিগকে বলিয়াছ যে, অজ তুমি নিজধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রতিযুগে জন্মগ্রহণ কর। হে উরুগায়! তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু ত্যাগ ও গ্রহণ কর। পরমেশ্বর তোমার বিভূতিরূপা মায়াকে কে জানিতে পারে?

শ্রীবসুদেবের উক্তি ভগবন্মহিম জ্ঞানপ্রধান। তিনি বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নিজ মানবলীলাকে প্রাকৃত-মনুষ্যচেষ্টাবৎ অনুমান করিয়া শ্রীভগবানে পুত্রবুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি ভগবদুক্তি জল্পনা করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। "যদি আমি তোমার পুত্র না হই, তবে পুত্রবুদ্ধি কেন করিতেছ?" শ্রীভগবানের এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় "সে-বিষয়ে তোমার বাক্য-গৌরবই প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণ নাই" ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন,—"আপনি জন্মরহিত হইয়াও আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন" একথা তিনি নিজে সূতিকাগৃহে বলিয়াছেন। শ্রীভগবদুক্তি—"আমি আপনাদের তনু-প্রবেশ-নির্গম অপেক্ষায়ই জন্মগ্রহণ করি" বলা হইয়াছে। তনু-প্রবেশ-নির্গম চিহ্নদ্বারা জন্ম বলা যাইতে পারে না। যেহেতু আমি পরমাত্মরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবে প্রবেশ ও নির্গম করি। এবিষয়ে প্রমাণ,—

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥
(কঠোপনিষৎ)

ধীর পুরুষ সেই দুর্দ্দর্শ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট (সকলের অন্তর্যামী) গুহাস্থিত (সকল প্রাণীর হৃদয়-গুহায় বিরাজিত), গহ্বরেষ্ঠ (মুক্তজীবেও অবস্থিত), পুরাণ (সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী), দেব (স্বপ্রকাশ বা ক্রড়াদি-গুণবিশিষ্ট) দেবতাকে ধ্যানযোগে অবগত হইয়া হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করেন।

সুতরাং সর্ব্বভূতের ন্যায় তোমাদিগেও প্রবেশ করিয়াছি; তাহাই তোমাদের নিকট জন্মরূপে আরোপিত, এইরূপ মনে কর। তদুত্তরে বসুদেব বলিতেছেন,—"তুমি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু গ্রহণ ও ত্যাগ কর।"

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও ঐ রূপের নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হইল। পৃথিবীর উক্তি—

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
* * * * *
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ (ভাঃ ১।১৬।২৭,৩০)

সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান, কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সম্প্রতি সেই গুণনিধি শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লোক পাপহেতু কলির দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে বলিয়া আমি শোক প্রকাশ করিতেছি।

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নররূপে স্বাভাবিক নিত্য সৌন্দর্য্য ও ওজ-বল প্রভৃতি সহ নিত্য অবস্থিতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠ্যাং যে তু যজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥

যিনি নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে যিনি চেতন এবং একাকী হইয়াও বহুজনের কামনা বিধান করেন, পীঠস্থিত তাঁহাকে যে-সকল ধীরব্যক্তি পূজা করেন, তাঁহাদের যেমন অক্ষয় সুখ লাভ হয় তদ্রূপ অন্যের ভজনবহির্ম্মুখ-জনের হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

(৪)

মুক্তিসুখ অপেক্ষা ভক্তিসুখ বা ভগবৎ সেবানন্দ কোটি কোটি গুণ অধিক বলিয়াই ভক্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিন্তু মুক্তগণ ভাগ্যক্রমে ভগবান ও ভক্তের কৃপায় ভগবৎপ্রীতি-মাধুর্য্য অনুভব করত শ্রীহরিপাদপদ্মে ভক্তি করিয়া থাকেন। মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতার জন্যই মুক্তগণ ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীশুকদেব ও সনকাদি মুনিগণই তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৭-১৪২)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৫২)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ;
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নমামি ॥

[যিনি সংসার-নির্ম্মুক্ত, এবং ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও কৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলায় আকৃষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপ স্বরূপ শ্রীভাগবত পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল পাপনাশী ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি।]

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

[জীবন্মুক্ত আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এতাদৃশ শ্রীহরির গুণ-মাধুর্য্য]

এই সব রহু কৃষ্ণ-চরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

[সেই অরবিন্দনেত্র শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু সনকাদি মুনি-চতুষ্টয়ের নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৮৪-৮৫)

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি।"

(ভাঃ ১০।৮৭।২১ টীকা)

অর্থাৎ শ্রুতিও মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন।

তাই মুক্ত পুরুষগণ যে ভগবানের ভজন করেন এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

'যং বৈ সর্ব্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।'

(শ্রীনৃসিংহপূর্ব্বতাপনী-উপনিষৎ)

সেই ভগবানকে সমস্ত দেবতা, মুমুক্ষু (মোক্ষাভিলাষী) এবং ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ মুক্তগণ নমস্কারের দ্বারা ভজনা করেন।

ব্রহ্মণা বদিতং স্থিরীভবিতুং শীলমেষমিতি ব্রহ্মবাদিনো
মুক্তা ইতি। বদ স্থৈর্য্যে ইতি স্মরণাৎ। (প্রীতিসন্দর্ভ)

অদ্বৈতবাদগুরু আচার্য্য শঙ্করও উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে এ কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষও ভক্তির কৃপায় উপযুক্ত দেহ পাইয়া ভগবানের ভজনা করেন—ভগবানের সেবা অর্থাৎ ভক্তি করেন।

শ্রুতি আরও বলেন—

সর্ব্বদৈতমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তির্মুক্তা অপি হ্যেতমুপাসতে।

(বেদান্তদর্শন ৪।১।১২ সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত সৌপর্ণশ্রুতি)

সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে, মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা করিবে, মুক্তগণও ভগবানের উপসনা করেন।

"মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী।"

(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত মহাভারততাৎপর্য্যধৃত শ্রুতিবাক্য)

ভক্তি মুক্তগণেরও পরমানন্দরূপিণী।

শাস্ত্র আরও বলেন—

যথা শ্রীর্নিত্যমুক্তাপি প্রাপ্তকামাপি সর্ব্বদা।
উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুমেবং ভক্তো হরের্ভবেৎ॥

(বেদান্তদর্শন ৩।৩।৪১ সূত্রের মধ্বভাষ্যধৃত বৃহত্তন্ত্র)

লক্ষ্মী নিত্যমুক্তা, তাঁহার নিখিল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তিনি যেমন সতত বিষ্ণুকে উপাসনা করেন, হরির অন্য ভক্তগণও সেইরূপ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিত্যমুক্তপার্ষদ এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বমনোরথ হইলেও কেবল প্রেমবশতঃ শ্রীহরির সেবা করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

ন হ্রাসো ন চ বৃদ্ধির্বা মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
বিদ্বৎপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোঽনুমা॥
হরেরুপাসনা চাত্র সদৈব সুখরূপিণী।
ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র সা যতঃ॥

মুক্তগণের কোন হ্রাসবৃদ্ধি নাই ইহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং হ্রাসবৃদ্ধির কারণাভাবহেতুও তাহা অনুমিত হয়। হরির উপাসনা সর্ব্বদাই মুক্তাবস্থায়ও সুখরূপিণী। মুক্তাবস্থায় তাহা সাধনভূতা নহে, যেহেতু এস্থলে তাহা সিদ্ধি। মুক্তি হইতে ভক্তিসুখের আধিক্য বলিয়াই মুক্তগণ ভগবানের উপাসনা করেন। কারণ তাহাদের অন্য কোন কামনা নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্যা ও জাবালিমুনির একটি উপাখ্যান পাই—

জাবালি নামে বিখ্যাত এক ব্রহ্মচারী মুনি অধ্যাত্ম চর্চ্চায় নিরত

থাকিয়া চিত্ত সংযম করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদিন দেখিলেন যে—এক তাপসী কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিমগ্না আছেন, তিনি বয়সে তরুণ, পরমা রূপবতী ও দিব্যজ্যোতিবিশিষ্টা। তাপসী কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করত নির্নিমেষ নয়নে মৌনী ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন; আহারাদি কিছুই নাই।

তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবাদী সেই মুনি তথায় বহুদিন অবস্থান করিলেন। একদিন তপস্যা হইতে উঠিলে পর অবসর পাইয়া মুনি তাঁহাকে প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিলেন—'হে তাপসী, আপনার পরিচয় কি এবং আপনি কি জন্য তপস্যা করিতেছেন—ইহা আমার জানিবার একান্ত ইচ্ছা। যদি যোগ্য হয় তবে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।' তপশ্চর্য্যায় শরীর কৃশ হইয়াছিল বলিয়া তখন তাপসী ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমি অতুলনীয় ব্রহ্মবিদ্যা. আমাকে যোগীন্দ্রগণ অনুসন্ধান করেন; আমি ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম করত দুশ্চর তপস্যার্থ পুরুষোত্তমের ধ্যান করিতে করিতে ঘোর বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি—

ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥

(ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্র)

'আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ. জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিতে পরিতৃপ্ত, তথাপি কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত নিজেকে শূন্যই মনে করিতেছি। এক্ষণে মহানির্বেদগ্রস্ত হইয়া এই দেহত্যাগ করিবার জন্য এই পুণ্য সরোবরে যাইতেছি।' তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে মুনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতি পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণোপাসনার শুভবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনির আর্ত্তি দেখিয়া তাপসী তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করত ভজন বিধি জ্ঞাপন করেন। তখন মুনি ব্রহ্মবিদ্যা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অধ্যাত্মচর্চ্চা জ্ঞানাভ্যাসাদি ত্যাগপূর্ব্বক পরমানন্দে মানস সরোবরে গমন করিলেন এবং তথায় ভগবদ্ভজন করত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তি-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছেন—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূ-বিটেন ॥

(ভঃ রঃ সি ৩।১।৪৪ ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য)

অহো ! অদ্বৈতমার্গের পথিকগণের দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসনে পূজাপ্রাপ্ত অর্থাৎ আত্মানন্দে পূর্ণ থাকিয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট শঠ-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

অদ্বৈতবাদিগণের গুরু শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও কৃষ্ণপ্রীতিরসে আকৃষ্ট হইয়া স্বকৃত 'ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থের শেষে উপরি উক্ত শ্লোক উল্লেখ-পূর্ব্বক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি অন্যত্র আরও বলিয়াছেন--

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ-বিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু-সুন্দর-মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

নবজলধর শ্যাম, পীতাম্বর-পরিহিত, যাঁহার ওষ্ঠযুগল বিম্বফলের ন্যায় অরুণ, পূর্ণচন্দ্র হইতেও যাঁহার শ্রীমুখ সুন্দর, সেই ভুবনমোহন বংশীধারী কৃষ্ণ হইতে আমি আর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কিছু জানি না।

লোকশিক্ষার্থ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সান্দিপণী মুনির অবতার সন্ন্যাসীবর শ্রীমৎ কেশবভারতীকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি ভক্তির শ্রেষ্ঠতার কথাই বলিয়াছিলেন—

প্রভু বলে—'জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহ ত করি দঢ় ॥'
কতক্ষণ ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিল গৌরসুন্দরের স্থানে ॥
ভারতী বলেন—'মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব ॥'
প্রভু বলে—'জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে ?
জ্ঞান বড় করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে ॥'
ভারতী বলেন—'তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন পথে সে গমন সবাকার ॥

বেদশাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবুধ সে অন্যপথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চ দাস॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
মহাজন হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে॥
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩০)

'কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই' যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি' ভক্তি মাত্র চায়॥
নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ (বিষ্ণুপুরাণ)
অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ॥

তথাহি মহাভারতে—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে॥
প্রভু বলে,—যা'র মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, শিখা-সূত্র-ত্যাগ তা'র সব বৃথা॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম পরিচ্ছেদ)

জগদ্গুরু শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞান-যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা॥
ওঁ ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী।

(নারদীয় ভক্তিসূত্র ৪।২৫,১০।৮১)

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং সকল সাধনের ফল অপেক্ষা ভক্তির ফল অতি উৎকৃষ্ট। তাই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সাধক অপেক্ষা ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বোপনিষৎসার গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(গীতা ৬।৪৬-৪৭)

হে অর্জ্জুন, যোগী তপোনিষ্ঠগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার মত।

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন তিনি সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; ইহাই আমার অভিমত।

উক্ত গীঃ ৬।৪৭ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা,—

যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ।

এখন প্রশ্ন,—শাস্ত্র তারস্বরে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেও সকলে ভক্তির পথ গ্রহণ করে না কেন? তদুত্তর এই যে,—ভক্তি সর্ব্বগুহ্যতম

পরম ধর্ম্ম। মহামূল্য মণি-মাণিক্য যেরূপ সকলে ব্যবহার করিতে পারে না, সেইরূপ মহাভাগ্য না থাকিলে কেহই ভক্তি-পথ আশ্রয় করে না। দুর্ভাগা ব্যক্তি ভগবানের ভজন করে না। ভক্তি সুদুর্ল্লভ তাই; পদ্মপুরাণ বলেন—

লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিষ্বেকস্তু বুধ্যতে।
ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ॥

লক্ষ লোকের মধ্যে একজন ভক্তির কথা শুনেন, শ্রবণকারী কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং তন্মধ্য হইতে বিশেষ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা নিজ জীবনে আচরণ করিয়া ধন্য হন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥ (স্কন্দপুরাণ)

যাহাদের লেশমাত্রও পুণ্য নাই সেই মহাপাপী, মূঢ় ও কুটিল ব্যক্তিগণের গোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তি হয় না—তাহারা শ্রীহরির কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপ ভক্তিযাজন করিতে পারে না।

ভক্তি একমাত্র ভক্তকৃপৈকলভ্যা। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি লাভ হয় না। শাস্ত্র বলেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গো লভ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেই সুদুর্ল্লভ ভক্ত-সঙ্গও পূর্ব্বসঞ্চিত ভাগ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।২৩)

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। তখন ভক্তের শ্রীমুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভক্তিলাভার্থ সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করত তৎকৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ধন্য ও কৃতার্থ হন।

—**শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী**, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর)

(৮)

কয়দিন পরে তবে আসি' দূতগণে,
ল'য়ে গেলা সন্ন্যাসীরে বিচার-ভবনে—
বসেছে বিচারপতি কাষ্ঠের আসনে,
দৌবারিক সারি সারি ল'য়ে বন্দিগণে
দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা ; ধার্ম্মিক-প্রবর
ধীরমূর্ত্তি আজ্ঞা দিলা কতক্ষণ পর,—
আনহ প্রহরীগণ যতিবেশ-চোরে,
বিচারিব তারে আগে প্রথম নম্বরে।
আরম্ভিলা সে মিছিল ধীমান্ পেস্কার,
ঝড় আগে পড়ে নথী-পত্র বার-বার ;
মিছিল হইলে পড়া সাক্ষীর প্রমাণ
লইলেন ধর্ম্মরাজ অতি যত্নবান্।
কিরূপে নিশ্চয় সত্য যাইবেক জানা,
পরস্পর শিখাইতে করিলেন মানা ;
সন্ন্যাসীরে ডাকি বলে,— বলহ নিশ্চয়,
চুরি করিয়াছ কি না ? না করিহ ভয়
কিছু মনে। যাহা ইচ্ছা তাহা বল এবে,
বিচার-আলয়ে সত্য প্রকাশ হইবে।
কিছুই না জানি আমি, কেন যে আমারে
আনিল এখানে সবে, কিসের বিচারে ?—
কহিল সন্ন্যাসীবর। ধর্ম্ম-অবতার
শীঘ্র লিখিলেন নিজে কথাটী তাহার।
পুনঃ প্রশ্ন হৈল তবে,— সাক্ষী কোন্ জন ?
'হরি মোর সাক্ষী'—ন্যাসী করে নিবেদন।

কোথা বাস হরির সে,—পেস্কার জিজ্ঞাসে,
'বৈকুণ্ঠ নগর' বলি' ন্যাসী মৃদু হাসে।
বিচারের দিন পরিবর্ত্তন হইল,
হরিকে আসিতে আজ্ঞা-পত্রিকা চলিল ॥

(৯)

দ্বিতীয় বিচার-দিনে না আসিল হরি—
সাক্ষী। বিচারক তবে আলোচনা করি'
নথী দেখিলেন,—সন্ন্যাসীপ্রবর
চৌর্য্যদোষে দোষী বটে, প্রাচীন তস্কর ;
উপস্থিত সন্ন্যাসীরে ডাকিয়া তথায়,
শুনাইল বজ্রসম আপনার রায় ;—
বহুদিন দুষ্টপণা করিয়াছ যোগী,
এতদিনে হ'বে তুমি কর্ম্মফলভোগী ;
দীপান্তরে যাও তুমি দশবর্ষ তরে,
দেশ-মুখ আর নাহি দেখিবে সত্বরে—
নীরবে বিচারপতি। সন্ন্যাসী শুনিল,
ত্যজিয়া নিঃশ্বাস দীর্ঘ অমনি চলিল !
স্মরিলা জগদীশ্বরে বিপদ-সময়ে,
কম্পিত হইল তা'র কলেবর ভয়ে ;
ধৈর্য্যগুণে তবু তাহা রহে অপ্রকাশ,
সময়ে সময়ে মাত্র ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥

(১০)

নির্দ্ধারিত দিন এল ; কারাগার হৈতে
বন্দীগণে ল'য়ে যায় জাহাজে তুলিতে,
'জেনোবিয়া' নামে সেই অর্ণব-বিমান,
জাহ্নবীর বক্ষে শোভে জাহাজ-প্রধান। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পরতত্ত্বের প্রকাশত্রয়ের ক্রমোৎকর্ষ

সমগ্র সাত্বত-শাস্ত্র একই পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশের কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই পরতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"। শ্রীকৃষ্ণই উক্ত ত্রিবিধ প্রকাশের মূল-কারণ— ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-স্বরূপ। তিনি অনাদিতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, তাহারও মূল কারণ। প্রকৃতির অষ্টবিধ রূপ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম (স্থূল প্রকৃতি) এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সূক্ষ্ম প্রকৃতিত্রয়েরও মূল-কারণ তিনি।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

'ব্রহ্মেতি,' 'পরমাত্মেতি', 'ভগবানি'তি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

তত্ত্বজ্ঞগণ অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'তত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই তত্ত্ব প্রথম প্রকাশে 'ব্রহ্ম', দ্বিতীয় প্রকাশে 'পরমাত্মা' এবং তৃতীয় প্রকাশে 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। 'ব্রহ্ম' অক্ষর পরস্বরূপ, 'পরমাত্মা' অন্তর্যামী পরতর-স্বরূপ এবং 'ভগবান্' ভক্তৈকেশ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতম স্বরূপ। পরতত্ত্বের অস্ফুট প্রাথমিক প্রকাশ— নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচার

মায়া-সম্বন্ধযুক্ত চিদ্বিলাসরহিত অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত যে অন্তর্যামী পুরুষ, তিনি প্রতিজীব-হৃদয়ে দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (মুণ্ডক ৩।১।১), 'সমান বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ' (শেতাশ্ব ৪।৬) শ্রুতিবাক্যে তিনি প্রতিজীব-হৃদয়ে অণুচৈতন্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মারূপে একত্র অবস্থান করেন। ইহাই পরতত্ত্বের ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ অনন্ত জীবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান। বেদে কোন কোন স্থানে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একই শব্দের দ্বারা অভিহিত করায়, আজকাল 'দরিদ্র নারায়ণ' প্রভৃতি কতকগুলি বিকৃত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐগুলি আদৌ তাত্ত্বিক বা সিদ্ধান্তসম্মত নহে। বাস্তব বেদতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথকভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমাত্মা নিত্যই নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, গুণাতীত দ্রষ্টা। তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন না—কর্মফলবাধ্য 'দরিদ্র—জীব'

হন না। জীব—প্রকৃতির গুণময় উপাধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। সুতরাং জীব প্রকৃতি-পরবশ হইয়া 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' অর্থাৎ অণুজীব আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু পরমাত্মা তাহা করেন না। অণুচৈতন্য জীবাত্মা তটস্থ ধর্ম প্রযুক্ত কর্ম্মফলবাধ্য মায়াধীন, মুক্তাবস্থায় পরমাত্মা বা ভগবদ্ অধীন মাত্র। পরমাত্মা নিত্যই মায়াধীশ, স্বতন্ত্র ও মুক্ত; সুতরাং নির্গুণ প্রকৃতির পর অর্থাৎ অতীত তত্ত্ব।

ভগবত্তত্ত্বের বিচার

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্' (গীঃ ৯।১০)—ভগবান্ প্রকৃতির অধ্যক্ষস্বরূপ, সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, চিচ্ছক্তিবিলাস বিগ্রহ ভক্তৈকেশ 'ভগবান্'-শব্দে অভিহিত হন। তিনি ব্রহ্ম পরমাত্মার ক্রোড়ীভূত স্বরূপে পরতত্ত্বের পরতম প্রকাশরূপ।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

অর্থাৎ শ্রুতিতে যে অদ্বৈত-ব্রহ্মের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তিনি প্রভুর অঙ্গজ্যোতি মাত্র। যিনি আত্মার অন্তর্যামী পুরুষ, তিনি তাঁহারই অংশ স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। সেই কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই। পরতত্ত্বের পূর্ণাবির্ভাবে ভগবৎস্বরূপের 'পরাবস্থ' বলিয়া বিশেষ বিশেষ প্রকাশ শ্রৌতশাস্ত্রে মহাজনগণ-কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। ভগবৎ-স্বরূপের যে যে প্রকাশে চিচ্ছক্তির সহিত বিলাসের তারতম্যে লীলা ও বিলাস-মাধুর্য্যের ঔৎকর্ষ্য দেখা যায়, সেইখানেই ভগবত্তার চরম প্রকাশ হয়; রসিক-ভক্তহৃদয়ে ও চিন্ময়নেত্রে লীলাকল্লোল-বারিধির স্ফুরণ হয়—ইষ্টের রূপ-গুণ-লীলাদি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণ-স্বরূপের পরমোৎকর্ষ

ভগবৎস্বরূপের উৎকর্ষতার আধিক্যরূপে পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি। পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ আবির্ভাবে পরমোৎকর্ষরূপে পরাৎপর তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিরঙ্কুশ স্নেহময় বিগ্রহ—স্বচ্ছন্দবিহারী। 'তত্ত লীলা-কৈবল্যম্' এইহেতু তিনি

লীলা-পুরুষোত্তম, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, স্বয়ংরূপ, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবৎতত্ত্বের পরকাষ্ঠাস্বরূপ। তিনি নবনবায়মান অনন্ত চিল্লীলবিগ্রহ, অসমোর্দ্ধ-স্বরূপ। ইহাই বেদাদি সকলশ্রুতি ও সর্ব্বমহাজন-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত।

এস্থলে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎতত্ত্ব প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। যেমন কোন বস্তু বা তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহা কেবলমাত্র একটি অক্ষরের দ্বারা বুঝান যায় না, দুই বা ততোধিক অক্ষরের সমাবেশে না হইলে তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে; তদ্রূপ কতকগুলি অর্থবোধক শব্দ-সমন্বয়ে একটা পদ বা বাক্য রচিত হইলে তখন তাৎপর্য্য বোধগম্যের পক্ষে উহা অধিক উপযোগী হয়। তদপেক্ষা আরও অধিক উপলব্ধি ও চমৎকার রসের বিষয় হয়, যখন ঐ রচনা বা বাক্যসমষ্টি কাব্য-ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দযুক্ত প্রবন্ধ বা কবিতায় প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতই অপ্রাকৃত সাহিত্যযুক্ত, স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের বাণী-বিগ্রহ। শ্রী-হীন রাহিত্যই নির্ব্বিশেষতত্ত্ব। সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্।" সেই পরমত্ব অদ্বয়জ্ঞানবস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন সাহিত্যযুক্ত। সাহিত্যে বা প্রবন্ধে যেরূপ অক্ষর, শব্দ, পদ বা বাক্যসমূহ অনুস্যূত আছে—কোনটিরই অভাব নাই, তদ্রূপ ভগবত্তত্ত্বে অক্ষর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ঈশিতা নিত্যই অনুস্যূত। পরিপূর্ণ বস্তুর বাস্তব বোধের অভাবে উগ্র মায়াবাদিগণ ভুল বুঝিয়া ভ্রান্তপথে চালিত হন এবং অচিন্ত্য শক্তিমান্ ভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃত বিচার আরোপ করিয়া অধঃপতিত হন।

দ্বিতীয় উদাহরণ, যেমন একটি প্রপক্ক ফল। সর্ব্বপ্রথমে উহা বৃক্ষাভ্যন্তরে অব্যক্তাবস্থায় ছিল। পরে কলিকারূপে পুষ্পের প্রাগবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উহা সুগন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপে দেখা দেয়। অতঃপর উহা সুন্দর রসপূর্ণ ফলে পরিণত হয়। তদ্রূপ পরতত্ত্বের অস্ফুট অব্যক্তাবস্থাই ব্রহ্ম; আংশিক কলিকা-স্বরূপ 'পরমাত্মা'; প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্পরূপে 'ভগবৎ' স্বরূপের আবির্ভাব। সুরসযুক্ত, সদ্‌গন্ধী, অষ্টি-বল্কলরহিত প্রপক্ক ফলের সহিত পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতমাবস্থা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কিছুটা উপমা দেওয়া যাইতে পারে। 'রসো বৈ সঃ', 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্' ইত্যাদি পরতত্ত্বের দৃষ্টান্ত। শব্দব্রহ্মেরও অব্যক্তাবস্থায় 'ওঁ'কার প্রণব-গায়ত্রীস্বরূপ, পরে চতুর্ব্বেদ-শ্রুতি-বেদান্ত-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি-রূপ, এবং চরমে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে পূর্ণাবির্ভাব।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীর পরতত্ত্ব-দর্শনে বাধা

'সবিতুর্বরেণ্যং', 'ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ'—এই অধোক্ষজ দর্শন মায়াবাদিগণের না থাকায় 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্' এর অসমোর্দ্ধ শ্রীরূপ-সৌন্দর্য্য হইতে তাহারা বঞ্চিত। শ্রীভগবৎ-স্বরূপের ব্রহ্মজ্যোতিতে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন-শক্তি নিরস্ত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের অপরোক্ষ-দর্শন ঝলসাইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তাহারা মহা ধাঁধায় পড়িয়া গিয়া প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছেন। তাহারা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক ইত্যাদি একদেশদর্শী হইয়া কল্পিত ব্রহ্মবাদ স্থাপন-পূর্ব্বক 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি···বিদ্যায়াং রতাঃ' শ্রুতি-বাক্যানুসারে 'অন্ধতমিস্রে' গতিলাভ করেন। তাহারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে প্রাকৃত বিচার আরোপ করিয়া অবজ্ঞাবশতঃ ব্রহ্মপদে আরূঢ় হইয়াও অধঃপতিত হন। বর্ত্তমান জগতে একপ্রকার ঔদরিক ব্রহ্মবাদিগণের সংখ্যাই অধিক, তাহারা 'সোঽহং-স্বামী' সাজিয়া 'অনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যের আর প্রয়োজন বোধ করেন না, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত তত্ত্বের কা কথা।

'সত্যস্যাপিহিতং মুখম্' (শ্রুতি) অর্থাৎ জ্যোতির দ্বারা তাঁহার (পরতত্ত্বের) স্বরূপ আবৃত। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহার দর্শন সম্ভব হয়। 'ব্রহ্ম পুচ্ছং'—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তাঁহার পুচ্ছদেশ। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ অন্যোঽন্তর **আত্মা আনন্দময়ঃ তেনৈষঃ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব,**" 'রসো বৈ সঃ', 'আনন্দং ব্রহ্ম' (শ্রুতি) 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (বেদান্ত দর্শন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞানহেতু আনন্দই তাঁহার হৃদয় বা আত্মা, তিনি রসস্বরূপ, রসই তাঁহার হৃদয়, তাহাতেই তিনি পূর্ণ অর্থাৎ তিনি রসরাজ; তিনি পুরুষস্বরূপ—পুরুষোত্তম। চিদ্বিলাস-বিগ্রহ পরতত্ত্বের এত মহিমা সত্ত্বেও নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহাকে ক্লীবব্রহ্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, ইহাই চরম ধৃষ্টতা! (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

সমগ্র ভারত-তীর্থ-দর্শনে আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,— চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **সমগ্র ভারতের তীর্থ-দর্শনের** সুবর্ণ সুযোগ করিয়াছেন। সপ্ত-মোক্ষদায়িকা পুরী ও তিন ধাম এবং প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরাদি ৬৪টি তীর্থ দর্শনের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। আগামী **২৩শে আশ্বিন ১৩৭০, ১০ই অক্টোবর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার নবদ্বীপধাম ষ্টেশন হইতে রাত্রি ১ টার সময় 'রিজার্ভড্-স্লিপিং-কার'** গাড়ীতে যাত্রা করা হইবে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকেই নিম্ন-লিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—ইং ১।৯।৬৩। নিঃ—সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলী :—

১। **দুই বেলা প্রসাদ** ও বাল্যভোগ, **যাতায়াত ট্রেন-ভাড়া, বাসভাড়া**, কুলী, হল্টিং, হলেজ প্রভৃতি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীপক্ষে ৫০০৲ ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। তন্মধ্যে ২৫০৲ ১০ই আশ্বিন, ইং ২৭।৯।৬৩ তারিখের মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে বা জমা দিতে হইবে। **বাকী টাকা যাত্রার দিন বেলা** ৪টার মধ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণসামান্য শীতবস্ত্র, বিছানা, ঘটী, বাটী, থালা লইবেন।

৩। এই পরিক্রমায় অনুমান **দুই মাস সময় লাগিবে।**

৪। যাত্রিগণ স্ব স্ব নাম-ঠিকানা সত্বর রজিষ্ট্রী করিবেন।

৫। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত ঠিকানা পত্র দিবেন।

দর্শনীয় স্থানের তালিকা

নবদ্বীপ, রেমুণা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী, সিংহাচলম্, কভুর, পানা নৃসিংহ, মাদ্রাজ, পক্ষীতীর্থ, চিদাম্বরম্, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, পাপনাশম্, তাঞ্জোর, রামেশ্বর, ধনুকোডী, মাদুরা, কন্যাকুমারী, শ্রীরঙ্গম্, বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী, তিরুপতি, পাণ্ডার-পুর (?), নাসিক, বম্বে, ব্রোচ, প্রভাস, সুদামাপুরী, দ্বারকা, বেট-দ্বারকা, ডাকোর, অবন্তিকা, নাথদ্বার, আজমীর, পুষ্কর, সাবিত্রী, জয়পুর, গলতা পাহাড়, আগ্রা, মথুরা, গোকুল, রাভেল, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, সংকেত, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, ভদ্রকালী, হরিদ্বার, কংখল, হৃষীকেশ, লছমন-ঝোলা, নৈমিষারণ্য, চক্রতীর্থ, অযোধ্যা, প্রয়াগ, অক্ষয়বট, কাশী, গয়া, কীকট—পরে **নবদ্বীপ** প্রত্যাবর্ত্তন।

বিভিন্ন মঠে মহোৎসব

(১) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ৬ই আষাঢ় ১৩৭০, ইং ২১শে জুন ১৯৬৩, শুক্রবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে নিয়মিত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, হরিকথা আলোচনা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন—একাদশ-দিবসব্যাপী শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করিয়াছিল। উৎসবে সহরের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়-মহিলা-ভক্তগণ নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক কল্যাণ-লাভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সর্ব্বোপরি মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত থাকিয়া মহোৎসবে ধারাবাহিকভাবে উপদেশ-নির্দ্দেশপূর্ণ বাণী প্রদান করায় ইহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

(২) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা

গত ১৫ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার পবিত্রারোপণী একাদশী হইতে শ্রীবলদেবাবির্ভাব পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল-প্রচারকেন্দ্র ও প্রধান কার্য্যালয় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর শ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠবাসী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিনির্ম্মিত গুল্ম-লতা-সমন্বিত ঝুলনমঞ্চ, শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব বেশভূষা শৃঙ্গারাদি, বিবিধ আলোকসজ্জা বৃন্দাবনীয় সহজ পরিবেশ সৃষ্টি করায় দর্শনার্থী ভক্ত-চাতকগণের বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দের উদ্বেলিত জন-স্রোত পূর্ণিমা-দিবসে দুর্ব্বারগতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে; দর্শনোৎসুক যাত্রিগণ অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদিতে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। বলা বাহুল্য, এই ঝুলন-মহোৎসব সমিতির অপরাপর শাখা, বিশেষতঃ চুঁচুড়া-সহরস্থ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, মথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, আসাম-প্রদেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠেও বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব

সমিতির মূল-প্রচারকেন্দ্র আকর-মঠরাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তৎ-শাখা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠাদিতে গত ২৬শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট সোমবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-ব্রতোপবাস যথারীতি পালিত হইয়া তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জন্মাষ্টমী-দিবসে সর্ব্বত্রই দিবারাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" পরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কীর্ত্তন-বক্তৃতামুখে আলোচনা হয়। নন্দোৎসব দিবসে অগণিত শ্রদ্ধালু জনগণকে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত **"শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী"** নামক সংস্কৃত টোলটী সম্প্রতি নবদ্বীপ-ধামে তেঘরিপাড়াস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে চতুষ্পাঠীর নিজস্ব অধ্যাপক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রতিবৎসর এই টোল হইতে ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যার্থিগণ সংস্কৃত পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

১। **শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী**—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ উপাধি, **২য় বিভাগ**
২। **শ্রীশ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী**— ,, ,, মধ্য, **২য় বিভাগ**
৩। **শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী**— ,, ,, ,, ,,
৪। **শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী**— ,, ,, আদ্য **১ম বিভাগ**
৫। **শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী**— ,, ,, ,, **২য়** ,

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্

("প্রণব-পারিজাত" পত্রিকা-প্রকাশিতস্য 'শ্রীভগবদবতার-তত্ত্বম্'-প্রবন্ধস্য প্রতিবাদঃ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

কথং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিদ্বেষগ্রাসপুষ্টৈঃ প্রমাণত্বেন স্বীকুর্ব্বন্তীত্যপি ন জানে। তত্র দেব্যা বৃত্রবধং কৃতমিতি শ্রূয়তে, বস্তুতস্তু বেদে ইন্দ্রেন কৃতমিত্যেব দৃশ্যতে। কথং তস্যাপ্রামাণ্যং নাবিষ্কৃতং গুরুবরেণ ?

শ্রীচরিতামৃতস্যৈবানুধাবনং কৃতমিত্যপি ন বুধ্যতে। পুনঃ স্বামি-প্রামাণ্য-স্বীকারার্থং তৎপ্রামাণ্যং স্বীকৃত্যার্দ্ধকুক্কুটীন্যায়ঃ স্বীকৃতঃ স তু নোচিত ইতি মন্যে।

যচ্চ দ্বিশতৈকপঞ্চাশৎ পৃষ্ঠায়াং তত্র যূপাদিত্যয়োঃ প্রস্তর-যজমানয়োর্বা ভেদস্য প্রত্যক্ষ-বাধিতত্বাদুক্তবাক্যয়োরর্থবাদত্বমিত্যুক্তং তত্রোচ্যতে—

গোময়শঙ্খাদীনাং প্রাতীতিকাশুচিত্বসত্ত্বেঽপি বেদাজ্ঞয়া যথাশুচিত্বং এব স্বীক্রিয়তে তথৈব প্রত্যক্ষবাধসত্ত্বেঽপি অর্থবাদানাং কথং প্রামাণ্যং এব ন

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

পুস্তককে কি-প্রকারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষরূপ গ্রাসপুষ্ট জনগণ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। সেই 'দেবী ভাগবতে' দেবী-কর্ত্তৃক বৃত্রবধ শুনা যায়। বস্তুতঃপক্ষে বেদে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বৃত্রবধ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিজন্য সেই গুরুবর দেবী-ভাগবতের অপ্রামাণ্য আবিষ্কার করিলেন না? মাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরই পশ্চাদ্ধাবন অর্থাৎ অপ্রামাণ্য আবিষ্কারে উদ্‌যোগী হইলেন, ইহাও বুঝিতে পারিলাম না। আবার শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রামাণ্য স্বীকারের জন্য অর্থাৎ **"স্বামী না মানিলে তারে বেশ্যা মধ্যে গণি"** এই কথা শ্রীচরিতামৃতের প্রমাণসহ স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রামাণ্য স্বীকার করিলে 'অর্দ্ধকুক্কুটি' ন্যায়ই স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ শ্রীচরিতামৃতের বাকী অংশ অপ্রামাণ্য, ইহা বলা কখনও সমীচীন মনে করি না। আবার ২৫১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, "যূপ আদিত্য ও যজমান প্রস্তর এই বেদোক্ত বাক্যদ্বয়ে অভেদের প্রত্যক্ষ বাধহেতু অর্থবাদ স্বীকার্য্য, অন্যত্র নহে। "তদুত্তরে বলিতে চাই,— গোময় ও শঙ্খাদির স্বভাবতঃ বিষ্ঠা ও অস্থিত্বনিবন্ধন অশুচিত্ব সত্ত্বেও বেদের আজ্ঞা দ্বারা যেমন শুচিত্ব স্বীকার করা যায়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বাধাসত্ত্বেও অর্থবাদের কি জন্য প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না, এ বিষয়ে যুক্তি কি? অথচ

স্বীক্রিয়তে অত্র কা যুক্তিঃ? পরঞ্চ বেদে লক্ষণাস্বীকারে স্বতঃপ্রামাণ্যহানিঃ কথং বারণীয়া? অতঃ ক্রিয়াপরাণামিব সিদ্ধবাক্যানামপি সার্থকত্বং লোকে সমানমেব দৃশ্যতে তৈরপি হর্ষশোকাদিদর্শনাৎ বিচারিতমিদং শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণেন।

যচ্চোক্তং—"নামপ্রচারস্য ন ধর্মত্বং, ন চ তদর্থং ভগবানবতরতি" ইতি, তত্রোচ্যতে "ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোথ···কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্মতঃ" ॥ "এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া। জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥" "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥" "ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য", "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম" ইত্যাদি প্রমাণশতেন তস্য পরমধর্ম্মত্বমেব নির্ণীতম্।

বেদে লক্ষণা স্বীকার করিলেও স্বতঃপ্রমাণ বেদের প্রামাণ্য হানি কি-প্রকারে বারণ করা যায়? সুতরাং ক্রিয়াপর বেদবাক্যের ন্যায় সিদ্ধবাক্যসমূহেরও সার্থকতা জগতে সামান্যই দেখা যায়; তাহা দ্বারাও যেহেতু হর্ষশোকাদি হয় দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ইহা বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন।

নাম প্রচারের ধর্ম্মত্ব-নির্ণয়

তিনি যে বলিয়াছেন—"নাম প্রচারকে ধর্ম্ম বলা যায় না, এবং নাম প্রচারের জন্য ভগবানের অবতরণও হয় না" এই বিষয়ে বলিতেছি—"স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিচরণ ভজন করিতে করিতে যদি কেহ অপক্কাবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই বা কি অভদ্র? যেহেতু তাহার ভগবৎকৃপায় জন্মান্তরেও পূর্ব্বসাধন প্রাপ্তি ঘটে, এবং ক্রমশঃ উন্নত হয়। আর যাঁহারা স্বধর্ম দ্বারা ভজন করেন তাঁহাদের বা কি লাভ হয়? যেহেতু স্বধর্ম্ম চেষ্টায় যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহা অনিত্য"; "নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্মের পালন, সাংখ্য-জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিই মানবের জন্মলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল; "হে পরীক্ষিৎ! শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নির্ব্বেদযুক্ত ও অকুতোভয়-লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য; 'আমার প্রতি যাহা ভক্তিজনক তাহাই ধর্ম্ম নামে কথিত হয়।"

যচ্চোক্ত"মবতারাবতারিত্বং বালচাপল্যং" তত্রোচ্যতে স্বয়মেব "তদীচ্ছয়া ঐশ্বর্য্যপ্রকাশতারতম্যেন তথাত্বং ঔপাধিকং বা ন তু বাস্তবোঽবতারাংশাংশি-ভাবঃ"ইতি স্বীকৃত্য পুনঃ ভেদাভেদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং ভেদবুদ্ধিশ্চ মুর্খানা" মিতি কথনং ন সম্যগ্ যতঃ ভগবতঃ খলু শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ বিরুদ্ধা অপি গুণাঃ শ্রূয়ন্তে। যথা—"অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়োরেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণো.", "যজন্তি তন্ময়াস্তাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেক-মূর্ত্তিকং", "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্," "যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োঃ পতন্তি" ইত্যাদি শ্রীভাগবতবচনৈঃ, তথা "অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ॥ ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্

সমস্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও"; "সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমারই একমাত্র ভজন করেন তিনিও সত্তম" ইত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা নাম প্রচারের পরধর্ম্মত্বই নির্ণীত হইয়াছে।

অবতার-অবতারিত্ব

আবার যে বলিয়াছেন—"অবতার অবতারিত্ব বালচাপল্য" এবিষয়ে বলিতে চাই,—নিজেই তিনি "ভগবৎ ইচ্ছাবশতঃ ঐশ্বর্য্য প্রকাশের তারতম্য-দ্বারা অবতার-অবতারিত্ব, অথবা ঔপাধিক, অবতারের অংশাংশিত্ব ভাব বাস্তব নহে" ইহা স্বীকার করিয়াও আবার ভেদ ও অভেদের সামানাধিকরণ্য, ভেদবুদ্ধি মুর্খজনের" তাহার পক্ষে ইহা বলা যথার্থ হয় নাই। যেহেতু ভগবানের স্বরূপপ্রকাশক একমাত্র শাস্ত্র, তিনি অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট, তৎসম্বন্ধে তর্কের কোন স্থান নাই, তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণ সকলেরও সমাবেশ শুনা যায়। যথা—

"অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য এই উভয় শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে 'আছে ও নাই' এরূপ বিরুদ্ধ মত, তাহা কেবল বাদনিষ্ঠ। পরমেশ্বর বৃহত্তত্ত্ব, তাঁহাতে বিরুদ্ধ সমস্ত ধর্ম্মই সামঞ্জস্য লাভ করিয়া বর্ত্তমান আছে।" "তোমার উপাসকগণ বহুমূর্ত্তিতে অবস্থিত এক তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন।"

"ইহাই বিচিত্র যে, এক শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপে এককালে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে ষোড়শসহস্র পত্নীকে বিবাহ করিলেন।" "যাহাতে বিরুদ্ধগত ধর্ম-সকল থাকে' ইত্যাদি শ্রীভাগবত-বচনসমূহদ্বারা এবং "অস্থূল ও অনণু হইয়াও স্থূল ও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ এবং রক্তান্তলোচন, ঐশ্বর্য্য,

বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥" ইত্যাদি কৌর্মবচনৈস্তথা "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা", "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্।

কিঞ্চাত্র বাস্তবত্বং নাম কিং বস্তুসম্বন্ধিত্বং উত তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বং বিবক্ষিতং? তদ্বয়মপি তত্র ভগবতি সম্ভবেৎ তস্যৈব বস্তুতয়া কীর্ত্তনাৎ তথা তচ্ছক্তেরংশাদীনাঞ্চ সচ্ছাস্ত্রে নিত্যত্বং প্রতিপাদনাৎ। স এব "আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহঃ" ইত্যুক্তঃ। অপরঞ্চ নায়ং ভেদঃ ভেদবৎপ্রতীতিরেব সা চ লীলাপুষ্ট্যর্থং ভেদপ্রতিনিধিনা বিশেষেণ ক্রিয়তে। যথা একস্যৈব রামস্য সম্বন্ধিভেদাদ্ ভিন্নপ্রতীতিঃ যুগপৎ মণের্ব্বা নীলপীতাদিপ্রতীতিঃ, তথা একস্যৈব পরমেশ্বরস্য শক্তিপ্রকাশ-তারতম্যাৎ ভিন্নবৎপ্রতীতিঃ শক্তিপ্রকাশাংশ-দৃষ্ট্যৈব সম্ভাব্যতে। দীপাদ্দীপবৎ অংশানাং, স্যমন্তকাৎ স্বর্ণভারবৎ বিভূতীনাং ততঃ প্রকাশেঽপি ন কাপি হানিঃ স্যাৎ। অন্যথা 'পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ইতি শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। বিশেষেণ ভেদস্যৈবপ্রতীতিকরণাৎ।

যোগহেতু ভগবান্ বিরুদ্ধার্থ কথিত হন; গুণসকল বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সম্ভব, তাহা কিন্তু কোনপ্রকারই অসম্ভব নয়" ইত্যাদি কূর্ম-পুরাণ-বচন এবং "পাণি-পাদহীন হইয়াও তিনি গতিশীল এবং গ্রহণকারী"; "অণু হইতেও অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহান্" ইত্যাদি শ্রুতিও এবিষয়ে প্রমাণ রহিয়াছে।

আরও, বাস্তবত্ব বলিতে কি বস্তুসম্বন্ধিত্বই অথবা বস্তুতঃ সেই ধর্ম বস্তুতে থাকিয়া তৎপ্রকারত্ব প্রাপ্ত হওয়াই এস্থলে বলিতে ইচ্ছুক? সেই দুইটি অর্থই সেই শ্রীভগবানে সম্ভব হয়, যেহেতু শাস্ত্র তাঁহাকেই একমাত্র বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার অংশগণের নিত্যত্বই ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "তিনিই আশ্রিত-জনের আশ্রয়-স্বরূপ" ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আবার এই যে ভেদ তাহা প্রকৃত ভেদ নহে, ইহাকে ভেদের মত প্রতীতিমাত্র বলিয়াই জানিতে হইবে। তাহাও লীলা পুষ্টির জন্য ভেদ-প্রতিনিধি বিশেষের দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে। যেমন একই রামের স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধি-ভেদে ভিন্নরূপ প্রতীতি হয়; অথবা ইন্দ্রনীলাদি মণিতে এককালীনই নীল-পীতাদি বর্ণের প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ একই পরমেশ্বরের শক্তি-প্রকাশের তারতম্যবশতঃ ভিন্নের মত প্রতীতি, শক্তি-প্রকাশের তারতম্য দেখিয়াই সম্ভাবিত হয়। দীপ হইতে দীপ জ্বলনের ন্যায় অথবা

অতএব ভবদুপজীব্যেন শ্রীল স্বামিপাদেনাপি উক্তং "এতে চাংশকলাঃ" ইতি শ্লোকটীকায়াং—"তত্র মৎস্যাদীনাং সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানশক্ত্যাবিষ্করণং···কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ। তথাচ মূলে "একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ।" "যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ।" ভার্গবতন্ত্রে চ "শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিশব্দৈরপি বিভাব্যতে।"

"শ্রীধর-স্বামিব্যাখ্যা এব প্রমাণং নান্যো" ইতি যদুক্তং তত্রোচ্যতে—তেন স্বয়মেবোক্তং 'সম্প্রদায়ানুরোধেন ... ... ··· দীপিকেয়ং প্রতন্যতে", "বিবৃতং তন্মতেনেদং ন তু মন্মতিবৈভবাৎ" ইতি, এতেন তস্য জ্ঞানিসম্প্রদায়ান্তর্গতত্বাৎ তদনুসারিণী হিব্যাখ্যা সম্ভাব্যতে। পূর্ব্বতঃ এব অন্যাপেক্ষাতয়া

স্যমন্তক-মণি হইতে স্বর্ণভারসমূহের উৎপত্তির মত অংশ ও বিভূতিগণের তাঁহা হইতে প্রকাশ হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি স্বীকার করিলে পূর্ণই অবশেষ থাকে" এই শ্রুতি-বাক্যের নিরর্থকতা হয়। সুতরাং বিশেষের দ্বারা ভেদের মত প্রতীতি হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ভেদ নহে।

অতএব আপনাদের উপজীব্য শ্রীস্বামিপাদও "এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"সেই ভগবৎ-অবতারগণের মধ্যে মৎস্যাদি অবতারগণের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা গুণ থাকিলেও যথাযোগ্যরূপেই জ্ঞান ও শক্ত্যাদির আবিষ্করণ কিন্তু কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই; যেহেতু কৃষ্ণ সর্ব্ববিধ শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।" এবিষয়ে ভাগবতেও শ্লোক রহিয়াছে—"রামাদি-রূপ একব্যক্তিই যেমন পিতা, পতি, ভ্রাতা প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভগবান্ও শাস্ত্রপথসমূহ দ্বারা নানাভাবে প্রতীত হইয়া থাকেন"; "যাঁহার অংশাংশের দ্বারা দেব, পক্ষী ও মনুষ্যাদি সৃষ্টি হইয়া থাকে।" ভার্গব-তন্ত্রেও দেখা যায়—"শক্তি ও শক্তিমানের কোনপ্রকার ভেদ নাই। বিভিন্ন না হইলেও স্বেচ্ছাদি শব্দের দ্বারা পৃথক্‌রূপে কথিত হইয়া থাকেন।"

শ্রীধরস্বামি-বাক্য-প্রামাণ্য

"শ্রীধর-স্বামীর ব্যাখ্যারই প্রামাণ্য, অন্যের ব্যাখ্যার প্রামাণ্য নাই" এই যে কথাটি বলিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছি—"শ্রীধরস্বামী নিজেই বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্র-স্বমত-ব্যাখ্যানবসরত্বঞ্চায়াতি। এতদর্থমেব শ্রীচৈতন্যপার্ষদৈরপি ব্যাখ্যারম্ভ এব উক্তং "স্বামিপাদৈর্ন যদ্ব্যক্তম্" ইত্যাদি। এতেন ন তেষাং তদ্বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যানং সম্ভাব্যতে। শ্রীচৈতন্যস্য তাদৃশ্যুক্তিস্তু দর্পেণ স্বামিমতং খণ্ডয়িত্বা স্বমতব্যাখ্যাতৃপরা হ্যাসীৎ। পরঞ্চ তস্য শ্রীধরস্বামিনঃ সম্প্রদায়ং সংরক্ষ্যাপি স্বাভিমতভক্তিব্যঞ্জকত্বন্তু তাদৃশ-ভক্তি-প্রবর্ত্তকাচার্য্যৈরেবাভিগম্যং ন তু মাদৃশৈঃ।

অপি চ "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া" ইতি মূলেন, তথা 'সংস্তুবতোঽব্ধিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ' ইত্যস্য টীকায়াং স্বামিনা চোক্তং—"এবমাদৌ যত্রাবতার নাম নাস্তি তত্র বিষ্ণুঃ শিবায় কলয়াবতীর্ণ ইত্যনুবর্ত্তনীয়মিতি"। অতোঽজ্ঞাতনামরূপাবতারাশ্চ সন্তীতি দ্যোতয়ন্তা তেনৈব শ্রীচৈতন্যো ধ্বনিতঃ।

সম্প্রদায়ের অনুরোধে ...আমি এই 'ভাবার্থদীপিকা' নামক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছি"; "আমি এই বিবৃতি (ব্যাখ্যা) তাঁহার (শ্রীগুরুর) মতানুযায়ী করিলাম, ইহা আমার মতানুযায়ী করি নাই।"—তাঁহার নিজের এই উক্তিদ্বারা এবং তিনিও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যাটিও কিছুটা জ্ঞানী-সম্প্রদায়ানুসারী বলিয়াই ধরা সম্ভব হয়। পূর্ব্ব হইতেই অন্যের অপেক্ষায় স্বতন্ত্রভাবে নিজের মতের অনুযায়ী ব্যাখ্যার অবকাশ পান নাই, এইপ্রকার অর্থই আসে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণও নিজ নিজ ব্যাখ্যারম্ভেই বলিয়াছেন—"স্বামিপাদ যাহা ব্যক্ত করেন নাই অথবা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, তাহাই আমরা এই ব্যাখ্যায় বলিব।" ইহাতে তাঁহাদের স্বামিপাদের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হইয়াছে বলিয়া দোষারোপের সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের—"স্বামীকে যে না মানে, তাহাকে বেশ্যা বলিয়া মনে করি" এই যে উক্তি, তাহা নিজের পাণ্ডিত্য-দর্পবশতঃ স্বামি-মতকে খণ্ডন করিয়া নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যাকারীর প্রতিই জানিতে হইবে। অধিকন্তু স্বামিপাদের স্ব-সম্প্রদায় রক্ষাপূর্ব্বক নিজের অভিমত ভক্তিব্যঞ্জকত্ব তাদৃশ ভক্তিপ্রবর্ত্তক আচার্য্যগণই বুঝিতে পারেন, আমার মত মূর্খজনের কার্য্য নহে। সেজন্য স্থানান্তরে মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন—'ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের কাছে'। সংক্ষেপ স্বামিপাদ-টীকাদ্বারা ভাগবতের সুগোপ্য প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধ হয় না বলিয়াই তাঁহার এই উক্তি জানিতে হইবে।

'আরও শ্রীহরির অবতার অসংখ্য' এই ভাগবত-শ্লোক দ্বারা, সেইরূপ

যচ্চোক্তং "কৃষ্ণবর্ণাদি-শব্দানাং শক্যার্থে বাধাভাবাদ্ যোগার্থো নৈব গ্রাহ্য' স্তত্রোচ্যতে ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং পুরুষং যজন্তীত্যত্রোভয়োঃ শক্যার্থ-গ্রহণে পুনরুক্তিঃ কথং বারণীয়া? ত্বিষা অকৃষ্ণম্ ইত্যর্থেঽপি কৃষ্ণবর্ণমিত্যস্য শক্যার্থে বাধাৎ?

অপিচ, শ্রীধরস্বামি-প্রমাণকৈরপিতৈঃ কথং 'যজ্ঞৈরর্চ্চনৈ'রিতি তদ্ব্যা-খ্যানমবজ্ঞায় 'বৈষ্ণবাঃ যজ্ঞাকরণাৎ নিন্দ্যন্তে' ইত্যুক্তম্, ইত্যপি ন জানে। তৈরেবোক্তং তস্মাৎ কলৌ অতোঽস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনাৎ পরমো লাভো নাস্তীতি। সুতরাং বেশ্যামধ্যে কে গণ্যা ইত্যপি সুধীভির্বিভাব্যম্।

পরঞ্চ, গৌরমন্ত্রাদিকং গৌড়ীয়েষ্বস্তি ন বেতি সম্যগজানন্তা অপি তন্মত-মাক্ষিপন্তীত্যপি হাস্যকরমেব। শ্রীলনরহরি-আচার্য্যাদয়স্তৎপ্রিয়পার্ষদাস্তৎ-

---

'সমুদ্রপতিত শ্রমণ ও ঋষিগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন' এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ নিজেও বলিয়াছেন—"ইত্যাদি যে যে-স্থানে অবতারের নাম নাই, সেইসকল স্থানে 'ভগবান্ বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য অংশেতে অবতীর্ণ' ইহাই অনুবর্ত্তন (স্বীকার) করিতে হইবে।" এই নিজ টীকাদ্বারা অজ্ঞাত নাম ও রূপাদি বহু অবতার আছেন, ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কৃষ্ণবর্ণাদির শক্যার্থে দোষ

আবার বলিয়াছেন যে "কৃষ্ণ বর্ণাদি-শব্দের শক্যার্থে বাধার অভাববশতঃ এস্থলে যোগার্থ গ্রাহ্য হইবে না।" এই বিষয়ে বলিতে চাই—" 'ত্বিষা কৃষ্ণ' কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে অর্চ্চন করেন"—এস্থলে উভয় কৃষ্ণ শব্দের শক্যার্থ গ্রহণে পুনরক্তি দোষ কি-প্রকারে বারণ করা যায়? আবার 'ত্বিষা অকৃষ্ণ' এই অর্থেও কৃষ্ণবর্ণ এই শব্দের শক্যার্থের বাধা হয়। আবার শ্রীধরস্বামীর টীকা প্রমাণকগণও কিজন্য "যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ অর্চ্চন দ্বারা" এইরূপ স্বামিপাদের ব্যাখ্যাকে অবজ্ঞা করিয়া বৈষ্ণবগণ যজ্ঞ করেন না বলিয়া সকলের কাছে নিন্দনীয় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, ইহারও কারণ জানি না। স্বামিপাদই আবার বলিয়াছেন—"অতএব এই কলিকালে ইহা হইতে অর্থাৎ সংকীর্ত্তন হইতে পরম লাভজনক কার্য্য আর নাই।" সুতরাং বৈষ্ণবগণ স্বামিপাদের ব্যাখ্যানুযায়ী আচরণই করিয়া থাকেন। উক্ত প্রমাণকগণ স্বামিপাদের ব্যাখ্যার প্রমাণ স্বীকার করিয়াও উক্ত ব্যাখ্যাটি স্বীকার করেন না। অতএব বেশ্যামধ্যে কাহারা গণনীয়, ইহাও সুধীগণই চিন্তা করিবেন।

গৌরমন্ত্রের প্রামাণ্য

আবার গৌর-মন্ত্রাদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে কিনা তাহা সম্যক্ না জানিয়াও যাহারা সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতকে তিরস্কার

প্রকটকালাবধি এব তন্মন্ত্রৈস্তমর্চ্চয়ন্তি। শ্রীশিবানন্দ সেনং প্রতি আবিষ্টনকুল-ব্রহ্মচারিদ্বারেণ শ্রীচৈতন্যেনৈব উক্তং—"গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর।" সার্ব্বভৌমাদেস্তদেকার্চ্চনপরত্বাৎ অবিগীতশিষ্টাচার-বিষয়ত্বঞ্চ সিদ্ধম্। অতএব অন্তরঙ্গভক্তবিশেষে গৌরমন্ত্রস্যাপি তৎকালাবধি প্রচলনাৎ, শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে চ—"অতো ভগবৎপ্রাদুর্ভাবেন মন্ত্রস্যাপি প্রাদুর্ভাবো নূনং বৃত্ত এব" ইত্যুক্তেশ্চ, কীর্ত্তনাদৌ চ সর্ব্বত্র গৌরচন্দ্রিকয়া তদানুগত্যেনৈব কৃষ্ণ-ভজনমিত্যায়াতি গুর্ব্বনুগত্যেব শাস্ত্রযুক্ত্যা প্রসিদ্ধেৎ। গুরুপূজাং বিনা কৃষ্ণপূজা নাধিকারাৎ। অতো গৌরচন্দ্রিকয়াপি সঙ্কীর্ত্তনরূপযজ্ঞেন তদর্চ্চনং সুসিদ্ধম্। গোপালতাপন্যাং রুদ্রযামলে চ কৈশ্চিৎ তদ্ধ্যানমন্ত্রাদি প্রদর্শিতমপি, যে ন মন্যন্তে তৈঃ বৃথা তর্কেনালম্। বয়ন্তু ষড়্গোস্বামিনামানুগত্যেন কোটী-মনুজৈরুপাস্যমিহাবতারিত্বেনৈব স্বীকুর্ম্মঃ। গৌরীদাস-ভবনে স্বয়ং তেনৈব স্বমূর্ত্তিঃ প্রকটিতা দৃশ্যতেঽস্মদ্দেশেঽপি।(ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ. (নবদ্বীপ)

করেন, ইহাও বস্তুতঃপক্ষে হাস্যকরই। শ্রীল নরহরি আচার্য্য প্রভৃতি গৌরের প্রিয় পার্ষদগণ তাঁহার প্রকটকাল হইতেই গৌরমন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রতি গৌরাবিষ্ট নকুল ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই বলিয়াছেন—"গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর" এবং সার্ব্বভৌমাদি অনেকেই একমাত্র গৌরেরই অর্চ্চনপর ছিলেন। সেজন্য গৌরার্চ্চনের অনিন্দিত-শিষ্টাচার বিষয়ত্বও সিদ্ধ হয়। অতএব অন্তরঙ্গ ভক্তবিশেষে তাঁহার আবির্ভাব কাল হইতেই গৌর-মন্ত্রের প্রচলনহেতু এবং হরিভক্তিবিলাসেও—'সুতরাং ভগবৎ-প্রাদুর্ভাবের দ্বারা মন্ত্রেরও প্রাদুর্ভাব নিশ্চিতই হইয়া থাকে' এইরূপ উক্তিহেতু কীর্ত্তনাদিতে সর্ব্বত্র গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা তাঁহার আনুগত্যেই কৃষ্ণভজন প্রতীত হইয়া থাকে; যেমন গুরুতর আনুগত্যে কৃষ্ণভজন হয়, শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ইহাই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যেহেতু গুরুপূজা না করিলে কৃষ্ণপূজার অধিকারী হওয়া যায় না, সেজন্য গৌরচন্দ্রিকা দ্বারাও সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞে তাঁহারই অর্চ্চন সুসিদ্ধ হয়। গোপালতাপনী-শ্রুতি ও রুদ্রযামল প্রভৃতিতে কেহ কেহ গৌরের ধ্যান ও মন্ত্রাদি আছে বলিয়া উল্লেখ করিলেও যাহারা তাহা মানে না, তাহাদের সহিত বৃথা তর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমরা কিন্তু গৌরপার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অনুক্রমে কোটি কোটি মনুষ্যকর্ত্তৃক উপাসিত এই কলিকালে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্বাবতারী বলিয়াই স্বীকার করি। গৌরীদাস-ভবনে তিনি স্বয়ং নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহা আজও আমাদের দেশে বিরাজিত রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ (নবদ্বীপ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৭০ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১৫ পদ্মনাভ, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ৮ম সংখ্যা

শুক্রবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭০ ; ইং ১৮।১০।১৯৬৩

সানুবাদং

শ্রীরুদ্র-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্ (৩)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতিতমেঽধ্যায়ে—৫৯-৬৮,৭৪-৭৮)

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থ-বিভ্রমং
তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ ১॥

হে ভগবন্! পুরুষের চিত্ত যখন ভাগবতগণের প্রতি ভক্তিযোগ-নিবন্ধন সাধুগণের কৃপায় উদ্ভাসিত ও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, এবং যখন বাহ্য-বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট ও অজ্ঞান-গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখনই তিনি অনায়াসে মননশীল হইয়া আপনার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন॥ ১॥

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বের আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানে চিদচিদাত্মক সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত। তিনিই পরমাত্মস্বরূপে সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। ব্রহ্মতত্ত্ব—পরম জ্যোতির্ম্ময় ও আকাশের ন্যায় অপরিছিন্ন ॥ ২ ॥

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্-
বিভর্ত্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
তমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! আপনি—বিকাররহিত; আপনি বহুরূপিণী মায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করিতেছেন। **আপনারই মায়া অন্য ব্যক্তিতে ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, কিন্তু আপনাতে বা আপনার ভক্তে সে তাহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না।** হে ভগবন্, আপনি—স্বতন্ত্র পুরুষ; কৃপা করুন, যেন আপনাকেই জানিতে পারি ॥ ৩ ॥

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥ ৪ ॥

আপনি ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিয়ন্তা, যে-সকল ভক্তিযোগী সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে ভক্ত্যঙ্গসমূহের দ্বারা আপনার নিত্য-চিদানন্দ-স্বরূপ ভজনা করেন, তাঁহারাই বেদে ও সাত্বত-তন্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু **যাঁহারা আপনার সেই নিত্যস্বরূপের অনাদর করিয়া কেবল-জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বিজ্ঞ নহেন ॥ ৪ ॥**

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্দ্ধরাঃ
সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥ ৫ ॥

আপনিই একমাত্র আদ্যপুরুষ ; **এই মায়াশক্তি আপনাতে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।** কিন্তু কালক্রমে আপনার সেই মায়া-শক্তি প্রভাবেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-নামক গুণত্রয় পরস্পর বিভিন্ন হয়। পরিশেষে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেবতা, ঋষি, ভূতগণ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রাণীর দেহ ও এই জগৎ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

স্বষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্ট-
শ্চতুর্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত-
র্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ ॥ ৬ ॥

এইরূপে আপনি স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) শরীর সৃষ্টি করিয়া আপনার একাংশে অন্তর্যামিরূপে উহাতে প্রবিষ্ট হন এবং উহাতে অবস্থান করেন। 'পুর' অর্থাৎ শরীরের মধ্যে শয়নহেতু পণ্ডিতগণ আপনাকে 'পুরুষ' বলিয়া থাকেন ; কিন্তু **আপনি জীব নহেন।** যেরূপ মধু-মক্ষিকা-সকল আত্ম-সংগৃহীত মধুপান করে, সেইরূপ **অবিদ্যায় আবৃত হইয়া যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ ভোগ করেন, তাঁহারাই জীব** ॥ ৬ ॥

স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো
বিকর্ষসি ত্বং খলু কালয়ানঃ।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো
ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ ॥ ৭ ॥

হে প্রভো, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, আপনিই সেই পুরুষ। আপনার স্বরূপ অলক্ষ্য এবং বেগ অতি প্রচণ্ড। সু-দুঃসহ বায়ু যেমন মেঘরাশিকে চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, আপনিও সেইরূপ প্রাণিদ্বারা প্রাণিগণের সংহার সাধন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্য-চিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৮ ॥

অত্যন্ত বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন মনুষ্যের লোভ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, কোন্ কার্য্য কি-প্রকারে করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই সে অতিশয় প্রমত্ত হইয়া উঠে। আপনি অপ্রমত্ত থাকিয়া উহাদের অন্তকরূপে ক্ষুধাতুর লোলজিহ্ব সর্প যেমন মূষিককে ধারণ করে, তদ্রূপ ঐ সকল জীবকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন ॥ ৮ ॥

কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্-গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্-
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো! আপনার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলে যখন মনুষ্যগণ নাশপ্রাপ্ত হয়, যে-নাশভয়ে লোক-গুরু ব্রহ্মা পর্য্যন্ত আপনার চরণারবৃন্দ অর্চ্চন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ মনুও দৃঢ়বিশ্বাস-সহকারে যাঁহার সেই অর্চ্চন করিয়া থাকেন; তখন কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিবেন? ৯ ॥

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥ ১০ ॥

হে ব্রহ্মন্, হে পরমাত্মন্, এই বিশ্ব রুদ্রের ভয়ে বিধ্বস্ত হইতেছে; এই সময়ে আপনিই আমাদের গতি। আপনি আমাদের গতি হইলে কোন বস্তু হইতেই আমাদের আর ভয়ের আশঙ্কা নাই। ১০ ॥

ফলশ্রুতিঃ

অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্।
অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ১১ ॥

অতএব যে-পুরুষ একাগ্রচিত্তে বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া এবং

একমাত্র বাসুদেবকেই আশ্রয়পূর্ব্বক নিত্যকাল এই স্তোত্র জপ করিবেন, তিনি অবিলম্বে মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১১ ॥

শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞান-নৌর্ব্যসনার্ণবম্ ॥ ১২ ॥

ইহলোকে যতপ্রকার কল্যাণ আছে, শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞানই তাহাদের মধ্যে চরম মঙ্গল ; কারণ, যিনি জ্ঞানরূপ তরণী আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুস্তর-ব্যসনপূর্ণ সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ১২ ॥

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতং ভগবৎস্তবম্।
অধীয়ানো দুরারাধ্যং হরিমারাধয়ত্যসৌ ॥ ১৩ ॥

যে-পুরুষ মদ্গীত এই ভগবৎস্তোত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি দুরারাধ্য শ্রীহরিকেও অনায়াসে এই স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন করিতে পারেন ॥ ১৩ ॥

বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্ যদ্যদিচ্ছত্যসত্বরম্।
মদ্গাত-গীতাৎ সুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকাবল্লভাৎ ॥ ১৪ ॥

যে-পুরুষ স্থিরচিত্তে মদ্গীত এই স্তোত্রের দ্বারা নিখিল-মঙ্গলের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে সুপ্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

যঃ ইদং কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ১৫ ॥

যে-মনুষ্য উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে এই স্তোত্র শ্রবণ করিবেন বা অপর ব্যক্তিকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ১৫ ॥

অহৈতুক ধাম-সেবক

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত। ইঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে জানা যায় যে, তিনি শ্রীমধুসূদনদাস নামে একজন ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের শিষ্য এবং পূর্ব্বাশ্রমে

পুরুণিয়ার শ্রীনিত্যানন্দ সন্তান শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য লীলা-অভিনয়কারী। এই শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্যধারায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আশ্রয় ত্রিপুরায় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ। তাঁহাদের গৃহেই রাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাসবিহারী জিউর সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান। পঞ্চশ্রীযুত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর, তাঁহার পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর এবং তদীয় যোগ্য পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীবীর-বিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতিরূপে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূল পুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ, মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। তাঁহারই অনুগ ব্রজবাসী শ্রীল বিহারীলাল এখনও বর্ত্তমান আছেন। অধিক দিনের কথা নয়, **বাংলা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মভূমির নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সঙ্গোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন।** শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যে উৎসাহ তাঁহার পরিচয় তাঁহার অনুগত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে সমুজ্জ্বলিত আছে। সকল সদ্‌গুণ শ্রীল জগন্নাথ দাসকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে।

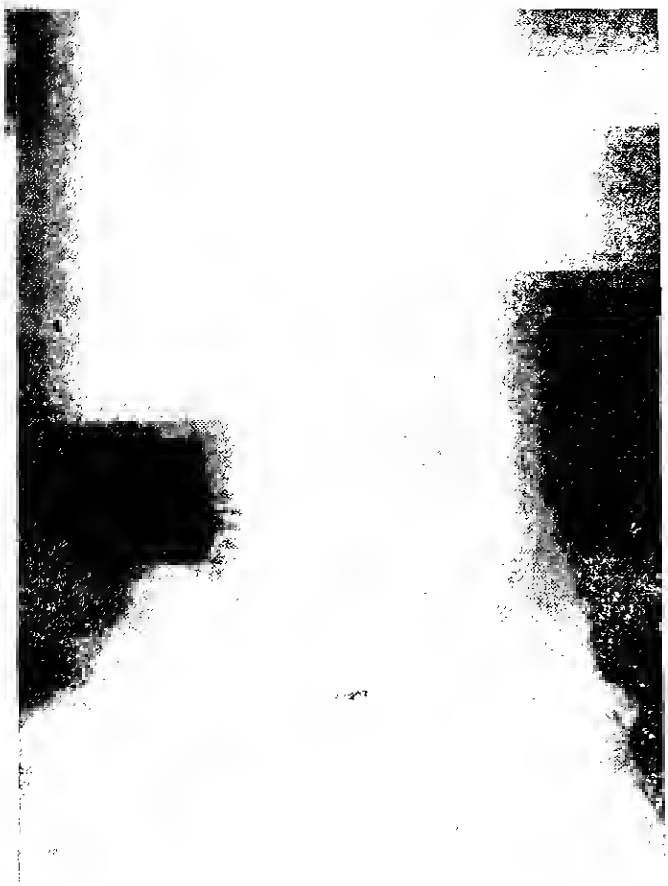

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশে শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচনা করিয়া গৌড়-দেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে গৌড়দেশের নিত্য গৌরবের বস্তু—অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের লোকাতীত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রচারফলে বিশ্বের নানাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারই অনুজসদৃশ মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীগৌর-মহিমার কথা জনসাধারণ্যে বিষয়িগণের মধ্যে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় জানাইয়াছেন। মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা শ্রীগৌসুন্দরের প্রকটকালীন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ৩৯৮ শ্রীচৈতন্যাতীতাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা-নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পূর্ব্বকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসকলের সাময়িক প্রচারের অভাব ছিল। কালে-ভদ্রে কেহ এই সকল গ্রন্থের শ্রবণ পঠনাদি করিতেন। এই লোকাতীত মহাপুরুষের দয়ার ফলে সেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের অসামান্য সমৃদ্ধি জগতে 'শ্রীসজ্জনতোষণী' নাম্নী সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। **ইঁহার দ্বারাই প্রাচীন লেখক শ্রীপরমানন্দ দাস প্রমুখ জনগণের শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন নিবন্ধসমূহ ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রত্নাকর, পরিক্রমা প্রভৃতি আকর গ্রন্থ ও তাঁহার তাৎকালিক বিশ্বাসযোগ্য নিত্য সংবাদসমূহ সংবলিত আকর হইতে সাধা-রণের বোধোপযোগী করিয়া বর্ত্তমান গৌড়দেশে শ্রীধামসেবার অলৌকিক সৌন্দর্য্য-মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।** তাঁহার রচিত

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ-রচিত শ্রীনবদ্বীপশতকের গৌড়ীয় ভাষায় পদ্যে অনুবাদ প্রচার, তাঁহার শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের প্রমাণখণ্ড জগতে অনেকবার বঙ্গাক্ষরে প্রচারিত হইয়াছে। **কতকগুলি বিষয় মদমত্ত-জন নানা উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া নিজ নিজ ঈর্ষানলের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত হইলেও সত্যের অপলাপের কোন দিনই সম্ভাবনা নাই।** এই মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যপতি ও শুদ্ধভক্তিসংরক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রেরিত ও তদাদিষ্ট লোকাতীত-জ্ঞানসম্পন্ন ও লৌকিকজ্ঞানের সর্ব্বোতভাবে সুষ্ঠুশিক্ষক। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-সেবাভীষ্ট-প্রচারকল্পে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রাকট্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনঃসঞ্জীবন কার্য্যে যে-সকল গৌরসেবা পরায়ণ ভক্তগণ গৌড়ীয়-সমাজের গ্লানি অপনোদনে সচেষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনের অন্তর্গত শ্রীমঠে অবস্থিত ত্যক্তগৃহ নিষ্কপট ভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীধামসেবার জন্য অনুক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত।

সেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার চৌকিদার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামহট্টের ঝাড়ুদার **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্ট কার্য্যের সহচরেরই আরাধ্যদেব শ্রীমদ্গৌরকিশোর।**

যে লোকাতীত মহাপুরুষ ভগবৎসেবা-নিপুণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পুনঃসঞ্জীবক, ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের সংস্থাপক ও পুনরৌজ্জ্বল্যকারক, তাঁহারই আরাধ্য-দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু। শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকটকালীয় শ্রীদাস গোস্বামীর অভিন্ন আচারের নিগূঢ় রহস্য ভগবদ্ভজনের অব্যক্তপ্রচারকারি-সূত্রে তিনি ব্যক্ত-প্রচারকারীর গুরুদেব।

সম্প্রতি যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থানের মহিমা প্রচারকল্পে লক্ষ লক্ষ শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র আশ্রয়—তাঁহার সহিত বিরোধ-কল্পনায় অনেক একদেশদৃষ্টিসম্পন্ন বিষয়প্রমত্তজনগণ নানাপ্রকারে বিরোধ চেষ্টা করিতেছেন। তাদৃশ বিরোধচেষ্টা জগতে জঞ্জাল আনয়ন করিবে, জানিয়া ও না জানিয়া যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের প্রতি-কূলে স্ব স্ব চেষ্টা নিয়োগ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র 'জীবন্মুক্ত' বলেন না; অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জ মাপকাঠিতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল চেষ্টাকে সেবা-নামে অভিহিত করেন। ভক্তির প্রতিকূল সম্প্রদায়কে শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—(১) কৃষ্ণসেবা-বিমুখ কৃষ্ণেতর সেবোন্মত্ত অন্যাভিলাষী বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত সাহজিকগণ, (২) কর্ম্মাবৃত হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বাহ্যসাধনপ্রণালীরত বিকৃতস্বরূপে ভক্তি-প্রতিকূল-চেষ্টান্বিত অসংখ্য সম্প্রদায়, (৩) আধ্যক্ষিক জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়া বলপূর্ব্বক ভক্তবিদ্বেষী অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদি-সম্প্রদায়।

ইঁহারাই শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিচারের প্রতিকূলে বলপূর্ব্বক শ্রীগৌর-সুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারের বাধা প্রদান করেন। তজ্জন্য ইহারা দলে বেশী। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সত্রযাজিগণ দুর্লভ, সহস্র প্রাকৃত-বিচারে সত্রযাজী অপেক্ষা অপ্রাকৃত-বেদান্তবিচারনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দুর্লভ, কোটি অপ্রাকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠের মধ্যে কেবল-ভক্ত্যাশ্রিত অমিশ্রভক্ত শ্রেষ্ঠ, অমিশ্র ভক্ত-মধ্যে আবার ঐকান্তিকী ভক্তির সেবকের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের তারতম্যবিচারে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন নিত্য-সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি সম্ভোগরসবিগ্রহ দ্বিদল বৈকুণ্ঠ-গোলোকের মালিক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। উহার প্রতি রতিরহিত জনগণ জড়ের বা ভোগময়ী ভূমিকার

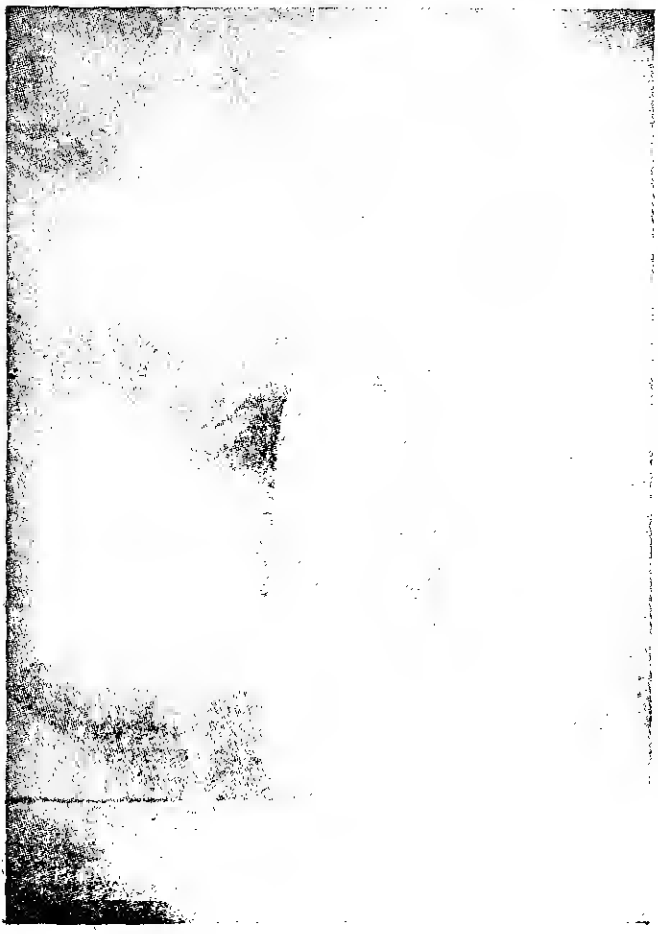

পঞ্চরসাশ্রিত। উহা গোলোকের বিকৃত প্রতিফলন ছায়া মাত্র। জড় বিজ্ঞান ও জড় সাহিত্য ভোগী কর্ম্মবীরের সাহায্য করে, নৈষ্কর্ম্ম-লব্ধ জ্ঞান অপ্রাকৃত সেবা-নিরত হইয়া জড়-বিজ্ঞান, জড় সাহিত্য, জড় অলঙ্কার, জড়বিদ্যা-প্রমত্ত ত্রিগুণ-দ্বারা প্রকৃতি হইতে প্রসূত কার্য্য-সমূহের কর্ত্তৃত্বাভিমানি জনগণের রসের সহিত অসহযোগিতা করিয়া যাঁহারা—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

এই শাস্ত্রবচনের অনুসরণ-সম্বন্ধিনী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি মায়া মুগ্ধ জনগণের মাপকাঠিতে বিদ্যা-শব্দে অভিহিত না হইলেও তাঁহাদের অবিদ্যা-জড়িত অহঙ্কারের ঔষধ-রূপে বিনাশিনী ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের সুধাবিস্তারিণী লেখনী—"(জড়) "বিদ্যামদে (জড়) ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।" তাহাদের জড়বিদ্যা ও জড়-ধনে অপ্রমত্ত জনগণ জড়াতীত অখণ্ড জ্ঞান-রাজ্যে বেদান্তবিদ্বান্ অখিল ঐশ্বর্য্যের কোষসমূহের মালিক. সুতরাং আরোহবাদীর বিদ্যা "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" বিচারে লঘুতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের নিত্য ভক্ত ও শ্রীচৈতন্যের অনিত্য অভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের ইতিহাস সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করিতেছে। **সুতরাং নির্দ্দিষ্ট গৌরজন্ম-স্থানের বিরুদ্ধে মায়াদেবী যে প্রবলভাবে ভগবানের ও ভগবদ্ধামের স্বরূপ আচ্ছাদন করিবেন, এবং তাদৃশী বৃত্তির পরিচাল-**

নাথই তাহার অধিষ্ঠান,—একথা শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লোকের অজ্ঞাত অলৌকিক বিচার সাত্বতসংহিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অন্য তাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবগণের জীবন্মুক্ত পুরুষগণের চেষ্টার বিরুদ্ধে যে অভিযান, সেই অভিযানকেই গৌরজন্মস্থানের নিরূপিকা সভা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব হে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে প্রতিভান্বিত জীবন্মুক্তপুরুষবিরোধিমহোদয়গণ, আপনাদিগের নিকট নদীয়াবিহারী নদীয়া-প্রকাশের সেবকসূত্রে আমি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথাই শ্রীরূপাদি পরমহংস গৌরভক্তগণের আনুগত্যে নিবেদন করিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য, কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ, চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আমার এই নিবেদন ক্ষণকালের জন্য নহে, কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত জীবের আধ্যক্ষিক বিচার প্রবল থাকিবে, তৎকালাবধি অধোক্ষজ বস্তুর প্রাকট্যস্থান নির্দ্ধারণে অধিক প্রমাদ উপস্থিত হইবে বলিয়া, তাঁহাদের উপযোগী ভাষায় আর কতকগুলি কথাও বলিলাম। আমি একজন প্রত্নতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত; আমাকে তাদৃশ ভূষণ পরাইয়া আমাকে নিত্যসেবায় প্রবুদ্ধ করাইবার জন্য অহমিকা-প্রমত্ত বুদ্ধগণের ও তদাশ্রিত বৌদ্ধগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞানে যেরূপ-ভাবে ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রদর্শনরূপ অপ্রীতিজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

যেরূপ ভগবান্ জীবকুলকে মায়িক বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ প্রদানকল্পে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বৌদ্ধগণের মত প্রচ্ছন্নভাবে পরিচালনার উদ্দেশে ভক্তরাজের মূর্ত্তিতে ভগবদ্‌ভিন্নাংশ ভক্তির বিদ্বেষিলীলা প্রদর্শনছলনায় মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত বেদান্তের মধ্যে মায়াবাদের আবর্জ্জনা বিদূরিত করিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের জনগণ আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ ও ভক্তের অনুকূল সেবাকার্য্যে আমাকে প্রত্নবিদ্যার উপলক্ষণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি নদীয়াপ্রকাশের সেবায় নিযুক্ত এক অযোগ্য সেবক। আমি অযোগ্য হইলেও আমার গুরুবর্গই এইকার্য্যে একমাত্র যোগ্য,

অন্যে নহে। **আমাদের পুঁজিপাটার ভাণ্ডারে অসংখ্য প্রমাণ যাহা আমি অদ্য স্থানাভাববশতঃ দিতে পারিলাম না**, তাহা দিবার জন্যই আধ্যক্ষিক জ্ঞানসম্পন্ন নরগণের জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কুপথ্য-সেবন নিষেধ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে থাকিব। যখন যাঁহার যে-বিষয়ে সন্দেহ-বীজের অজ্ঞান ভ্রমপথে লইয়া যাইবে, তখনই আমি তাঁহাদিগের নৈশ-তিমিরে আলোকের ক্ষীণপ্রভা অপেক্ষা শতকোটি সূর্য্যের একত্র সমাবেশ-জনিত আলোকের ছটা পাঠাইবার যত্ন করিব।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈমুখ্য

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবৎ-বিমুখতাই জীবের অনন্ত দুঃখের কারণ। বৈমুখ্য জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দ্বারা অন্তর্মুখীন করাই জীবের অনন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে, তাঁহার শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত কলিযুগে আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যথা বৃহন্নারদীয়ে,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীভগবন্নামে এবং শ্রীভগবানে কোনই প্রভেদ নাই। নাম স্বয়ং শ্রীভগবান হইতে অপৃথক তত্ত্ব।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

নাম চৈতন্য রস-বিগ্রহ। চিদ্রস নামরূপে সদা বিরাজ করিতেছেন। নাম পূর্ণতত্ত্ব। নাম—চিন্তামণি অর্থাৎ নামে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্! তোমার এরূপ দয়া যে, তোমার নাম সমূহে তুমি বহুধা নিজশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং নাম স্মরণ করিবার জন্য অনেক সময়ও প্রদান করিয়াছ; কিন্তু আমার এমনি দুর্দ্দৈব যে, এ হেন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

রূপ, গুণ ইত্যাদি যে-সমস্ত বিষয় লইয়া জগৎ আবদ্ধ, শ্রীভগবান সেই সমস্ত বিষয়ের নির্দ্দোষ আধার-স্বরূপ—রূপ, গুণ, প্রেম, প্রীতি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ইত্যাদি অপ্রাকৃত গুণ তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার সমস্ত ব্যাপারই অনন্ত; সুতরাং শ্রীভগবানকে পাইলেই সমস্ত পাওয়া হয়। শ্রীভগবৎসম্বন্ধ-রহিত মায়াশক্তি-পরিণমিত গুণ-নিচয়ের প্রাপ্তি উহার নিকট নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীভগবানকে পাইতে হইলেও তাঁহার প্রতি প্রেমের আবশ্যক। শ্রীভগবান পূর্ণ প্রেমময়; সুতরাং একমাত্র প্রেম ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে না। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু—এক কৃষ্ণ-প্রেমরস॥"

হে মানব! যদি সংসারের এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা থাকে,—যদি সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে সাধ থাকে, তাহা হইলে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হও। শুদ্ধচিত্তে শ্রীনামকীর্ত্তন কর, প্রেম আপনিই উদয় হইবে।

ভক্তগণ! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিরপরাধ হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারি।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

শ্যামে না ভজিয়া যদি, অন্যদেবে ভাব পতি, জন্ম তব বৃথা জেনো তায়।
আসল পতিরে ত্যজি', ধর যদি উপপতি, কুল-ধর্ম জলাঞ্জলি যায়॥
অন্যদেবের কিবা কথা, ব্রহ্মা-মহেশ্বর যেথা, বাঞ্ছে নিতি দর্শন তাঁহার।
দেবে তাঁর আজ্ঞাকারী, তিনি সর্ব্ব অবতারী, মোরা তাঁর দাস তুচ্ছ ছার॥
প্রভু দেব সঙ্কর্ষণ, গোলোক করেছে ধারণ, যথা শ্যাম করেন বিহার।
গোলোক ধামের পথ, নাহি জানে দেব সব, জানে শুধু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥

বৈকুণ্ঠ-নাথ যিনি, শ্যামের স্বরূপ তিনি, লক্ষ্মী তাঁর সেবে শ্রীচরণ।
তবু লক্ষ্মী বাঞ্ছা করে, শ্যাম-পদ-সেবা তরে, শ্যাম নাম হরে লক্ষ্মী-মন ॥
রাধা-শ্যামরূপে হরি, নিজে দুই দেহ ধরি', গোলোকেতে নিত্য করে বাস।
রস বিনিময় করে, দোঁহে মিলি পরস্পরে, অপূর্ব্ব সে মাধুর্য্য পরকাশ ॥
শান্ত-দাস্য-সাখ্যরস, তদুপরি মধুর রস, যা'তে হৃদে প্রীতি উপজায়।
ব্রজগোপী সনে শ্যাম, মত্ত রহে অবিরাম, নানাবিধ কৌতুক-লীলায় ॥
মধুর রস যে সেথা, দুই ভাগে বিভক্তা, স্বকীয়া ও পরকীয়া রসে।
শ্যামের সুখের লাগি', ব্যস্ত সব ব্রজগোপী, হাসে গায় সদা প্রেমোল্লাসে ॥
স্বকীয়া রসের শ্রেষ্ঠ, পরকীয়া রস তত্ত্ব, সেই রসে তুষ্ট সদা শ্যাম।
সেথা গোপীগণে প্রায়, পরকীয়া রসে তায়, সেবে তাঁরে নিত্য অবিরাম ॥
সেথা যারা করে বাস, হেরে তারা সেই রাস, অন্য কেহ না দেখে কখন।
রাধা ও শ্যামেরে বেড়ি,' মণ্ডলাকারে ঘুরি' ঘুরি,' নৃত্য করে যত গোপীগণ ॥
বাজিলে শ্যামের বেণু, রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু, উল্লাস বাড়ে যে তৎক্ষণ।
বুঝিয়া শ্যামের প্রীতি, চঞ্চল সকল গোপী, শ্যামের সঙ্গমে লুব্ধ মন ॥
শ্যামের কিঙ্করীগণ, করে রস আস্বাদন, শ্যাম-প্রীতে হয় হরষিত।
সে রস-বিচিত্র কথা, বর্ণিতে না পারি হেথা, সেই তত্ত্ব মোর অবিদিত ॥
সে চিজ্জগতে যাহা, পরম উত্তম আহা, এ জড় জগতে তাহা হেয়।
হায় সে মধুর রস, জড়ে হয় বিপর্য্যয়, মুকুরে যেমনি দেখ দেহ ॥
সে চিজ্জগৎ-মাঝে, কৃষ্ণই নায়ক আছে, আর সবে তাঁহার কিঙ্করী।
তত্ত্বতঃ জানিহ হেথা, জীব ভোগ্য,—নহে ভোক্তা, কৃষ্ণ শুধু ভোক্তা সবারি ॥
মায়ায় মোহিত জীবে, এ তত্ত্ব বিরুদ্ধ ভাবে, কোন জীবে ভোক্তা বলি মানে।
মধুর রস যে তাই, বিপর্য্যস্ত হয় ভাই, সত্তা ধর্ম্ম না রহে এখানে ॥
যদি জীব পাবে গতি, জেনো শ্যাম তব পতি, ত্যজ অন্যদেবের পূজন।
ভক্তি যদি থাকে হৃদে, যাবে ত্বরা গোলোকেতে, কর্ম্ম-জ্ঞান নাহি প্রয়োজন ॥
কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদিতে, ভক্তিসুখ নারে দিতে, তুচ্ছ তাহা কর পরিহার।
চির স্বর্গে নাহি রবে, পুণ্য-ক্ষয়ে এ মরতে, নানা যোনি ভ্রমিবে আবার ॥
সিদ্ধি পেয়ে ব্রহ্মে লয়, কেহ তারে মুক্তি কয়, ইথে কি আনন্দ কভু রহে ?
জীবাত্মা স্ব-সত্তা লোপে, আত্মহত্যা মহাপাপে, নরক-যন্ত্রণা সদা সহে ॥
সেবানন্দ চাহ যদি, ভজ শ্যামে নিরবধি, পরাশান্তি লভিবে জীবনে।
সেবানন্দী বই অন্য, নাহি জানে সে আনন্দ, অতএব সেব' ভগবানে ॥

হেন মধুময় বার্ত্তা, ভাগবতে পূর্ণমাত্রা, লিখেছেন বেদব্যাস মুনি।
ভাগবত পড় যদি, তবে হবে উপলব্ধি, কেন শ্যামে পূজে পদ্মযোনি॥
শাস্ত্র-পুরাণ সব, লিখিলেন ব্যাসদেব, শান্তি তবু নাহি এল প্রাণে।
শ্রীনারদ-গুরু তাঁরি, কহিলেন তিরস্কারি, "অসন্তুষ্ট কৈলে ভগবানে॥
শ্যামের অমল যশঃ, কহিলে না শাস্ত্রে তত, যত অন্যদেবেরে বন্দিলে।
সে কর্ম্ম-বিপাকে তুমি, শান্তি নাহি পাও মুনি, জ্ঞান তব জানি হেয় বলে'॥"
তবে মহামতি ব্যাস, রচি' শ্রীমদ্‌ভাগবত, গাহিলেন গোবিন্দ-মহিমা।
নাহি নিন্দ অন্যদেবে, মতি রাখ শ্যাম-পদে, পাবে তবে তাঁহার করুণা॥
কীর্ত্তনেতে দেহ মন, লহ নাম অনুক্ষণ, আর লীলা করহ স্মরণ।
সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা, শুন জীব পতিব্রতা, ধর সদ্ গুরুর চরণ॥
গুরুর আশীষে তবে, অচিরে তরিয়া যাবে, গোলোকে বসতি হবে কালে।
অপার সে' কৃষ্ণ-তত্ত্ব, কি তার কবে এ ভৃত্য, যাহা সর্ব্ব মহাজনে বলে॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৬)

ভগবদ্ধাম

পৃথিবীতে যে সকল ভগবদ্‌ধাম যে-ভাবে বিরাজমান, বৈকুণ্ঠেও সেই সকল ধাম অবিকল তদ্রূপে অবস্থিত। তৎপ্রমাণ—যা যা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাহতাঃ॥ (স্কান্দে)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধাম সম্বন্ধে উক্তি—

প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোকুলে শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যথা কৃষ্ণের বিলাস॥ (আঃ ৫ম)

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সপ্তস্বর্গ-সপ্তপাতালবিশিষ্ট চতুর্দ্দশ ভুবন। তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ। তদূর্দ্ধে বিরজানদীর অপর পারে সিদ্ধলোক। ইহা শ্রীহরি দ্বারা হত দৈত্যগণের সাযুজ্য মুক্তির স্থান ও জ্ঞানমার্গে সিদ্ধ ব্যক্তির প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ ধাম। ইহার উর্দ্ধে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। এখানে ভগবদবতারগণের পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ। অবতারগণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করিলে ধাম ও পরিকরসহ তথায় অবতীর্ণ হন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন, তদ্রূপ ধামেরও সামর্থ্য। কিন্তু ধাম সর্ব্বব্যাপক বলিয়া স্থানান্তর হইতে তাহার আগমন প্রয়োজন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বপরম স্বরূপ, তদ্ধামও তদ্রূপ সর্ব্বোপরি বিরাজমান। সেই ধাম অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীতেও বিদ্যমান। পৃথিবীস্থ বৃন্দাবন এবং পরব্যোমস্থ বৃন্দাবনে ভেদ নাই, একই বৃন্দাবনের উভয়ত্র স্থিতি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ (স্বায়ম্ভুবাগম ঈশ্বর-দেবী-সংবাদে ৮৫তম পটলে)—

ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্ব্বং ক্রমেণ তু।
নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ॥
অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বকারণম্।
প্রকৃতেঃ কারণান্যেব গুণাংশ্চ ক্রমশঃ পৃথক্॥
ততস্তু ব্রহ্মণো লোকং ব্রহ্মচিহ্নং স্মরেৎ সুধীঃ।
উর্দ্ধে তু সীম্নি বিরজাং নিঃসীমাং বরবর্ণিনি॥
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতাং শুভাম্।
ইমাশ্চ দেবতা ধ্যেয়া বিরজায়াং যথাক্রমম্॥
ততো নির্ব্বাণপদবীং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মরেত্তু পরমব্যোম যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ॥
ততোঽনিরুদ্ধলোকং চ প্রদ্যুম্নস্য যথাক্রমম্।
সঙ্কর্ষণস্য চ তথা বাসুদেবস্য চ স্মরেৎ॥

পীযূষলতিকাকীর্ণাং নানাসত্ত্বনিষেবিতাম্।
সর্ব্বর্ত্তুসুখদাং স্বচ্ছাং সর্ব্বজন্তুসুখাবহাম্॥
নীলোৎপলদলশ্যামাং বায়ুনা চালিতাঃ মুহুঃ।
বৃন্দাবনপরাগৈস্তু বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভাম্॥
সীম্নি কুঞ্জতটাং যোষিৎক্রীড়া-মণ্ডপ-মধ্যমাম্।
কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধীমান্ সুবর্ণতটপঙ্কজাম্॥
কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ।
বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষবিহঙ্গমৈঃ॥
সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসেকনিকেতনম্।
একীভাবো দ্বয়োর্যত্র বৃক্ষয়োর্মধ্যদেশতঃ॥
তদধশ্চিন্তয়েদ্দেবি মণিমণ্ডপমুত্তমম্।
ত্রিলোকীসুখসর্ব্বস্বং সুযন্ত্রং কেলিবল্লভম্॥
তত্র সিংহাসনে রম্যে নানারত্নময়ে সুখে।
সুমনোঽধিক-মাধুর্য্যকোমলে সুখসংস্তরে॥
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্য চতুষ্পাদৈর্বিরাজিতে।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং শিরোভূষণ-ভূষিতে॥
তত্র প্রেমভরাক্রান্তং কিশোরং পীতবাসসম্।
কলয়া কুসুমশ্যামং লাবণ্যৈকনিকেতনম্॥
লীলারস সুখাম্ভোধি-সংমগ্নং সুখসাগরম্।
নবীননীরদাভাসং চন্দ্রিকাঞ্চিতকুন্তলম্॥

তাহাতে বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই সকল ধ্যান করিবে,—নানাকল্পলতাকীর্ণ সর্ব্বব্যাপী বৈকুণ্ঠ, তন্নিম্নে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি, তৎপরে সত্যলোক। প্রকৃতির ঊর্দ্ধে সীমাশূন্যা বিরজানদী, তাহাতে বেদাঙ্গ-স্বেদ-সলিল প্রবাহিত। বিরজার উপরিভাগে ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মুক্তিস্থান। তদূর্দ্ধে সনাতন দেবগণের বিহার স্থান পরব্যোম। তদূর্দ্ধে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের স্থান (যথাক্রমে অবস্থিত) স্মরণ করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যমুনাকে সম্যক্ প্রকারে স্মরণ করিবে। সেই যমুনা অমৃতলতাকীর্ণা, নানাপ্রাণিদ্বারা নিষেবিতা, সর্ব্বঋতুর সুখদায়িনী, স্বচ্ছসলিলা, সর্ব্বজন্তুর সুখাবহা, নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণা, মৃদুতর-তরঙ্গ-শোভিতা। তাহার তটভাগে কুঞ্জ, মধ্যভাগে ব্রজসুন্দরীগণের ক্রীড়া-মণ্ডপ, তীরে সুবর্ণভূমি এবং নীচে সুবর্ণকমল।

অতঃপর ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবন সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবে। সেই বৃন্দাবন নিত্যনূতন পুষ্পাদি-রঞ্জিত, সুখ-সমাকুল, স্বরূপানুভব জন্য যে আনন্দ, তাহা হইতেও অধিক সুখের অভিব্যক্তিস্বরূপ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-পঞ্চকে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্ন-লতাশোভিত, মত্তভ্রমর গুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, সকল ঋতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ, প্রবালসমূহে সর্ব্বদিক পরিশোভিত ; তাহাতে কালিন্দী-জল-সংসর্গি বায়ু মৃদুল হিল্লোলে বারংবার প্রবাহিত এবং নানাবৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে। হে দেবি! বৃন্দাবনের যে-স্থানে কল্পবৃক্ষদ্বয় মধ্যদেশে একীভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অধোভাগে মণিমণ্ডপ চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে ত্রিলোকীর সর্ব্বসুখাস্পদ কেলিবল্লভ উত্তম যন্ত্র, নানারত্নখচিত মনোহর সিংহাসন, তাহাতে পুষ্পাধিক-কোমল মাধুর্য্যপূর্ণ সুখময় আস্তরণ। ঐ সিংহাসন ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্য চারিটী কীলক-সংবদ্ধ। তাহা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শিরোভূষণদ্বারা ভূষিত। ঈদৃশ সিংহাসনে প্রেমভরাক্রান্ত, পীতবসন, কলয়াকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, লাবণ্যরাশির একমাত্র আশ্রয়স্থল, লীলারস-সুখসাগরে মগ্ন, নবীন-নীরদাভাস, ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াশোভিত-কুন্তল কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল ভগবল্লোকের উপরিভাগে বিরাজিত।

ব্রহ্মসংহিতায়ও শ্রীকৃষ্ণলোকের বিবরণ এইরূপ—

সহস্র-পত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকার-তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥
কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকং।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং তু যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্॥
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।
চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্॥
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্।
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্॥
শূলৈর্দ্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষু চ।
অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা॥

মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতো বৃতম্।
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পরিদর্ষভৈঃ॥
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলাখ্য ধাম সহস্রদলকমল-সদৃশ। সেই কমলের কর্ণিকার তাঁহার ধাম। অনন্তের অংশে গোকুলের সতত আবির্ভাব। ঐ কর্ণিকার হীরক কীলকশোভিত ষট্‌কোণ মহদ্‌যন্ত্রস্বরূপ। ষট্‌কোণে ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্থান—যাহা প্রেমানন্দজনিত মহানন্দরসাত্মক প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং জ্যোতীরূপ কামবীজের অবস্থিতি স্থান। সহস্রদল-কমলের কিঞ্জল্ক—শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতি গোপগণের ও পত্র—গোপীগণের ধাম। গোকুলের চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপ, তাহার চতুষ্কোণে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের ধাম। তাহার দশদিকে দশটি শূলদ্বারা বদ্ধ। অষ্টনিধি ও অষ্টসিদ্ধি দ্বারা সেবিত, মন্ত্ররূপী ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল দ্বারা পরিরক্ষিত শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ পার্ষদগণ পরিবৃত এবং সর্ব্বদিকে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসমূহে সুশোভিত।

গোকুল অর্থে গো-গোপাবাস স্বরূপ। গোকুলের স্বরূপ—'অনন্তাংশ-সম্ভবম্' অর্থাৎ শ্রীবলদেবের অংশে গোকুলের নিত্যাবির্ভাব। সর্ব্বমন্ত্রসেবিত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজের বহুপীঠ আছে, তন্মধ্যে 'কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং' ইত্যাদি শ্লোকে মুখ্যপীঠ বর্ণন করিতেছেন। সহস্রদল কমলাকৃতি গোকুলের কর্ণিকার মহদ্‌যন্ত্র অর্থাৎ উহার প্রতিকৃতি সর্ব্বত্র ষট্‌কোণ যন্ত্ররূপে লিখিত হয়। উহার ষট্‌কোণ অষ্টাদশ-অক্ষর মন্ত্রের স্থান। প্রকৃতি মন্ত্রের স্বরূপ কারণস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই ঐ মন্ত্রের প্রকৃতি। সেই মন্ত্রের দেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই উহার পুরুষ অর্থাৎ যাঁহা হইতে মন্ত্রের আবির্ভাব হয় তাঁহাকে মন্ত্রের প্রকৃতি এবং যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা উপাস্য তিনি ঐ মন্ত্রের পুরুষ বলিয়া কথিত হন। প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ের বিশেষণ 'প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেন'—প্রেমরূপ যে আনন্দসমূহ সেই প্রেমানন্দই আবার মহানন্দ-রসরাশি অর্থাৎ প্রেমানন্দের পরিপাক-বিশেষ। সেই মহানন্দ-রসস্বরূপেও জ্যোতিরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ মন্ত্ররূপে ও কামবীজে প্রকৃতি-পুরুষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত। সেই কর্ণিকারের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কর্ণিকার-সংলগ্ন অভ্যন্তর বলয় তদংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদের অংশ—এমন সজাতীয় গোপগণের ধাম।

গোকুলের বাহিরের চতুষ্কোণাত্মক স্থলের নাম শ্বেতদ্বীপ। কারণ সেই অংশে "গোকুল" এই নামবিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু চতুরস্রের অভ্যন্তর 'বৃন্দাবন' নামে খ্যাত। তাহার অপর নাম গোলোক। গো এবং গোপাবাসরূপ সহস্রদলকমলের নাম শ্রীগোকুল বা বৃন্দাবন, আর সেই গোকুলের বহির্ম্মণ্ডল (চতুষ্কোণ স্থান) এবং অভ্যন্তরস্থ গোকুল উভয়ের সমষ্টির নাম গোলোক। গোলোকের বাহিরে চতুষ্কোণে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তির ধাম। সেই চতুষ্কোণ স্থান ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বিধ পুরুষার্থ এবং তত্তৎ প্রাপ্তির উপায় সাধনসমূহে ব্যাপ্ত। তাহা সর্ব্বদিকে মন্ত্ররূপী অর্থাৎ নিজ নিজ মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দিকপালগণ দ্বারা পরিবৃত। শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্ল এই চারি বর্ণাত্মক মূর্ত্তিমান ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদদ্বারা সুশোভিত। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে—কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ (১০।২।৮।১৪) অর্থাৎ সেই গোলোকে মূর্ত্তিমান বেদগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গোপগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা—এই শক্তিসকল দ্বারা গোলোক সুশোভিত।

'মাংসময় দেহ সে স্থানে গমন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ'—ভাগবত ১০।২৮।১৩ শ্লোকের (সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং) টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"দেহাদি-পিহিতানাং তদ্দর্শনমশক্যম্ দেহাদি-ব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস" অর্থাৎ দেহাদি-আচ্ছন্ন শ্রীভগবদ্ধাম দর্শনে অসমর্থ, ইহা জানাইবার জন্য দেহাদিব্যতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন।

অজামিলের বৈকুণ্ঠ-গমন-প্রসঙ্গেও উক্ত হইয়াছে— ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি॥ (ভাঃ ৬।২।৩৬) অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গপ্রভাবে অজামিলের নির্বেদ উপস্থিত হইলে পূজাদি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় এক দেবমন্দিরে আসন কল্পনা করিয়া যোগ ধারণা করেন। তৎপরে আত্মাকে দেহাদির সঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়া সমাধিদ্বারা অনুভবাত্মক ভগবৎস্বরূপে যোজিত করিলেন। তৎপশ্চাৎ—"হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাম্॥" বিষ্ণুপার্ষদ মহাপুরুষদের দর্শনের পর গঙ্গায় দেহত্যাগ

করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্ষদগণের দেহলাভ করিলেন ; পরে "সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ॥" শ্রীহরির কিঙ্কর মহাপুরুষগণের সহিত স্বর্ণরথে অরোহণ করিয়া শ্রীপতি-সমীপে গমন করিলেন। সেইস্থান ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগোচর। "যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্" শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

মানব-জীবনের কর্ত্তব্য

মনুষ্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন। শাস্ত্রে উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যথা—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাসনা-হত হইয়া বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণশীল হয়। নানা ইতরযোনি-ভ্রমণান্তর অবশেষে চিন্তাশীল (Rational) দেহ পরিগ্রহ করে। এমন দেবদুর্লভ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়াও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন! নরাকৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও পশুর ন্যায় প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ ধারণা শুধু কল্পনা নয়। শাস্ত্রে আছে—

'আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥'

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি বিষয়ে নর ও পশুর মধ্যে সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইলেও ধর্ম্মজীবন-যাপন দ্বারাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। যাহার ভিতর পশুত্বের যত প্রাবল্য, সে মনুষ্য হইয়াও পশুর ন্যায় প্রবৃত্তি-পরায়ণ হয়। চিন্তাশীলতার (Rationality) অভাবই এতাদৃশী দুর্গতির কারণ। ইদানীন্তন যে শিক্ষাপদ্ধতি-স্রোত প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে, তাহা পশুতুল্য নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পর্য্যবসিত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারবুদ্ধিবলে স্থাবর-জঙ্গম মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ স্থান

অধিকার করিয়াছে। পরম করুণাময় ভগবানের অপার অনুগ্রহে এই সুদুর্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়াও আমরা কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্ট। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পঞ্চঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, যথা—দেব-ঋণ, ঋষি ঋণ, ভূত-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও নৃ-ঋণ। এই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া ও আপনাকে অযথা ভোক্তৃতত্ত্বে আরোপ করিয়া অহং-কর্ত্তৃত্বাভিমানপূর্ব্বক আমরা ঐরূপ ঋণদায়-গ্রস্ত হই। কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকা কাল পর্য্যন্ত আমাদের ঐ সকল পরিশোধ-কার্য্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের 'আমি ভোক্তা' অভিমান থাকে, তাহাদের ভগবচ্ছরণাপত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় না, তাহারা নিজে কর্ত্তা সাজিয়া কার্য্য করে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

কার্য্যসমূহ ভগবন্নিয়মে কৃত হইল না বুঝিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে।

অহং-কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে 'কর্ম্মী'—আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পঞ্চ-ঋণে আবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য-পালনের দায়ী হইয়া পড়েন। এই ঋণ পরিশোধনকল্পে পঞ্চযজ্ঞের বিধি দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

* * * *

দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
স নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ স জীবতি॥" (মনু ৩।৭০-৭২)

অর্থাৎ, হোমাদি দৈব যজ্ঞযোগে দেব-ঋণ পরিশোধিত হয়, অধ্যয়না-ধ্যাপনাত্মক ব্রহ্ম যজ্ঞদ্বারা ঋষি-ঋণ, পশু-পক্ষ্যাদিকে অন্নাদি-প্রদানরূপ ভৌত-বলি নামক ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূত-ঋণ, মাতা-পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পোষণ এবং অন্নাদি ও জলদানে পিতৃলোকের তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞদ্বারা পিতৃ-ঋণ এবং অতিথি-সেবা, স্বদেশ-সেবা, জলাশয়-খনন, আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও দৈবদুর্ব্বিপাকগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান প্রভৃতি মনুষ্যযজ্ঞদ্বারা নৃ-ঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

'অহং কর্ত্তা' এই জ্ঞান যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন এই পঞ্চ-ঋণ পরিশোধ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার অকরণে প্রত্যবায় ঘটে। যে ব্যক্তি স্বীয় উপার্জ্জনাদিদ্বারা বা অন্যোপায়ে কেবল নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণে ও স্ত্রী-সেবায় আত্মনিয়োগ করে, সে যদি নিঃসহায়া মাতাকে ভরণ পোষণ না করে, সে পাপী ; সে যদি বিপন্ন নর-নারীর সাহায্যার্থে তাহাদের পার্শ্বে না দাঁড়ায়, তবে সে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্যাবহেলায় দুষ্কৃত সঞ্চয় করিবে।

এই যে সব কর্ম্মীর কর্ত্তব্য উল্লিখিত হইল, এইগুলি জীবের কতদিন থাকে—এই বিচার ধীরস্থিরচিত্তে যদি আলোচিত হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, পুত্র-পরিজনের সহিত ক্ষণিকের সম্বন্ধ। যতদিন এ দেহে প্রাণ বর্ত্তমান থাকে—ততদিন পর্য্যন্ত পারস্পরিক সম্বন্ধের অনুভূতি জাগে এবং একের অপরের প্রতি নিজের কর্ত্তব্যবোধের তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু হায়! দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আজ যে বাসনা-বশে এক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করা আবশ্যক মনে হয়, কল্য হয়ত সে বাসনার লোপ পাইবে, অন্য বাসনা তাহার স্থান অধিকার করিবে ; তখন তদুপযোগী আধিকারিক দেবতার তুষ্টি-বিধানে ব্যস্ত হইতে হইবে।

আবার ঋষিগণের মত এক নহে,—বিভিন্ন ঋষির ভিন্ন ভিন্ন মত ; সুতরাং অধ্যয়নাদি সকলের এক নহে, একজনেরও সর্ব্বাবস্থায় একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থাভেদে ভূতযজ্ঞ বিভিন্ন প্রণালীর হইতে পারে। এ জন্মের পিত্রাদিও পরজন্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আজ ইঁহারা আমার স্বদেশবাসী, কাল উঁহারা বিদেশবাসী হইবেন। আজ ইঁহাদের জন্য করিতেছি, কাল উঁহাদের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে হইবে। ইহাদের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেহের সহিত ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয় ; সুতরাং এই কর্ত্তব্যগুলি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্মীর হিসাবে আমাদের নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। অতএব কর্ম্মীরা যাহাকে "আমাদের কর্ত্তব্য" বলেন তাহা বস্তুতঃ আমাদের নিত্য-কর্ত্তব্য নহে।

যাঁহারা সংসারকে দুঃখাত্মকজ্ঞানে তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার প্রয়াস করেন, মুক্তিই যাঁহাদের একমাত্র বাঞ্ছা, তাঁহাদের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মুক্তিলাভের জন্য আমাদের যেগুলি কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়, মুক্তজীবের পক্ষে সেগুলি কর্ত্তব্যস্থানীয় নহে। বদ্ধা-

বস্থায় দেব-দেবীর উপাসনাকে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যত কৃত্রিম বৈরাগ্য অবলম্বন করিব, ততই সেই উপাসনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। এখানেও দেখা যায়, কর্ত্তব্যের তারতম্য-প্রকারভেদ লক্ষিত হয়। নিত্য-কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের কিছুই দৃষ্ট হয় নাই।

এইবার শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য-বিচার অনুধাবন করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

আমাদের মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য (Summum-bonum of life) কি?—সর্ব্বাগ্রে ইহাই অনুসন্ধেয় বিষয়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'।

পুরুষোত্তম পরমেশ্বরই আমাদের ধ্যেয়, উপাস্য এবং প্রভু। আমরা তাঁহার নিত্যদাস; সেই নিত্যদাস্যই আমাদের (জীবের) স্বরূপ। স্বরূপ-বিভ্রমে কর্ত্তব্যের ভ্রান্তি আমাদিগকে বিপথে চালিত করিতেছে। অনাত্মবস্তু-দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া নানাবিধ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। যদি সাধু-গুরু-পদাশ্রয় করি, তাহা হইলে আমরা মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। শ্রীভগবানে শরণাগতিই এবম্বিধ ঋণমুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার সবিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥' (ভাঃ ১১।৫।৪১)

শ্রীমুকুন্দের দাস্যে নিযুক্ত হইতে পারিলেই সংসারের সকল ঋণের দায় হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। উপায় শ্রীভগববৎ-সেবা এবং উপেয়ও শ্রীভগবৎসেবা। **'ভগবৎ-সেবাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য'**। ভক্তসেবা ভগবৎ-সেবারই অন্তর্গত; কেননা, ভক্তসেবা ব্যতিরেকে ভগবৎ-সেবা সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় না। এবিষয়ে 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—শ্রীভগবদ্বাক্য বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

অতএব শুদ্ধভক্তিপথে থাকিয়া মানবজীবনের পরমপুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম' প্রাপ্তি-সাধনে রত হইলেই এ বিফল জন্ম সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

তুলিলা লইয়া সবে যান অন্তরালে,
সকম্পিত-কলেবর নবমীর কালে
ছাগ যেন বাঁধা হাড়ে, সেই যান-বাসী
হইয়াছে এতদিনে আমার সন্ন্যাসী!
উড়িলা পতাকা তবে, হৈল শব্দ ঘোর,
চলিলা বিমানবর ল'য়ে যত চোর!
বহিলা দক্ষিণবায়ু শন্-শন্ স্বরে,
বাষ্প-তেজে চলে যান জলের উপরে
কাটি' যত ঊর্ম্মিদলে। ঘোর প্রহরণে
কাঁপিলা তটিনী গঙ্গা, বায়ু স্বন্ স্বনে
বধির হইল কর্ণ! ক্ষুদ্র তরি যত
জলবেগে উঠে, পড়ে মোচা-খোলা মত,
মহাতেজে চলে যান না মানে তরঙ্গ,
সাগরাভিমুখে চলে করি' নানা রঙ্গ॥

(১১)

হায়রে সন্ন্যাসী মোর বিরস-বদনে
দাঁড়ায়েছে কাষ্ঠ ধরি' সজল-নয়নে,
নিরখিছে বঙ্গভূমি—পৃথ্বী-অহঙ্কার।
"আর কি দেখিব মাতা বদন তোমার?"
আধ আধ বলি' তবে হইল নীরব,
পড়িল নয়নে অশ্রু শোকেতে উদ্ভব,
জটায় পুঁছিলা আঁখি বস্ত্র নাহি তার,
দিগম্বর সন্ন্যাসীর কৌপীনটী সার!
ত্রিশূল ল'য়েছে কেড়ে কমণ্ডলু-সহ,
ছিঁড়িয়া দিয়াছে মালা করিয়া কলহ,

শোভাহীন যোগী এবে চোর বলি' খ্যাত,
যাইতেছে দ্বীপান্তরে দেশেতে অজ্ঞাত!
কতদূরে গেল দেখা সাগরের জল
নীলবর্ণ; উর্ম্মিচয় করি' কোলাহল
পড়িছে কে কার অঙ্গে, মাতাল যেমতি
উঠে পড়ে অকারণে মদে ছন্নমতি!
কত যে হ'তেছে শব্দ বর্ণিতে কে পারে,
তালি লাগে কর্ণদেশে না শুনি কাহারে,
বায়ুগণ মল্লযুদ্ধ করে তদুপরে
নাশিয়া জলের শান্তি; সিন্ধুর উদরে
খেলিছে বিপুল জীব, দেখে লাগে ভয়,
দেখিলে সে দৃশ্য মনে হয় যমালয়।
নীচে এইরূপ দৃশ্য, উপরে তেমন
নীলবর্ণ আকাশ হইল দরশন,
ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধেছে যেন নীল আবরণে—
দেখিয়া উদিলা ভাব সন্ন্যাসীর মনে।
সে-ভাব বিশুদ্ধ অতি, ভাবে যতিবর,—
"আমার আশ্রম—মহী, সিন্ধু—সরোবর!
যথায় যাইব তথা আশ্রম আমার,
কেন মিছে করি ভয় ভাবি অন্ধকার?
করিব ঈশ্বর-সহ সদা আলাপন,
তাঁহার ভাবেতে বদ্ধ রবে মম মন"—
সাগরেতে উর্ম্মিচয় খেলিছে যেমতি
সন্তোষ যোগীর মনে নাচিছে তেমতি॥

(১২)

আইলা গোধূলী-কাল রবি গেলা দূরে,
আঁধার আসিয়া ঘেরে সে জলধি-পুরে,

ক্রমে ক্রমে তারাগণ হইল উদয়,
আসিয়া উদিলা তবে চন্দ্র আলোময়
প্রকাশিলা দিক্‌দশ। নাবিক তখন
জাগাইলা যানবর করি' সুশোভন
জলধির বক্ষঃস্থল; জলবাসী সবে
আনন্দে হইয়া মত্ত খেলা করে তবে
ঘেরিয়া যানের অঙ্গে, যেন শিশুগণে
মাতার কোলেতে খেলে সন্ধ্যা-আগমনে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পরতত্ত্বের প্রকাশত্রয়ের ক্রমোৎকর্ষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ

বর্ত্তমানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত প্রমাণ সহযোগে আমরা কিছু আলোচনা করিব। ষড়দর্শনের অন্যতম বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্ম-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈমিনিপ্রোক্ত কর্ম্ম-মীমাংসার পর, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম সূত্রেই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—সেই ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহার উত্তর-স্বরূপ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের অবতারণা করিয়া ব্রহ্মের কার্য্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের একমাত্র অকৃত্রিম পরিপূর্ণ তত্ত্ববোধকঅমল শাস্ত্র-শিরোমণি—শাস্ত্র-সম্রাট্। তিনি স্বয়ং শ্রীনারায়ণাবতার শ্রীবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বিশুদ্ধ-হৃদয়ে সম্যক্ তাৎপর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলিয়াছেন—"গায়ত্র্যাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যারূপ-মেতৎ পুরাণং'। গরুড়পুরাণে দেখা যায়,—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ।"

"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ভারতার্থপূর্ণ, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদের সম্যগ অর্থ-প্রকাশক, ইহাই বাস্তব বেদান্ত-দর্শন; পুরাণসমূহের মধ্যে সামরূপ শ্রেষ্ঠ, ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত। 'ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতং' এই বাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য-স্বরূপ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন প্রভাবেই সমগ্র শ্রুতি-বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের চরম সত্যতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্থান

শ্রুতিতে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"হিরণ্ময়ে পারে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্, ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥" (২য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড—১১ মন্ত্র)

উপনিষদে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে বলিতেছেন—"হিরণ্ময়ে পারে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্" অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ অর্থাৎ মায়ার অধিকৃত দেবীধাম অতিক্রম করিয়া বিরজানদী পার হইয়া মায়িক উপাধিশূন্য নিষ্কল শুভ্র ব্রহ্মধাম, উহা পরম নির্ম্মল জ্যোতি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুকে জানাইতেছেন—

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥" (চৈঃ চঃ)

ব্রহ্মসংহিতায়ও 'তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলম্' কথা পাওয়া যায়, যথা—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০ শ্লোক

অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথককৃত নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মে অবস্থিতির অধিকারী

"মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥"

দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসিগণ এই ব্রহ্মধাম লাভ করেন। অদ্বৈতবাদিগণ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন-নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বৃংহণত্বাচ্চ বৃহত্বাচ্চ 'ব্রহ্ম,' অর্থাৎ বৃহৎ বস্তুই ব্রহ্ম। 'কৃষ্ণেনাহত' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত অসুরগণও সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মগতি লাভ করে। দেবীধামের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে সত্য লোককেও ব্রহ্মলোক বলা হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অবস্থিতির ক্ষেত্র বলিয়া উহাকে ব্রহ্মলোক বলে। উক্ত ধাম মায়া প্রকৃতির অধিকারে স্থিত। সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার আদি ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ ঐ ধামে অবস্থান করেন। আর যাঁহারা তদূর্দ্ধে সত্ত্ব, রজঃ, তমের সাম্যরূপ বিরজায় অবগাহন করেন, তাঁহারা 'বিরজ' অর্থাৎ প্রাকৃত স্থূল-লিঙ্গ গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া উপাধিশূন্য গুণত্রয়-বিমুক্ত বিরজার অপরপারে নির্গুণ ব্রহ্মধামে জ্যোতির্ম্ময় লোকে প্রবেশ করেন, তাঁহারা চিন্মাত্র অদ্বৈতবাদী।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে নিরপরাধী ব্রহ্মজ্ঞানীর চরমে ভক্তিলাভ

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১।৮।১০)

নিরপরাধী আত্মারাম মুনিগণ চরমে ভক্তির অনুশীলন করেন, এমনই শ্রীহরির আকর্ষণী গুণাবলী।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীঃ ১৮।৫৪)

অর্থাৎ নিরপরাধী ব্রহ্মপ্রাপ্ত মহাজ্ঞানী—যিনি প্রসন্নাত্মা সুখে-দুঃখে সম, অপ্রাপ্তিতে শোকও করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনিই আমার শ্রেষ্ঠা বিদ্যা ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তের স্থান

শুদ্ধভক্তগণ ভক্তির উৎকর্ষানুসারে ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইয়াও আত্ম-সত্তাকে তাহাতে লীন করেন না, যেহেতু উক্ত স্থান তাঁহাদের চরম গন্তব্য স্থান নয়। সুতরাং তাঁহারা নিত্য চিদ্বিলাস-ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে প্রগাঢ় সেবোৎকণ্ঠায় শ্রীনারায়ণলোক ও তদূর্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উপনীত হইয়া নিত্য চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে ভগবৎসেবা লাভ করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

শ্রীবদরিকাশ্রম ও কেদারনাথ পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অন্তরঙ্গপার্ষদ আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও নিয়ামক ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কৃপা করিয়া বিগত ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য শ্রীবদ্রিকাশ্রম ও কেদারনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিক্রমা-মুখে দর্শন করিবার শুভ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারধারায়ই এখন রূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় পরিক্রমামুখে দুর্গম তীর্থস্থানগুলি দর্শন ও তীর্থস্নানাদির বিরাট আয়োজন করিয়া তীর্থযাত্রীদের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রায় প্রতি বৎসরই এই বিশাল হিমালয়ের দুর্গম ও সঙ্কটময় স্থানে অবস্থিত শ্রীবদ্রিকাশ্রম, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনের আয়োজন করিয়া ধর্ম্মপিপাসু ও পুণ্যার্থীদের আশুমঙ্গলের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই বৎসরও সমিতি গত ২৩ শে আগষ্ট ১৯৬৩, ৬ই ভাদ্র ১৩৭০, শুক্রবার—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ ও শ্রীযুত হরিসাধন ব্রহ্মচারীর কার্য্য-কুশলতায় যাত্রা আরব্ধ করিয়া নিম্নলিখিত দিবসে বিভিন্ন দেব-মন্দিরাদি দর্শন করিয়া গত ২৫শে আগষ্ট বুধবার ডাউন দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে হাওড়াতে শুভবিজয় করেন।

সমিতি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ হাওড়া হইতে আপ দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে রাত্র ৮-৩০ মিঃ রওনা হইয়া ২৫।৮।৬৩ তারিখে দেরাদুন পৌঁছেন। তথা হইতে উক্ত দিবসেই হরিদ্বারে গিয়া বিভিন্ন দেব-মন্দিরাদি দর্শন ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সমাপন করেন। তৎপরে হরিদ্বার হইতে ২৬।৮।৬৩ তাং হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া শ্রীভরত মন্দির, লছমন্‌ঝোলা প্রভৃতি দর্শন ও মনভরী ধর্ম্মশালাতে রাত্রি যাপন, ২৮।৮।৬৩ তাং ঋষীকেশ ত্যাগ করিয়া বাসযোগে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে পূতসলিল স্পর্শাদিকার্য্য সমাপন করিয়া তথা হইতে উক্ত দিবসেই কীর্ত্তিনগর হইয়া শ্রীনগরে উপস্থিতি ও কালি কমলীর ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপন করা হয়।

তথা হইতে ২৯।৮।৬৩ তাং যাত্রিগণ বাসযোগে দুর্গম সঙ্কটময় পাহাড় ও রাস্তা অতিক্রম করিয়া রুদ্রপ্রয়াগে আসেন।

রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে গমন ও তৎপরে রুদ্রদেবের মন্দির দর্শন; তথা হইতে ৩০।৮ তাং বাসযোগে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, চামৌলী, পিপলকোঠি হইয়া পাহাড়ঘেরা ভয়সঙ্কুল রাস্তা অতিক্রম করিয়া সুউচ্চ পর্ব্বতোপরি তীর্থস্থান যোশীমঠে শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবদ্রীনারায়ণ, বাসুদেব, নবদুর্গা, হরগৌরী প্রভৃতি মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তথা হইতে ৩১।৮।৬৩ তাং ৬৫০০ ফিট্ উচ্চতায় অবস্থিত পাণ্ডুকেশ্বরে পাণ্ডুরাজার প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দির ও বদ্রীনারায়ণ মন্দির দর্শন করিয়া কালি কমলির ধর্ম্মশালাতে রাত্রিযাপন করেন। এখানে শীতের প্রকোপে যাত্রিগণ নিজ নিজ গরম জামা-কাপড় ব্যবহার করিয়া শীত প্রশমিত করেন।

অতঃপর ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার পদব্রজে হনুমান চটি হইয়া চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করিয়া চারিধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ **ধাম সুউচ্চ পর্ব্বতে অবস্থিত (১০২৪৪ ফিট্) শ্রীবদ্রীনারায়ণের স্থানে উপস্থিত হইলেন।** এখানে যাত্রিগণ সমিতির নিজস্ব পাণ্ডা শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্ট মহাশয়ের ধর্ম্মশালাতে দুই রাত্রি যাপন করিয়া বিভিন্ন তপ্তকুণ্ডে স্নান এবং **বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্রীবদ্রীনারায়ণের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীহনুমান, গরুড় ও বদ্রীনারায়ণের সেবক ও সেবিকা অন্যান্যদেব-দেবীর মন্দির দর্শন করেন।** তথা হইতে পুনরায় ৩।৯।৬৩ তাং পূর্ব্বতন পথে পাণ্ডুকেশ্বর, ৪।৯।৬৩ তাং যোশীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড় ধ্বসিয়া নামায় যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য সমিতি তুঙ্গনাথের দর্শন অগত্যা পরিত্যাগ করিয়া ৬।৯।৬৩ তাং পদব্রজে যাত্রিগণসহ হিলঙ্গ চটিতে রাত্রি যাপন করেন। ৭।৯।৬৩ তাং পিপলকোঠি, তথা হইতে ৮।৯।৬৩ তাং বাসযোগে রুদ্রপ্রয়াগ, ৯।৯।৬৩ তাং পদব্রজে অগস্ত্যমুনি হইয়া চন্দ্রাপুরী, ১০।৯।৬৩ তাং গুপ্তকাশী পৌঁছিয়া গুপ্তকাশী মহাদেব ও অর্দ্ধনারীশ্বরের মন্দির দর্শন করেন। ১১।৯।৬৩ তাং রামপুর, তথা হইতে ১২।৯।৬৩ তাং ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির দর্শন করিয়া প্রবল বৃষ্টি-ধারার মধ্যে শোন প্রয়াগ বা স্বর্ণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, **মুণ্ডকাটা গণেশাদির দর্শন** লাভ করিয়া গৌরীকুণ্ডে আসেন। উক্ত দিবস যাত্রিগণ কালি কমলীর ধর্ম্মশালাতে অবস্থান করেন।

অতঃপর ১৩।৯।৬৩ তাং সুদীর্ঘ ৭ মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া সু-উচ্চ (১১৭৫০ ফিট) পর্ব্বতশিখর **কেদারনাথে পৌঁছিয়া কেদারনাথের মন্দির দর্শন করেন।** তথা হইতে ১৪।৯।৬৩ তাং যাত্রা করিয়া প্রবল বারিধারার মধ্য দিয়া গৌরীকুণ্ডে পূর্ব্বতন পথে ফিরিয়া আসেন। ১৫।৯।৬৩ তাং **গৌরীকুণ্ডের তপ্ত জলে** যাত্রিগণ স্নান সমাপণ করিয়া শ্রীগৌরীদেবীর মন্দির দর্শন করত প্রবল বারিপাতের মধ্য দিয়া রামপুরে আসেন। তথা হইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়া ১৬।৯ তাং **গুপ্তকাশী,** ১৭।৯ তাং অগস্ত্যমুনিতে শ্রীঅগস্ত্যদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তথায় কালি কমলীর ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করেন। তথা হইতে ১৮।৯ তাং পূর্ব্বতন পথে পদব্রজে রুদ্রপ্রয়াগ ফিরিয়া আসেন।

পাহাড়ময় দেশে প্রবল বারিপাতের ফলে রাস্তার উপর পাহাড়ের ধ্বস নামায় বাসের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমিতি গভীর চিন্তা করিয়া যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ১৯।৯ তাং পর্য্যন্ত রুদ্রপ্রয়াগে শ্রীবদ্রীনাথ মন্দির ধর্ম্মশালাতে অবস্থান করেন। রাস্তার কোন উন্নতি না হওয়ায় ২০।৯ তাং কিয়ৎমাইল বাসে আসিয়া তৎপর ১৪ মাইল পদব্রজে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রীনগর পৌঁছেন। দেবপ্রয়াগ হইয়া হৃষীকেশের রাস্তা বাসের উপযোগী না থাকায় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ কালক্ষেপ না করিয়া অতিরিক্ত মাশুল ব্যয় করিয়া কোটদ্বারা হইয়া ফিরিবার মনস্থ করেন। অতঃপর ২১।৯ তাং বাসযোগে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সট্‌পুলিতে বাসে রাত্রিযাপন করেন। তথা হইতে ২২।৯ তাং বাসযোগে দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করিয়া **কোটদ্বারা আসেন। উক্ত দিবসেই** তথা হইতে **রেলযোগে নাজিমাবাদ, লাকসার হইয়া রাত্রে দেরাদুন পৌঁছেন এবং ২৩।৯।৬৩ তারিখে যাত্রিগণ দেরাদুন-হাওড়া এক্সপ্রেস-যোগে সুস্থদেহে দীর্ঘ একমাসেরও পরে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।**

বর্ত্তমানে কেদার-বদ্রিকাশ্রম পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল; পরে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

—পণ্ডিত শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

———

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্

("প্রণব-পারিজাত"-পত্রিকা-প্রকাশিতস্য 'শ্রীভগবদবতার-তত্ত্বম্'-প্রবন্ধস্য প্রতিবাদঃ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

যচ্চোক্তং "শ্রীগৌরাঙ্গস্য কৃষ্ণত্বাৎ তস্য প্রতীকত্বমেব গুরুবৎ" তত্রোচ্যতে—'শ্রীস্বামিপাদৈরপি গুরোঃ প্রতীকত্বং নাঙ্গীকৃতং তেনৈব উক্তং 'জ্ঞানদো যঃ (গুরুঃ) স তু সাক্ষাৎ অহমেব। জ্ঞানপ্রদাৎ গুরোরধিকসেব্যো নাস্তীতি।' মূলে চ—"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ", "এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ"; টীকা চাত্র—গুরুঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব ভবেৎ লোকস্য নরোঽসাবিতি বুদ্ধিঃ ভ্রান্তিরেব ইত্যাদিকং। এবমেব শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রতীকত্বমপি ন সৎসিদ্ধান্তঃ প্রকাশ এবেতি সিদ্ধান্তাৎ। অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়ভাবস্যাপি শাস্ত্রে নিন্দাশ্রবণাৎ। মৃন্ময়ত্ব-চিন্ময়ত্বয়োর্যৌগপদ্যাসম্ভবাচ্চ। "ন হি প্রতীকেন সঃ" ইতি সূত্রে চ তস্য **ব্যবহিতত্ব শ্রবণাৎ** শ্রীমূর্ত্তেশ্চাত্যন্তসন্নিহিতত্বাৎ সৌসাদৃশ্যাৎ তথাত্বাভাবঃ সঙ্গত এব।

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতীকত্বে দোষ

আবার বলিয়াছেন যে—"শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণত্বহেতু কৃষ্ণের প্রতীকত্বই গুরুর ন্যায় স্বীকার্য্য"। এ বিষয়ে বলিতে চাই,—স্বামিপাদও গুরুর প্রতীকত্ব স্বীকার করেন নাই, তিনি নিজেই বলিয়াছেন "জ্ঞান-প্রদাতা যে গুরু, তিনি সাক্ষাৎ আমিই। জ্ঞানপ্রদানকারী গুরু হইতে অধিক সেব্য আর কেহ নাই।" ভাগবতেও এবিষয়ে শ্লোক রহিয়াছে—"যাহার সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে ভক্তি আছে", "এই গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান্"। এ বিষয়ে স্বামীটীকা—"গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ই জানিতে হইবে। লোকের গুরুকে 'উনি মনুষ্য' এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহা ভ্রান্তিই জানিবে" ইত্যাদি। এইরূপে ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তির প্রতিকত্বও সৎসিদ্ধান্ত নহে, প্রকাশ বলিয়াই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত; এবং অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় ভাবেরও শাস্ত্রে নিন্দাই শ্রবণ করা যায়। আবার তাহাতে মৃন্ময়ত্ব ও চিন্ময়ত্বের এককালীন সমাবেশও সম্ভবপর নহে। "প্রতীকোপাসনায় তাহা হয় না" এই বেদান্ত সূত্রে

শালগ্রামপ্রসঙ্গে চ—"নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র" স্বয়ং-ব্যক্তপ্রতিমাপ্রসঙ্গে "স্বয়ং" শব্দপ্রয়োগাৎ গুরৌ চ সাক্ষাৎ শব্দব্যবহারাৎ সর্ব্বথা প্রতীকত্বাভাবঃ সিদ্ধেদেব।

অপিচ "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্তঃ", "যঃ পশ্যেৎ সর্ব্বভূতেষু ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ," "বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং" ইত্যাদি সর্ব্বত্রৈব উত্তমভক্তানাং সাক্ষাদ্ভগবৎস্ফূর্ত্তেঃ প্রতিমায়াং নিতরাং তাদাত্ম্যাৎ তৎস্ফূর্ত্তিঃ স্যাদেব। অর্চ্চাদৌ শিলাবুদ্ধেঃ গুরৌ নরমতেরিব মহাপরাধজনকত্বং শ্রূয়তে। বস্তুতঃ ভক্তস্য কায়তাদাত্ম্যেন ভক্ত্যাবির্ভাববৎ শ্রীমূর্ত্তিতাদাত্ম্যেন ভগবদাবির্ভাবঃ স্বীকার্য্যঃ। দ্বয়োরভেদাৎ জড়ানাং শিলাবুদ্ধির্ভক্তানাং বিষ্ণুবুদ্ধির্দ্বয়মেকত্র সিদ্ধেৎ। শ্রীসাক্ষীগোপালস্য বিদ্যানগরাগমনং, শ্রীরাধারমণস্য শ্রীনাথদেবস্য চাবির্ভাবপ্রসঙ্গে সুসিদ্ধমেব মতমিদম্।

পুত্রাদিকে ব্রহ্মের স্থলবর্ত্তী করিয়া উপাসনায় ব্রহ্ম-উপাসনা হয় না, কারণ তাহাতে দূরত্ব আসিয়া পড়ে এইরূপ বলা আছে, আর শ্রীমূর্ত্তি ভগবানের অত্যন্ত সন্নিহিত রূপ, তাহাতে তাঁহার পরম সাদৃশ্যই আছে। কাজেই সেইরূপ ব্যবহিত প্রতীকত্ব বলাই অসঙ্গত।

শালগ্রাম শিলা প্রসঙ্গেও "তাহাতে নিত্যই ভগবান্ অবস্থান করেন," স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমাপ্রসঙ্গেও 'স্বয়ং' শব্দ প্রয়োগহেতু এবং গুরুতে 'সাক্ষাৎ' শব্দ ব্যবহার-হেতু সর্ব্বথা তাঁহাদের প্রতীকত্বাভাবই সিদ্ধ হয়।

আবার "বনলতা ও তরুগণ নিজেতে বিষ্ণুকে প্রকাশ করিতেছে"; "যিনি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে নিজের ভগবদ্ভাব দর্শন করেন"; "ভগবান্ বিনা কোন বস্তু আছে ইহা বলা যায় না" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা সর্ব্বত্রই উত্তম-ভক্তগণের সাক্ষাৎ ভগবৎস্ফূর্ত্তিহেতু প্রতিমাতে নিশ্চিতই ভগবৎ-তাদাত্ম্যবশতঃ ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। শ্রীবিগ্রহাদিতে শিলা-বুদ্ধির, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধির মত মহা অপরাধ-জনকত্বই শুনা যায়। বস্তুতঃপক্ষে যেমন ভক্তের দেহের সহিত তাদাত্ম্যরূপে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ শ্রীমূর্ত্তির মধ্যেও তাদাত্ম্যরূপে ভগবদাবির্ভাব স্বীকার্য্য। এই উভয়ের অভেদবশতঃ জড়ব্যক্তিদের ভগবদ্বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি এবং ভক্তগণের বিষ্ণুবুদ্ধি, উভয়ই একমাত্র শ্রীবিগ্রহে সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীসাক্ষীগোপালের বিদ্যা-নগর আগমন, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীনাথদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে এই মত সুসিদ্ধই আছে।

যচ্চোক্তং যল্লিঙ্গৈঃ 'কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিশ্লোকত্রয়স্য ন যুগাবতার-বর্ণনপরত্বং কিন্তু তত্তদ্‌যুগে প্রধানতয়া উপাস্যপরত্বমেব তাৎপর্য্যং, যতস্তত্তদ্‌যুগীয়াবতার স্যৈব উপাসনায়াং নাস্তি নিয়মঃ ইতি' তদপি ন সম্যক্। যতঃ প্রথমোপস্থিতস্য পরিত্যাগে মানাভাব এব নিয়ামকঃ, তদ্‌যুগীয়প্রত্যক্ষাবতারং পরিত্যজ্যান্য-পূজনে অবজ্ঞারূপ-মহাপরাধাপত্তিশ্চ স্যাৎ। বিশেষতশ্চ তত্তদ্‌যুগীয়াবতারস্য তত্তদ্‌যুগোপযোগিধর্মপ্রচারার্থমাগমনং স্বীক্রিয়তে। অতএব কৃত ইত্যাদিনা ভিন্নতয়া উক্তা নতু একত্রৈব সর্ব্বমুক্তং, পশ্চাচ্চ যুগানুবর্ত্তিভির্মনুজৈর্ভগবান্ ইজ্যতে ইত্যুক্তম্।

যচ্চোক্তং মৎস্যাদ্যবতারাণামুপাসনা নাস্তি তদপি শাস্ত্রাদর্শিত্বপ্রমাপকং যতস্তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবত-পঞ্চমস্কন্ধে জম্বুদ্বীপীয়-বর্ষ-প্রসঙ্গে রম্যকাদৌ মৎস্যাদীনাং উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠাপিতা দৃশ্যতে। তত্তদ্বর্ষবাসিনঃ অধিপতিনা সহ মৎস্যাদী-নুপাসতে ইত্যুক্তং বিস্তরেণৈব।

'কৃষ্ণ-বর্ণাদি' শ্লোক-তাৎপর্য্য

আবার বলিয়াছেন যে,—"কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ের যুগাবতার বর্ণনপরত্ব নহে। কিন্তু সেই সেই যুগে প্রধানরূপে উপাস্য-পরত্বেই তাৎপর্য্য, যেহেতু সেই যুগাবতারেরই উপাসনা করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই" এই উক্তিও সঙ্গত হয় না। যেহেতু প্রথম উপস্থিত যুগাবতারের উপাসনা পরিত্যাগ-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং ইহাই অর্থাৎ এই প্রমাণাভাবই তাঁহার উপাসনার নিয়ামক, সেই যুগীয় প্রত্যক্ষ অবতারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের পূজনে অবজ্ঞারূপ মহা অপরাধের উৎপত্তিই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সেই সেই যুগীয় অবতারের সেই সেই যুগোপযোগী ধর্ম প্রচারের জন্যই আগমন, ইহা শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। সে জন্যই সত্যাদি-যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে, একত্রে সকলের কথা বলা হয় নাই। পরেও "যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্-ভাবে ভগবান্ পূজিত হইয়া থাকেন" ইহা বলা হইয়াছে।

আবারও যে বলা হইয়াছে, "মৎস্যাদি অবতারগণের উপাসনা শাস্ত্রে নাই," তাহাও নিজেরা যে শাস্ত্র দেখেন নাই তাহারই প্রমাণ দেয়। যেহেতু সেই শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধেই জম্বুদ্বীপের বর্ষপ্রসঙ্গে রম্যকাদিবর্ষে মৎস্যাদি অবতারের উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, দেখা যায়। সেই সেই বর্ষবাসী জনগণ বর্ষাধিপতির সহিত মৎস্যাদি অবতারগণকে উপাসনা করিয়া থাকেন ইহা বিস্তৃতাবেই উক্ত হইয়াছে।

যচ্চোক্তং "কলৌ অবতারানুল্লেখাদন্যযুগীয়াবতার এবোপাস্য-ইত্যতএব কৃষ্ণ-রামচন্দ্রাবেব কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিশ্লোকত্রয়েণ বর্ণিতো নাত্রান্যযুগাবতারস্য প্রসঙ্গঃ"তদপি ভ্রান্তমেব। যতঃ "কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু"রিত্যস্য টীকায়াং স্বামিভিরেব "তদেব বর্ণাদি-চতুষ্টয়মাহ—কৃতইত্যাদিনে"ত্যুক্তং। দ্বাপরীয়-যুগাবতারস্য চ বেদতন্ত্রাভ্যামুপাসনামুক্ত্বা তস্যৈবানুবাদেন পুনঃ কলৌ তন্ত্রবিধানেন সঙ্কীর্ত্তনেন উপাসনা-কথনে অসামঞ্জস্যমেব স্যাৎ, বর্ণাদিচতুষ্টয়-কথন-প্রতিজ্ঞাহানিশ্চ দ্রষ্টব্যা।

অপরঞ্চ নিমিনা তু নবমপ্রশ্নে যুগক্রম এব স্পৃষ্ট ইত্যুক্তং স্বামিভিঃ, যথা—"ভগবদ্ধর্মতদ্ভক্তঃ.....ভক্তপ্রাপ্য যুগক্রমান্। জ্ঞাতুং ক্রমেণ কৃতবান্ নবপ্রশ্নান্ নিমির্ণব"॥ ইতি। "অবতারপ্রশ্নস্তু নাত্রপ্রসঙ্গে অস্তি প্রথমস্কন্ধে গতত্বা"দিতি যদুক্তং তদপ্যসৎ, যতস্তত্রাপি যুগবিশেষে অবতার-বিশেষ-প্রসঙ্গো নাস্তি, অত্রাপি সামান্যতস্তদস্তীতি সপ্তমপ্রশ্নোত্তরে গত এব।

আবারও বলিয়াছেন যে,—"কলিযুগে অবতারের উল্লেখ না থাকাহেতু অন্য যুগীয় অবতারই কলিযুগের উপাস্য। অতএব কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রই কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন, এস্থলে অন্য কোনও যুগাবতারের প্রসঙ্গ নহে"—তাহাও ভ্রমাত্মকই।

যেহেতু "সত্যযুগে শুক্ল নামক শুক্লবর্ণ চতুর্বাহু অবতার" এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ নিজেই বলিয়াছেন—"সেই চতুর্যুগের অবতার-চতুষ্টয়েরই বর্ণাদি-চতুষ্টয় বলিতেছেন,—কৃতে ইত্যাদি দ্বারা।" আবার দ্বাপর যুগের অবতারের বেদ ও তন্ত্রানুসারে উপাসনার কথা বলিয়া তাহারই পুনরায় অনুবাদপূর্ব্বক কলিযুগে তন্ত্রবিধানে সংকীর্ত্তনের দ্বারা উপাসনা কথনে অসামঞ্জস্যই হইয়া থাকে এবং বর্ণাদি-চতুষ্টয় কথনরূপ প্রতিজ্ঞার হানিও দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার নিমিরাজ নবম প্রশ্নে যুগক্রমই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। স্বামিপাদও ইহা নিজেই বলিয়াছেন; যথা—"ভগবদ্ ধর্ম্ম ও তদ্ভক্ত, * * * ভক্তপ্রাপ্য ও যুগক্রম-সমূহ জানিবার নিমিত্ত নিমি মহারাজ ক্রমান্বয়ে নয় জন যোগেন্দ্রকে নয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন"; "এই নবযোগেন্দ্র-প্রসঙ্গে অবতারের কোন প্রশ্ন নাই, যেহেতু প্রথম স্কন্ধেই তাহা গত হইয়াছে" এইরূপ যে তাহাদের উক্তি তাহাও অসৎ বলিয়া জানা যায়; যেহেতু সেই প্রথম স্কন্ধে যুগবিশেষে অবতারবিশেষের কোন প্রসঙ্গই নাই। এই নবযোগেন্দ্র উপাখ্যানেও

নবমপ্রশ্নোত্তরে দ্বারকাধীশোপাসনং কীর্ত্তয়িত্বা পুনরপি তস্যৈব কথমনুবাদঃ কিমপরাদ্ধমন্যৈঃ, রামস্য চ কলৌ এব উপাসনা কথং সঙ্গচ্ছতে পূর্ব্বমনুক্তেঃ? কিঞ্চ ধ্যেয়ং সদেত্যাদি পদ্যং ন রাম-বিষয়কং যতস্তদুত্তরশ্লোকস্য 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ' ইত্যস্য টীকায়াং স্বামিনোক্তং—"ইদানীং স্বয়মাপ্তকামত্বেন..... শ্রীরামচন্দ্রং স্তৌতীতি।" অতএব শ্লোকত্রয়ং ন তৎ তাৎপর্য্যকং নবোভয়পরং শেষশ্লোকস্য ভঙ্গ্যা এব বাহ্যার্থে রামপরত্বকীর্ত্তনং যথা শ্রীচৈতন্যেন 'যঃ কৌমার-হরঃ' শ্লোকাবৃত্ত্যা শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক-রসবিশেষাস্বাদনং কৃতমিত্যলং পল্লবিতেন।

অত্র চ "কৃতং ত্রেতা-দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণা-ভিধাকারো নানৈববিধিনেজ্যতে॥" ইত্যুপক্রম্য "এবং যুগানুরূপাভ্যাং

সামান্যভাবে অবতারের প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা সপ্তম প্রশ্নোত্তরেই গত হইয়াছে। নবম প্রশ্নোত্তরে দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে বর্ণনা করিয়া পুনরায় কলিযুগে তাহারই অনুবাদপূর্ব্বক উপাসনা কিপ্রকারে বলা যায় এবং তাহারই মাত্র অনুবাদ স্বীকারে অন্য অবতারগণই বা কি দোষ করিলেন, তাঁহাদের অনুবাদ হয় না কেন? রামচন্দ্রেরই বা কলিযুগে উপাসনা কি-প্রকারে সঙ্গত হয়, যেহেতু তিনি ত্রেতাযুগের অবতার, যখন তাঁহার উপাসনার কোন উক্তি নাই, কলিযুগে তাঁহার অনুবাদ কি প্রকারে সঙ্গত হয়? আবার "ধ্যেয়ং সদা" ইত্যাদি শ্লোক কখনও রাম-বিষয়ক নহে, যেহেতু তাহার পরবর্ত্তী "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকাতে স্বামিপাদ—"সম্প্রতি স্বয়ং-আপ্তকামত্বহেতু.....রামচন্দ্রকে স্তুতি করিতেছেন" ইহা নিজেই বলিয়াছেন। অতএব এই শ্লোকদ্বয় রামচন্দ্র-তাৎপর্য্যক নহে অথবা কৃষ্ণ-রামাদি উভয়-পরও নহে। শেষ শ্লোকের ভঙ্গি দ্বারাই মাত্র বাহ্যার্থে রামচন্দ্র-পরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব "যিনি কৌমারহর তিনিই স্বামী" এই শ্লোকের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক রসবিশেষই আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

এই নব যোগেন্দ্রের উপাখ্যানেও "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেই কেশব নানাবর্ণ, নানাবিধ নাম ও নানাবিধ আকারবিশিষ্ট হইয়া নানারূপেই নানাবিধি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন।" এইরূপ উপক্রম করিয়া—"হে নিমিরাজ! এইরূপে যুগানুরূপ নাম ও রূপের দ্বারা সেই সেই

ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ"র্মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ" ইত্যুপসংহারঃ কৃতঃ ততশ্চ যুগক্রমস্যৈব তাৎপর্য্যং সমায়াতি। কৃতে, ত্রেতায়াং, দ্বাপরে, কলৌ ইতি অভ্যাসঃ। অপূর্ব্বতা চাত্রৈব তত্তদ্‌যুগে তত্তদবতারস্যোপাসনা-কথনাৎ ফলাদিকং তথৈবোহ্যম্। যথাবতার-শব্দা-প্রয়োগাদবতারত্ব-প্রসঙ্গো ন মন্যতে ভবতা, তথৈব বিশেষাবতারাণামেব কীর্ত্তনাৎ তৎপ্রসঙ্গ এব মন্যতেঽস্মাভিঃ, কূটস্থস্যাপ্রাসঙ্গিকত্বাৎ।

অবতারেহায়া এব সামান্যতঃ প্রাক্ প্রবর্ত্তিতত্বাৎ তস্যৈব বিশেষে প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে। অত্র চ নানাকলৌ তন্ত্রবিধানেন শৃণু, অপিশব্দাদ্ বিশেষকলৌ চ শৃণু ইতি রহস্যতয়ৈব উক্তম্।

যচ্চ শ্রীমতা গুরুবরেণ "ছন্নঃ প্রচ্ছন্নো নাবতীর্ণঃ" ইত্যর্থঃ কৃতঃ সোঽপি ন বিজ্ঞসম্মতঃ। যতঃ সর্ব্ব এব জানন্তি ছন্ন-শব্দস্য বর্ত্তমানস্যৈব বস্তুনোঽন্যেনা-বৃতত্বমেবার্থঃ শক্যো ন ত্বনবতরণরূপার্থঃ। বেশান্তরেণ যদা রাজা রাজ-

---

যুগবর্ত্তী মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক মঙ্গলের একমাত্র ঈশ্বর ভগবান্ হরি পূজিত হইয়া থাকেন" এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন। সুতরাং যুগক্রমেরই এস্থলে তাৎপর্য্য লাভ হয়। এই যুগক্রমকে লক্ষ্য করিয়াই কৃতে (সত্যযুগে), ত্রেতাতে, দ্বাপরে ও কলিযুগে এইরূপ যে পুনঃ পুনঃ উক্তি হইয়াছে, ইহাই অভ্যাস। এখানে কেবল সেই সেই যুগে সেই সেই অবতারের উপাসনা প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্যত্র নয়, ইহাই অপূর্ব্বতা। তাৎপর্য্যের লিঙ্গান্তরও এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। যেমন 'অবতার' শব্দের প্রয়োগ না থাকাহেতু অবতারত্বের প্রসঙ্গ আপনারা স্বীকার করেন না, সেইরূপ আমরাও বিশেষ অবতারগণেরই কথনহেতু অবতারত্ব প্রসঙ্গই স্বীকার করি, কূটস্থ ভগবানের প্রসঙ্গ এখানে আসেই না স্বীকার করি। অবতারের লীলারই সামান্যতঃ পূর্ব্বে কথনহেতু তাঁহারই বিশেষ অবগতিবিষয়ে নিমিরাজের প্রশ্ন সঙ্গত হয়। তদুত্তরেও নানা কলিযুগে তন্ত্রবিধানে শুন (অর্থাৎ উপাসনাদি জানিও) শ্লোকে 'অপি'শব্দ প্রয়োগহেতু বিশেষ কলিযুগেও শুন, এইরূপ রহস্য (গোপনীয়) রূপেই বলা হইয়াছে।

'ছন্ন' শব্দের তাৎপর্য্য

আবার যে শ্রীমান্ গুরুবর—"ছন্ন অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন, অবতীর্ণ নহে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাও বিজ্ঞসম্মত নহে; যেহেতু সকলেই জানেন 'ছন্ন'-শব্দে বর্ত্তমান বস্তুর অন্যের দ্বারা আবৃতত্বই প্রকৃত শক্যার্থ,

পুরুষো বা চৌরমন্বেষতি প্রজামবেক্ষতে বা তদৈব তস্য ছন্নত্বমুপপদ্যতে ন তু তস্য জন্মনঃ প্রাক্‌মৃত্যোর্বা পশ্চাৎ।

শ্রীস্বামিভিরপি অত্রশ্লোকে—'হংসি ঘাতয়সি কলৌ তু তন্নকরোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ। অতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ" ইত্যুক্তম্। ন তু তদানবতরণাদিত্যুক্তম্। অবতারস্য পারিভাষিক-লক্ষণাপেক্ষত্বাৎ।

শাস্ত্রান্তরে কলৌ যুগাবতারস্য বহুশঃ শ্রূয়মাণত্বাৎ পরঞ্চ কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়ামবতারে ভবন্মতেঽপি ন কাপি বিপ্রতিপত্তিঃ। হরিবংশে "কলৌ কৃষ্ণঃ"ইতি, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ "কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ," ভাগবতে চ "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" ইতি কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ"মিত্যাদ্যুক্ত্যেরবশ্যমেব তৎ-সমাধানায় "প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ" ইতিরীত্যা ত্রিযুগ-নাম-সার্থক্যায় তস্য প্রতিকলৌ আবেশত্বং পীতত্বস্যান্যথানুপপত্ত্যা চ ক্বচিৎ কলৌ স্বয়ংরূপস্যাপি ভক্তরূপাবৃত্তত্বং সিদ্ধেৎ।

অনবতরণরূপ অর্থ নহে। যেমন বেষান্তরের দ্বারা যখন রাজা অথবা রাজপুরুষ চোরের অন্বেষণ করেন অথবা প্রজাগণ কেমন আছে দেখেন, তখনই তাহার ছন্নত্ব উপলব্ধি হয় বা স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাহার জন্মের পুর্ব্বে অথবা মৃত্যুর পর তাহার ছন্নত্ব স্বীকার করা যায় না, সেইরূপ "ছন্ন"-শব্দের অনবতরণরূপ অর্থ কখনই সম্ভবপর হয় না।

শ্রীস্বামিপাদও এই শ্লোকের টীকায় "অন্যযুগে হনন কর অর্থাৎ বধ কর, কলিযুগে কিন্তু তাহা কর না, যেহেতু তখন তুমি ছদ্মবেশে আবির্ভূত হও। অতএব তিন যুগেই সাক্ষাৎস্বরূপে তোমার আবির্ভাবহেতু সেই তুমি 'ত্রিযুগ' এই নামে প্রসিদ্ধ" ইহা বলিয়াছেন। স্বামিপাদ কিন্তু কলিযুগে অনবতরণাদি বলেন নাই, যেহেতু এবংবিধ অর্থে অবতারের পারিভাষিক লক্ষণের ব্যাঘাতই হয়।

শাস্ত্রান্তরে কলিযুগে যুগাবতারের বহুস্থলে শ্রবণহেতু কলির প্রথম-সন্ধ্যায় অবতারে আপনাদের মতেও কোন দোষ নাই, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং হরিবংশে 'কলিতে কৃষ্ণ', বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও 'কলিতে শ্যাম অবতার' কথিত হইয়াছে। ভাগবতেও 'শুক্ল, রক্ত ও পীত' ইত্যাদি এবং "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষা অকৃষ্ণ" ইত্যাদি উক্তির অবশ্যই সমাধানের নিমিত্ত "প্রত্যক্ষরূপধারিরূপে কলিতে ভগবান্ হরি দৃশ্য হন না" এই রীতি

যচ্চোক্তং 'কলৌ ভগবদবতরণে কলিযুগলোপাপত্তিঃ তস্য তন্নাশকত্বাৎ বিরুদ্ধত্বাচ্চ' তদপি ন যুক্তং। তথাত্বে ত্রেতায়াং দ্বাপরে চ তস্যানবতরণ-প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তদাপি একদ্বিপাদপাপসত্ত্বাৎ সত্যযুগে এব তস্যাবির্ভাবঃ স্যাৎ নান্যদা। যদি তদা পাপসত্ত্বেঽপ্যবতারঃ স্যাৎ তদা কিমপরাদ্ধং কলিনা? কিঞ্চ প্রতিযুগ এব কালবিশেষে যুগচতুষ্টয়মাবর্ত্ততে যথা প্রতিদিনমপি ঋতুষট্কং ইতি মতে; অথবা প্রতিযুগমেব তদাবির্ভাবকালং ব্যাপ্য সত্যযুগ-সমকালস্বীকারে তং পরিত্যজ্য তত্তৎযুগপ্রভাব-স্বীকারান্ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি ভাবঃ। অন্যথা তস্য সর্ব্বব্যাপকত্বাদনবতারেঽপি কলিলোপত্বাদবস্থমেব স্যাৎ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি-এ, (নবদ্বীপ)

অনুসারে 'ত্রিযুগ' নামের সার্থকতার জন্য তাঁহার প্রতি কলিতে আবেশরূপে অবতার এবং পীতত্বের অন্য কোন প্রকারে সমাধান হয় না বলিয়া কোন বিশেষ-কলিযুগে স্বয়ংরূপ ভগবানের ভক্তরূপের দ্বারা আবৃতত্বই সিদ্ধ হয়।

কলিলোপাপত্তি বারণ

আবার বলিয়াছেন যে—"কলিযুগে ভগবানের অবতরণে কলিযুগের লোপাপত্তি উপস্থিত হয়, যেহেতু তাঁহার (কল্কিরূপে) অবতার হইলে পাপরূপ কলির তৎকর্ত্তৃক নাশই শাস্ত্রে উক্ত আছে; ইহারা বিরুদ্ধও হয় অর্থাৎ উভয়ের একত্রাবস্থান হয় না", এইরূপ উক্তিও যুক্ত নহে। তাহা স্বীকার করিলে ত্রেতায় বা দ্বাপরেও ভগবানের অনবতরণ প্রসঙ্গ হয়, যেহেতু তখনও একপাদ বা দ্বিপাদ পাপ বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং একমাত্র সত্যযুগেই তাঁহার আবির্ভাব হয় অন্যযুগে হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি তখন পাপ সত্ত্বেও অবতার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কলিযুগ কি অপরাধ করিল? আবার যদি প্রতিযুগেই কালবিশেষে যুগ-চতুষ্টয়ের আবর্ত্তন স্বীকার করা যায়; যেমন প্রতিদিনই ছয়ঋতুর আবর্ত্তন হয় এই মতে অথবা যদি প্রতিযুগেই ভগবৎআবির্ভাব কাল ব্যাপিয়া সত্যযুগের সমানকাল স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই কালকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সেই যুগের প্রভাব স্বীকারহেতু কলিযুগের আবির্ভাবে কোনও অসঙ্গতি হয় না। অন্যথায় ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্বহেতু কলিকালে অনবতরণেও কলির লোপাপত্তিই উপস্থিত হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ (নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭০ { ৯-১০ম সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | বাসুদেব, ১৬ দামোদর, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা

রবিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭০ ; ইং ১৭।১১।১৯৬৩

সানুবাদং

শ্রীপ্রচেতসঃ-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্ (১)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রিশেঽধ্যায়ে—২২-৩২)

শ্রীপ্রচেতস উচুঃ,—

নমো নমঃ ক্লেশ-বিনাশায়
নিরূপিতোদার-গুণাহ্বয়ায়।
মনোবচোবেগপুরোজবায়
সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ॥ ১॥

(প্রচেতাগণের 'রুদ্রগীত'-জপরূপ যজ্ঞ ও তপস্যাদ্বারা শ্রীহরি তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদ্‌বচনে জনার্দ্দন বিষ্ণুকে তাঁহারা স্তব করিতে লাগিলেন,—

শ্রীপ্রচেতাগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, আপনি নিখিল ক্লেশের একমাত্র বিনাশকর্ত্তা। আপনার উদার গুণ ও নামসকলই মঙ্গল-

সাধক বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে; আপনি মন ও বাক্যেরও অগ্রগামী। প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই আপনার গতি অবগত হওয়া যায় না; আমরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শুদ্ধায় শান্তায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া
মনস্যপার্থং বিলসদ্দয়ায়।
নমো জগৎস্থান-লয়োদয়েষু
গৃহীতমায়াগুণ-বিগ্রহায় ॥ ২ ॥

যাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠা হইলে চিত্তে দ্বৈত অর্থাৎ প্রপঞ্চ, দ্বিবিধ ভোগসুখের আকর হইলেও নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয়, আপনি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ পরমানন্দ-বিগ্রহ; আপনাকে নমস্কার। আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত (বহিরঙ্গা-শক্তি-বৈভবে) মায়িক গুণ অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মাদি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২ ॥

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধসে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সর্ব্বসাত্বতাম্ ॥ ৩ ॥

আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। হে হরি, আপনাকে জানিতে পারিলেই জীবের সংসার নিবৃত্ত হয়। আপনি বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও নিখিল ভক্তগণের ও যাদবগণের পালক; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ৪ ॥

আপনি কমলনাভি অর্থাৎ আপনা হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা উদ্ভূত; আপনাকে নমস্কার। আপনার গলদেশে কমলমালা শোভা পাইতেছে; আপনাকে নমস্কার। আপনার পদযুগল কমলের ন্যায় কোমল ও ভক্তমধুপগণের সেবনীয়; আপনাকে নমস্কার। আপনার নয়নযুগল পদ্মপলাশের ন্যায়; হে কমলনয়ন, আপনাকে নমস্কার ॥৪॥

নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পিশঙ্গামলবাসসে।
সর্ব্বভূত-নিবাসায় নমোঽযুঙ্ক্ষ্মহি সাক্ষিণে ॥ ৫ ॥

আপনি কটিদেশে যে বসন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহা কমল-কেশরের ন্যায় নির্ম্মল ও পিঙ্গলবর্ণ; আপনি সর্ব্বপ্রাণীর আধার-স্বরূপ; আপনি সর্ব্বসাক্ষী; আমরা আপনাকে নমস্কার বিধান করিতেছি ॥ ৫ ॥

রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষ-ক্লেশ-সংক্ষয়ম্।
আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্, অবিদ্যা ও অস্মিতাদি-ক্লেশব্যাপ্ত আমাদিগের অশেষ ক্লেশ সম্যক্‌রূপে বিনাশ করিবার জন্য আপনি অশেষ ক্লেশ-সংক্ষয়কারী এই শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আমাদের প্রতি আর কি অধিক কৃপা হইতে পারে? অর্থাৎ ইহাই আমাদের প্রতি আপনার পরম অনুকম্পা ॥ ৬ ॥

এতাবত্ত্বং হি বিভুভির্ভাব্যং দীনেষু বৎসলৈঃ।
যদনুস্মর্য্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাভদ্ররন্ধন ॥ ৭ ॥

হে অমঙ্গল-বিনাশন, দীন ভৃত্যবৎসল প্রভুদিগের এইমাত্র ভাব্য যে, তাঁহারা যথাসময়ে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সেবাকালে ভৃত্যগণকে—"ইহারা আমার অনুগত" এই বলিয়া স্মরণ করেন ॥ ৭ ॥

যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।
অন্তর্হিতোঽন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ ॥ ৮ ॥

কারণ, প্রভু যদি এইরূপ ভৃত্যগণকে স্মরণ করেন, তবে উহা দ্বারাই ঐ সকল প্রাণীর সর্ব্বক্লেশের নিবৃত্তি হয়। আপনি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবেরও অন্তঃকরণে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদের প্রার্থিত বিষয় জানিতেছেন, তবে আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় কেনই বা জানিতে না পারিবেন? ৮ ॥

অসাবেব বরোঽস্মাকমপ্সিতো জগতঃ পতে।
প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গ-গুরুর্গতিঃ ॥ ৯ ॥

হে জগৎপতে, ভক্তিযোগ-পথ-প্রদর্শক ও জীবের একমাত্র পরম-পুরুষার্থ আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন, সুতরাং আমাদের

একমাত্র অভীষ্ট-বর আপনার প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

বরং বৃণীমহেঽথাপি নাথ ত্বৎ পরতঃ পরাৎ।
ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে ॥ ১০ ॥

হে নাথ, তথাপি সর্ব্বকারণেরও কারণ পরাৎপর পুরুষ আপনার নিকট হইতে আমরা একটী বর প্রার্থনা করি ; যেহেতু, আপনার বিভূতির অন্ত নাই বলিয়াই আপনি 'অনন্ত' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

পারিজাতেঽঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গোঽন্যন্ন সেবতে।
ত্বদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি ॥ ১১ ॥

(হে প্রভো,) যেরূপ অনায়াসে পারিজাত প্রাপ্ত হইলে মকরন্দমাত্রগ্রাহী মধুকর (সুলভ হইলেও) বৃক্ষান্তরের সেবা করে না, তদ্রূপ সাক্ষাৎ আপনার পাদমূল লাভ করিয়া আমরাও ভবদীয় পাদপদ্ম-মকরন্দ ব্যতীত আর কি প্রার্থনা করিব ? ১১ ॥

সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয়

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিতে চারি শ্রেণীর লোককে বুঝায়। এই চারিশ্রেণীর সকলেই পরস্পর পরস্পরের Complementary and supplementary part. জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। যাহাদের নিজ অস্তিত্বে ঐকান্তিক বিষ্ণুদাস্য ব্যতীত আর কিছু অভিমান থাকে তাহারা নিত্য বিষ্ণুদাস্য ব্যতীত আর কিছু অভিমান থাকে তাহারা নিত্য বিষ্ণুদাস হইলেও লোকে তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলে না। বৈষ্ণবের চারি শ্রেণী, যথা—

(১) ত্যক্তগৃহ পরমহংস আচার-প্রচার-নিপুণ নিহাঙ গোস্বামী বৈষ্ণবগণ।

(২) গৃহস্থ আচরণকারী আচার্য্য গোস্বামিগণ।

(৩) প্রকৃত ত্যক্তগৃহ নিহাঙ গোস্বামিগণের নিষ্কপট গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ আচরণশীল শিষ্যগণ।

(৪) পরমার্থমত-বিরোধী স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ বিদ্ধ বৈষ্ণবগণ।

এতদ্ব্যতীত এই চারি সম্প্রদায়ের পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোপনে অনাচাররত বাহ্যাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত বলা যায় না। তাঁহারা নিজ নিজ মনগড়া চৈতন্যসেবকাভিমানী হইয়াও 'কর্ত্তাভজা', 'অতিবাড়ী' প্রভৃতি উপ বা অপ সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবের আশ্রিত জ্ঞান করেন না অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক আচারনিষ্ঠ নহেন অর্থাৎ অন্যভাষায় অসৎ সম্প্রদায়ী, তাঁহারা যদি কোন নিজ সার্থসিদ্ধির জন্য "আমার গৌর", "আমার চৈতন্য" প্রভৃতি বাক্যের অহংগ্রহের উপাসক এবং পরমার্থ বিদ্বেষ করেন, তাঁহাদের সহিত সৎ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের কোন সহানুভূতি নাই। তাঁহারা যে চৈতন্যের স্তাবকরূপে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন, তাদৃশ ভাব অঘ বকাদিতেও পাওয়া যায়। চৈতন্যের স্তাবক বলিয়া তাঁহারা নিজ কামের পূরণের আশায় "ভ্রান্তপথগামী" বলিয়া নিষ্কপট চৈতন্যাশ্রিত জনগণের দ্বারা অভিহিত হন। উপরিক'থিত চারিশ্রেণীর ভক্তিপথে অবস্থিত সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন, যেহেতু তাঁহারা উপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ্য বিরোধী নহেন। **নির্ণীত জন্মস্থানের বিরোধিজনগণ নিজ নিজ আন্তর্গণিক সাম্প্রদায়িক আচারের প্রতি উদাসীন না হন,** ইহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থবৈষ্ণব, আচার্য্যবৈষ্ণব, ত্যক্তগৃহ-নিহাঙ গোস্বামী, স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত মিশ্রবৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের নিমিত্ত বিরোধ করিবার পরিবর্ত্তে পরস্পর একস্বার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন আকারে ভগবৎসেবাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই চারিশ্রেণীর মধ্যে যদি কাহারও কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাতনিমিত্ত বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে তিনি তৎপরিচয়ে পরিচিত হইয়া মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হন। তাদৃশ গৃহবিবাদ অনভিজ্ঞ-সমাজে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রসব করে। অসত্যবস্তুর উপাসক-সম্প্রদায় অবান্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত ফল্গু বিপরীত বাসনাদ্বারা চালিত হইয়া বাহির-ভিতরে বিভিন্নভাবে অবস্থিত হন অর্থাৎ কায়, বাক্য ও মনের নিগূঢ় দুরভিসন্ধির সহিত সযত্নে পৃথগ্‌ভাব পোষণ করে। সঙ্কীর্ণতাকে

যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা বলেন, তাঁহারা অসৎ সম্প্রদায়ের চিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করেন। কিন্তু তাহাকে সুদর্শনে দর্শন না করিয়া মৎসরদর্শনে এরূপ কুভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সৎসম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও সত্যতা কখনই বিসংবাদিত হইতে পারে না। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে জীবনব্যাপিনী আলোচনা না করেন, তাঁহারা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইয়া সৎসম্প্রদায়ের নিন্দাকারী অসৎসম্প্রদায়-ভুক্ত বাহ্যসমন্বয়বাদী। প্রাকৃত ধর্ম্ম যদিও অপ্রাকৃতের পুত্র, তথাপি সেই পুত্রটী ত্যাজ্য পুত্র। অপ্রাকৃতের অপ্রাকৃত সন্তান অপ্রাকৃত ধ্বংসের জন্য তর্কপন্থা আবাহন করেন না। গৌড়দেশবাসী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সাধুসকল! আপনাদিগের গন্তব্যপথে বাধা দিবার জন্য কোটিকণ্টক আরোপিত আছে এবং থাকিবে। আপনারা ত্রিদণ্ডিপ্রভুর কবিতাটী আলোচনা করুন—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ,
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি,
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আজ কিনা শ্রীচৈতন্যদেবের স্তাবক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া চতুর্বিধ আন্তর্গণিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্য-দাসগণের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য জড়বিদ্যা-নিপুণ কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জনগণের সহায়তায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনের উপকারিতার বিলোপ সাধন করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান নিরূপণরূপ বাহ্যাবরণে আমার দেশবাসিগণকে অধোক্ষজ সেবায় বঞ্চিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্যবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন। আজ এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিকৃত ব্যাখ্যা মায়াবাদী ও ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তসমাজ বিষ্ণুভক্তের বাহ্য সজ্জায় আবৃত হইয়া আন্তর্গণিক বিবাদ উপস্থাপিত করিয়া মায়াবাদ ও বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট সম্প্রদায়! আপনারা কোটি কণ্টকে কণ্টকায়িত বৈষ্ণববিদ্বেষী সাহিত্যিক সমাজ, বৈষ্ণব-বিদ্বেষিণী ধনবতী সভার দুর্বল অভিযানের কখনও আদর করিবেন না। স্থিরচিত্তে যাহাতে সৎসম্প্রদায়ের

কল্যাণ হয় তজ্জন্য নিজ নিজ চেষ্টা নিয়োগ করুন। এই চেষ্টা আর কিছু নহে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ ও তাহাতে উদ্ধৃত উপদেশ-পালন—"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।" শ্রীচৈতন্যদেবের স্তাবকগণ ও আশ্রিত চারিপ্রকার আন্তর্গণিক বিভাগভুক্তসম্প্রদায় সকলেই অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবার পক্ষপাতী। তাঁহারা মায়িক জগতের প্রভুত্বকে আদর করেন না, তাদৃশ বিবর্ত্তে পতিত না হইয়া স্বীয় নিত্যস্বরূপোপলব্ধিতে জাগতিক ক্রিয়মাণ কার্য্যসমূহ—যাহা লৌকিক (অবৈদিক) ও যাহা বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হয়—সকল ক্রিয়াতেই হরিসেবা করিবেন। তাঁহারা যদি সম্প্রদায়স্থিত আন্তর্গণিক শ্রেণীর মধ্যে বিবাদানলের ইন্ধন যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমরা জানিব যে, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া পান নাই।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(গৌড়ীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য)

৩৪। সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য কেন?

"শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারি জন বৈষ্ণবাচার্য্য। আরও যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন, সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন-না-কোন আচার্য্যের অনুগত। রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী, মধ্ব—শুদ্ধদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।"

—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭।৭

৩৫। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দকে কি কি প্রচারের ভার দিয়াছেন?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ

প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৩৬। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর উপর কি ভার ছিল?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—একভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৩৭। রায় রামানন্দের প্রতি রস-বিস্তারের ভারটী কে সম্পন্ন করিয়াছেন?

"শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে যে রস-বিস্তারের ভার দিয়াছিলেন, তিনি সে-কার্য্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৩৮। গৌড়ীয়াচার্য্যগণের সেনাপতি কে?

"শ্রীসনাতন গোস্বামী আমাদের গৌড়ীয়াচার্য্যদিগের মধ্যে সেনাপতি।"

—'তাৎপর্য্যানুবাদ', বৃঃ ভাঃ ২।১।১৪

৩৯। শ্রীসনাতনের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ চিরবিক্রীত কেন?

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ-উদ্ধার-জন্য কাশী হইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারে প্রেমানন্দে বৃন্দাবনে গমন-পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা শ্রীরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থ-উদ্ধার, শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ ও মহাপ্রভুর আদিষ্ট ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদ্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পাঠক! সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের নিকট বৈষ্ণব-জগৎ সম্পূর্ণ ঋণী হইয়া আছেন।"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৪০। শ্রীরূপের আচার-প্রচার কি ?

"শ্রীরূপ যে-দিবস শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুর নাম কর্ণে শ্রবণ করেন, সেই দিন হইতেই মহাপ্রভুর দর্শন-লালসা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করে। স্বভক্ত-তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপের অন্তর জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালীন রামকেলী-গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপকে দর্শন দেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর দর্শনে আপনাকে সফল-জীবন মনে করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিত্যমুক্ত কৃষ্ণভক্তগণকে মায়া কখনই আবদ্ধ করিতে পারে না। অল্পদিন-মধ্যেই শ্রীরূপ বিষয়াদি-সুখের মুখে শতমুখী (অর্থাৎ ঝাটা) মারিয়া মহা বৈরাগ্যের সহিত প্রয়াগ-তীর্থে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে যথোচিত কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব-উপদেশ-প্রদানন্তর শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-সকল উদ্ধার করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য করত ব্রজধামে গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রজস্থ লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার এবং শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি পাপ-তাপাচ্ছন্ন কবি-জীবের হিত-কামনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বপূর্ণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, কৃষ্ণ-জন্মতিথি-বিধি, লঘু ও বৃহদ্-গণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, বিগধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলি-কৌমুদী, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্য (আখ্যাত) চন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটক-চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব রূপ-সনাতন-দ্বারা দৈন্য, স্বরূপ-দামোদরের দ্বারা—নিরপেক্ষতা, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা—সহিষ্ণুতা ও রায় রামানন্দের দ্বারা—জিতেন্দ্রিয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করেন। কোন কোন ভক্তের বাক্যে প্রকাশ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীরূপের দ্বারা লীলা-তত্ত্ব, শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তি-তত্ত্ব, ব্রহ্ম-হরিদাসের দ্বারা নাম-তত্ত্ব ও রায় রামানন্দের দ্বারা প্রেম-তত্ত্ব প্রচার করেন। যাহা হউক, ঐ সম্বন্ধে আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ন্যাড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, রসিকশেখর. সহজিয়া প্রভৃতিরা মিথ্যা করিয়া ঐ মহাত্মাদিগকে স্বীয় স্বীয় মতের আচার্য্য বলিয়া প্রকাশ করায় মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অধিকাংশ ভদ্র ব্যক্তির অশ্রদ্ধা দেখা দেয়। —'শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৮

৪১। শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত কি সর্ব্বত্র আদরণীয় ?

"শ্রীরূপ সর্ব্বত্র শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার উদ্দেশে উপাসনা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তগুলি বড় ভাল লাগে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।৩

৪২। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগবর কেন ?

"সন্ন্যাসের ছল করি', নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপসহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক শিখিয়াছে॥ —'শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা', ৫

৪৩। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি মহাপ্রভুর কি ভার ছিল?

"শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য প্রচার করাই শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি ভার ছিল।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৪৪। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি কি ভার ছিল ?

"শুদ্ধ-শৃঙ্গার রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।" —জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৪৫। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর উপর কি ভার ছিল ?

"ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্ব্বোপরি, তাহা জগৎকে বুঝাইবার ভার শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৪৬। সার্ব্বভৌমের উপর কি প্রচার-ভার ছিল ?

"তত্ত্ব-প্রচার-ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল ; তিনি সে-কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।" —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

পিছলদার যবন-রাজ উদ্ধার

(১)

মদ্যপ যবন-রাজ. ব'সে রহে সভামাঝ, চর আসি' পুছিল তাঁহারে।
'নীলাচল হ'তে আজ, এসেছে সন্ন্যাসী এক, সঙ্গে তাঁর লক্ষ লোক ঘোরে॥
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন, গাহে সবে সর্বক্ষণ. ভাবাবেশে অঙ্গ ঢল ঢল।
মাতাল হইয়া নামে, আছাড়িয়া পড়ে ভূমে, অশ্রুভারে আঁখি ছল ছল॥
ন্যাসীর সুন্দর বপু, নেহারিছে যে বা কভু, ঘরে সে যে ফিরে যেতে নারে।
না জানি কিসের টানে. ব্যাকুল হইল মন এ, ঈশ্বর বলিয়া ভাবি তাঁরে॥
গগনমণ্ডলে যদি, ওঠে কোটি কোটি শশী. হেন প্রভা সেই দেহে ভায়।
বহু বহু সিদ্ধ লোকে, নাচে গাহে হাসে কাঁদে, যেন সব বাতুলের প্রায়॥
এত কহি' হিন্দু চর, ভাবে কাঁপে থর থর, উচ্চ করি' কহে 'কৃষ্ণ হরি'।
নাচিতে লাগিল সেথা, গাহি' সংকীর্ত্তন গাথা, সভাজন উঠিল শিহরি॥
হেরি' তা' রাজার চিত, হ'ল বড় ব্যাকুলিত, নিরখিতে সাক্ষাতে সাধুরে।
আপন বিশ্বাসে তবে, পাঠাইলা সাধু-পাশে, সাধু-আজ্ঞা লভিবার তরে॥

(২)

বিশ্বাস আসি' অবিলম্বে, প্রভুর চরণ-পদ্মে, জানাইল রাজার বাসনা,—
'যদি প্রভু-আজ্ঞা হয়, আসি' রাজা মহাশয়, দরশিবে প্রভুর মহিমা॥'
যত সিদ্ধ ভক্তগণ, হ'য়ে উল্লসিত মন, বিশ্বাসেরে কহিলা বচন,—
'রাজা বড় ভাগ্যবান, সাধু দরশিতে চান, ভক্ত তিনি, হ'লেও যবন॥

অচিরে তাঁহার আশ, পূরিবেন প্রভুপাদ, যদি তিনি আইসেন হেথা।'
প্রণমি' বৈষ্ণব-পদে, বিশ্বাস চলিল তবে. রাজা-পাশে জানাতে বারতা॥
বিশ্বাসে পাঠায়ে রাজা, ত্যজিয়া ভোজন শয্যা, জড়বৎ আছেন বসিয়া।
ভাবিছেন মনে মনে,—'মো সম পাতকী জনে, ন্যাসী কভু করিবে কি দয়া!!

শুনিয়া যাহার নাম, ব্যাকুলিত মোর প্রাণ, সে কেমন দয়ার সাগর।
নামে যার এত মধু, নহে সে মানুষ কভু, নররূপে সাক্ষাৎ ঈশ্বর!!'
হেনকালে দরবারে, বিশ্বাস আসিল ফিরে, জানাইল সাধুর করুণা।
কহে হর্ষে,—'হে রাজন্, পাবে সাধু-দরশন, এবে তব পূরিবে বাসনা॥'

(৩)

উল্লাসে যবন-রাজ, পরিয়া হিন্দুর সাজ, গেল ত্বরা সাধু-সন্নিধানে।
প্রভুরে নেহারি দূরে, দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে, অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে॥
অসংখ্য ভক্তের মাঝে, প্রভু গোরা ব'সে আছে, শশী যেন নক্ষত্রমণ্ডলে।
দূরে রহি' নরপতি, প্রভু-পদে করে স্তুতি, দীপ-শিখা যেন নভতলে॥
অন্তর্যামী প্রভুপাদ, খণ্ডি' রাজ-অপরাধ, হৃদি তার করিলা শোধন।
প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে রাজা, নাচিতে লাগিল তথা, যেন ভায় খঞ্জনা-নর্ত্তন॥
নেহারি নৃপতের মতি, তুষ্ট ত্রিভুবন-পতি, আর তুষ্ট ভাগবতগণে।
কহে নৃপ,—'হে প্রভুজী, দানিয়া বিশুদ্ধ-ভক্তি, তারিলে এ অধম যবনে॥
তোমার সেবায় আমি, দিব এ জীবনখানি দেহ আজ্ঞা কি কার এখনে।'
কহিলা মুকুন্দ দত্ত, প্রভুজীর শিষ্যভক্ত, 'তুষ্ট মোরা তব আচরণে॥
মোরা যাব গঙ্গাপার, হেথা তব অধিকার, পার কর মোদের সবারে।
জনমি' যবন-কুলে, 'কৃষ্ণ হরি' নাম নিলে, ধন্য তুমি অবনী মাঝারে॥'
মুকুন্দ দত্তের বাণী, প্রভুর ইঙ্গিত জানি', রাজা বড় হইলেন খুশী।
জল-দস্যুদের ভয়ে, দশ-নৌকা সৈন্য ল'য়ে, পার কৈলা সকল সন্ন্যাসী॥
নিখিলের যত জীবে, এ ভব-সাগর হ'তে, পার হয় যাঁর নাম শুনে।
তাঁহারে করেন পার, তদধীন জীব ছার, অন্ধ যেন পথ প্রদর্শনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ, পার হ'তে নারে আজ, মন্ত্রেশ্বর নামে দুষ্ট নদ।
যবনের মহাভাগ্য, হ'ল তাঁর প্রীতিপাত্র, পার করি' দুষ্ট নদী-পথ॥

(৪)

নদীপারে গিয়া নৃপ, ত্যজিতে স্ব হৃদি-ভূপ, শিশু-সম উঠিল কাঁদিয়া।
রাজারে সান্ত্বনা করি', বিদায় দিলেন হরি, সশিষ্যে পিছলদা আসিয়া॥
যদ্যপি এ নরলীলা, তবু কৌতুকের ছলা, কে বুঝে এ লীলা-তত্ত্বসার।
যবনের হৃদি শোধি' পুনঃ তার তুষ্টি লাগি', তার দ্বারা হ'লা পঙ্গাপার॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৭)

ভগবদ্ধাম

শম-দমাদিযুক্ত সুকৃত কর্ম্মিগণ স্বর্গলোকে গমন করেন, ব্রাহ্ম্য-তপস্যা-যুক্তগণ ব্রহ্মলোকে পরাগতি লাভ করেন, কিন্তু গোলোকে গতি দুরারোহা। প্রেমি-ভক্তগণ শ্রীহরিতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে প্রকৃতির অতীতা গতি লাভ করেন। গোগণের ও গোপ-গোপীগণের বসতিস্থান বলিয়া ঐ স্থানের নাম গোলোক। কেবল রাগানুমার্গেই ব্রজগতি সম্ভব।

সর্ব্বোপরি বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণলোক ভিন্ন পৃথিবীতে স্থিত গোকুল-মথুরা-দ্বারকা প্রভৃতি ধামও স্বরূপতঃ প্রপঞ্চাতীত ধামের সদৃশ। সে-সকলও প্রপঞ্চাতীত নিত্য অলৌকিক রূপ এবং শ্রীভগবানের নিত্য-বিহার-ভূমি।

বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ভূর্ভুবঃ-স্বস্তলেনাপি ন পাতালতলেঽমলম্।
নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ ক্ষেত্রং বসুন্ধরে॥

শ্রীবরাহদেব বলিতেছেন,—হে বসুন্ধরে! ভূর্ভুবঃস্বঃ—তিনলোক মধ্যে এবং পাতালে ও উর্দ্ধলোকে কোথাও মথুরার মত নির্ম্মল ক্ষেত্র আর দেখি নাই। অহোতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।" এই মথুরা অতি ধন্যা—যেখানে শ্রীহরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। এই মথুরা যে কেবল উপাসনা-স্থান মাত্র অর্থাৎ ভক্তগণ এখানে ভগবানের উপাসনা করিয়া সিদ্ধির পর অন্যত্র গিয়া ভগবানকে লাভ করিবেন তাহা নহে। এইস্থানেই (পৃথিবীস্থ মথুরায়ই) শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন। পদ্মপুরাণেও তাদৃশী উক্তি আছে—"অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।" গোপাল তাপনী-শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"স হোবাচ তং হি নারায়ণো দেবঃ সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপুর্য্যো ভবতি তথা সকাম্যা নিষ্কাম্যাশ্চ ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মগোপাল-পুরী ইতি।"

শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে বিধাতঃ! যেমন সুমেরু শৃঙ্গে কাম-ফলদা সপ্তপুরী বিদ্যমান, তদ্রূপ ভূমণ্ডলে ভোগদা ও মোক্ষদা অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—এই সপ্তপুরী আছে। তন্মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা। এই মথুরা সুদর্শন চক্রদ্বারা

রক্ষিত হইয়া প্রাপঞ্চিক দোষে দূষিত হয় না। মথুরা বৃহদ্বন, মধুবন, তালবন, কাম্যবন, বহুলাবন, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, শ্রীবন, লৌহবন ও বৃন্দাবন—এই দ্বাদশবনে আবৃতা।

শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্ব শ্রীমথুরামণ্ডলের তত্ত্বাদি দ্বারাই সিদ্ধ। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

কিমিদং দ্বাদশাত্মকং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোস্মি মে বদ ॥

হে গোপপতে! এই দ্বাদশকাত্মক বৃন্দাবনের তত্ত্ব কি? যদি আমি শ্রবণের যোগ্য হই, তবে কৃপা করিয়া বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈককেবলম্।
অত্র যে পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষা কীটা নরামরাঃ ॥
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ম্।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ ॥
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ॥
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ॥

এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই নাম। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, কীট, নর, অমর প্রভৃতি যাহারা আমার ধামে বাস করে, তাহারা মৃত্যুর পর আমার নিত্য ধামে প্রবেশ করে। আমার নিবাস ভূমি বৃন্দাবনে যে-সকল গোপকন্যা বাস করে, তাহারা সকলেই যোগিনী (আমাতে সংযোগপ্রাপ্তা) এবং নিত্য আমার সেবাপরায়ণা। এই পঞ্চযোজন পরিমিত স্থান আমার দেহ-স্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী কালিন্দী সুষুম্না নামে অভিহিতা। এখানে দেবগণ ও ভূতগণ সূক্ষ্মরূপে বাস করেন। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এস্থান ত্যাগ করি না। এই স্থানে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে। এই রম্য বৃন্দাবন তেজোময়, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য।

বিশেষতঃ তাদৃশ অলৌকিকরূপত্ব ও ভগবন্নিত্যধামত্বের বিষয়ে দিব্য কদম্ব-অশোকাদি বৃক্ষ অদ্যাপি মহাভাগবতগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বরাহপুরাণে কালীয়হ্রদ-মাহাত্ম্যে—

অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ।
কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ॥
শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভি-গন্ধি চ।
স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ॥
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশো দশ॥

শ্রীবরাহেব ধরণীকে বলিতেছেন—হে বিশালাক্ষি! পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই স্থানে কালীয়হ্রদের পূর্ব্বভাগে সর্ব্বলোক-পূজিত, পবিত্র, সদ্‌গন্ধযুক্ত শতশাখ কদম্ব বৃক্ষ মহাশ্চর্য্যের সহিত দেখিয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষি! সেই কদম্ববৃক্ষ বারমাসই শুভ শীতল পুষ্পযুক্ত। উহার জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত হয়।

বরাহপুরাণে ব্রহ্মকুণ্ড-মাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তি—

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ॥
তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী॥
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্॥

হে বসুন্ধরে! ব্রহ্মকুণ্ড-বিষয়ে এক আশ্চর্য্য সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এস্থান আশ্রয় করিয়া যে-সকল মানুষ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠান করে তাহারা স্থানপ্রভাবে সত্বর সিদ্ধিলাভ করে। সেই ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরপার্শ্বে একটী শ্বেতবর্ণ অশোক বৃক্ষ আছে। বৈশাখ মাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে সেই বৃক্ষ সুখপ্রদ পুষ্প প্রদান করে। শুচি ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত একথা কেহই জানে না। 'শুচি' অর্থে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানরহিত ব্যক্তি। তিনিই সেই বৃক্ষ দেখিতে পান। এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, পৃথিবীও এ তত্ত্ব অবগত নহেন।

বৃন্দাবনীয় অন্য তীর্থকে উদ্দেশ করিয়া বরাহপুরাণের উক্তি—

কৃষ্ণক্রীড়া-সেতুবন্ধং মহাপাতক-নাশনম্।
বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ॥
গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে।
তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি॥

শ্রীকৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ মহাপাপ-নাশকারী। তথায় বলভী অর্থাৎ তৃণদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সকল সময়ে বিহার করিবার জন্য তিনি গোপীগণসহ গমন করেন। এখানে 'নিত্যকালং' এবং 'গচ্ছতি' শব্দদ্বয়ে বর্ত্তমানকাল প্রয়োগ থাকায় তথায় নিত্যস্থিতি প্রমাণিত হয়।

স্কান্দেও উক্ত হইয়াছে—

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-সেবিতম্॥

অতএব পুণ্য বৃন্দাবন বৃন্দাদেবীকর্ত্তৃক সমাশ্রিত, শ্রীহরি-অধিষ্ঠিত এবং তাহা ব্রহ্মা-শিবাদি-পরিসেবিত।

শ্রুতিতেও দেখা যায়—

"গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্-গণোঽহং তোষয়ামি ইতি।" শ্রীগোপালতাপনীতে ব্রহ্মার উক্তি—বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে আমি মরুদ্গণের সহিত পরিচর্য্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকি।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে উক্তি—"যমুনাজল-কল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।" যমুনা জল-কল্লোলে মাধব সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। যমুনার জল-কল্লোল যাহাতে এরূপ যে বৃন্দাবন, তাহাতে মাধব নিত্য ক্রীড়া করেন। তদ্গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসে অজহল্লক্ষণা স্বীকার করিয়া যমুনাতীর ও নীর—উভয়ত্রই ভগবানের ক্রীড়াস্থান জানিতে হইবে।

এ সকল প্রমাণদ্বারা ভৌম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি সিদ্ধান্তিত হইল।

ছান্দোগ্যে ৭।২৪।১ মন্ত্রে— স ভগবান্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নি ইতি।

সেই ভূমাখ্য শ্রীহরি কোথায় অবস্থিত? নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত।

গোপালতাপনীতে—সাক্ষাদ্ ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি। গোপালপুরী সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে—তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা। এই শ্রীকৃষ্ণ-ধাম তেজোময়, রমণীয় এবং চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য।

ভগবদ্ধামসমূহ নিত্য চিন্ময়, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—

ছত্রাকারন্তু কিং জ্যোতির্জলাদূর্দ্ধং প্রকাশতে।
নিমগ্নায়াং ধরায়ান্তু ন বৈ মজ্জতি তৎকথম্॥
কিমেতচ্ছাশ্বতং ব্রহ্ম বেদান্তশত-রূপিতম্।
তাপ-ভয়ার্ত্তি-দগ্ধানাং জীবনং ছত্রতাং গতম্॥
দর্শনাদেব বাস্যাথ কৃতার্থাঃ স্মো জগদ্গুরো।
বারং বারং ভবাপ্যত্র দৃষ্টির্লগ্না জনার্দ্দন।
পরমাশ্চর্য্য-রূপোঽপি সাশ্চর্য্য ইব পশ্যসি॥

শ্রীভগবদুত্তর—

ছত্রাকারং পরং জ্যোতির্দৃশ্যতে গগনে বরম্।
তৎপরং পরমং জ্যোতিঃ কাশীতি প্রথিতং ক্ষিতৌ॥
রত্নং সুবর্ণখচিতং যথা ভবেত্তথা পৃথিব্যাং খচিতা হি কাশিকা।
ন কাশিকা ভূমিময়ী কদাচিত্তু ততো ন মজ্জেন্মম সদ্গতির্যতঃ।
জড়েষু সর্ব্বেষ্বপি মজ্জমানেষ্বিয়ং চিদানন্দময়ী ন মজ্জেৎ॥

মুনিগণের শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রশ্ন—

হে ভগবন্! জলের উপরে ছত্রাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ইহা কি প্রকাশ পাইতেছে? সমস্ত পৃথিবী জমমগ্ন হইলেও উহা কেন জলমগ্ন হয় নাই? ইহা কি বেদান্তশত-নিরূপিত শাশ্বত ব্রহ্ম? অথবা তাপত্রয়দগ্ধ জীবগণের জীবন ছত্ররূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে? হে জগদ্গুরো! আমরা জ্যোতিঃস্বরূপ ঐ বস্তুটী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। হে জনার্দ্দন! আপনার দৃষ্টি বারংবার ঐ জ্যোতিরূপ ছত্রে সংলগ্ন কেন? আপনি স্বয়ং পরমাশ্চর্য্যস্বরূপ হইয়াও বিস্মিতের ন্যায় উহা দর্শন করিতেছেন কেন?

শ্রীবিষ্ণুর উত্তর—ছত্রাকার গগনবিহারী যে পরম জ্যোতি তোমরা দেখিতেছ, উহা পৃথিবীতে কাশী নামে প্রসিদ্ধ। যেমন সুবর্ণমধ্যে রত্ন খচিত থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীতে ঐ কাশী খচিত। তাহা কখনও ভূমিময়ী নহে অর্থাৎ

জড় নহে ; এজন্য ইহা জলমগ্ন হয় না। উহা আমার সদ্গতি অর্থাৎ আমি তথায় নিত্য বিরাজ করি। নিখিল জড়বস্তু নিমজ্জিত হইলেও চিদানন্দময়ী কাশী নিমজ্জিত হইবে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে—

চেতনা-জড়য়োরৈক্যং যদ্বন্নৈকস্থয়োরপি।
তথা কাশী ব্রহ্মরূপা জড়া পৃথ্বী চ সঙ্গতা॥
নির্ম্মাণন্তু জড়স্যাত্র ক্রিয়তে ন পরাত্মনঃ।
উদ্ধরিষ্যামি চ মহীং বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
তদা পুনঃ পৃথিব্যাং হি কাশী স্থাস্যতি মৎপ্রিয়া॥

এক দেহমধ্যে জড়-চেতনের অবস্থিতি হইলেও যেমন চেতন জড়ধর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপা কাশী এবং জড়রূপা পৃথিবী মিলিতা থাকিলে কাশী পার্থিব জড়ধর্ম্মে অলিপ্তা। যেমন জড়ের উৎপত্তি আছে, জড়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, তদ্রূপ পৃথিবীর উৎপত্তি থাকিলেও কাশীর উৎপত্তি নাই। আমি বরাহ-রূপ প্রকট করিয়া যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, তখন পুনরায় আমার প্রিয়া এই কাশী পৃথিবীমধ্যে স্থিতিলাভ করিবে। পরমাত্মা দেহে অবস্থিত হইলেও যেরূপ দেহ পীড়াদি-দ্বারা ব্যথিত হয় না, তদ্রূপ কাশী প্রভৃতি ভগবদ্ধামসকল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মে লিপ্ত হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(পূর্ব্বপ্রকাত ১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৭ পৃষ্ঠার পর)

ক্রমে নিশি হলো ঘোর, নাবিক শুইল,
পোতবাসীগণে নিদ্রা আশ্রয় করিল ;
সন্ন্যাসী জাগিছে একা, কত তার মনে
উঠিতেছে ভাব সদা, অতি সংগোপনে !
কখন ভাবিছে,—আর কি হবে আমার
এইরূপে কাটাইব কাল অনিবার ;

কখন ভাবিছে,—যদি স্বাধীনতা যায়,
জীবন জানিব তবে মরণের প্রায়;
স্বাধীনতা-প্রভাকর মানব-অন্তরে
না উদিলে সুখ নাহি পৃথিবী-ভিতরে!
স্বাধীনতা-রত্নহেতু ছাড়িনু সংসার;
তাহে যদি নাহি পা'ব, সকলি অসার!!
ক্রমে তিন দিন চলে সে অর্ণব-যান
অনিবার। রাত্রিদিন চলিছে সমান!
চতুর্থ নিশায় দেখ দৈবের ঘটনে
বিপদ হইল ঘোর অদ্ভুত বর্ণনে!
দেখিলা সন্ন্যাসী ক্রমে কাদম্বিনী-দল
ঘেরিলা আকাশে আসি'; ঝটিকা প্রবল
স্বনিল প্রবল বেগে; তবে প্রবাহিলা
প্রকাণ্ড মূরতি ঊর্ম্মি; বিজলী হাসিলা
মেলি' রত্নময় দন্ত; গর্জ্জিলা অশনি,
সচকিত উঠিলেক নাবিক অমনি!
হেরিয়া চৌদিকে পূর্ণ আপদেতে তবে,
ডাকিলা কাণ্ডারীবর—"উঠ উঠ সবে"!!

(১৪)

জাগিয়া উঠিলা তবে যানবাসীগণ,
দেখিলা চৌদিকে মাত্র মৃত্যুর বদন!
"হায়রে"! কাঁদিলা সবে, হায়রে বিধাতা,
কেন আমাদের প্রতি তুই দুঃখদাতা?
যদি বা বিচারে বাঁচি এবে গেল প্রাণ
জলধি ভিতরে পড়ি, দৈবের বিধান!
নীরবিলা ভয়ে সবে। প্রবল তরঙ্গ
যান-সহ আরম্ভিলা নানামত রঙ্গ!

পড়িছে দধীচি-অস্থি কড়্ কড়্ স্বরে,
চিকুরিছে ক্ষণপ্রভা মস্তক-উপরে ;
তরঙ্গ প্রকাণ্ড আসি' করে প্রহরণ,
ছিঁড়িল নোঙ্গরবর, অস্থির তখন
হইল অর্ণব-যান ; ভয়ে ছন্নমতি
হইল কাণ্ডারীবর দেখিয়া দুর্গতি !
উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি মহাকলরবে,
আপন আপন দেবে ডাকিলেক সবে ;
হিন্দু যারা ছিল তারা ডাকিল দুর্গায়,
মুসলমান বন্দীগণ ডাকিল আল্লায় ;
প্রার্থনা করিতে তবে বসিলা খৃষ্টান,
হাটু গাড়ি' করযুড়ি' অতি যত্নবান্ ;
সন্ন্যাসী আমার হ'য়ে হরিষে বিষাদ
ভাবিলেন,—কি আবার ঘটিলা প্রমাদ ;
মনে ত ধৈর্য্যকে আনি' স্মরিলা ঈশ্বর,
কে আর তরিবে সে বিপদ সাগর !!

(১৫)

কোন দেব না আইলা সে বিপদ-কালে
রক্ষিতে অর্ণব যান ; মিছে ভ্রমজালে
কাঁদিলা অর্ণববাসী হইয়া নিরাশ
জীবনের আশা হ'তে, ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
প্রলয়-লহরীমালা হ'য়ে বেগবতী
চলিলা লইয়া যানে, যেন স্রোতস্বতী
মহাবেগে তৃণ ল'য়ে চলে সিন্ধু যথা ;
হায়রে, বর্ণিবে কেবা সে দুঃখের কথা !!

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-হাসপাতাল

পরম-করুণাময়ের বিচিত্র মায়া-কারাগার, তাহার মধ্যে এই অভিনব হাসপাতাল। 'হাসপাতাল' আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। সহর নবদ্বীপে সরকারী-বেসরকারী যাবতীয় 'আরোগ্যশালার' মধ্যে এই হাসপাতালটির বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জাগতিক চিকিৎসালয়ের ন্যায় ইহারও একজন সিভিল-সার্জন অথবা প্রধান ডাক্তার C. M. O. (Chief Medical Officer) আছেন। তিনি মদীয় শ্রীল গুরুদেব। ইহার দুইটী বিভাগ (Department), যথা—আউট্-ডোর্ (Out-door) এবং ইন্-ডোর্ (In-dcor)। আউট্-ডোর অর্থাৎ বহির্বিভাগে নিত্য শতাধিক বিবিধ-ধরণের রোগী আরোগ্যলাভের ফলে শহরের চতুর্দ্দিকে ইহার সুনাম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ইন্-ডোর বা অন্তর্বিভাগে যে প্রকৃত একটি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, সে-বিষয়ে অনেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বহির্বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে কলেরা, উদরাময়, টাইফয়েড, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থূলদেহ-রোগের চিকিৎসা হয়, কিন্তু অন্তর্দ্দেশে একটি বিশিষ্ট ধরণের সূক্ষ্মদৈহিকব্যাধি নিরাময়ের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসা, সাধারণতঃ যাহাকে লোকে 'ভব-রোগ' বলে তাহা, জগতে লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার জন্যই আজ লেখনী ধারণ করিয়াছি।

এ রোগ এই পরিদৃশ্যমান জড়দেহগত বা স্থূলদেহগত নহে; ইহা সূক্ষ্ম-দেহগত বা লিঙ্গাত্মক জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য ব্যাধি। ইহা শুধু এই জীবনে দুঃখ দেয় না, পরন্তু একের পর অন্যদেহ পরিগ্রহান্তে লোক হইতে লোকান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পর পর জীবনেও নানাবিধ ভোগে জর্জ্জরিত করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই—

"মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।"

* * * * *

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" (গীঃ ১৫।৭-৮)

বায়ু যেমন পুষ্পের গন্ধ হরণ করিয়া অন্যত্র বহিয়া লইয়া যায়, তেমনই জীবাত্মাও জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেহস্থ মনো-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গত সংস্কার

পরজন্মগত অন্যদেহে লইয়া যায়। এই যে সংস্কার বা অভ্যাস ইহাই বিকারগ্রস্ত হইয়া ব্যাধির মত জীবকে আশ্রয় করে এবং জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ প্রদান করে। ইহার নাম ভবরোগ বা মায়াব্যাধি (অবিদ্যারূপ পিত্তজ্বর)।

এই ব্যাধির ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যথা—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। প্রথম লক্ষণ – মোহ ও প্রমাদ ; দ্বিতীয়—আত্মসুখ-জনক কর্ম্ম ; তৃতীয়—ঐরূপ জ্ঞান লইয়া নানাবিধ ভোগ। প্রথম অবস্থায় রোগী 'ভাল-মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন'-ভাবেই আহার নিদ্রা-ভয়-মৈথুন লইয়া কালযাপন করে। তাহাকে যে ভীষণ দুর্নিবার শত্রু কবলিত করিয়াছে এবং বিবিধ বিষানল হৃদয়াভ্যন্তর তীব্র দহন করিতেছে, সে তাহার কোনও সংবাদ রাখে না।

দ্বিতীয় লক্ষণাবির্ভাবে সে কাম্য-কর্ম্মময় জীবনে সর্ব্বদাই চঞ্চল ; সুখ-দুঃখে, আশা-নিরাশায়, উত্থান-পতনে বিপর্য্যস্ত হইলেও সৌভাগ্যক্রমে তাহার নিকট রোগ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন সে বহু অসহনীয় ক্লেশ অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকার-প্রার্থী হয়। ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে যিনি ভাগ্যবান ভগবৎকৃপায় তাঁহার সদ্‌বৈদ্যের সন্ধান মিলিয়া যায় এবং সদ্বৈদ্যের সিদ্ধৌষধ যথাবিধি সেবন করিয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন। আর যাহারা মন্দভাগ্যবশতঃ ব্যাধির ঔৎকট্য বা দুরারোগ্যতা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারা ভবরোগের ভয়াবহ পরিণামের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান দিতে চাহে না। সাধারণ কৃপণ মনুষ্য যেরূপ স্বল্পমূল্যে ঔষধপ্রাপ্তির আশায় হাতুড়ে বা অনভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট যায় এবং তাঁহাদের প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা করে, সেরূপ আবার কেহ তাহা সেবন করিতেও অবকাশ পায় না ; কারণ পুত্র-পরিজন সর্ব্বপ্রকারে প্রতিকূল আচরণ করে। এদিকে রোগের উপসর্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কাহারও-বা তাদৃশ অসদ্‌বৈদ্যের ঔষধ পান করিয়া বিষক্রিয়ার জ্বালায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়। তাই শাস্ত্র সতর্কবাণী দ্বারা কলি-হত জীবকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্"॥ (গীঃ১৬।২০)

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরযোনি গ্রহণের ফলে আমাকে লাভ করিতে পারে না, পরন্তু পরিণামে অধমাগতি প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় অবস্থায় জীব নির্ভেদ ব্রহ্মরূপ-অগদের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'সিদ্ধৌষধ' নহে। তাহাতে কথঞ্চিৎ উপসর্গের লাঘব হইলেও মূলোৎপাটিত হয় না, কেবল মায়াবুদ্ধি স্থগিত হইয়া থাকে মাত্র, এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়। মূঢ় ব্যক্তি ইহাকেই আরোগ্য বা মুক্তি বা কালাতীত অবস্থা মনে করে। যেমন বর্ত্তমান চিকিৎসায় সান্নিপাতিক জ্বরে (Typhoidএ) Entromycetin Capsule খাইতে দিলেই জ্বর ২।৩ দিনেই বন্ধ হইলেও রোগী ক্ষুধায় 'খাব খাব' করিয়া চীৎকার করিলেও রোগীকে অন্ততঃ ৭ দিন না খাওয়াইয়া উপবাসী রাখা হয়; কারণ তাহার ঐ ব্যাধি পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে। ইহা "বাধিতানুবৃত্তি" ন্যায়ানুসারে অতীব দোষাবহ। সুতরাং ঐরূপ চিকিৎসা ভ্রমাত্মক, যথা—

"উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০শ পঃ)

—এরূপ আরোগ্যলাভে কালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তাই ভগবান্ জীবের এই অবস্থাকে 'কালবিপ্লুত' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅম্বরীষোপাখ্যানে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ **কালবিপ্লুতম্**॥"

যথার্থ আরোগ্য বা বিমুক্তি চতুর্থ অবস্থায় সম্যক্ প্রাপ্তি হয়। উহার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য-নিত্যসত্ত্বাবস্থা বা শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা। ইহাতেই জীব স্বরূপপ্রাপ্ত, একান্ত নিরাময়তা ও অমৃতত্ব-লাভের অধিকারী হয়। একারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় অর্জ্জুনকে সর্ব্বাগ্রে এতাদৃশ ইঙ্গিতের দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন, যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" (গীঃ ২।৪৫)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, বেদসকল ত্রিগুণাত্মক—সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মফল প্রতিপাদন করে। তুমি ত্রৈগুণ্যরহিত হও; নির্দ্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, সদাধৈর্য্যশীল, যোগ-ক্ষেমরহিত এবং কাম্যবিষয়ে অনাসক্ত হও।

তাই শাস্ত্রে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥" (গীঃ ৪।৩৪-৩৫)

শ্রীগৌরজন সাধু-বৈদ্য-প্রদত্ত তারকব্রহ্ম নামই এই উৎকট ভবব্যাধির অমোঘ জেষজ। সর্ব্বজ্ঞ সাধুবাক্যই ইহার সুসঙ্গত প্রমাণ, যথা—

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হ'য়ে তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২শ অঃ

অতএব কু-বৈদ্যের হাতে বিষপানে কুপথ্যের ব্যবস্থা গ্রহণে জন্মজন্মান্তরীণ ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত না হইয়া সচ্চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত সমীচীন। তাঁহার আশ্রয়ে নিরন্তর সাদরে কৃষ্ণনামানুশীলন করিলে নষ্টস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তি, শুদ্ধ-স্বভাবে সকল সাধনায়, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের নিত্যসেবার অধিকার লাভ করা যাইবে এবং এই সুদুর্লভ মনুষ্য-জীবন কৃতকৃত্য হইবে; পুনরায় বদ্ধতা ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্যকাল ভগবৎ-সেবা-সুখে নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন এবং নির্ব্বিশেষ ও নির্ভেদ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ ব্যাধির পুনঃ আক্রমণের ভয় হইতে অর্থাৎ বাধিতানুবৃত্তির আশঙ্কা হইতে চিরতরে নিরাময় বা মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্থী মহারাজ

———

জগন্নাথ-মন্দিরে ছুঁৎমার্গ (?)

[দৈনিক 'যুগান্তর'—৩রা নভেম্বর, ১৯৬৩, রবিবার]

"পুরীতে হাজারের অধিক টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত"

"অ-সেবায়েত স্পর্শদুষ্ট বলিয়া সূপকারদের হট্টগোলঃ পুলিশের হস্তক্ষেপ"

"পুরী, ১লা নভেম্বর—আজ অপরাহ্নে জগন্নাথদেবের ভোগ দিবার পূর্ব্বেই জনৈক অ-সেবায়েৎ ছুঁইয়া দিয়াছে এই কারণে প্রথামত কয়েক হাজার টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত করা হয়।

"কয়েকদিন পূর্ব্বে মন্দির-পরিচালনা-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, কোঠভোগ ছাড়া ব্যক্তিগত ভোগ সকালে পূজার সময় দেওয়া চলিবে না। আজ কয়েকজন সূপকার মন্দিরের ভিতর জোর করিয়া ব্যক্তিগত ভোগ দিতে গেলে মন্দিরের আদেশদানকারীরা তাহাদের বাধা দেয়। সূপকাররা চড়াও হইয়া উঠে এবং বলে যে, জনৈক অ-সেবায়েত ভোগ স্পর্শ করিয়াছে এবং ইহার পর ভোগ প্রোথিত করা হয়। পুলিশ ও মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন"। (ইউ, এন, আই)

আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে উক্ত ঘটনা ঘটিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে-সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী ভগবৎ-সেবায় স্পর্শদোষের বিচার উৎসাদিত করিয়া তাহাকে ছুঁৎমার্গ বলিয়া শ্লেষ করেন তাহাদের শিক্ষার জন্য জগন্নাথদেব স্বয়ং এই প্রকার ঘটনা ঘটাইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের এই শিক্ষা হইতে আমরা চিরদিনই শাস্ত্রীয় বিধান-অনুসারে ছুঁৎমার্গেই থাকিব এবং থাকিতে উপদেশ করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার বা বর্ত্তমান শিক্ষার ভণ্ডামী আমরা ভগবৎ উপাসনার মধ্যে প্রবেশ করাইব না। আজও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে খাদ্য-খাদকের বিচার লইয়া ভারতের নিজস্ব তন্ত্র বজায় আছে। 'ছুঁৎমার্গী' বলিতে আমরা তাহাদিগকেই বুঝিব, যাহারা শাস্ত্রীয় স্পর্শদোষ মানে না অর্থাৎ ছুঁৎমার্গ ব্যাপারের সৃষ্টিকর্ত্তাগণ আমাদিগকে স্পর্শ না করিলেই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ হইবার পর যখন সূপকারগণের পাচিত অন্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই মহাপ্রসাদে কোন স্পর্শ-দোষ নাই। কিন্তু ভোগ হইবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ ব্যতীত অর্থাৎ যাঁহাদের ভোগ দিবার অধিকার আছে তাঁহারা ছাড়া অন্য কাহারও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। শেষোক্ত অস্পৃশ্য ব্যক্তি-সকল ভগবানের ভোগের পূর্ব্বে স্পর্শ করিলে তাহা আর কখনও ভগবান শ্রীজগন্নাথদেবকে দেওয়া চলিবে না। এই বিচারই শুদ্ধ বিচার। শ্রী-জগন্নাথের ভোগ শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে মহাপ্রসাদ হয়; সুতরাং তাহাতে কোন স্পর্শদোষ থাকে না বা থাকিতে পারে না। শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র পুরীধামে অদ্যাপি সেই বিচার প্রবলভাবে প্রচলিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদেশ হইতে আনীত শাক-শব্জী, তরী-তরকারী অর্থাৎ আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টোম্যাটো, পালংশাক প্রভৃতি আমাদের ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইলেও, তাহা শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে দেওয়া হয় না। শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের সনাতন-পদ্ধতি সংরক্ষিত হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা আসুরিক এবং অবৈধ।

শাস্ত্র বলেন—

"ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।"

—হরিভক্তিবিলাস ৯।১৩৪ ধৃত বিষ্ণুপুরাণবচন

"মহাপ্রসাদ ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার, ইহাতে কোন স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না"। কিন্তু ভোগ হইবার পূর্ব্বে স্পর্শদোষ অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। এস্থলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আদর্শ সকলকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবকগণ এত নির্ব্বোধ যে, তাঁহারা জগন্নাথদেবের পাচকগণের প্রচুর খাদ্য-দ্রব্যাদি রাস্তার সাধারণ লোককে না দিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলেন! ইহা তো ব্রাহ্মণের পাচিত দ্রব্য, সুতরাং সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়। বহু দরিদ্র ব্যক্তি এই দুর্বৎসরে ইহা এক বেলা বা দুই বেলা খাইয়া বাঁচিতে পারিত। তাহা না করিয়া শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ উহা সমস্তই ভূ-প্রোথিত করিলেন কেন?

এস্থলে বক্তব্য এই যে, মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ইহা ঠিকই করিয়াছেন। যে দ্রব্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গ্রহণ করিলেন না তাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ ভগবান যাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাই মনুষ্য-মাত্রের গ্রহণীয়। কোন জীবেরই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া পশুবৎ খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। অনিবেদিত বস্তু শাস্ত্রে অখাদ্য ও নিষিদ্ধ খাদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, তাহা মূত্রবৎ অগ্রহণীয় বলিয়া শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে :—

'ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে নরাধমঃ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্বুধাঃ॥" (নারদ পঞ্চরাত্র-২।১।৪৩)

সুতরাং আমরা ইহার দ্বারা এই শিক্ষা পাইতেছি যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমাদিগকে ভগবানে অনিবেদিত কোন বস্তুই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়, সে-বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। ইহা হইতে আরও শিক্ষা পাই যে, যে যে দ্রব্য বিষ্ণুকে দেওয়া যায় না, তাহা অমেধ্য ও অগ্রাহ্য। তাহা জাগতিক বিচারে অত্যন্ত উত্তম দ্রব্য হইলেও ভগবানের ভোগে দেওয়ার অনুপযুক্ত বিধায় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, তামাক, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ভগবানের ভোগে লাগে না। এইসকল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাহারা মাছ-মাংস, চপ্-কাটলেট, মাদক দ্রব্য ঠাকুর-সেবায় ব্যবহার করেন, তাহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-বহির্ভূত অধার্ম্মিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য। শাস্ত্র তাহাদিগকে অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৬০ পৃষ্ঠার পর)

তাঞ্জোর

৩০শে আশ্বিন, মঙ্গলবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আমরা তাঞ্জোরের সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ 'বৃহদেশ্বর' মন্দির দর্শনার্থ চলিলাম। ষ্টেশন হইতেই মন্দিরের সুউচ্চ চূঁড়া দেখা যায়। আমরা দূর হইতেই মন্দিরের গোপুরম্ দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটী পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম বলিয়া খ্যাত। ইহা একটা দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের

প্রবেশ-পথেই মহাদেবের সম্মুখস্থ বিরাট আকৃতি-বিশিষ্ট বৃষমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি অদ্যাবধি অন্যত্র এতাদৃশ বৃহৎ মূর্ত্তি দেখি নাই। শুনিলাম, এতবড় বৃষমূর্ত্তি ভারতে কুত্রাপি নাই। শৈবগণ মহাদেবকেই "বৃহদেশ্বর" নাম আখ্যা দিয়া থাকেন। এখানে বিরাট শিবলিঙ্গ। মন্দিরটি উচ্চতায় ২১৬ ফিট। মন্দিরের শীর্ষভাগে ৮০ টন ওজনের কারুকার্য্যখচিত একটি পাথর ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বৃহদেশ্বর মন্দিরের চারিপার্শ্বে বহু দেবতার ছোট ছোট মন্দির দেখিলাম; ঐগুলিতে শিবলিঙ্গ, গণপতি, পার্ব্বতী, নবগ্রহ প্রভৃতি রহিয়াছেন। এখান হইতে কয়েক ফার্লং দূরে তাঞ্জোর-রাজের দরবারগৃহ দেখা যায়। আমরা ইহা দর্শন না করিয়াই ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম।

তাঞ্জোর হইতে ধনুষ্কোডি

সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আমরা তাঞ্জোর ত্যাগ করিলাম। অনবরত চলিয়া রাত্র ৩-৩০ মিঃ সময় পানা মাদুরাই রেল জংশনে আমাদের গাড়ী লাইনের ধারে কাটিয়া রাখা হইল। সারারাত্র ট্রেনেই কাটাইলাম। অদ্য বুধবার সকাল ৭-৩০ মিঃ সময় ট্রেন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিল। দিনের আলোয় আমাদের যাত্রাপথ আনন্দদায়ক হইয়াছিল। যাত্রাপথে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী যতই আসিতেছি ততই প্রকৃতির অপূর্ব্ব সম্পদ দেখিয়া নয়ন সার্থক বলিয়া মনে করি। এদেশের সর্ব্বত্র তালবীথি ও নারিকেল বৃক্ষ-শ্রেণী দেখিলাম। গরীব-আদিবাসীরা তালপাতার ঘর তুলিয়া বস-বাস করিতেছে। তাহাদের দরিদ্রতা তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও দেহগঠনের মধ্যেই প্রস্ফুটিত।

পথিমধ্যে পণ্ডাপম্ ক্যাম্প নামে একটি পাশপোর্ট ষ্টেশন দর্শন করিলাম। জানা গেল যে, এখানে তিনদিন অবস্থানের পর পাশপোর্ট করিয়া লঙ্কা যাওয়া যায়। ধনুষ্কোডীর পথে শুধু বালুর পাহাড় দেখিলাম। পথিমধ্যে সমুদ্রের উপর দিয়া প্রায় এক মাইল লম্বা এক সেতু পার হইয়াছিলাম। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীলজলে নিম্নস্থ পাথরগুলি দেখিলাম। সৃষ্টি দেবতার সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল ও নিপুণতায় চিত্ত দ্রবীভূত হইল। অবশেষে পাম্বান ও রামেশ্বর রোড ষ্টেশন হইয়া আমরা ঠিক মধ্যাহ্নে ধনুষ্কোডী রেল ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ধনুষ্কোডী

ধনুষ্কোডী ও রামেশ্বর লবণ সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ইহা মৈনাক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত একটি দ্বীপবিশেষ। ভারত উপদ্বীপের সহিত এই দ্বীপ প্রায় একমাইল দীর্ঘ একটি সেতু দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। আমরা সেই সেতু পার হইয়া এখানে আসিয়াছি। ষ্টেশন হইতে ধনুষ্কোডী তীর্থস্থান প্রায় দুইমাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্রের ধার দিয়া বালু ভাঙ্গিয়া আমরা তীর্থস্থানে পৌঁছিলাম প্রায় এক ঘণ্টা পরে। যাত্রীগণ সকলেই মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে কোন ঘর বাড়ী নাই। তবে যাত্রীদের নিকট সমুদ্রের ভেট যোগাইবার জন্য কতিপয় নরনারী দোকান লইয়া বসিয়া আছে। দুই একজন পাণ্ডাও সমাগত হইয়াছেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিলাম। ফিরিবার পথে এক পাণ্ডা আমাদিগকে নিকটবর্ত্তী তাহার এক আস্তানায় লইয়া গিয়া শ্রীরামসীতার মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। আমরা যথাসাধ্য প্রণামী দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পুরাণে আছে,—শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা-যুদ্ধের শেষে যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন সমুদ্রদেবের প্রার্থনায় তিনি আর্য্যভারতের সহিত অনার্য্য সিংহলের যে সেতু-যোগসূত্র ছিল তাহা ধনুদ্বারা ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন। সেই হইতেই এই স্থানের নাম (শ্রীরাম চন্দ্রের ধনুদ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায়) "ধনুষ্কোডী" হইয়াছে।

বৈকাল বেলা আমি সুদর্শন প্রভুকে সঙ্গে করিয়া এখান হইতে মাইলখানেক-দূরে ধনুষ্কোডী পাইলার ষ্টেশনে পায়ে হাঁটিয়া গেলাম। এখান হইতে বহির্গামী ষ্টীমার ও জাহাজ ছাড়ে। এখান হইতেও পাশপোর্ট করিয়া সিংহলে যাওয়া যায়। ইহাই ভারতের দক্ষিণ সীমানার গমনাগমনের শেষ রেল ষ্টেশন। সমুদ্রের ধারে সেতুর উপর উঠিয়া আমরা স্বচ্ছ জলে সামুদ্রিক মৎস্য দেখিলাম। পুনরায় ধনুষ্কোডী হইতে বৈকাল ১৭—১০ মিঃ সময় যাত্রা করিয়া রাত্র ৯—১৫ মিঃ সময় চারিধামের দ্বিতীয় ধাম শ্রীরামেশ্বরে পৌঁছিলাম। ধামে পদার্পণ করিয়া ধামের ধূলি মস্তকে লইলাম। ভারতের চারিদিকে চারিটি ধাম আছে। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীপুরীধাম আমরা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি।

এখন দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত শ্রীরামেশ্বর ধামে পৌঁছিলাম। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে এই সমস্ত ধাম ও তীর্থস্থানের প্রকৃত দর্শন হয় না। অর্থ থাকিলেও যে তীর্থদর্শন হয় না, তাহার বহু দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ভুক্তভোগীরাই দিতে পারেন।

শ্রীরামেশ্বর ধাম

২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীল মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি ও শুভ বিজয়া দশমী। অদ্য প্রত্যুষে সন্ধ্যাহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তনানন্দে অনুগমন করিলাম। এখানে একজন পাণ্ডা আমাদের পথ-প্রদর্শক হইলেন। শ্রীধাম রামেশ্বর পরিক্রমার পথে আমরা রামকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং কুণ্ড স্পর্শ করিয়া মূল শ্রীরাম-চন্দ্রের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আমরা মন্দিরে অবস্থিত **শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণ দিকে সীতাদেবীকে এবং বামদিকে লক্ষ্মণকে দেখিলাম।** শ্রীবিগ্রহের দর্শন অপূর্ব্ব ও চিত্তা-কর্ষক। মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ "দশাবতার-স্তোত্রম্" কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আনন্দদান করেন। এখানে শ্রীল আচার্য্যদেব আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ধর্ম্মীয় প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করেন। **শক্তি শক্তিমানের বামদিকেই অবস্থান করেন; কিন্তু এখানে সীতাদেবী শ্রীরাম-চন্দ্রের দক্ষিণে থাকার কারণ কি? তাহাও শ্রীল আচার্য্যদেব সুন্দরভাবে শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন।**

শ্রীরামচন্দ্রের মূল মন্দির হইতে আমরা পরিক্রমা করিয়া স্থানীয় সাধারণ লোক যাহাকে রামেশ্বর মন্দির বলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই মন্দির ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত গমনাগমন পথ নবাগত আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। মন্দিরের চত্বরেই বহু লোক দোকান পাটে আকর্ষণীয় মালপত্র লইয়া বিক্রয়ার্থ বসিয়া আছে। মন্দির পরিক্রমা করিয়া আমরা মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 'শিবলিঙ্গ' দর্শন করিলাম। স্থানীয় লোকজন এই শিবলিঙ্গকেই রামেশ্বর আখ্যা দিয়া থাকেন। 'রামেশ্বর' বলিলে "রাম যাঁহার ঈশ্বর" এইরূপ বুঝাইবে। 'রামের ঈশ্বর' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নহে। আমরা

শ্রীরামনাথস্বামী, কাশীবিশ্বনাথ, রামজী, হনুমানজী নন্দিকেশ্বর, মাধবতীর্থ প্রভৃতি বিগ্রহ ও মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এছাড়া বহুদেব দেবীর মূর্ত্তিও দেখিলাম। এখানকার গোপুরম্‌টি উচ্চতায় সর্ব্ববৃহৎ। রামেশ্বর মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব একটি নাতিদীর্ঘ বাণী দিয়াছেন। উক্ত বাণীর দ্বারা তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের 'রামেশ্বর' শব্দটী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করেন। 'রাম যাঁহার ঈশ্বর' অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস বুঝাইবে, ষষ্ঠী তৎপুরুষ নহে —পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া শ্রীরামচন্দ্র ও শিব উভয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক এবং পরতত্ত্ব কি, তাহা শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে অভিভূত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্য শ্রীবিজয়া দশমী ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরাৎপর পরমগুরু শ্রীল মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথিতে এই তিথির সার্থকতা কি তাহাও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া যাত্রীসকলের চিরদিনের বদ্ধমূল ধারণা ভাঙ্গিয়া দিলে আচার্য্যদেব উপস্থিত সকলের করধ্বনি ও হর্ষধ্বনির দ্বারা সম্মানিত হন। শ্রীরামেশ্বরের পাদ-বিধৌতকারী সমুদ্রের জল স্পর্শ করিয়া আমরা বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীধামে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। অদ্য-কার মহোৎসবের ব্যয়ভার শ্রীঈশাণচন্দ্র দাস মহাশয় গ্রহণ করিয়া তীর্থ-যাত্রীদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বৈকাল বেলার দিকে আমি সস্ত্রীক পুনরায় শ্রীরামেশ্বর মন্দির দর্শনে আসিলাম। এখান হইতে সমুদ্রের ধারে গিয়া সন্ধ্যাকালীন সমুদ্রের রূপ দর্শন করিলাম। অদ্য বিজয়া দশমী উপলক্ষে মন্দির হইতে শ্রীদুর্গা-দেবী তাঁহার সন্তানসন্ততি সঙ্গে বিরাট বিরাট বাহনের উপর শোভা-যাত্রা করিয়া মন্দিরের সম্মুখদ্বার দিয়া বাহির হইলেন। পাইকপেয়াদা উক্ত দেবতাদিগকে বহন করিয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা বাদ্য-সহকারে পরিক্রমা করিয়া অগ্রসর হইল। আমরা এইরূপ শোভাযাত্রা এই প্রথম দর্শন করিলাম। আজ বাংলাদেশেও শত শত দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য বাহির হইতেছেন; লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উক্ত বিসর্জ্জন কার্য্য সমাধা হয়। তবে আমি এখন বাংলা দেশের উৎসবের প্রতিও উৎসুক নই, কারণ বিষ্ণুভক্তদের একমাত্র বিষ্ণুসেবা-পূজা ব্যতীত অন্যচিন্তা করা উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।৯)

অদ্য রাত্রিও শ্রীধামে কাটাইলাম। ধামে রাত্রি যাপন করাও বহু ভাগ্যের ফল। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত 'শ্রীরামেশ্বর ধাম' সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সংক্ষেপ আলোচনা সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

বিভিন্ন মঠে মহোৎসব

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত

গত ১০ই ভাদ্র (১৩৭০), ২৭শে আগষ্ট (১৯৬৩), মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীরাধষ্টমীব্রত সমিতির অধীনস্থ সকল মঠে, বিশেষতঃ নবদ্বীপ শ্রীমঠে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিন মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে পাঠ কীর্ত্তন চলিতে থাকে। শ্রীশ্রীরাধারাণীর মহিমাসূচক 'রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে,' 'রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা,' 'রাধিকা চরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম" ইত্যাদি মহাজন-পদাবলী বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বক্তৃতাবলী হইতে 'শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী'-শীর্ষক অংশ ব্যাখ্যা-মুখে আলোচিত হয়। মহোৎসবে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহা-প্রসাদদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব

গত ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐদিন উষঃকাল হইতে গুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা ও বৈষ্ণব-মহিমাসূচক পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন হয়। শ্রীল ঠাকুরের অলৌকিক দিব্য জীবনী ও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগৎ তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী—প্রসঙ্গক্রমে ইহাও সকলকে অবহিত করা হয়। বলা বাহুল্য, অপরাপর শাখামঠসমূহেও ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্

("প্রণব-পারিজাত"-পত্রিকা-প্রকাশিতস্য 'শ্রীভগবদবতার-তত্ত্বম্'-প্রবন্ধস্য প্রতিবাদঃ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

কিঞ্চ পাদমাত্রধর্মস্য মহাপুরুষৈরপি রক্ষাসম্ভবেঽপ্যত্র কলৌ কৃষ্ণস্যেচ্ছা-বিশেষাৎ প্রেমদানরূপকার্য্য-গৌরবাচ্চ সঃ স্বয়মেবাবতীর্ণঃ; যুগাবতারস্য তদা তত্রান্তর্ভাবাদ্ ধর্ম্মরক্ষা তু তদ্দ্বারেনৈবাভবৎ। যুগাবতারস্য প্রতিযুগমেবাবতারঃ স্যাদন্যথা ব্যুৎপত্তিভঙ্গো বহুবচনব্যাকোপশ্চ স্যাৎ।

যচ্চোক্তং—"বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রচারকস্যৈবাবতারত্বং" তত্তু ন সম্যক্। অবতারাণাং পুরুষ-লীলা-মন্বন্তর-যুগাবতারভেদাদ্ভেদ-স্বীকারে অবশ্যমেব তেষাং কার্য্যভেদঃ স্বীকার্য্যঃ। তথা যুগাবতারাণাং যুগধর্মপ্রবর্ত্তনমেব প্রয়োজনং ততশ্চ ত্রিষু যুগেষু যুগধর্মান্ প্রদর্শ্য কলৌ নামকীর্ত্তনমেব তথাত্বেনোপদিষ্টং, তস্য চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ্যং প্রদর্শিতং, অতঃ স এব পরমধর্মঃ। তদুক্তং—"জন্মান্তর-

---

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

আবার পাদমাত্রধর্মের মহাপুরুষ (সাধারণ কলির অবতার) কর্ত্তৃকই রক্ষার সম্ভব থাকিলেও এই কলিতে কৃষ্ণের ইচ্ছা-বিশেষবশতঃ এবং প্রেমদানরূপ কার্য্যের গৌরবহেতু তিনি নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যুগাবতারের তখন তাহাতেই অন্তর্ভাব (মিলন)হেতু ধর্মরক্ষা তাহা দ্বারাই হইয়াছে। যুগাবতারের প্রতিযুগেই অবতার হয় বলিতে হইবে। অন্যথায় ব্যুৎপত্তির বিনাশ ও বহুশাস্ত্র-বচনের বিরুদ্ধতা আচরণই হইবে।

আবার যে বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রম ধর্ম-প্রচারকেরই অবতারত্ব" তাহাও যথাযথ উক্তি নহে। অবতারগণের পুরুষাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতাররূপ ভেদবশতঃ ভেদ স্বীকারে অবশ্যই তাঁহাদের কার্য্যভেদও স্বীকার্য্য। সেইরূপে যুগাবতারগণের যুগধর্ম প্রবর্ত্তনই প্রয়োজন। সুতরাং তিনযুগেরই যুগধর্ম বর্ণন করিয়া কলিযুগে নামকীর্ত্তনই যুগধর্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এই নামকীর্ত্তনই কলিযুগে পরমধর্ম। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবচন—"বহুজন্ম ব্যাপিয়া

সহস্রেষু বাসুদেবো নিষেবিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি নারদ"॥ তথা "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাদিষু। নোৎপাদয়েদ্ যদিরতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥" ইতি। তথা চ প্রমাণশতৈর্গম্যতে যদ্বর্ণাশ্রমধর্মস্য সাফল্যং হরিনামাদিরুচিরেব। অথস্তদর্থমবতারঃ ন তু বর্ণধর্মমাত্রার্থং তস্য বশিষ্ঠাদিভিঃ সম্ভবাদিতি স্বয়মেব গদিতম্।

যচ্চোক্তং 'শিষ্যলোভী প্রতিষ্ঠাকামঃ কশ্চিন্নেতা নামপ্রচারং কুর্য্যাৎ' তত্রাপি কথ্যতে—তাদৃশানাং শঠানাং তথাকথিত-শুদ্ধচিত্তগম্যে নাম্নি রুচিরেব ন স্যাৎ কুতস্তৎপ্রচারসামর্থ্যং ? যে খলু ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহায়া এব পিশাচীত্বেন তাং সততং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়ন্তি তাদৃশানাং ধার্মিকানাং শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্ব-নিয়মাৎ ন তথাত্বে লোভঃ সম্ভবেৎ।

যচ্চোক্তং—'কৃষ্ণরামাদিবৎ প্রথমতঃ দুষ্টনিগ্রহস্ততঃ শিষ্ট পালনং তেন চ ধর্ম্মসংস্থাপনং কার্য্যং' তদপি শ্রীচৈতন্যে দৃশ্যতে। প্রথমতঃ জগা-মাধা-কাজী-

---

যিনি বাসুদেবের ভজন করিয়াছেন, হে নারদ! তাঁহারই মুখে সদা হরিনাম অবস্থান করেন"; "মনুষ্যগণের উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম যদি কৃষ্ণের কথাদিতে রতি উৎপন্ন করিতে না পারে, তবে শ্রমমাত্রই তাহার ফল হয়"—এইরূপ শত শত প্রমাণ দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের সাফল্য হরিনামাদিতে রুচি উৎপাদন। অতএব হরিনামাদিতে রুচি উৎপাদন জন্যই কলিযুগে ভগবানের জগতে অবতরণ, কেবলমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষার জন্য নহে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের রক্ষা বশিষ্ঠাদি দ্বারাও সম্ভব হয়, ইহা গুরুবর নিজেই বলিয়াছেন।

আবার যে বলিয়াছেন—"শিষ্যলোভী ও প্রতিষ্ঠাকামী কোন নেতা নাম প্রচার করিতে পারেন"—এই বিষয়ে বলিতে চাই, এইরূপ লোভী শঠগণের তথাকথিত শুদ্ধচিত্তগম্য হরিনামে রুচিই হইবে না, তাহাদের প্রচার-সামর্থ্য কোথায়? যে-সকল সজ্জন ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহার পিশাচীত্ব মননহেতু তাহাকে সতত দূরেই পরিবর্জ্জন করেন, এবং তাদৃশ ধার্মিকগণের শিষ্যাদি সংগ্রহ নিষেধ-হেতু তাঁহাদের কখনও শিষ্যাদি-লাভে লোভ সম্ভবই হয় না।

আবার যে বলিয়াছেন "কৃষ্ণ ও রামাদির মত অবতারের প্রথমতঃ দুষ্টনিগ্রহ, তৎপরে শিষ্টপালন ও তদ্দ্বারা ধর্ম সংস্থাপনই কার্য্য" সে সমস্তই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবে দেখিতে পাই। তিনি প্রথমতঃ জগাই, মাধাই ও

দলনং ততশ্চ শ্রীবাসাদিভক্ত-পালনং ততশ্চ স্বয়ং, দ্বারান্তরেণ চ ধর্মপ্রচারস্তেন কৃতমিতি বিদিতমেব সর্ব্বেষাম্। ভবতোঽপি সনাতনধর্মো ধ্বংস্যাৎ কথঞ্চিৎ রক্ষিত ইতি স্বীকারেণৈব পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাহানিঃ সমজায়ত এব। বিশেষতশ্চ অনেকৈরেব ধর্মস্থাপকৈঃ মহাপুরুষৈর্যস্যারাধনং দৃশ্যতে স এব ভগবান্ ইত্যত্র সুধিয়াং নাস্তি কাপি বিপ্রতিপত্তিঃ।

যচ্চোক্তং "শাস্ত্রাপ্রাপ্তাবতার-সমুচ্চয়ার্থং ন অসংখ্যেয়ত্বং পরন্তু অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডীয় সজাতীয়-বিজাতীয়াবতার-সমুচ্চয়ার্থং" তত্রোচ্যতে—কিং নাম বিজাতীয়ত্বমত্র বিবক্ষিতং ন জানে। তৈনৈবোক্তান্যত্বং সমায়াতি মন্যে। অত্র তু স্বামিভিঃ "অনুক্তসর্ব্বসংগ্রহার্থম্" ইত্যেবার্থঃ কৃতঃ, তমপি যে ন মানয়ন্তি তে তাদৃশা এব বনিতা ভণিতাঃ। বিজাতীয়শ্চেৎ স্বীক্রিয়তে তদা স্বয়মেবানুক্তাবতারঃ স্বীক্রিয়তে দর্শিতমেতৎ প্রাক্, "যত্রাবতারনাম ন শ্রূয়তে তত্র বিষ্ণুঃ কলয়াবতীর্ণ ইতি বোধ্য"মিত্যাদিনা।

কাজী-দলন, তৎপরে তাহাদ্বারাই শ্রীবাসাদি ভক্ত-পালন, এবং তৎপরে নিজে এবং আবেশাদিরূপেও ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আপনারাও তাঁহাদ্বারা সনাতন ধর্ম ধ্বংস হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছেন বলায়ই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার হানিই হইয়া গেল বলিতে হয়। বিশেষতঃ অনেক ধর্ম-সংস্থাপক মহাপুরুষগণই যাঁহার আরাধনা করেন দেখা যায়, তিনিই ভগবান্; এস্থলে সুধীগণের কোনও মতভেদ নাই।

অসংখ্যেয় শব্দের তাৎপর্য্য

আবার গুরুবর বলিয়াছেন—"শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত অবতারের সমুচ্চয়ের জন্য অসংখ্যেয় পদ নহে, কিন্তু অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডীয় সজাতীয় ও বিজাতীয় অবতারগণের সমুচ্চয়ার্থই অসংখ্যেয় শব্দ" এবিষয়ে বলিতেছি, কিরূপ বিজাতীয়ত্বের এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। যেহেতু সজাতীয় অর্থাৎ শাস্ত্রে ঘোষিত এবং বিজাতীয় অর্থাৎ শাস্ত্রে অ-ঘোষিত অর্থ করিলে শাস্ত্র অপ্রাপ্ত অবতারের সমুচ্চয়ই হয় বলিয়া মনে করি। এস্থলে শ্রীধর স্বামীও অসংখ্যেয় শব্দের 'অনুক্ত সর্ব্বঅবতার সংগ্রহার্থ' এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। এই স্বামিপাদের অর্থ যাহারা স্বীকার করেন না, তাহারাই বেশ্যারূপ বনিতা বলিয়া কথিত হন। বিজাতীয় অবতার যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে গুরুবর নিজেই প্রথম-স্কন্ধোক্ত অবতারের অতিরিক্ত অন্যের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই

বস্তুতস্তু "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ইতি বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে, "কৃষ্ণঃ কলিযুগে প্রভুঃ" ইতি হরিবংশে, "পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ। কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ॥" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে সামান্য-কলিযুগাবতারপরাণি বচনানি দৃশ্যন্তে।

পুনশ্চ বৃহন্নারদীয়ে "অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্-ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষ্যামি সর্ব্বথা॥" ভাগবতে—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ইতি। মুণ্ডকে চ—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইতি। শ্বেতাশ্বতরে—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ" ইত্যাদীনি বচনানি বিশেষ-কলিপরাণি জ্ঞেয়ানি। শুক্লরক্তকৃষ্ণানাং বর্ত্তমান-সত্যত্রেতাদ্বাপরাবতারত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ পরিশেষ্যপ্রমাণবলাৎ ক্বচিৎ কলৌ পীতত্বসিদ্ধিস্তস্যাতীতনির্দ্দেশস্তু পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পাপেক্ষয়া।

মনে করি। "যেখানে অবতারের নাম শুনা যায় না, সেখানেই বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ—ইহা বুঝিতে হইবে" ইত্যাদি স্বামিবাক্যদ্বারা তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

শাস্ত্র-বচনদ্বারা সমাধান

বস্তুতঃপক্ষে "দ্বাপরে ভগবান্ শুকের পক্ষের মত বর্ণ ও কলিতে শ্যামবর্ণ বলিয়া কথিত হন" ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচন। "কলিযুগে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ অবতার হন" ইহা হরিবংশ-বচন। "পূর্ব্বে উৎপন্ন সেই সেই জীবগণের মধ্যে কলিকালে ভগবান্ প্রবেশ করিয়া নিজের যাহা অভিপ্রেত তাহা সাধন করেন" ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন, এইসমস্ত বচনই সামান্য কলিযুগাবতারপর দেখা যায়। আবার বৃহন্নারদপুরাণে—"হে নারদ! আমিই কলিকালে নিত্য ভগবদ্ ভক্তরূপে আচ্ছাদিত স্বরূপ হইয়া লোকসকলকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকি।" ভগবতে—"প্রতিযুগে দেহধারণকারী ইহাঁর সত্যযুগে কৃষ্ণবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, বিগত কলিযুগে পীতবর্ণ গত হইয়াছে, এই দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

মুণ্ডকেও "যখন দ্রষ্টা রুক্মবর্ণ কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বরকে দেখে তখন মুক্ত হয়", শ্বেতাশ্বতরেও—"মহাপ্রভু ইনিই সত্ত্বের প্রবর্ত্তক" ইত্যাদি বচনসমূহ বিশেষ কলিযুগপরই জানিতে হইবে। শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ—বর্ত্তমান সত্য,

সুতরামেতৎ কল্পেঽপি এতদ্দ্বাপরীয়কৃষ্ণপ্রসঙ্গত উল্লেখাৎ তস্য চ শ্বেত-বারাহকল্পীয়বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-দ্বাপর এব মাৎস্যে উক্তত্বাৎ পীতাবতারস্যাপি তদনুগকলৌ পর্য্যবসানং স্বারস্যত আয়াতি। তথাহি—তত্র·····"বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা॥ তস্যান্তে চ মহালীলো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ভারাবতারণার্থন্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নমুনিস্তদ্বদ্রৌহিনেয়োঽথ কেশবঃ॥" অন্যদ্বাপরে তু ভাগবতে—'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইত্যাদিনা শ্যামাবতারঃ শ্রূয়তে। কৃষ্ণস্য পূর্ণতা তু নাবতারত্বেন কিন্তু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়"মিতি পরিভাষয়া তাদৃশ শক্তিকার্য্যদর্শনাচ্চ। শঙ্করভাষ্যে চ—"ধর্মিন-মপেক্ষ্যৈব ধর্মঃ কল্পনীয়ঃ" ইত্যুক্তং যত্রাবতারে যাদৃগ্ ভগবত্তোচিতা তাদৃগেব প্রত্যেতব্যা। ন চৈবং শ্রীচৈতন্যস্য কলৌ অবতারাদাবেশত্বমংশত্বং বা স্যাদিতি

ত্রেতা ও দ্বাপরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধহেতু অবশিষ্ট পীতবর্ণের সমাধান-জন্য কোন কলিতে ভগবানের পীতত্বসিদ্ধি স্বীকার করিতেই হইবে। এই পীতত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই সম্ভব হয়। তবে যে ভাগবতীয় গর্গবচনে পীতত্বের অতীতকাল নির্দ্দেশ, তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্প অপেক্ষায় বুঝিতে হইবে।

সুতরাং এই কল্পেও এই দ্বাপরযুগের কৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখহেতু, এবং এই কৃষ্ণের শ্বেতবরাহকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপরেই কৃষ্ণাবতার বলিয়া মৎস্যপুরাণে উক্তিহেতু পীতাবতারের ও তৎপরবর্ত্তী কলিযুগেই অবতার, ইহাই শাস্ত্রের স্বারসিক অর্থ। সেইরূপেই মৎস্যপুরাণের বচন দেখা যায়, যথা—"বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তাহার অষ্টাবিংশতিসংখ্যক চতুর্যুগীয় দ্বাপর নামক যুগকে প্রাপ্ত হইয়া সপ্তলোকধারী কৃষ্ণ, তাহার অন্তে (দ্বাপরের শেষভাগে) পৃথিবীর ভারহরণার্থ তিনভাগে আবির্ভূত হইবেন :—(১) বেদব্যাস, (২) বলরাম এবং (৩) কৃষ্ণ"। অন্য দ্বাপরের অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে—"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণরূপে অবতীর্ণ হন" ইত্যাদি বচনদ্বারা শ্যামাবতারের কথাই শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা অবতারত্বরূপে নহে, কিন্তু 'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্' এই পরিভাষা এবং তাদৃশ শক্তি ও কার্য্য দেখিয়াই তাঁহার পূর্ণত্ব স্বীকার। শঙ্করভাষ্যেও "ধর্মীকে অপেক্ষা করিয়াই ধর্ম কল্পনীয়" ইহাই উক্ত হইয়াছে। যে অবতারে যেরূপ ভগবত্তা প্রকাশের প্রয়োজন তাহাই প্রকাশিত হয় জানিতে হইবে। তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কলিযুগে অবতারহেতু

বাচ্যং ? তস্য যুগাবতারত্বাভাবাৎ, স্বয়ং ভগবত্তোচিতকার্য্যদর্শনাৎ পূর্ণত্বমেব স্যাৎ। তদা যুগাবতারস্য কৃষ্ণে শ্যামাবতারপ্রবেশবৎ তত্র প্রবেশস্বীকারাদিতি সর্ব্বমবদাতম্।

তস্য স্বয়ং ভগবত্বঞ্চ শ্রীকৃষ্ণাবতারাব্যবহিতোত্তরাবতারত্বাব্যভিচারাৎ স্বারস্যলব্ধমপি স্যাৎ। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—"হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা। অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি। নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে কলৌ॥" ইতি মৈত্রেয়প্রশ্নে চ পরাশরেন কৃষ্ণমুদ্দিশ্য "অয়ং হি ভগবান্..... দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতীত্যুত্তরিতম্। তত্র তয়োঃ পার্ষদত্বমপি নোক্তং জন্মত্রয়মেবোক্তং। তথা চ বক্যাদেঃ কৃষ্ণাদ্ভক্তিমুক্তিলাভঃ কালনেম্যাদেরলাভশ্চ গদিতম্। তথা চাসুরাণাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য ন মুক্তিরিতি হ্যুক্তং গীতায়াং—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্" ইত্যাদৌ। অতস্ত্রয়াণামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যায়াতঃ,

---

ব্যাসাদির মত আবেশত্ব বা অংশত্ব বলা যাইবে না। যেহেতু তিনি যুগাবতার নহেন, এবং তাহাতে স্বয়ং ভগবত্তার উপযুক্ত কার্য্য-দর্শনহেতু পূর্ণত্বই সিদ্ধ হয়। দ্বাপরযুগে যুগাবতারের কৃষ্ণে প্রবেশের ন্যায় শ্রীচৈতন্যে কলিযুগাবতারের প্রবেশ স্বীকারহেতু সমস্ত আশঙ্কাই পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যের স্বয়ং ভগবত্তা স্থাপন

শ্রীচৈতন্যের স্বয়ং ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণাবতারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবতারত্বের অব্যভিচারহেতু এবং শাস্ত্রাদির স্ব স্ব অভিপ্রায়-লব্ধও হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণে—"হিরণ্যকশিপুরূপে ও রাবণরূপে বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়া অমরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসকল লাভ করিল, কিন্তু সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল না। পুনরায় কি-প্রকারে সে এই শাশ্বত কলিকালে শিশুপাল-জন্মে সাযুজ্য লাভ করিল ?" এই মৈত্রেয়প্রশ্নের উত্তরে পরাশর কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"ইনি স্বয়ং ভগবান্.....দুর্লভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন" এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সে-স্থানে হিরণ্যকশিপু ও রাবণের পার্ষদত্ব বলা হয় নাই; জন্মত্রয়ের কথামাত্র বলা হইয়াছে। সেইরূপ পূতনা প্রভৃতির কৃষ্ণ হইতে ভক্তি-মুক্তি-লাভ ও কালনেমি প্রভৃতির তাহা অ-লাভই বলা হইয়াছে। সেইরূপ অসুরগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই তাহাদের মুক্তি হয় না, ইহা শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে—"সেইসকল

অতএবাস্যাবরণদেবতাত্বেন রামনৃসিংহাদয়ো মহাবারাহে কীর্ত্তিতাঃ। সুতরাং "শক্তিরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-কৃপাতেজোমুখাগুণাঃ। শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্" ইতি দিশা শক্তীনাং প্রকাশবিচারে কৃষ্ণবৎ পরাকাষ্ঠা শ্রীচৈতন্যে দৃশ্যতে, অতএবাস্য স্বয়ংরূপত্বং সিদ্ধেৎ। চিন্তামণিকারেণাপি "অবিগীত-শিষ্টাচরিতত্বস্য বেদত্বেন স্বীকারাৎ অস্য চ তথাত্বেন বহুভিঃ শিষ্টৈরুপাসনাদপি তথা ত্বং, ন তে খলূদরম্ভরিণঃ নাস্তিকা বাসন্। উজ্ঝিতৈশ্বর্য্যা ভিক্ষুচর্য্যাঃ পরার্থপরাদয়ালবশ্চ তে কথং লোকান্ বিমুখীকুর্য্যুঃ" ইত্যভিহিতম্।

কিঞ্চ "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎপৃথক্", "তমেব সর্ব্বগৃহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ", "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো"রিত্যাদিরীত্যা কৃষ্ণস্য ভিন্নাবস্থানে ক্বচিৎ চতুর্ভুজত্বেঽপি যথা ন ভেদঃ প্রকাশ এবেতি স্বীক্রিয়তে,

---

দ্বেষকারী ক্রুরস্বভাব অসুরগণকে অশুভ নীচযোনিতেই নিক্ষেপ করি"ইত্যাদি-দ্বারা। অতএব রাম, নৃসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেজন্যই মহাবরাহপুরাণে এই কৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে রাম ও নৃসিংহাদি কথিত হইয়াছেন। সুতরাং—"শক্তি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা, তেজ প্রভৃতি গুণসকল ভগবৎ স্বাংশ মাত্রেরই রহিয়াছে। শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশ দেখিয়াই তারতম্যের নিশ্চয়তা হয়।" এই রীতি অনুসারে শক্তিগণের প্রকাশ বিচারে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যে পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহার স্বয়ংরূপত্বই সিদ্ধ হয়। চিন্তামণিকারও "অনিন্দিত শিষ্টগণের আচরিত কার্য্যকে বেদসিদ্ধরূপে স্বীকার করা হেতু এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও কৃষ্ণরূপেই বহু শিষ্টজন কর্ত্তৃক উপাসনাবশতঃ ইঁহার কৃষ্ণত্বই সিদ্ধ হয়, ইঁহারা সকলেই উদর-ভরণকারী নাস্তিক নহেন। ইঁহারা বিষয়-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুচর্য্যা অবলম্বনকারী, পরের মঙ্গল-কামনায় সর্ব্বদা রত ও জীবের প্রতি দয়ালু। তাঁহারা কিজন্য লোকগণকে বিমুখ করিবেন?

আবার "ইহাই বিচিত্র যে, একই কৃষ্ণ একই স্বরূপে এককালীন পৃথক পৃথকভাবে ষোড়শ-সহস্র রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন"; "সমস্ত পত্নীগৃহে সেই একই কৃষ্ণকে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন"; "সেই গোপীগণের মধ্যে দুই দুইজনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি

তথৈব গৌরত্বেঽপি তস্যৈবায়ং প্রকাশবিশেষ-স্বীকারে ন কাপ্যনুপপত্তি-রিতি বিদূষাং মতম্। অত্র চ কৃষ্ণবৎ লতাস্বপি প্রেমদত্বমসুরানহত্বাপি তান্ প্রতি ইহৈব শিশুপালাদ্যধিকপ্রেমবৎপার্ষদত্বপ্রদানরূপকৃপাম্বুধিত্বং ধুর্য্যঞ্চ প্রচুরং প্রকাশিতং, অতএবাসৌ গৌরঃ কৃষ্ণ এবেতি সর্ব্বেষা-মভিমতঃ।

শ্রীনৃসিংহে ঐশ্বর্য্যপরাকাষ্ঠা শ্রীরামে চ মাধুর্য্যধৈর্য্যং, শ্রীকৃষ্ণে তদ্দ্বয়ং কৃপাভরাতিশয়শ্চ লোকপ্রসিদ্ধমেব, তদেব শ্রীচৈতন্যে বিশেষতঃ বর্ত্ততে। জগা-মাধা-কাজীদমনে তথা দিগ্‌বিজয়ি-সার্ব্বভৌম-প্রকাশানন্দ-প্রসঙ্গে চ তত্তদ্রষ্টব্যম্। তাদৃশৈঃ শাস্ত্রাম্বুধিভির্যথেষ্টং পরীক্ষ্যৈব ভগবত্বেন পরিগৃহীতম্। শ্রীঅদ্বৈত-রামানন্দ-শ্রীবাসাদি-সুধিয়ামনুভবোঽপি ন ক্ষুদীয়ঃ প্রমাণং, বিদ্বদনুভবস্য শাস্ত্রস্য চ তদ্বিষয়ে প্রবলপ্রমাণত্ব-স্বীকারাৎ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি-এ (নবদ্বীপ)

রীতি অনুসারে কৃষ্ণের কার্য্যান্তর ব্যপদেশে কোনস্থানে কোনকালে চতুর্ভুজ হইলেও যেমন তাঁহার ভেদ স্বীকার করা যায় না—প্রকাশবিশেষ বলিয়াই স্বীকৃত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের গৌরবত্বেও তাঁহারই এই প্রকাশবিশেষ স্বীকারে কোনও দোষই হয় না, ইহা বিদ্বদ্‌গণের অভিমত। যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে কৃষ্ণের ন্যায় লতাগণের প্রতিও প্রেমদত্ব, অসুরগণকে বধ না করিয়াও তাহাদিগের প্রতি এজগতেই শিশুপালাদি হইতেও অধিক প্রেমযুক্ত-পার্ষদত্ব প্রদানরূপ কৃপাসিন্ধুত্ব এবং মাধুর্য্য প্রচুররূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব এই গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ বলিয়া সকলের অভিমত।

শ্রীনৃসিংহে ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং শ্রীরামে মাধুর্য্যধৈর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে সেই উভয় এবং কৃপাপ্রকাশাধিক্য লোকপ্রসিদ্ধই আছে। এই সমস্তই শ্রীচৈতন্যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগাই-মাধাই উদ্ধার ও কাজীদমনে সেইরূপ দিগ্বিজয়ীর বিজয়ে, সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দ-প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাদৃশ শাস্ত্রপারদর্শিগণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াই চৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত, রামানন্দ ও শ্রীবাসাদি সুধীগণের অনুভবও একেবারে ক্ষুদ্র প্রমাণ নহে, ইঁহারাও আপ্ত বা শিষ্ট বলিয়া গণ্য। বিদ্বদনুভবের ও শাস্ত্রেরই ভগবদ্বিষয়ে প্রবল প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ (নবদ্বীপ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৬ কেশব, ৪৭৭ গৌরাব্দ | সোমবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০; ইং ১৬।১২।১৯৬৩ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রচেতসঃ-কৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্ (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশেঽধ্যায়ে—৩৩-৪২)

যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে॥ ১॥

হে প্রভো! আপনার মায়ামোহিত হইয়া কর্ম্মানুসারে আমরা এই সংসারে যাবৎকাল ভ্রমণ করিব, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যেন আমাদের জন্মে জন্মে ভবদীয় গুণকীর্ত্তনকারী ভাগবতগণের সঙ্গ-লাভ হয়, আমরা এই বরই প্রার্থনা করিতেছি॥ ১॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ২॥

ভগবৎসঙ্গি-ভাগবতগণের অত্যল্পকালমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষেরও তুলনা

করিতে পারি না। মরণধর্ম্মশীল প্রাকৃত মানবগণের রাজ্য-ভোগাদি-সুখের কথা আর কি বলিব? ২॥

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন॥ ৩॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ন্যাসিনাং গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃপুনঃ॥ ৪॥

ভগবদ্ভক্ত-সমাজে আপনার বিশুদ্ধ কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই সকল কথা-শ্রবণে ভোগেচ্ছারূপা তৃষ্ণার শান্তি হয়। ইহাতে কোনও প্রাণীর সহিত বৈরভাব অথবা কোনও উদ্বেগ নাই। মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিরপেক্ষ সাধুসকল সেই স্থানে সৎকথার প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বফলত্যাগী ত্যাগিকুলের একমাত্র গতি॥ ৩-৪॥

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥ ৫॥

হে ভগবন্, আপনার সেই সকল নিজজন তীর্থসকলকেও পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করিবেন? ৫॥

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম॥ ৬॥

হে ভগবন্, আমরা ভবদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম-আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৬॥

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা
বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।

আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ
সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥ ৭ ॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ
নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু ।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো
বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥ ৮ ॥

হে ঈশ, আমরা যে সুষ্ঠুরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, শুদ্ধ আনুগত্য দ্বারা যে গুরু, বিপ্র, বৃদ্ধ আর্য্যগণকে নমস্কার করিয়াছি; সুহৃজ্জন, ভ্রাতৃগণ এবং প্রাণিগণের হিংসা করি নাই; আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া জলমধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছি, সেই সকল সদাচরণ দ্বারা আপনার সন্তোষ হউক্—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয় বর ॥ ৭-৮ ॥

মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ
যেঽন্যে তপো-জ্ঞান-বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ ।
অদৃষ্টপারা অপি যন্মহিম্নঃ
স্তুবন্ত্যথো ত্বাত্মসমং গৃণীমঃ ॥ ৯ ॥

তপস্যা-জ্ঞানাদির দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত যোগিগণ এবং মনু, স্বয়ম্ভূ ও শিব—ইঁহারাও আপনার মহিমার অন্ত না পাইয়া আপন আপন সাধ্যানুসারে আপনার স্তব করিয়াছেন। অতএব আমরাও যথাসাধ্য আপনার স্তব করিতেছি ॥ ৯ ॥

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ ।
বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ১০ ॥

হে প্রভো, আপনার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ না থাকায় আপনি সর্ব্বত্র সমান, অতএব অপাপবিদ্ধ (পাপহেতুই বৈষম্যবুদ্ধি হয়); আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব; আপনাকে সমস্কার ॥ ১০ ॥

ভাই কুতার্কিক !

আমি শ্রৌতপন্থী, আর তুমি ভাই কুতার্কিক; আমরা দুই ভাই মানুষের মাথায় বসিয়া—ঘাড়ে পা দিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করি। আমরা দুই ভাই বটে, কিন্তু পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই; তাই, আমাদের দুই মায়ের পরিচয় না দিলে আমরা পরস্পরকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের মায়ের পরিচয় পূর্ব্বে মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীরা বলিয়া গিয়াছেন।

মায়াবাদীরা বলেন,—'জগৎ মিথ্যা', মানবজ্ঞান মিথ্যা—ব্যবহারিক মাত্র; তর্কদ্বারাই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্থাপন করা যায়, অধ্যাসবশে অজ্ঞানের ক্রিয়া তাৎকালিক হইলেও উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু লৌকিক প্রমাণের আশ্রয়ে রাবণের সিঁড়ি বাঁধনের policy তে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই চরম বলিয়া নিজে বুঝিব ও লোককে বুঝাইব।

তত্ত্ববাদী বলেন,—হরি নিত্য পরতত্ত্ব, অখিল-আম্নায়-বেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীবসমূহ ভিন্ন, জীবের তারতম্য আছে, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, বিষ্ণুপাদ-পদ্মলাভই জীবের মুক্তি।

সুতরাং দুই ভাইএর দুই মায়ের পরিচয়ে একটু তফাৎ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বৈমাত্রেয় ভাই। ভাই কুতার্কিক, আমি যে তোমাকে কুতার্কিক বলি, তুমি তোমার সেই দুর্ণাম কাটাইবার জন্য আপনাকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া গোঁজামিল দেও, তাহা ত' তোমার আচার-বিচারে ধরা পড়িয়া যায়!

তুমি তোমার চোক, কান, নাক, জিভ্ ও চামড়া দিয়া যে একঘেয়ে আংশিক ধারণা লাভ কর, সেই ধারণার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাবণের মত সিঁড়ি বাঁধিতে গিয়া আমার উপাস্য বস্তু জগল্লক্ষ্মীকে তোমার আয়ত্তের মধ্যে একটী ভোগের বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে চাও; এবং সেই কল্পনায় গা ভাসাইয়া তুমি কখনও কৃষ্ণ সাজিতে চাও; পরের দ্রব্য হরণ করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সব এক বিচার করিয়া বাউল ধর্ম্ম প্রচার কর; ভোক্তার বেশে আপনাকে ভগবদ্‌ভোগ্য বস্তুগুলির ভোক্তা সাজাও; কখনও বা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়; কখনও বা সমন্বয়বাদীর ভাণ করিয়া জগতের বোকা লোকগুলিকে ভোগা দেও; কখনবা বল যে, "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ

পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ" ; কখনও বিচার দেখাও যে, মা ও বামার মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—বদ্ধবিচারে ভেদ মাত্র। কখনও আপনাকে মুক্তাভিমানে মাতৃবুদ্ধি পরিহার করিয়া বিকল্পে মাতৃ বুদ্ধিতে নিজ ভোগ্য বুদ্ধি কর, আর তর্কের সাহায্যে 'আমার ভাল লাগে' বলিয়া প্রেয়ঃপন্থী হইয়া শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী তোমার ভাইকে সহস্র আকারে আক্রমণ কর ; কিন্তু তোমার মঙ্গলপ্রার্থী ভাই প্রেম ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে 'ভাই' বলিয়া যখন সম্বোধন করে, তখনই তুমি চোখ লাল করিয়া তাহাকে বোকা বলিয়া তোমার দলে টানিয়া আনিবার যত্ন কর, তোমার ভাইএর সহিত নানা তর্ক-বিতর্ক কর, গায়ের জোরে তোমার ভাইকেও 'বাস্তব শ্রৌতপন্থী' বলিবার পরিবর্ত্তে 'প্রচ্ছন্ন তার্কিক' বলিয়া নিজের কুতর্ক প্রবৃত্তি-কলঙ্কের লাঘব কর। মনে মনে তুমি বেশ জান যে, তোমার কুতর্ক চেষ্টাদ্বারা শ্রুতি-ব্যাখ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের পোষণ করিতেছ। তোমার এইসকল ছল-প্রবৃত্তি দেখিয়া তোমার শ্রৌতপন্থী ভাই কুতর্ককে সম্বল মনে না করিয়া মহাজনের নিকট বেদ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাহাতে তুমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যাও, আর তোমার বিপত্তি দেখিয়া তোমার ভাই শ্রৌতপন্থীর বড়ই দয়া উপস্থিত হয়, তুমি কিন্তু সেই দয়াকে তোমার ভাইয়ের বোকামি মনে কর।

ভাই কুতার্কিক, আর কতকাল তোমার কুতর্কের আগ্নেয়গিরি ছাই-চাপা দিয়া রাখিবে,—পদে পদেই যে কুতর্কানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। 'সবিশেষত্ব,' 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' প্রভৃতি ভগবদ্‌গুণকে আক্রমণ করাই তোমার কুতর্কের স্বভাব। তোমার আক্রমণ করিবার স্বভাব ছাইচাপা থাকিলেও, ছাই ফুঁড়ে ধোঁয়া বাহির হয়, আর তা' থেকেই কুতর্কের বিরুদ্ধে শ্রৌতপন্থী ভাই 'ন্যায়সুধার' সাহায্যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধুমাৎ" প্রভৃতি বিচার তোমাকে দেখাইয়া দিয়া তোমার কুতর্কেচ্ছামূলা ঈশ্বরনাশ-প্রবৃত্তি বা Vandalism চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, বলিয়া তোমার বেদানুগ ভাইটীকে তোমার 'বৈমাত্রেয়' অর্থাৎ 'তোমার নিজ জননীর সপত্ন্যুচিত ঈর্ষাভাবের সন্তান' মনে কর। তুমি কি, ভাই, এই সকল কপটতা ছাড়িয়া দিয়া সরল হইতে পার না? জ্ঞানের বিষয় দুইভাগে বিভক্ত হইলেও আমি যে তোমার একজন অংশীদার, তুমি তাহা সমন্বয়বাদের খাতিরে স্বীকার করিলেও কাযের বেলায় আমাকে বঞ্চনা কর কেন?

আমার কোন সম্পত্তি নাই; তুমিই জ্ঞানের একচেটিয়া মালিক,—এ অহঙ্কার তোমার কেন? তোমার কি মনে পড়ে না যে, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়? 'কাটখোট্যাই' করিলে যাহা লাভ হয়, তাহা তোমার একচেটিয়া অজ্ঞান; তোমার মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' শব্দ, তাহাতে তিনি তোমার ধারণায় অন্য দেবগুলির সহিত একপর্য্যায়ে গণিত হওয়ায় 'মায়াই ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মই মায়া' প্রভৃতি তোমার কথাগুলি যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক, না তাহার বিপরীত? 'সকল ঘট তোমার' আর 'সকল ঘট তুমি,'—এই কথা বলিয়া কেন ধৃষ্টতা কর? ইহা কি "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই মতের জ্বলন্ত উদাহরণ নহে? তুমি কখনও বা 'কর্ত্তাভজা' সাজিয়া ভক্তের ভাণ দেখাও, তুমি কখনও বা আউল-বাউল নেড়া-কর্ত্তাভজাদির বেশে তোমার ভাইএর সম্পত্তি লুট করিবার শয়তানি দেখাও; সেই স্বভাবটা কি নির্গুণতা? হরিই ত একমাত্র নির্গুণ, আর তোমার কল্পিত হরি ত নির্ব্বিশেষ! তুমি লোক ঠকাইবার জন্য কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস কর না, কৃষ্ণলীলার আদর্শটী নিজেই উপভোগ করিয়া জগতে নানাবিধ কলঙ্ক আনয়ন কর।

ভাই, তুমি কেন কৃষ্ণের স্মিতাধরটি অনিত্য, বংশীধ্বনিটি অনিত্য, অপাঙ্গদর্শনটি অনিত্য, কৃষ্ণের মথুরায় মাল্যলাভ ব্যাপারটি অনিত্য, রাস-ক্রীড়াটি অনিত্য বলিয়া মনে কর? এই সব ধারণা যে কতগুলি নীতিরহিত মানুষের কল্পনাপ্রসূত, তাহা কি তুমি জাননা? ভগবত্তা লোপ পাইয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থাই চরম ও সকলের মূল বলিয়া তুমি যে তিন-প্রকার-দুঃখ-আচ্ছন্ন সংসারে মজা লুটিবার ভাণ করিতেছ, আর নিত্য শাশ্বত ভগবদ্বস্তু কৃষ্ণের লীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজে গোপনে সেই সকল ভোগে রত থাকিয়া পরদারিকের পরদ্রব্যাপহরণের নিন্দা অঙ্কিত করিতেছ —ইহা কি তোমার সাধুতার পরিচয়, না আর কিছু?

তুমি নির্ব্বিশেষবাদীর সজ্জায় তর্কের জাল পাতিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবের নিত্যত্ব-স্থাপন-ছলনায় ভগবানের উদ্দেশে ইহজগতে প্রকৃত শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠানসমূহকে নির্ব্বোধের চেষ্টা বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, আর নিজে নাস্তিক সাজিয়া মুক্তবায়ু সেবনে আনন্দ উপভোগ করিবে, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্যগুলি সমস্তই লুট করিবে, আর তোমার মরিয়া যাইবার পর সেইগুলি "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিবার ছলনা দেখাইয়া ভক্ত সাজিতে আসিবে,

—এই শয়তানি কি তোমার চতুর শ্রৌতপন্থী ভাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, মনে কর ? তোমার এই সকল চেষ্টা জনকজ্ঞানের সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া মাত্র। তাহা হইলেও আমার অংশের বন্ধক দিয়া তুমি যে নিজের অসুবিধা আনয়ন করিবে,—ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়।

ভাই, তোমার অংশীদারকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিওনা ; যদি করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার বঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রকাশ্য তর্কপন্থী হইয়া ভোগীর পোষাকে মায়াবাদী যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তের সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। সমন্বয়বাদের ছলনায় বিবাদপ্রিয় মার্জ্জারদ্বয়ের সম্পত্তি বিভাগ করিতে গিয়া মর্কটের যে উহাদের সম্পত্তিগ্রহণ-পিপাসা, তাহা শিশুপাঠ্য ঈশপের গল্পে লেখা আছে। তুমি আবার তাহার দ্বিতীয়বার অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত কেন ?

তুমি কি জান না যে, কৃষ্ণভক্ত তোমার চেয়ে বেশী চতুর ? সে ত' তোমার মত জড় বিষয় ভোগ্য বা কর্ম্মকাণ্ডকে শুদ্ধজ্ঞানের 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করে না ! শুদ্ধজ্ঞান-সম্পত্তির অংশীদার সত্যিকার শ্রৌতপন্থী তোমার ন্যায় কপট অণুচানমানীর বিচার-প্রণালী হইতে পৃথক হইয়া নিজের অংশে যে চিদ্বিলাস-বিচার আবাহন করেন, তাহা কি তোমার চিন্মাত্রবাদের মায়া-মরীচিকার প্রলোভনদ্বারা বিপথে চালাইতে পারিবে, মনে কর ?

এই সকল কথা শুনিবার পরেও, ভাই কুতার্কিক, তুমি কেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি শ্রৌতপন্থীর বিরুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিলে ? ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে তোমাকে নামাইয়া লইতে ও আমার অংশটুকুর দখল পাইতে আমাকে খানিক উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে। কাহারও দ্রব্য অপর ব্যক্তি জোর করিয়া গ্রহণ করিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হয়, সুতরাং আমার অংশ নষ্ট করিবার জন্য তোমার কুপিপাসা কেন হইল ভাই ?

তুমি তোমার অংশে তর্ক-বিতর্কের জাহাজ লইয়া গৌরজন্মস্থানের অপরকূলে দাঁড়াইয়াছ বটে, কিন্তু আমি ত' তোমার অংশের জন্য লালায়িত নহি। আমি তোমার কুতর্ক ও জ্ঞান-গরিমার অংশ-লাভের প্রত্যাশী নহি। উহা মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিবার পর সুস্থ হইয়া আমি মহাজনের

অনুগমন করিয়া এখন নিশ্চিন্ত আছি। আমার ত' কোনই চিন্তা নাই, ভাই! তাই আমি তোমার সম্পত্তিতে ছোবল দিতে দৌড়াই না, আর আমার সম্পত্তিতেও ছোবল দিবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি নির্ম্মৎসর সাধুগণের ওয়ারিশ, তুমি তাহার প্রতিপক্ষসূত্রে মাৎসর্য্য-সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্, তাহা আমি বেশ জানি; অর্থাৎ হিংসাই তোমার ধর্ম্ম, আর অহিংসাই আমার ধর্ম্ম। শ্রৌতপন্থী—হিংসাপরায়ণ, আর কপট-শ্রৌত-পন্থীর বেশে তোমার ন্যায় কুতার্কিক—অহিংসক, এইরূপ ভোগা দিতে তুমি পটু হইতে পার, কিন্তু আমি তোমার 'কারচুপি' ধরিয়া ফেলিতে পারি।

আমি কখনও পরদার, পরদ্রব্য চুরি করিয়া রাবণের পক্ষ অবলম্বন করি না;—আমি আরোহপন্থী নহি,—অবতারবাদী; আর তুমি—অবতার-বিদ্বেষী ও অধিরোহবাদী। তোমার আমার বৈমাত্রের ভাই সম্বন্ধ চিরদিনই আছে ও থাকিবে। গৌরহরির নির্ম্মল ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার জন্য তোমার যে অবৈধ প্রস্তাব, তাহাতে আমার অনুমোদন নাই বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হওয়ায় তোমার সম্বল যে মৎসরতা তাহাকে ভাল করিয়া মিষ্ট চিনি দিয়া মাখিয়া আমার কাছে যদি ঐরূপ ভেজাল চালাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার চালাকি দেখাইয়া দিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব; তখন লোক তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে। **তোমার মত কোটি কোটি ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত চেষ্টার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবার ভার আমার আছে। সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার নিজ স্বভাব দেখাইয়াও আমার সম্পত্তির নিকট কখনও আসিতে পারিবে না।**

কাচভাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত মধু পান করিবার নিমিত্ত কাচের বাহিরে থাকিয়া তোমার যে অভিনয়, তাহাতে সাধারণ লোকে তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মুগ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু **কোন মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তোমার চাতুরীর প্রলোভনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবে না।** তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত, তাঁহারা যে 'তোমার চৈতন্যের', 'গণেশের চৈতন্যের', 'মনঃকল্পিত চৈতন্যের' ধার ধারেন না; ভাই! ঐগুলি যে মহাজনবিরোধী লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র!

ভাই, আমি—শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি, আর তুমি শ্রীচৈতন্যের বিরোধী হইয়া 'তোমার চৈতন্যের' দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা দেখাইতে গিয়া তোমার স্বরূপের পরিচয় দিতেছ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদাসগণের সহিত তোমার যে নিত্য বিরোধ, তাহা তুমি ভাল করিয়া স্পষ্ট ভাবেই দেখাইয়াছ। তুমি তোমাকে চৈতন্যদাস বলিয়া তোমার তুচ্ছ বাজে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে চৈতন্যদেবের কিন্তু তাহাতে সুখ হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ কিসে হয়, তাহা কি শুনিয়াছ? ভাই কুতার্কিক, একবার শ্রীচৈতন্যবাণীটি কি আমার নিকট শুনিবে? সেই শ্রীচৈতন্যবাণীটি এই,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

আবার বলি,—শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশটি কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ?

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এখন আসি, এবারকার মত বিদায়। গৌরের ইচ্ছায় হয় ত' আবার দেখা হবে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(গৌড়ীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য)

৪৭। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য কে?

"শ্রীজীব গোস্বামিপাদ আমাদের তত্ত্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।" —ব্রঃ সং ৫।৩৭

৪৮। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বৈশিষ্ট্য কি?

"শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবা-মাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপের নিকট সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে তত্ত্ব-শাস্ত্রে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব

গোস্বামী একমাত্র আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরিত্যাগ করেন নাই। সেই দীর্ঘকালের মধ্যেই শ্রীজীব গোস্বামী পঞ্চবিংশতি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। * * বেদান্ত-দর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, **শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ নিজ-কৃত তত্ত্ব-দীপ-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করান। বল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরমর্শ-মতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন।** * * শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ জগতে একটী রত্নবিশেষ। ষট্‌সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।"

—'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।১২

৪৯। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি?

"গোপাল ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় খুল্লতাত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট যথানিয়মে বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যৎকালে শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-বাসিগণকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য গমন করেন, সেই সময় গোপাল ভট্টের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃপাময় মহাপ্রভু গোপাল ভট্টকে বিশেষ কৃপা-পূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করেন। সেই শক্তি-গুণে গোপাল ভট্ট গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত শ্রীমদ্‌রূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার ও **ভক্তি-স্মৃতি** প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীমদ্‌রূপ-গোস্বামী প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন।"

—'শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

৫০। শ্রীজাহ্নবাদেবী কি তত্ত্ব? তিনি বৈষ্ণব জগতের কি কার্য্য করিয়াছেন?

"শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর জন্মোৎসব। ঐ দিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণ-পরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন। **আনুমানিক ১৪০৯ ১০ শকে**

জাহ্নবাদেবী অম্বিকা কালনাস্থ মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যশালিনী ভদ্রাবতী নাম্নী পত্নীর গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হয়েন। উপযুক্ত সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবার ও তদীয় জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধাদেবীর যথাবিধি পাণি গ্রহণ করেন। * * * **জাহ্নবাদেবী আনুমানিক ১৪৬৫ শকে শ্রীবংশীবদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ রামচন্দ্রকে পাল্যপুত্র গ্রহণান্তর দীক্ষা প্রদান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ-শক্তি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী জাহ্নবাদেবী** যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রায় অবিদিত নাই।"

—'শ্রীজাহ্নবাদেবী', সঃ তোঃ ২।৪

৫১। শুদ্ধভক্তি সাহিত্য-সাম্রাজ্যের আদি-কবি-সম্রাট্ কে?

"ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কেবল বৈষ্ণব-জগতের রত্ন নন, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের একটি অলঙ্কার-স্বরূপ। ইংরাজী ভাষায় যেরূপ চসার (Chaucer) নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় শুদ্ধভক্তির পদ্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। * * * বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে ব্যাসদেবের অবতার, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধ্বী জননী সমস্ত বৈষ্ণবেরই পূজনীয়া।"

—'শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর', সঃ তোঃ ২।২

৫২। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কি জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন?

"কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহা তৎকৃত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত," 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' ও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র "সারঙ্গ-রঙ্গদা" টীকা পাঠে সুন্দররূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। * * শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরমভক্ত ছিলেন। এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে আমাদিগের চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা করে না। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থাবলীই তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিম কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কি সুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ! আমাদের বিবেচনায় যদি কবিরাজ-প্রভু ঐ প্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্য-গণ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন বৈষ্ণব-মত জানিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না । ধন্য কবিরাজ ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব ? শুদ্ধ বৈষ্ণব-জগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ ! তোমার সিদ্ধ-বাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণ আশ্রয় করিতে না চাহে ? তুমি চরিতা-মৃতে বলিয়াছ যে, "যদি বা না জানে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ" ইত্যাদি তোমার এই সিদ্ধ বাক্য-গুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত (তথা-কথিত) বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।"

—'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।১০-১১

৫৩। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের কি উপকার করিয়াছেন ?

"শ্রীনিবাস বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত স্বীয় পিতার মুখে মহাপ্রভুর গুণ গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং যৌবনাবস্থা প্রাপ্তিতেই তিনি পিতা মাতার আদেশ লইয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈরাগ্য-পথে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও তাঁহার রক্ষক মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুকে এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান-সকল দর্শনাভি-লাষী হইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে আগমন করেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার মন্দিরে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া বংশী-বদনানন্দের নিকট মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ ও তাঁহার লীলা-স্থান সমস্ত দর্শন করেন। তদনন্তর বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীর নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বাদশ পাট এবং চৈতন্য-ভক্ত-বিরাজিত অন্যান্য পাটসকল দর্শন করেন। এইরূপ কিছুদিন ভক্তমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎকারাদি করিয়া তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম গমন করেন। * * * শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম হইতে গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাস ব্রজধামে উত্তীর্ণ হইয়া গোস্বামী প্রভুদিগের সংযোগে

ব্রজপুর-দর্শন ও নিত্য নব-নব ভাবোপভোগ করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বহুদিন ব্রজে অবস্থান করিয়া চিন্তামণি-ভূমি গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক দুর্ম্মতি লোকসকলকে উদ্ধার করেন।"

—'শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু', সঃ তোঃ ২।১০-১১

৫৪। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু বৈষ্ণব-জগতের কি করিয়াছেন?

"শ্যামানন্দ উৎকল-প্রদেশে দণ্ডকেশ্বর গ্রামস্থিত করণ-বংশে চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তিতেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে "দুঃখী কৃষ্ণদাস" নাম প্রদান করেন। দীক্ষা গ্রহণ-ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া তিনি প্রভু-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়-শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাদৌ যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি কিছুদিন গুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সেবা করণান্তর গুরুর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদদিগের বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতি-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া অনেকানেক মূঢ়মতি পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ সকল কথা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীতে সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, ঐসকল মহাপুরুষের মহিমা বিস্তাররূপে প্রকাশ করি।"

—'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।৩

৫৫। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামানন্দ-প্রভুকে কেন 'গীতাচার্য্য' বলা হয়?

"শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তমদাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতী-বিদ্যায় তিন-

জনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। * * * শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া গীতাচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন. এরূপ বোধ হয় না; কেন না, তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজরস-জ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানামতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য শাসন রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্রস্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস, ঠাকুর মহাপয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথিমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নির্গ্রন্থ হইয়া নিজ-ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"

—'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

৫৬। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কে? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

"বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর

নিত্য-পার্ষদদিগের মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র—যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্র-ভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। বৈষ্ণব-বাক্য —সকলই সত্য হইতে পারে এবং এই কথাটি সত্য বলিয়াও অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর মত এক—কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক প্রণালী ও শব্দজাত ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে, দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

—"সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক', সঃ তোঃ ৯।১০

৫৭। শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ কি বলিয়াছেন?

"হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গ-প্রিয় ভক্তগণ! আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু; আর কাহাকে জানাইব?"

—বিঃ পঃ ১।৪

৫৮। যুগে যুগে নবোদিত আচার্য্যবৃন্দ পূর্ব্বাচার্য্যগণের কি উদ্দেশ্য সফল করেন?

"The great reformers will always assert that they have come out not to destroy the old law, but to fulfil it. Valmiki, Vyasa, * * * and Chaitanya Mahaprabhu assert the fact either expressly or by their conduct."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দশ নামাপরাধ

ভকতকে নিন্দা করে যে-ই নরাধম।
নামাপরাধে অবশ্য তাহার পতন ॥ ১ ॥

শিবাদি দেবতা পূজে মানিয়া ঈশ্বর।
নাম-অপরাধী সেই মায়ার কিঙ্কর ॥ ২ ॥

দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু ভেদজ্ঞান।
নামের চরণে অপরাধী (সেই) মূঢ়জন ॥ ৩ ॥

শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রে অবিশ্বাস যাহার।
নাম-অপরাধে অবশ্য পতন তাহার ॥ ৪ ॥

হরিনামে যেই জন অর্থবাদ করে।
জন্মে জন্মে সেইজন নরকেতে পড়ে ॥ ৫ ॥

'নাম'-বলে পাপে মতি হয় ত' যাহার।
কোনকালে পরাগতি না হয় তাহার ॥ ৬ ॥

নাম আর শুভকর্ম্মে করে সম জ্ঞান।
ভুঞ্জিবে যম-যাতনা নাহিক এড়ান ॥ ৭ ॥

শ্রদ্ধাহীন জনে (যে) করে নাম-উপদেশ।
মহাপাতকীর মধ্যে সেই,—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ॥ ৮ ॥

নামের মহিমা শুনে শ্রদ্ধা নাহি যার।
নাম-অপরাধ-ফলে অধোগতি তার ॥ ৯ ॥

অহংতা-মমতাবশে নামে নাহি রতি।
নাম-অপরাধী সেই দুরাচার অতি ॥ ১০ ॥

—শ্রীমাধবেন্দ্র দাস অধিকারী
ধুবড়ী (আসাম)

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৮)

শ্রীভগবানের ধামসমূহ তদীয় স্বরূপ-বিভূতি। এজন্য উপরিভাগে ও অধোভাগে প্রকাশিত বলিয়া উভয়বিধরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের একত্ব জানিতে হইবে অর্থাৎ একই ধাম ঊর্দ্ধে পরব্যোমে ও অধোভাগে পৃথিবীতে বিরাজিত। শ্রীভগবান্ যেরূপ একসময়ে বহুস্থানে প্রকাশ পাইতে পারেন, তাঁহার ধাম সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবানের একই সময়ে বহুস্থানে প্রকাশের কথা—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক পৃথক গৃহে এক শ্রীবিগ্রহে ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করেন—ইহা দেবর্ষি নারদ জানিতে পারিয়া শ্রীভগবানের যোগমায়া বৈভব দেখিবার জন্য দ্বারকায় গমন করেন। তাঁহার বিস্ময়ের হেতু যদি সৌভরি-মুনির মত কায়ব্যূহ রচনাদ্বারা বিবাহ হইত, তবে তিনি বিস্মিত হইতেন না। তিনি বহু মুনির কায়ব্যূহ রচনা দর্শন করিয়াছেন, নিজেও তাহাতে সমর্থ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ বিস্তার করেন নাই, নিজ প্রকাশমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উভয়ে ভেদ এই যে, কায়ব্যূহে দেহ বহু হইলেও সকল দেহের ক্রিয়া এক থাকে অর্থাৎ সৌভরি-মুনি যে কায়ব্যূহ-দ্বারা পঞ্চাশ মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক মূর্ত্তি হাত নাড়িলে অন্য উনপঞ্চাশ মূর্ত্তিও হাত নাড়িত; কিন্তু প্রকাশ-মূর্ত্তিতে সেরূপ হয় না। প্রকাশে দেহ এক, কিন্তু ক্রিয়া বহু থাকে। তাহা দেখিয়াই নারদ বিস্মিত হন। শ্রীগোলোক পরব্যোমে অবস্থিত, তাহারই প্রমাণ গোকুল ভৌম বৃন্দাবনে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহী শ্রীমদ্ উদ্ধব তাহা সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীবিদুর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-চরিত জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীউদ্ধব বিরহ-ব্যাকুল অবস্থায় দুই দণ্ড মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎপরে পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া দৃশ্যমান জগতে ধীরে ধীরে পুনরাগমন করেন।

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্॥ (ভাঃ ৩।২)

ভাগবতীয় বচনানুসারে শ্রীউদ্ধব মৌনাবলম্বনকালে শ্রীকৃষ্ণলোকে তদীয় লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ বিচ্ছেদ-ব্যাকুল উদ্ধবের চিত্ত প্রফুল্ল হইতে পারিত না। তখন ভৌম মথুরাদিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রকট হইয়াছিল। সুতরাং উদ্ধব উক্ত ধামসমূহের প্রকাশবিশেষেই শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যাসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলিযুগ পাপে যদ্রমতে জনঃ॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তং ন চাশকৎ॥

যখন ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভানু দ্যুলোকে গমন করেন তখন এই কলি জগতে প্রবেশ করিয়াছে। সেই কলিহেতু লোকসকল পাপে রত হইয়াছে। যে-পর্য্যন্ত রমাপতি চরণকমলযুগল পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত কলি পৃথিবীস্থ জীবের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাবতারী বলিয়া সূর্য্যস্থানীয়। আর গুণাবতার শ্রীবিষ্ণু তাঁহার রশ্মিস্থানীয়; সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্যুলোক অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচরে স্থিত মথুরাদির প্রকাশবিশেষরূপ বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তখন পৃথিবীতে কলির প্রবেশ হইয়াছিল। এস্থলে মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন-ধামের ত্রিবিধ প্রকাশের কথা পাওয়া যায়—অপ্রকট প্রকাশ, আমাদের দৃশ্যমান বর্ত্তমান প্রকাশ ও প্রকট প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকাশে গমন করিয়া বিহার করেন তাহা অপ্রকট প্রকাশ। সেই প্রকাশ পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্দ্ধান শক্তিদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া বিরাজ করেন। অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহধারী আমরা বৃন্দাবনস্থিত মহাকদম্বাদিও যেরূপ দেখি না, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশকেও তদ্রূপ পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিদ্যমান দেখি না।

প্রাপঞ্চিক আমরা যে প্রকাশ দর্শন করি, তাহা দৃশ্যমান প্রকাশ। তাহা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিরাজিত। পাঞ্চভৌতিক দেহধারী আমরা যেমন কদম্বাদি বৃক্ষসকল দেখিতে পাই, তেমনই শ্রীকৃষ্ণলীলাও পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বিরাজমান। অনেকের বিশ্বাস,—আমরা যে মথুরাধাম দেখিতেছি তাহা বাস্তবিক নহে, কোনকালে এস্থানে ধাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে।

শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত বস্তু, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও যেমন জগতে প্রকট বিহার করেন, নরলীলাহেতু অনেক মানব-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন, সেইরূপ ধামও মায়াতীত এবং চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা অঙ্গীকারের ন্যায় শ্রীধামসমূহও লীলাবশতঃ পার্থিব ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন। প্রকট প্রকাশে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকট বিহার করেন, তখন তিনি এই ধাম স্পর্শ করেন, এই ধাম স্পর্শদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করা হয় বলিয়া তিনি 'পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন' বলা হয়। সম্প্রতি তিনি পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া বিহার করিতেছেন বলিয়াই "যাবৎ স পাপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ" শ্লোকে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্তঃ হইয়াছে।

কেন উপনিষদে—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন নিজ বিষয়ে ধাবিত হয়, কাহার দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রাণ গমনাগমন করে, কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোকসকল কথা উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতা চক্ষু কর্ণাদিকে স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুজ ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়াদির যিনি প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে জানিতে পারিলে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া অমৃত হইতে পারেন। সর্ব্বান্তে বলিয়াছেন "যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি" অর্থাৎ যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা জানেন, তিনি পাপসকল বিধূত করিয়া অনন্ত অতিসূক্ষ্মাত্মক স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানে 'স্বর্গ' বলিতে বৈকুণ্ঠলোক। কেননা চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ স্বর্গ লোক অনন্ত বা নিত্য

নহে; প্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয়।

পূতনার সদ্‌গতি প্রাপ্তির সম্বন্ধেও ভাগবতের উক্তি—

"যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্"। (ভাঃ ১০।৬।২৭)

রাক্ষসী জননীদিগের গম্য স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল। অন্যত্র "লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতং" ধাত্রীযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণের ধাত্রী অম্বিকা ও কিলিম্বা যে স্থানে (গোলোকে) অবস্থান করেন, তথায় গমন করিয়াছিল। উপনিষদে অন্যত্র দেখা যায়,—স্বর্গ কি এবং ব্রহ্ম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে—সেই ব্রহ্ম নারায়ণ, ইহা ব্যক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠ বন-লোককে স্বর্গ বলা হইয়াছে।

দ্বারকার নিত্যত্ব এই শ্লোকে দেখা যায়—

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবতালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাদেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥ (ভাঃ ১১।৩১।১৬)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ! সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্ত দ্বারকা ধামকে ক্ষণকালমধ্যে জলপ্লাবিত করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীভগবদালয় অব্যাহত ছিলেন। সেই আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্যসন্নিহিত আছেন, তাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ নাশ হয় এবং তাহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ। 'হরিণা ত্যক্তা'—ইহার দুই প্রকার অর্থ হয়। হরিণা + ত্যক্তা, আর হরিণা + অত্যক্তা পরবর্ত্তি-শ্লোকে বলা হইতেছে, হরি নিত্যসন্নিহিত আছেন। সুতরাং ভগবদালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিখার ন্যায় সমুদ্র প্লাবন বুঝিতে হইবে।

মথুরা সম্বন্ধেও ঐরূপ শ্লোক দেখা যায়—

"রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভূজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥"

যে স্থানে হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, সেই মথুরা সকল যাদব-ভূপতির রাজধানী হইয়াছিল।

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচিঃ।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥ (ভাঃ ৪।৮)

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন,—হে বৎস! যমুনার তটে পরম

পবিত্র মধুবন অবস্থিত, তথায় শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য আছে; তুমি সেই মথুরায় গমন কর। (মধুবন মথুরার অতি সন্নিকটে অবস্থিত)।

শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যত্ব—

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ় পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়শ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিন্দ্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

রঙ্গস্থলগত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মাথুর-রমণীগণ বলিলেন,—অহো! ব্রজভূমি পরম পুণ্যবতী। যেহেতু মনুষ্য-চিত্তে গূঢ় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র বনমালা-বিভূষিত হইয়া বলরামের সহিত গো-পালন করত বিবিধ ক্রীড়া-দ্বারা তথায় বিহার করেন। গিরিশ, রমা তাঁহার চরণ-কমল অর্চ্চনা করেন।

'অঞ্চতি'-পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে নিত্যস্থিতি বুঝাইতেছে। সাক্ষাদুপ-দেশস্তু শ্রুতিঃ" অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপদেশকে শ্রুতি বলে। তাহা অন্য বাক্য অপেক্ষা বলবান। এখানে 'অঞ্চতি' ক্রিয়াদ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বিহার উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবৎ কৃপাতে মাথুর-পুরস্ত্রীগণের মুখ হইতে যথার্থ বাণী নিঃসৃতা হইয়াছে। তখন তিনি ব্রজে বিহার করিতেছেন—এইরূপ বর্ত্তমানকালের প্রয়োগে অ-প্রকটলীলায়ও ব্রজে স্থিতি-বিহারাদি ব্যক্ত হইতেছে।

বৃন্দাবনীয় লীলার দুইটী স্থিতিস্থান—বৃন্দাবন ও গোলোক। বৃন্দাবনে প্রকট অ-প্রকট উভয় লীলারই স্থিতি, আর গোলোকে কেবল অ-প্রকট লীলার স্থিতি। সুতরাং যে লীলা প্রাপঞ্চিক জগতে অভিব্যক্ত হয় না, তাহার অভিব্যক্তিস্থান গোলোক। বৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ গোলোক। তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনেই গোলোকাখ্য প্রকাশবিশেষ গোপগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও বরুণ-লোকবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রণতি দর্শন করিয়া গোপরাজ নন্দ বিস্মিতচিত্তে তাহা জ্ঞানিগণের নিকট বর্ণন করেন। সেই গোপসকল শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া উৎসুকচিত্তে চিন্তা করিয়াছিলেন, ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিজ সূক্ষ্মগতি প্রাপ্ত করাইবেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গোপগণের তাদৃশ সঙ্কল্প অবগত হইয়া তাহা

সিদ্ধির জন্য কৃপাপূর্ব্বক প্রকৃতির পারস্থিত গোপগণের লোক (গোলোক) দর্শন করাইয়াছিলেন। অক্রুর পূর্ব্বে যেখানে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদে নন্দাদি-গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নীত, মগ্ন ও উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মূর্ত্তিমান্ বেদসমূহদ্বারা স্তুত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের কোন্ স্থানে গোলোক দর্শন করাইলেন?—ব্রহ্মহ্রদ অর্থাৎ অক্রুরতীর্থ, যেখানে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই গোলোক দর্শন করান সম্ভব হইলেও অক্রুরতীর্থের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে জানাইবার জন্য গোপগণকে সেই হ্রদে মগ্ন করাইয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ঈশ্বরের সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

পৃথিবীতে বর্ত্তমানে চারিটী ধর্ম্মই প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বই সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত। এই বৈদিক ধর্ম্ম প্রধানতঃ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্যরূপে পঞ্চোপাসকগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য প্রবৃত্তিমার্গের উপাসকগণের বিভিন্ন পথ দেখানো হইয়াছে মাত্র। আদি বৈদিকযুগে (কৃতযুগে) একটীমাত্র সনাতন পদ্ধতি ছিল। সে পদ্ধতিতে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনারই একমাত্র কথা। তাহাতে একটীমাত্র বর্ণ ছিল তাহা হংস বর্ণ। তখন শুদ্ধ নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণ ঐকান্তিক বিষ্ণু-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা অন্য দেবদেবীর উপাসনা স্বতন্ত্র-বিচারে আদৌ করিতেন না।

পরবর্ত্তী ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগে জীবের ঐকন্তিক বিষ্ণুনিষ্ঠা বিকৃত হওয়ায় উপাসনা-পদ্ধতি ক্রমশঃ কামনা-বাসনানুযায়ী বিভিন্ন হইয়া পড়ায় নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিতে পরিণত হয় এবং তদনুপাতে স্বভাব, গুণ ও ক্রিয়াগত বর্ণের বিভাগক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজাদি অসংখ্য বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ক্রমশঃ যাহারা বেদ

স্বীকার করিতে পারিলেন না বা বেদের বিচার মানিলেন না—তাহারা হইলেন সমাজের নাস্তিক সম্প্রদায়; যাহারা মুখে বেদ মানিয়া চরমে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বা অখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও তদীয় অন্যান্য চিন্ময় বৈভব বিগ্রহগণের স্বরূপ স্বীকার না করিয়া নিরাকার নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন, তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। এই প্রচ্ছন্ন নাস্তিক সম্প্রদায় পৃথিবীতে অসংখ্য মতবাদে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যেও এই সকল বিকৃত মতবাদের বহুল প্রচলন দেখা যায়। সেইসব মতবাদের কথা এস্থলে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে ছয়টী দর্শনের কথা দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রচলিত আছে। উক্ত ছয় দর্শনের মধ্যে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি-প্রবর্ত্তিত বেদান্ত-দর্শনই একমাত্র বৈদিক আস্তিক্য-দর্শন। সেই বেদান্ত-দর্শনের অনেক কৃত্রিম ভাষ্য বর্ত্তমান; তন্মধ্যে নির্বিশেষবাদাংশ ভাষ্যাদি সারগ্রাহী মহানুভবগণের আদরের বিষয় নহে—উহা সাধুসমাজে চিরতরে গর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যাবতীয় ধর্ম্মই মূলতঃ এই বৈদিক সনাতন ধর্ম্মেরই বিকৃত সোপান ও প্রতিফলনবিশেষ। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কখনই কল্পিতবস্তু হইতে পারে না; তাহার নিত্য অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত কল্পিত সাকার ও নিরাকার লইয়া মেধাশক্তির বলে বৃথা বিতণ্ডা করিয়া কোন লাভ হইবে না। কেবলমাত্র শ্রুতি ও মহাজনের প্রদর্শিত পথেই তাহা জানা যায়।

কতিপয় ধর্ম্মীয় প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা

বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ধর্ম্মকে 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। উপাসনা-পদ্ধতিতে এই নিরাকার ব্রহ্মকে কৃপাদি গুণযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। এইরূপ নিরাকার বস্তুর সবিশেষত্ব স্বীকার করিলে ইহা অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত কিনা বিবেচনার বিষয়। তবে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সগুণ—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মহাত্মা যীশুখৃষ্টের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম—খৃষ্টান ধর্ম্ম। এইমতে ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁহার সবিশেষত্ব স্বীকার করা হয়। ইঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে God এর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়; ঈশ্বরের 'Throne' বা

সিংহাসন আছে। তাঁহার একপার্শ্বে যীশাস্ ক্রাইষ্ট ও অপর পার্শ্বে 'Holy Ghost' অর্থাৎ পবিত্র আত্মার কথা পাওয়া যায়। ঈশ্বর জীবিকার জন্য সকলকে রুটীর ব্যবস্থা করেন—সব কিছুই করেন; পরন্তু নিষ্ক্রিয় নহেন। ইহাতে বিচার হয় যে, ঐ ধর্ম্মেও নিরাকার স্বরূপ ব্যতীত তদতিরিক্ত কোন স্বরূপের ইঙ্গিত আছে। যাঁহার আকার নাই তাঁহার উপবেশনের জন্য সিংহাসনেরই বা কি প্রয়োজন? তাঁহার পরিকরই বা কোথায়? God এর কাছে যখন প্রার্থনা করা হয়, সেখানে প্রতীকও দেখা যায়; সুতরাং অপ্রচলিত কোন রূপের অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই আছে।

মহম্মদীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরের নিরাকার অথচ সগুণ সবিশেষ স্বরূপের ইঙ্গিত দেখা যায়। অন্য বিশেষ কোন স্বরূপের আর একটী ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্ম্মযাজকদের প্রার্থনাশাস্ত্রে 'বেহেস্ত,' 'আরস্,' 'লামোকাম' প্রভৃতি ধামের উল্লেখ দেখা যায়। শুনা যায়, এসবই চিন্ময়। তথাকার মালিক সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভুস্বরূপ। সাধনায় যাহারা সিদ্ধ হন, তাহারা বেহেস্তে পরিচ্ছন্ন দেহ লাভ করেন। সকলেই চিন্ময় ও নিত্য কিশোরস্বরূপ; নিরবচ্ছিন্ন সুখের কথা তথায় আছে; হিন্দুদের স্বর্গের ন্যায় মনে হয়। হিন্দু-স্বর্গ হইতে পুনরাবর্ত্তন আছে, কিন্তু 'বেহেস্ত' হইতে তাহা হয় না। 'লা-মোকাম'—নির্ব্বিশেষ ধাম। এখানে কোন দৃশ্যবস্তু নাই কেবল জ্যোতি-মাত্র। 'আরস্' একটী উচ্চতর ধাম। এখানে ভগবানের দরবার হয়। সেখানে চারিটী বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান—'আরস্,' 'কুর্সি', 'লক' ও 'কলম'। আরসের উপরে কুর্সি বসান হয়, ইহা আসন বিশেষ। দরবারের সময় ভগবান্ আর্সের উপরে কুর্সির আসনে উপবেশন করিয়া বিচার করেন। 'লক' হইল শ্লেট জাতীয় বস্তু, কলমের দ্বারা উহাতে লেখা হয়। এখানে ভগবান্ কোরাণ লিখেন। দরবারে খোদার পার্ষদগণ আছেন। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের নাম—ফেরিস্তা। এতদতিরিক্ত অন্য একটী ধাম আছে, তথায় বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তথায় কোন্ স্বরূপে, কোন্ রূপে আছেন, তাহার উল্লেখ নাই। সাধনসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ফেরিস্তাদেরও নাকি তথায় যাইবার অধিকার নাই। হজরত মহম্মদ নাকি একসময়ে পর্দ্দার অন্তরালে গিয়া ভগবানকে দর্শন পাইয়াছিলেন,

কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। হজরত মুসাও নাকি দর্শন পাইয়াছিলেন। কোন্ রূপে দর্শন পাইয়াছিলেন তাহার কোন বর্ণন নাই। এই দর্শন নিরাকার জ্যোতির দর্শন নহে। নিরাকারে হৃদয় অতৃপ্ত থাকায় কোনও এক পর্ব্বতে হজরত মুসা ভগবানের রূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। এই দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের শাস্ত্রে কোন বর্ণন নাই। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ইস্‌লাম-শাস্ত্রে জ্যোতি দর্শনের অতিরিক্ত কোন বিশেষ দর্শন আছে। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে লিখিত Throne বা সিংহাসন এবং পরিকরাদির কথা হইতে সাকার স্বরূপেরই বিচার হয়।

সনাতন-ধর্ম্মের শাস্ত্র-বিচার

আমাদের সনাতন-ধর্ম্মে শ্রৌত শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ,' 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যে পরব্রহ্মের তত্ত্বনির্ণয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ।" বেদবাক্যসমূহের মধ্যে কোনওটী অর্থযুক্ত, কোনটী নিরর্থক—এইরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। কিন্তু শ্রীশঙ্কর নিজে বেদের যে অংশে নিজ ভাষ্যের অনুকূল নির্ব্বিশেষপর বাক্য পাইয়াছেন, তাহাই মাত্র মহাবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু সবিশেষপর অসংখ্য বাক্যের, এমন কি, প্রণবরূপী 'ওঁ'কারকেও মহাবাক্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; যেহেতু ঐসকল বাক্য তাঁহার ভাষ্যের অনুকূল নহে। এ বড় বিচিত্র ব্যাপার! শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সর্ব্বসম্বাদিনীতে পরব্রহ্মের রূপাদি সম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, যথা মুণ্ডকে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮)॥ এখানে ব্রহ্মের সবিশেষ দর্শনের কথা বেদে পাওয়া যায়। "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (সামবেদ), "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে" (বেদ ও ছান্দোগ্যশ্রুতি), "কৃষ্ণো ব্রহ্মের শাশ্বতম্" (কৃষ্ণোপনিষৎ)।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

(১৬)

কত দূরে গিরিশৃঙ্গ অতি মনোহর !
দেখা গেল জলোপরে, যেন সে ভূধর
প্রলয়-সংবাদ পেয়ে তুলিয়াছে মাথা
দেখিতে, কিরূপে সৃষ্টি নাশিবেন ধাতা !
এ হেন গিরির শৃঙ্গে সে সুন্দর যান
অকস্মাৎ লাগি তবে হলো খান খান !
দূরেতে পড়িল কেতু, কল গেলা খসি',
কাষ্ঠ সব খান খান, জলে গেলা পশি ।
ডুবিলা যতেক লোক কাণ্ডারীর সহ,
করিয়া সমুদ্র-সঙ্গে তুমুল বিগ্রহ !
না জানি, বাঁচিল কেবা সে বিপদ-কালে !
জীবন লিখিলা বিধি কাহার কপালে !!

(১৭)

বাঁচিলা সন্ন্যাসীবর ধরি' কি উপায়,
এতদিন পরে তাহা বলা নাহি যায় ;
ঐ যে পর্ব্বত-মাঝে ন্যাসী-শিরোমণি
বসেছে মলিন-মুখ পরমাদ গণি'—
অনাহারে, চিন্তা-জ্বরে অস্থিমাত্র সার,
লম্বমান জটাজুট শিকড়-আকার !
"কত যে আপদ মোর ঘটিবেক আর,
না জানি সে-সব আমি অতি দুরাচার !"
"হায়রে" আবার বলে—"তাহে কিবা দুখ,
এ বিজন কাননেতে পা'ব বহু সুখ ;
এমনো কি হয় কভু ! জগত-ঈশ্বর
রাখিবেন এ দাসেরে দুঃখে নিরন্তর !

যদি বা সকলি যায় ছাড়িয়া আমায়,
একমাত্র নিত্যসখা পাইব তাঁহায়।”
কতক্ষণে ধৈর্য্য তবে বাঁধিলা অন্তরে,
না টলে তাহার মন চিন্তা-বায়ুভরে ;
মহাঝড়ে হিমালয় দাঁড়ায় যেমন
না টলে শরীর তার পাইয়া পবন,
না মানে পাথর-বৃষ্টি অনিবার ধারা,
সে গিরির শৃঙ্গে পড়ি' হ'য়ে যায় হারা,—
তেমতি সন্ন্যাসী মোর বাঁধিলেন মন,
করিতে আশ্রম তার সে ঘোর গহন।
নানাজাতি বৃক্ষে শোভে সে-বন সুন্দর
লতাগণ বৃক্ষোপরে শোভে নিরন্তর ;
কোমল করেতে ধরি প্রস্ফুটিত ফুল
আমোদিছে নাথ-মন করিয়া আকুল ;
নানাবিধ পাখী সব সুমধুর স্বরে
তুষিতেছে বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে ;
স্বনিছে জলজবায়ু ফুলের উপর,
তারে আমোদিয়া গন্ধ লয় নিরন্তর ;
সকল আনন্দে পূর্ণ ছিল সেই বন।
সৃষ্টির প্রধান কীর্ত্তি ব্রহ্মার নন্দন
নাহি ছিল তথা মাত্র ; এবে সে সন্ন্যাসী
হইলেন সে কানন-মাঝে চিরবাসী!
গিরি-গুহা হলো ঘর, তার অন্তরালে
কাটাইত কাল যোগী সদা রাত্রিকালে,
দিবা ভাগে জলধির তটেতে বসিয়া
স্মরিতেন জগন্নাথে সিন্ধু নিরখিয়া।
এইরূপে যোগীবর কাটাইত কাল
চিন্তাহীন মনে সদা, রহিত-জঞ্জাল ;
দৈবের ঘটনা কেবা বর্ণিবারে পারে,
জল-যান দৃষ্ট এক হলো পারাবারে !! (ক্রমশ:)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

রামেশ্বর হইতে মাদুরা

অদ্য (২০।১০।৬২) প্রাতে ৬-৩০ মিনিটে আমাদের গাড়ী ছাড়িল। যাত্রাপথে শুধু তালবৃক্ষ ও নারিকেল গাছ দেখিলাম, আর দেলিাম—বালুর পাহাড়। সমুদ্রের বালু হাওয়াতে জড় হইয়া স্থানে স্থানে বালুর পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাও প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব লীলা। চাক্ষুষ দর্শন না করিলে বিশ্বাস হয় না যে, কি করিয়া দূরসমুদ্র হইতে এক অজ্ঞাত স্থানে এভাবে বালুর পাহাড় সৃষ্টি হইতেছে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপের সমাবেশ দেখিলাম। ওখানেও মানব তাহার নীড় বাঁধিয়াছে। ট্রেনের মধ্যেই একাদশীর উপবাস উদ্‌যাপিত হইল। অবশেষে বেলা ২-৪০ মিঃ সময়ে মাদুরায় পৌঁছিলাম।

মাদুরায় মীনাক্ষী দেবী দর্শন

মাদুরার রেল-ষ্টেশন হইতে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির প্রায় একমাইল দূরে অবস্থিত। আমরা পায়ে হাঁটিয়া পরিক্রমা করিতে করিতে মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ৩-১৫ মিঃ হইবে। মন্দিরের দ্বার ৪ ঘটিকার পূর্ব্বে খুলিবে না। বিরাট মন্দিরের প্রাঙ্গণেই সারিসারি দোকান-পাট বসিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ খুসীমত জিনিষ ক্রয় করিলেন। ঠিক চার ঘটিকার সময় মন্দিরের দ্বার খুলিল। মন্দির প্রবেশের সদর দরজা হইতে প্রায় দুইশত হাত দূরে অবস্থিত শ্রীমীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করিলাম। মাদুরার বিখ্যাত মন্দির ও গোপুরম্ আয়তনেও বিশাল এবং নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত। সচরাচর এতবড় মন্দির দেখা যায় না। মন্দির-সংলগ্ন 'স্বর্ণকুণ্ড তীর্থম্' নামক একটি বিশাল সরোবরের জল স্পর্শান্তে মন্দিরে শ্রীমীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করিয়া মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দিরও দর্শন করিয়া ফিরিলাম।

মীনাক্ষী দেবীই স্বয়ং পার্ব্বতী দেবী। শিবের সঙ্গে এই স্থানেই পার্ব্বতীর বিবাহ হয় এবং ভক্তদের নিকট হইতে 'মীনাক্ষী' মূর্ত্তিতে তিনি পূজা গ্রহণ করেন। শ্রীবিগ্রহের দর্শন অতি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী।

মাদুরা হইতে তিরুনেলভেলী

মাদুরাতেই রাত্রের প্রসাদ পাইয়া আমরা কন্যাকুমারীর অভিমুখে যাত্রা

করিলাম। আমাদের গাড়ী রাত্র ১০টার সময় যাত্রা করিয়া সারারাত্র চলিবার পর পরদিন ভোরবেলা (২১।১০।৬১) তিরুনেলভেলী রেল-জংসনে পৌছিল। এখানে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। তিরুনেলভেলী হইতে কন্যাকুমারী ৫২ মাইল। ইহাই ভারতের শেষ দক্ষিণপ্রান্ত। আমরা দুইখানা বাস রিজার্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় রওয়ানা হইয়া আড়াই ঘণ্টা পরে কন্যাকুমারীতে পৌঁছিলাম।

কন্যাকুমারী দর্শন

কন্যাকুমারীর মন্দিরটি সমুদ্রের পারে অবস্থিত। কন্যাকুমারীর তিনদিক বঙ্গোপসাগর, ভারত-মহাসাগর ও আরব-সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত। সমুদ্রের পারেই একটি বিশ্রামস্থল আছে। এখানে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি-মন্দির ও 'বিবেকানন্দ পাঠাগার' নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা সমুদ্রের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। দূরে সমুদ্রবক্ষে ছোট ছোট পাহাড়ও দৃষ্টিগোচর হইল; তন্মধ্যে 'বিবেকানন্দ রক্' অন্যতম। আমাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পুনরায় ৫ ঘটিকার সময় খুলিবে। দূর হইতে আগত সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল-শোভিত দুগ্ধফেননিভ তরঙ্গরাশি দেখিয়া ভগবানের অনন্ত সৃষ্টি মহিমার কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল। যাত্রীগণ ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া সমুদ্রের অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন,—"সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসিলে শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ লীলা-বৈচিত্র্য অনুভবের বিষয় হয়।" শ্রীভগবানের অপার করুণা আজ তাঁহারা অনুভব করিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্ত-ব্রত ও দামোদর ব্রতোদ্‌যাপন

(১) পুরুষোত্তম-ব্রত

শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ আকর মঠরাজ ও সমগ্র শাখামঠসমূহে গত ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত বিশেষ নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রতকালে শ্রীপুরুষোত্তম মাসের আবির্ভাবে ইহার অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরুষোত্তম ব্রতের বিধি-নিষেধ চাতুর্ম্মাস্যের ন্যায়

হইলেও, ইহাতে নিয়ম-নিষ্ঠার অধিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারে 'অধিমাস' বা 'মলমাল' সকলপ্রকার শুভকার্য্যে পরিত্যক্ত হইলেও, পুরুষোত্তম-মাস সাত্বতগণের পরম আদরণীয় ও হরিভক্তি লাভের সহায়ক। এই ব্রতের মহিমা বিভিন্ন পুরাণ ও স্মৃতিনিবন্ধে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ ও তদর্থে অখিল চেষ্টাই ভক্তের একমাত্র কাম্য। ব্রতকালে আহার-নিদ্রায় বিলাস-সামগ্রী পরিবর্জনে পুরুষোত্তম ভগবান্ অধিক প্রীত হন। তাই সমিতির অন্যান্য শাখামঠে, বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রচারকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের মধ্যে শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী একমাসকাল লবণ-বিহীন একপাকে আহার ও ভূমিশয্যা গ্রহণে ব্রত পালনে নিষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

(২) শ্রীদামোদর ব্রতে দীপাবলী

সমিতি বিগত চাতুর্ম্মাস্য ব্রতমধ্যে ১৪ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর, শুক্রবার হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত দামোদর-ব্রত বা উর্জ্জব্রত পালন করেন। এই ব্রতকালে কার্ত্তিকী কৃষ্ণত্রয়োদশী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজের (যমরাজ) উদ্দেশ্যে দীপদানের বিধি। এবিষয়ে সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পাদ্মবচন—

"কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।
যমদীপং বহির্দদ্যাদপমৃত্যুর্বিনশ্যতি ॥
মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি ॥"

দ্বাদশজন মুখ্য বৈষ্ণব মহাজনের অন্যতম শ্রীযমরাজ। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-প্রীত্যর্থেই জীবের সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুতা লাভ করে। তজ্জন্য নবদ্বীপস্থ শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ প্রচুর উৎসাহ-সহকারে উক্ত বিধি দিবসত্রয় যাবৎ যথারীতি পালন করিয়াছেন অর্থাৎ ভানুপুত্র বৈষ্ণবরাজ শ্রীযমের নিকট কৃষ্ণসেবা ও ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনাপূর্ব্বক তদুদ্দেশ্যে অসংখ্য উজ্জ্বলতর দীপাবলী প্রদান করেন।

(৩) শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

গত ৩০শে কার্ত্তিক, ১৭ই নভেম্বর, রবিবার—শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সাড়ম্বরে ও বিরাটভাবে

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নেই বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে গো ও গোবর্দ্ধন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উষঃ-কাল হইতেই গিরিরাজের স্তব-স্তুতি পাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। দ্বিপ্রহরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শ্রীগোপালদেব প্রকটোপলক্ষে অনুষ্ঠিত অন্নকূট মহোৎসব বিবরণ ও শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা অনুষ্ঠান আলোচিত হয়। সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে গিরিরাজের সেবোপবরণ সংগ্রহে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদের অনবদ্য অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় গিরিধারীরীর বিরাট অন্নকূট মহোৎসব বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। সেবকগণের স্ব স্ব যোগ্যতানু-সারে প্রায় আড়াই শতাধিক প্রকার চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় ভোগসামগ্রী গিরিরাজের সেবায় সমর্পিত হয়। শ্রীমন্দির অভ্যন্তর হইতে জগমোহন পর্য্যন্ত এই বিপুল পরিমাণ নৈবেদ্য সুসজ্জিত করা হয়। এইরূপ অভূতপূর্ব্ব অন্নকূট-মহোৎসব এতদঞ্চলের অধিবাসীগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর ভোগরাগ কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত, রবাহূত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বেলা ১টা হইতে রাত্র ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবারিতভাবে শ্রীগোপালদেবের অন্নকূটের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবের আনুকূল্যকারীদিগের মধ্যে কলিকাতা ট্যাংরা-নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু, লিলুয়া-নিবাসিনী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবী, শ্রীরামপুর-নিবাসী শ্রীযুত অক্ষয় কুমার ঘোষ মহাশয় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, এই অন্নকূট মহোৎসব চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও অপরাপর শাখামঠসমূহে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সমিতির শাখামঠ মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভোগরাগ, সভা-সমিতির মাধ্যমে বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত জনসভায় বৃন্দাবনস্থ 'বৈষ্ণব থিয়লজিক্যাল্ ইউনিভার্সিটী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বি, এইচ্ বন মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীবেদান্ত সমিতির হিন্দী মাসিক মুখপত্র "শ্রীভাগবত-পত্রিকা"র সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ শ্রীগোপাল-

দেবের প্রকটেতিহাস ও অন্নকূট সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীগোপালদেব ও শ্রীগিরি-রাজ-মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করেন। স্থানীয় শিক্ষিত অধিবাসী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্ম-চারীবৃন্দ এই ধর্ম্মসভায় উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর ন্যূনাধিক সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(৪) শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৭শে নভেম্বর, বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী-দিবসে শ্রীল বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথি তদীয় পূত জীবনী ও মাহাত্ম্য, বিরহ-গীতি কীর্ত্তনমুখে শান্ত পরিবেশে যথারীতি পালিত হইয়াছে। তৎপরদিবস মদীয় গুরুপাদপদ্মের একান্ত ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুসারে বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। উৎসবে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

(৫) চাতুর্ম্মাস্য ও দামোদর-ব্রতভঙ্গ

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর রবিবার—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিক রাসযাত্রা দিবসে পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ও দামোদর ব্রত সমাপ্তি হয়। এই দিবসেও ব্রত-নিয়মভঙ্গকারী ব্যতীত নিমন্ত্রিত বহু সজ্জন ব্যক্তি চতুর্ম্মাস্যকালে অপ্রলিত বিচিত্র প্রসাদ সম্মান করেন।

দামোদর-ব্রত আরম্ভ হইতে সমাপ্তিদিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন উষঃ ৪ ঘটিকায় নিয়মিতভাবে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক তৎপর কীর্ত্তন ও পাঠ বেলা ৮ঘটিকা পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সুশৃঙ্খলে অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রীদামোদরাষ্টক,' 'রাধে জয় জয়,' 'রাধা ভজনে যদি' প্রভৃতি কীর্ত্তন দুইবেলা যথারীতি পরিগীত হয়।

নবদ্বীপ শ্রীমঠে দামোদরব্রত নিষ্ঠার সহিত পালিত হইলেও, তন্মধ্যে কয়েকজন মঠসেবকের ব্রতপালনে কঠোরতা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী সমগ্র দামোদর মাস কাল 'গো-গ্রাসে' প্রসাদ সেবা করিয়াছেন। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী মাসাবধিকাল শ্রীমন্দির দণ্ডবৎ-প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্রত-নিষ্ঠায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন এবং সকলেই যাহাতে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তজ্জন্য ইঙ্গিত প্রদান করেন।

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্

("প্রণব-পারিজাত"-পত্রিকা-প্রকাশিতস্য 'শ্রীভগবদবতার-তত্ত্বম্'-প্রবন্ধস্য প্রতিবাদঃ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

পুরাণেঽপি ক্বচিৎ স্পষ্টতয়া চ। ভবিষ্যপুরাণে চতুর্যুগখণ্ডে অপরপর্য্যায়ে, অনন্ত-সংহিতায়াং, ঈশানসংহিতায়াং, নরহরিপটলে, চৈতন্যোপনিষদি, ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে, সম্মোহনতন্ত্রে, গোপালতাপন্যাং, মহাভারতে, রুদ্রযামলে, কৃষ্ণযামলে, বৃহন্নারদীয়ে, অন্যত্র চ প্রমাণানি দৃশ্যন্তে, ন চ সর্ব্ব এব এতে গ্রন্থাঃ প্রক্ষিপ্তা বা অপ্রামাণ্যা ইতি বক্তুং শক্যতে। শ্রীমধুসূদন সার্ব্বভৌম-রসিকমোহন গোস্বামি-রাখালানন্দ ঠক্কুর প্রভৃতিভিরাধুনিকৈরপি বিদ্বদ্ভিরুপপাদিতমিত্যলম্।

অথ "কৃষ্ণবর্ণ"মিত্যাদি শ্লোকত্রয়স্য ব্যাখ্যা—সত্যাদি-যুগত্রয়ে উপাসনায়া অবান্তরভেদাভাবাৎ ভোজনপাত্রবৎ নির্ণীততয়া ঐকৈকতয়ৈব কথনং,

---

শ্রীগৌরাবতার-তত্ত্ব-নিরূপণম্-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর)

কোন কোন পুরাণেও স্পষ্টরূপেই তাঁহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) ভগবত্তার প্রমাণ রহিয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে চতুর্যুগখণ্ডে অপর-পর্য্যায়ে, অনন্ত-সংহিতায়, ঈশান সংহিতায়, নরহরিপটলে, চৈতন্য উপনিষদে, ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে, সম্মোহন তন্ত্রে, গোপালতাপনী শ্রুতিতে, মহাভারতে রুদ্রযামলে, কৃষ্ণযামলে, বৃহন্নারদীয়ে এবং তদতিরিক্ত অনেক শাস্ত্রেই মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে বহু প্রমাণ দেখা যায়। এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থই প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রামাণ্য, ইহা কখনই বলা যায় না। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী সার্বভৌম, রসিকমোহন গোস্বামী, রাখালানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি আধুনিক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণও মহাপ্রভুর ভগবত্তা উপপাদন করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য।

কৃষ্ণবর্ণাদি শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা

সম্প্রতি 'কৃষ্ণবর্ণ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতেছি। সত্যাদি যুগত্রয়ে উপাসনার অবান্তর ভেদ না থাকাহেতু ভোজন-পাত্রের মত প্রত্যেক যুগেরই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিশ্চিতরূপে উপাস্যের কথন হইয়াছে। কলিযুগে কিন্তু উপাস্যের নির্ণয়ের অভাববশতঃ উপাসনার

কলৌ তু তন্নির্ণয়াভাবাদুপাসনায়া অপি বৈবিধ্যং বিভিন্নকলিভেদাৎ। তথা অস্মিন্নপি সুমেধঃ কুমেধোভেদাচ্চ ইত্যতঃ রহস্যতয়ৈব তন্ত্ররীত্যা উক্তং নানা কলৌ, অপিশব্দাচ্চ অস্মিন্ কলৌ চ তথা শৃণু। স্বামিপাদৈরপি যদ্বাকল্পমাশ্রিত্য তদেব প্রদর্শিতং একত্র ইন্দ্রনীলমণিবৎ দৃষ্টান্তেন-"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ" ইতি পীতত্বং ধ্বনিত্বং। পক্ষান্তরে চ 'কলৌ কৃষ্ণাবতারত্বং যুগসামান্যপরং সদ্ভির্বিভাব্যং', ইত্যুক্তম্। তদেব-"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং" ইত্যাদিশ্লোকেন গোস্বামিভিঃ প্রকটিতম্।

কৃষ্ণবর্ণং—কৃষ্ণ ইতি বর্ণদ্বয়ং যন্নাম্নি. কৃষ্ণ এব যস্য অন্তরিতি বা, অথবা কৃষ্ণং বর্ণয়তি যঃ সঃ ইত্যাদিকং। ত্বিষা তু অকৃষ্ণং পীতং ইতি যাবৎ, গর্গোক্ত্যা প্রাপ্তং। যদ্বা তিষা অকৃষ্ণমেব ভক্তবিশেষদৃষ্ট্যা কৃষ্ণত্বেন স্ফুরিতং ইত্যাদিকং। তথা অঙ্গৌ—অংশৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ। উপাঙ্গাঃ—শ্রীবাসাদয়ঃ। অস্ত্রাণি—তন্নামানি। পার্ষদাঃ—শ্রীগদাধরাদয়ঃ তৈঃ সহিতং। যজ্ঞৈরর্চ্চনৈ-

---

ও বিভিন্ন কলিভেদে বিবিধত্ব হইয়া থাকে। এই কলিতেও সুমেধা ও কুমেধা ভেদবশতঃ উপাসনা ভেদহেতু নানা কলিতে এবং 'অপি' শব্দে এই কলিতেও তন্ত্রন্যায়ে একত্রে গূঢ়রূপে বলিতেছি শোন, ইহা বলিলেন।

স্বামিপাদও যদ্বা কল্প আশ্রয়পূর্ব্বক তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন ; একপক্ষে ইন্দ্রনীলমণিবৎ এই দৃষ্টান্তের দ্বারা এইরূপে পীতত্বের ইঙ্গিত করিলেন—"একই মণি যেমন নীল ও পীতাদি বর্ণবিশিষ্টরূপে দেখা যায়"। পক্ষান্তরেও "কলিযুগে অবতারের প্রসঙ্গে যে কৃষ্ণাবতারের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা সামান্য কলিযুগপর বলিয়াই সজ্জনগণ জানিবেন' ইহা বলিয়াছেন। তাহাই "অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে গৌররূপে প্রকাশিত অঙ্গাদি বৈভব" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা গোস্বামিগণ প্রকাশ করিয়াছেন।

'কৃষ্ণবর্ণ'—কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় যাঁহার নামে, অথবা কৃষ্ণই যাঁহার অন্তরে, অথবা কৃষ্ণকে যিনি বর্ণন করেন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি। 'ত্বিষা অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত—ইহা গর্গোক্তি দ্বারা প্রাপ্ত, অথবা ত্বিষা অকৃষ্ণই ভক্তবিশেষের দৃষ্টি দ্বারা কৃষ্ণরূপেও স্ফুরিত ইত্যাদি। সেইরূপ 'অঙ্গৌ' অংশদ্বয় অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত, উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি, অস্ত্র—কৃষ্ণনাম, পার্ষদ—শ্রীগদাধর প্রভৃতি, তাঁহাদের সহিত যিনি বর্ত্তমান তাঁহাকে। 'যজ্ঞৈঃ'—অর্চ্চনদ্বারা, স্বামিপাদও

রিতিস্বাম্যপি। কলৌ এতস্মিন্ কলৌ হরিং স্বয়ংরূপং যজন্তি। সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈরিতি এতৎসম্প্রদায় এব তস্য প্রাধান্যং দৃশ্যতে, তত এব কীর্ত্তনস্য বিশেষতঃ প্রবর্ত্তনাদিতি ভাবঃ। ধ্যেয়ং সদেত্যাদেরপি এতৎপক্ষে অর্থঃকৃত এব তৈঃ গোস্বামিভিঃ।

পরন্তু—শব্দকল্পদ্রুমস্য কর্ত্তা কশ্চিদ্বৈষ্ণব আসীদিতি ন শ্রূয়তে, যেন সম্প্রদায়রক্ষার্থং তত্র সংহিতাধ্যায়ং যোজয়েৎ, তস্য চ এতাবৎ কালং যাবৎ কেনাপি কশ্চিৎ প্রতিবাদঃ ন কৃতঃ, কিং সর্ব্বে পণ্ডিতাস্ততঃপ্রভৃতিঃ বৈষ্ণবা জাতা যেন তৎসমর্থয়েয়ুঃ। ধর্ম্মসংহিতায়াঃ পরিগণনমপি প্রধানানামন্যেঽপি সন্তি ইত্যুক্তত্বাৎ। তন্ত্রানামপি অসংখ্যেয়ত্বকীর্ত্তনাৎ।

কেনচিদেকেনাশ্রূয়মানত্বাত্তদজ্ঞাতত্বাদ্বান কিমপি শাস্ত্রমপ্রমাণং ভবেৎ ন বা অনেকৈরপি। তথাত্বে বেদস্য পৈপ্পলাদশাখায়া ইদানীমাবিষ্কৃতত্বাৎ

এই অর্থই করিয়াছেন। 'কলৌ'—এই কলিকালে, 'হরিং'—স্বয়ংরূপ ভগবান্‌কে 'যজন্তি'—উপাসনা করিয়া থাকেন। 'সংকীর্তনপ্রায়ৈঃ'—সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা। এই সংকীর্তনের গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই প্রাধান্য দেখা যায় এবং গৌরাঙ্গের আবির্ভাব কাল হইতেই সংকীর্তনের বিশেষরূপে প্রবর্তনহেতু, ইহাদ্বারা তাঁহারই অর্চ্চন প্রতীতি হয়। "ধ্যেয়ং সদা" ইত্যাদি শ্লোকেরও গোস্বামিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষেই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধানের অর্থ ভ্রমাত্মক নহে

আরও 'শব্দকল্পদ্রুমের' সংগ্রহকারক কোন ব্যক্তি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না, যে জন্য তিনি সম্প্রদায়রক্ষার্থে সেই 'শব্দকল্পদ্রুম' মধ্যে সংহিতাধ্যায় যোজনা করিবেন এবং সেই 'শব্দকল্পদ্রুমে' এতকাল পর্য্যন্ত সেই সংহিতাধ্যায় রহিয়াছে, কোন স্মার্ত্ত বা শাক্ত তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। সেই 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী কাল হইতে সমস্ত পণ্ডিত-গণই কি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন ?—যেহেতু তাঁহারা এতদিন যাবৎ যাহা সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, তাহা অনায়াসে বন্ধ করিতে পারিতেন।

ধর্মসংহিতার পরিগণনাও প্রধান প্রধান সংহিতাকে লক্ষ্য করিয়া, যেহেতু পরে, 'অন্যান্য সংহিতাও রহিয়াছে' এইরূপ উক্তি রহিয়াছে। তন্ত্র-শাস্ত্রেরও অসংখ্যত্বই বর্ণন রহিয়াছে, অতএব কোন একজন অথবা অনেকেই ইহাদের নামাদি না শুনাহেতু অথবা না জানাহেতু কোন শাস্ত্র-অপ্রামাণ্য হইবে

তথাত্বাপত্তির্দুর্ব্বারা। যাজ্ঞবল্ক্যেন যজুর্গণং ছর্দিত্বা গতেন গুরোরবিদ্যমানানি ছন্দাংস্যুপলেভে ইতিস্থিতে তেষামপ্যপ্রামাণ্যং স্যাৎ। অতোঽবশ্যমেব স্বেচ্ছয়া মন্ত্রাণাং অবতারস্য চ প্রকাশাপ্রকাশৌ স্বীকরণীয়ৌ।

যচ্চোক্তং "অনন্তসংহিতায়াঃ প্রামাণ্যে গোস্বামিভিস্তদুপন্যস্তং কুত্রাপি-স্যাদিতি" তত্রোচ্যতে—তদা মুদ্রণাভাবাৎ এতাদৃশশাস্ত্রাণাং প্রচারং নাসীদতএব দক্ষিণদেশতঃ শ্রীচৈতন্যেন অত্যাদরেণ ব্রহ্মসংহিতা-কর্ণামৃত-গ্রন্থদ্বয়ং সংগৃহীতং শ্রূয়তে। তেষাং অত্যধিক-প্রমাণ-প্রদর্শনমপ্রয়োজনমাসীৎ কিঞ্চিদুপ-ন্যস্তমেব, প্রচুরতর শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণানবসরাৎ প্রত্যক্ষোপলব্ধেরত্র প্রবলত্বাৎ, মধ্বলাভে এব ভ্রমরঃ শব্দায়তে মধুলাভে তু ন তত্রৈবাসক্তো নিশব্দঃ পিবতি। স্বয়ং প্রভুনা চ শ্রীরূপ-সনাতনপ্রসঙ্গে স্বস্য ভগবত্ত্ব-প্রকাশনিষেধাৎ তৌ ন তথা প্রকাশিতবন্তৌ, পরন্তু স্বরূপদামোদর-প্রবোধানন্দ সার্ব্বভৌমাদয়স্তু তদৈব প্রকাশিতবন্ত এবেতি তেষাং গ্রন্থ এবাত্র-প্রমাণম্।

না। যদি তাহাই হয় তবে বেদের পৈপ্পলাদ শাখার সম্প্রতি আবিষ্কারহেতু তাহারও অপ্রামাণ্য আপত্তি দুর্ব্বার হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যজুর্বেদীয় শ্রুতি-গণকে বমন করিয়া চলিয়া গিয়া গুরুরও অজ্ঞাত বেদাংশসকল সূর্য্য হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইহাদেরও অপ্রামাণ্য হয়, সুতরাং অবশ্যই স্বেচ্ছায় মন্ত্রের ও অবতারের প্রকাশ ও অপ্রকাশ স্বীকার করিতেই হইবে।

আবার বলিয়াছেন যে—"অনন্তসংহিতার প্রামাণ্য থাকিলে গোস্বামিগণ অবশ্যই তাহার প্রমাণ উল্লেখ করিতেন"। সে বিষয়ে বলিতেছি—"সেই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, সেজন্য মুদ্রণের অভাববশতঃ এতাদৃশ প্রয়োজনীয় শাস্ত্রগণেরও সর্ব্বত্র প্রচার ছিল না। অতএব দক্ষিণ দেশ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব অন্য হস্তলিখিত ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন শুনা যায়। গোস্বামিগণ এ বিষয়ে অত্যধিক প্রমাণ দেখাই-বার প্রয়োজন মনে করেন নাই—কিঞ্চিৎ মাত্রই দেখানো ইচ্ছা ছিল। কারণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ বস্তুতে অত্যধিক শ্রুতি, স্মৃতি অনুসন্ধানের অবসর বিশেষ তাঁহাদের ছিল না। যতক্ষণ ভ্রমর মধুপান করে না ততক্ষণ গুণ গুণ করে, মধু পাইলে তাহাতেই মত্ত হয়।

আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ ও সনাতন প্রসঙ্গে নিজের ভগবত্তা প্রকাশ নিষেধ করা হেতুই তাঁহারা সেইরূপ ভাবে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু স্বরূপদামোদর, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার

যদি এতস্য সংহিতাগ্রন্থস্যাপ্রমাণত্বেন চৈতন্যাদিশব্দার্থঃ ভ্রান্ত এব শব্দকল্পদ্রুমে মন্যতে, তদান্যবহুতরপদান্যপি ভ্রান্তানি মন্যামহে। এতেন তস্য সর্ব্বথাপ্রামাণ্যমেব স্যাৎ, অথচাধুনাপি কথং পণ্ডিতসমাজে প্রমাণত্বেনৈব প্রচলতি ইত্যপি ন জানে। বিশ্বকোষ-বাচস্পত্যাদৌ, চ তথৈব যামল-প্রমাণেন গৌর-চৈতন্যাদি শব্দার্থঃ প্রদর্শিতঃ। স্মার্ত্তাঃ শাক্তা বা সংহিতা-মিমাং ন মন্যন্তে বৈষ্ণবাস্তু মন্যন্তে ইতি তু বিবাদান্তরমেব শ্রীমদ্ভাগবতমেবাষ্টা-দশপুরাণান্যতমং 'দেবী ভাগবতং' বেতিবৎ। বৈষ্ণবাস্তু প্রধানতঃ শ্রীভাগবত-মেব প্রমাণীকুর্ব্বন্তি তত এব পীততয়া গৌরাবতারঃ সিদ্ধঃ। ভবিষ্য-নারদীয়-বিষ্ণুধর্মোত্তরপ্রভৃতি তু তদনুকূলমেব গৃহ্যন্তে।

প্রকট কালেই তাঁহার ভগবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের নিজকৃত গ্রন্থসমূহেই প্রমাণ রহিয়াছে।

যদি এই অনন্ত সংহিতার অপ্রামাণ্যহেতু শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণরূপে চৈতন্যাদি শব্দার্থ 'শব্দকল্পদ্রুমে' ভ্রান্তি বলিয়াই মনে হয়, তাহা হইলে অন্য বহুতর শব্দেরই অর্থ 'শব্দকল্পদ্রুমে' ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করি। ইহা দ্বারা 'শব্দকল্পদ্রুমের' সর্ব্বপ্রকারে অপ্রামাণ্যই হয়, অথচ আজ পর্য্যন্ত কি-প্রকারে পণ্ডিত-সমাজে প্রমাণরূপেই প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাও জানিনা। বিশ্বকোষ অভিধান, বাচস্পতি অভিধান প্রভৃতিতেও শব্দকল্পদ্রুমের মতই যামল-প্রমাণের দ্বারা 'গৌর' ও 'চৈতন্যাদি' শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সমস্ত অভিধানই গুরুবরের মতে অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সুতরাং যদিও স্মার্ত্ত বা শাক্তগণ এই সংহিতাকে প্রমাণ স্বীকার করেন না, বৈষ্ণবগণ ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন। ইহা শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদান্তরই। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবমতে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত, আর শাক্তমতে দেবী-ভাগবত ইত্যাকার বিবাদবিশেষ। এইভাবে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব মতের পরস্পর বিভিন্নত্ব (একাদশ্যাদি ব্রত ও শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে মতভেদবৎ) বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। সুতরাং বৈষ্ণবগণ যেমন ব্রতাদিতে হরিভক্তিবিলাসকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, সেইরূপ শুকদেব-কথিত শ্রীমদ্ভাগবতকেও তাঁহারা প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। সেইজন্যই পীতবর্ণরূপে গৌরাবতারই তাঁহাদের মতে সিদ্ধ হয়। ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয়-পুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতিও ভাগবতের অনুকূল হইলেই গৃহীত হইবে।

অপরঞ্চ কৃষ্ণপ্রতীকত্বেন গৌরমঙ্গীকুর্ব্বতা ভবতাপি কৃষ্ণত্বমস্য স্বীকৃতমজানতাপি স্বয়মেব, বয়মপি তদভিন্নমূর্ত্তি ইতি ব্রূমঃ, তস্য স্বতন্ত্রপূজা চ কৃষ্ণবৎ সিদ্ধা ইত্যলং পল্লবিতেন।

যচ্চোক্তং 'দশাবতারেভ্যো দ্বাবিংশাবতারেভ্যো বান্যাবতারা ন সন্তি তেষামেব শাস্ত্রে দর্শনাৎ' ইত্যপি প্রলপিতমেব, যতঃ খলু শ্রীভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে. একাদশস্কন্ধ চতুর্থাধ্যায়ে চান্যা বহবোঽবতারাঃ শ্রূয়ন্তে। ধ্রুবপ্রিয়াবতারপ্রসঙ্গে স্বামিনাপি উক্তং—"চরিত্রেণৈব কমপ্যবতারং সূচয়তী"তি। হংসাবতারস্যৈকাদশে প্রসিদ্ধত্বাচ্চ। তথা হর্য্যবতারোঽপি তত্র একাদশে চ। মন্বন্তরাবতার-ব্যাসাবতারাশ্চ দ্বিতীয়ে গদিতাঃ। একাদশে চ বালখিল্যোদ্ধার-শক্রোদ্ধার-দেবস্ত্র্যুদ্ধারকর্ত্তারশ্চাবতারাঃ শ্রূয়ন্তে। টীকা চ 'স্ত্রিয়শ্চামুঞ্চদনেকাবতারৈঃ। এবমাদৌ যত্রাবতারনাম ন শ্রূয়তে তত্র বিষ্ণুঃ কলয়াবতীর্ণ ইতি বোধ্য"মিতি চ। গীতায়াঞ্চ "যদ্ যদ্ বিভূতিমদ্ .....তত্তন্মম তেজোঽংশসম্ভবম্" ইতি দিশা স্বয়মেব স্বীকৃতং ভগবতা। "নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ" ইতি চ।

আবার গুরুবরই কৃষ্ণের প্রতীকরূপে গৌরাঙ্গকে স্বীকার করিয়া নিজেই গৌরাঙ্গের কৃষ্ণত্ব নিজের অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নমূর্ত্তি বলিয়া থাকি এবং তাঁহার স্বতন্ত্রভাবে পূজাও কৃষ্ণপূজার ন্যায়ই বৈষ্ণবমতে সিদ্ধ হয়।

আবার যে বলিয়াছেন—'দশাবতার বা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধোক্ত দ্বাবিংশ অবতার ভিন্ন অন্য অবতার নাই, তাঁহাদেরই শাস্ত্রে নামোল্লেখ দেখা যায়' ইহাও প্রলাপ বাক্যই মনে করি ; যেহেতু ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে ও একাদশ স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ে অন্য বহু অবতারের কথা শুনা যায়। বিশেষতঃ ধ্রুবপ্রিয় অবতারের প্রসঙ্গে স্বামিপাদও বলিয়াছেন যে—'চরিত্রের দ্বারাই তাঁহাকে অবতার বলিয়া সূচনা করা যায়।' একাদশ স্কন্ধে হংসাবতারের কথা প্রসিদ্ধ আছে, হরি-অবতারের কথাও তাহাতে রহিয়াছে। মন্বন্তরাবতার, ব্যাসাবতারগণের কথা দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে। একাদশেই অন্যস্থানে বালখিল্য উদ্ধার, শক্রোদ্ধার, দেবস্ত্রী-উদ্ধারকারী প্রভৃতি অবতারের কথা শুনা যায়। এস্থলে স্বামিপাদের টীকাও—"অনেক অবতারে স্ত্রীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন"। এস্থলে "যেখানেই অবতারের নাম শুনা যায় না,

যচ্চোক্তং 'নাম্নোঽর্থবাদত্বং তস্য কথঞ্চিৎ বর্ণধর্মসাধকত্বাৎ' তদপি খণ্ডিতং প্রাক্। অপিচ অর্থবাদস্য কারণত্বেন যৎপ্রত্যক্ষবাধিতত্বরূপো হেতূরুক্তঃ তদপি নাম্নি শাস্ত্রৈর্ণ স্বীক্রিয়তে। নাম্নো যাবন্তো মহিমান উক্তাস্তে সর্ব্বএব কুত্রাপি লক্ষ্যে সার্থকা এব প্রতিপাদিতাঃ, যথাজামিলাদৌ পাপনির্হারকত্বং প্রহ্লাদে চ তথা শক্তিমত্ত্বঞ্চেতি চৈতি চ জ্ঞেয়াঃ। অতো ভবদুক্তরীত্যাপি ন অর্থবাদত্বং সমায়াতি নাম্নঃ পরন্তু তথাত্বকল্পনে মহাপরাধশ্চ গদিতঃ পুরাণবচনৈঃ। বিস্তরেণালোচিতমিদং ভগবন্নামকৌমুদ্যাম্।

যথা শ্রীকৃষ্ণো প্রতিদ্বাপরং নাবতরতি শ্যাম এব প্রতিদ্বাপরমবতরেৎ তথৈব প্রতিকলৌ শ্রীগৌরাঙ্গো নাবতরেৎ কৃষ্ণ এব যুগাবতারং কলৌ।

তথায় বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ ইহা বুঝিতে হইবে"। গীতায়ও "যে যে বিভূতি-যুক্ত জীব দেখিবে সে-সমস্তই আমার অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে" এই রীতি অনুসারে ভগবান্ নিজেই নিজের বহু অবতার স্বীকার করিয়াছেন। আবার "হে অর্জ্জুন! আমার অলৌকিক বিভূতিগণের অন্ত নাই" ইহাও বলিয়াছেন। দশম স্কন্ধ ৫১ অধ্যায়ে মুচুকুন্দকে নিজের অনন্ত অবতারের কথা বলিয়াছেন, ভূমিকায় বলা হইয়াছে।

আবার যে বলিয়াছেন "নামের যে-সকল ফল উক্ত হইয়াছে তাহা অর্থবাদ মাত্র", "কলিতে বেদোক্ত কর্ম্মের ন্যূনতা বা অতিরিক্তের হরিনাম উচ্চারণের দ্বারা সম্পূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে।"—ইহাদ্বারা নামের কথঞ্চিৎ বর্ণধর্ম্ম সাধকত্ব মাত্র আছে" তাঁহাদের এই উক্তি পূর্ব্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং অর্থবাদের কারণরূপে যে প্রত্যক্ষবাধরূপ হেতু উক্ত হইয়াছে তাহাও নাম-বিষয়ে শাস্ত্রসমূহ স্বীকার করেন না। যেহেতু নামের যে-সমস্ত মহিমার কথা উক্ত হইয়াছে সে-সমস্তই কোন কোন লক্ষ্যে সার্থকরূপেই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে; যেমন অজামিলাদিতে অশেষ পাপ নির্হরণ ও প্রহ্লাদে অশেষ শক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আপনাদের উক্ত রীতি অনুসারেও নামের অর্থবাদত্ব সম্ভব হয় না, অথচ অর্থবাদ কল্পনায় মহা-অপরাধ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে দশনামাপরাধের ইহা একটি অন্যতম অপরাধরূপে বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই নামাপরাধের কথা, নামের অর্থবাদদোষ প্রভৃতি 'ভগবন্নামকৌমুদী' গ্রন্থে বিস্তরেই আলোচিত হইয়াছে।

পরন্তু চতুর্দ্দশমন্বন্তরেষু একস্মিন্ কল্পে একস্মিন্নেব দ্বাপরে স্বেচ্ছয়া যদা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণোঽবতরেৎ তদৈব তদনুগকলৌ তদব্যবধানেন শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভবেৎ। ততো য এব কৃষ্ণঃ, স এব গৌরঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটকালে এব বহবস্তমীশ্বরং নামন্যন্ত, তথা শ্রীগৌরমপি, যে ন মন্যন্তে ন মন্যন্ত তেন কিং, ভজতামেব ভগবান্ নাসুরাণাম্। 'অনুকূল'-'রামকৃষ্ণ'াদয়ো ভগবত্তেজোঽংশসম্ভবাৎ ভবন্তু নাম অবতারাঃ তচ্ছিষ্যেষু গুরোর্ভগবদ্রূপত্বাৎ ন কাপি হানিরিত্যপি দ্রষ্টব্যং। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটলীলায়ামপি পৌণ্ড্রকঃ বাসুদেবাবতারতয়া আত্মানং প্রচারয়ামাস; এবং শ্রীচৈতন্যাবতারেঽপি কেচন তেন কিং? ভক্তৈর্জ্ঞায়তে এব মূলস্বরূপম্। যথা দময়ন্ত্যা-নলেষু স্ব-পতিঃ। ইত্যলমতিবিস্তরেণ॥

—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি-এ (নবদ্বীপ)

মহাপ্রভুর অবতারত্ব সমাধান

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি-দ্বাপরে অবতরণ করেন না শ্যাম-অবতারই প্রতি-দ্বাপরে অবতরণ করেন, সেইরূপ প্রতিকলিতে শ্রীগৌরাঙ্গও অবতরণ করেন না, কৃষ্ণই কলিযুগের যুগাবতার। সুতরাং চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মধ্যে এক কল্পে একই দ্বাপরে স্বেচ্ছাবশতঃ যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন সেই কল্পেই তৎপরবর্ত্তী কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অব্যবধানে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গৌরাঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালেও বহুজন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে নাই, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকেও প্রকট কালেই কেহ কেহ ভগবান্ বলিয়া মনে করে নাই। যে ভগবানকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করে না, সে স্বীকার না করুক, তাহাতে ভগবানের কি আসে যায়? ভজনকারীদের পক্ষেই ভগবান্, অসুরগণের পক্ষে নহেন। অনুকূল-রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবানের তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে অবতার বলিয়া কথিত হন হউন। যেহেতু গুরুকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়া শিষ্যদের সর্ব্বদাই স্বীকার্য্য; ইহাতে কোন মতভেদের আশঙ্কা নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার সময়ও 'পৌণ্ড্রক' বাসুদেবের অবতাররূপে নিজকে প্রচার করিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের অবতারকালেও কেহ কেহ শ্রীচৈতন্য সাজিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবৎস্বরূপের কোন হানি হয় নাই। ভক্তগণও নিজেদের উপাস্য মূলস্বরূপকে চিনিতে পারেন; যেমন—দময়ন্তী চারিজন নলের মধ্য হইতে নিজপতি নলরাজকে চিনিয়াছিলেন। আর বিশেষ বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

—শ্রীনবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ (নবদ্বীপ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৭০ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় যদি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | প্রত্যুম্ন, ১৫ নারায়ণ, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা

মঙ্গলবার, ২৯ পৌষ, ১৩৭০; ইং ১৪।১।১৯৬৪

সানুবাদং

শ্রীনাভিরাজ-ঋত্বিজকৃতং শ্রীশ্রীভগবৎস্তোত্রম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে তৃতীয়েঽধ্যায়ে—৪-১৪)

ঋত্বিজ উচুঃ,—

অর্হসি মুহুরর্হত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাম্। নমো নম ইত্যেতাবৎ সদুপশিক্ষিতম্। কোঽর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য প্রকৃতিপুরুষয়োরর্ব্বাক্তনাভির্নামরূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্। সকলজননিকায়-বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈকনেশকথনাদৃতে॥ ১॥

(ভারতবর্ষাধিপতি আগ্নীধ্রপুত্র নাভির যজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞেশ্বর ভক্তবৎসল ভগবান্ চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলে নাভিরাজের সম্মানিত ঋত্বিক্‌গণ এইরূপ গদ্যাত্মক-স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—)

ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন,—হে পূজ্যতম! আমরা আপনার ভৃত্য।

অতএব আপনি পরিপূর্ণ হইলেও আমাদের পূজা স্বীকার করা আপনার যোগ্য হইতেছে। আমরা (আপনার স্বরূপের বিষয় কিছুই জানি না) সজ্জনগণের নিকট কেবল 'আপনাকে নমস্কার করিতে হয়'—ইহাই মাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছি। জীবের বুদ্ধি প্রকৃতির গুণসমূহে আসক্ত; অতএব জীব কখনও প্রভু নহেন। কিন্তু আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত—গুণাতীত পরমেশ্বর। আপনার নাম, রূপ ও আকৃতি অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ। প্রপঞ্চান্তর্গত নাম, রূপ ও আকৃতি সাদৃশ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার অপ্রাকৃত-স্বরূপ যথার্থভাবে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ? তবে নিখিললোকের কল্মষ-বিনাশকারী আপনার কল্যাণতম শ্রেষ্ঠগুণগ্রামের একদেশমাত্র কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অধিক সামর্থ্য নাই ॥ ১ ॥

পরিজনানুরাগবিরচিতশবলসংশব্দসলিলসিত-কিসলয়তুলসিকা-দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি। অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহোপলভামহে ॥ ২-৩ ॥

হে পরিপূর্ণস্বরূপ, আপনার নিজজন অনুরাগভরে বাষ্পগদ্গদ-স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধপল্লব, তুলসী ও দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যে পূজা-সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজা দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন। অন্যথা আমরা অশেষাঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি, ইহাতে আপনার কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২-৩ ॥

আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাব্যতিরেকেণ বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থ-স্বরূপস্য কিন্তু নাথাশিষ আশাসানানামেতদভিসংরাধনমাত্রং ভবি-তুমর্হতি ॥ ৪ ॥

যে-সকল পুরুষার্থ সাক্ষাদ্ভাবে স্বতঃসিদ্ধরূপে অপ্রতিহত-গতিতে প্রচুররূপে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হইতেছে, সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে নাথ, আমরা ভোগকামনা করি; অতএব আমাদের ন্যায় সকাম ব্যক্তিগণের এই সকল পূজাদি সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ—আপনার অনুগ্রহলাভের নিমিত্তমাত্রই হইতেছে।

অর্থাৎ সকাম-পূজাদি দ্বারা (আপ্তকাম) ভগবানের কোনও প্রয়োজন সাধিত না হইলেও উহা সকাম ব্যক্তিগণেরই কামনা পূরণের নিমিত্ত মাত্র ॥ ৪ ॥

তদ্‌যথা বালিশানাং স্বয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরম-বিদুষাং পরমপরম-পুরুষ প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানঞ্চাপবর্গাখ্যমুপকল্পয়িষ্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবেতরবদিহোপলক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥

হে পরাৎপর-পুরুষ, আমরা ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, মূর্খ। কারণ আমরা আমাদের পরমমঙ্গল জ্ঞাত নহি। এবংবিধ আমাদের সমক্ষে আপনি অত্যন্ত করুণাবশতঃ অপবর্গ-নামক স্বীয় মাহাত্ম্য ও আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু সম্পাদন করিবার জন্য অপূজিত হইয়াও পূজাপ্রার্থীর ন্যায় এই যজ্ঞে স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥৫॥

অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষের্বরদর্ষভো ভবান্ নিজপুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ ॥ ৬ ॥

হে পূজ্যতম, আপনি বরদগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; অতএব যদিও আপনি বরপ্রদান করিতেই আবির্ভূত হইয়াছেন, তথাপি আপনি যে নাভির যজ্ঞে আপনার নিজজন আমাদিগের নয়নপথের পথিক হইলেন, ইহাই আমাদিগের পক্ষে পরম বরস্বরূপ হইল ॥ ৬ ॥

অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরতপরিগুণিতগুণগণ-পরম-মঙ্গলায়নগুণগণ-কথনোঽসি ॥ ৭ ॥

হে প্রভো, মুনিগণ নিরন্তর ভবদীয় গুণগ্রাম অভ্যাস করিয়া থাকেন,—আপনি এবম্ভূত পুরুষ। বৈরাগ্য দ্বারা শাণিত জ্ঞানানলে যাঁহাদের অশেষমল বিধ্বংস হইয়াছে, যাঁহারা আপনার সদৃশই স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা আত্মারাম, সেই মুনিগণের নিকটও আপনার গুণকীর্ত্তন পরম মঙ্গল-নিকেতনস্বরূপ ॥ ৭ ॥

অথ কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভনতুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু ॥ ৮ ॥

(যদিও ভবদীয় দর্শন পাইয়াই আমরা কৃতকৃতার্থ হইলাম, তথাপি একটী প্রার্থনা জানাইতেছি —) যদিও আমরা কখনও বিপথগামী, ক্ষুধার্ত্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দুরবস্থাগ্রস্ত অথবা পীড়িত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আপনাকে স্মরণ করিতে অসক্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলেও যেন সর্ব্বপাপবিনাশক আপনার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণকৃত নামসমূহ আমাদিগের উচ্চারণের বিষয়ীভূত বস্তু হয় ॥ ৮ ॥

কিঞ্চায়ং রাজর্ষিরপত্যকামঃ প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ঈশ্বর-মাশিষাং স্বর্গাপবর্গয়োরপি ভগবন্তমুপধাবতি প্রজায়ামর্থপ্রত্যয়ো ধনদমিবাধনঃ ফলীকরণম্ ॥ ৯ ॥

প্রজাতেই পুরুষার্থবুদ্ধিবিশিষ্ট এই রাজর্ষি নাভি পুত্রপ্রার্থী হইয়া ভবৎসদৃশ পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অতএব যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি তুষকণামাত্র আশা করিয়া কুবেরের নিকট ধাবিত হয়, তদ্রূপ নাভিরাজও পুত্র লাভে অভিলাষী হইয়া নিখিল অভীষ্ট ও স্বর্গাপ-বর্গেরও অধীশ্বর ভগবান্‌কে আরাধনা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

কো বা ইহ তেঽপরাজিতোঽপরাজিতয়া মায়য়ানবসিত-পদব্যানা-বৃতমতির্বিষয়-বিষরয়ানাবৃত-প্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ ॥ ১০ ॥

হে প্রভো, মহাজনের চরণসেবা না করিয়া কোন্ পুরুষই বা ইহসংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত ও বিষয়-বিষের বেগে আচ্ছাদিত-প্রকৃতি না হইয়াছেন? আপনার মায়া দুর্জ্জয়া; উহার গতি কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে ॥ ১০ ॥

যদুহ বাব তব পুনরদভ্রকর্ত্তরিহ সমাহূতস্তদর্থধিয়াং মন্দানাং নস্তদ্‌যদ্দেবহেলনং দেবদেবার্হসি সাম্যেন সর্ব্বান্ প্রতিবোঢ়ুমবিদুষাম্ ॥

হে বহুকার্য্যকারিন্, আমরা প্রজাতেই পুরুষার্থবুদ্ধিযুক্ত, মন্দমতি, প্রকৃত-স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমরা যে আপনাকে এই সামান্য যজ্ঞে আহ্বান করিয়া আপনার অবজ্ঞা করিয়াছি, হে দেবাদিদেব, তজ্জন্য আপনি আপনার সমদর্শিতা-গুণে আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন্ ॥ ১১ ॥

কপটতা দরিদ্রতার মূল

বৈরাগীদলেরও কপটতার সীমা নাই। তাহারা নিজের প্রয়োজন-মত কতকগুলি কথা গোপন করে ও কতকগুলি মিথ্যা কথার আবরণে নিজ পক্ষ সমর্থন করে। জড়-বস্তুতে আসক্ত হইয়া ভোগীর স্থান অধিকার করে, আর বাহিরে নিজের কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকের নিকট অবৈধ সম্মান আশা করে। শুদ্ধভক্ত এইরূপ ঘৃণ্য কপটতাকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করেন। এই কথার নমুনা আমরা প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করিলেও একটি অতি বিস্ময়াবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীধাম-মায়াপুরের অবস্থান ঐতিহ্য, ভূগোল, কিম্বদন্তী ও নানাবিধ প্রমাণ-বলে নিরূপিত থাকায় তদ্বিরুদ্ধে কপটতারহিত সহৃদয় বুদ্ধিমান জনগণ পরম সন্তোষের সহিত সত্যের অনুমোদন করেন, আবার সেই কথা জানিয়া শুনিয়া স্বার্থান্বেষী কপটদল বিপ্রলিপ্সাবশে কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া ঐ প্রমাণগুলি অস্বীকার করিয়া ঐতিহ্য-ছলনা চিত্র-ছলনা ও নানাবিধ অপ্রামাণিক কথাকে প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচারছলনা নিতান্ত কদর্য্য-স্বভাব জনগণই করিয়া থাকে—এ কথা তাহাদের একবারও হৃদয়ে উদিত হয় না। অর্থসংগ্রহের দুর্বাসনায় জর জর হইয়া যখন কামিকুল বিফল-মনোরথ হয়, তখনই তাহারা সজ্জনের বিদ্বেষ ও নিজ নিজ জঘন্য চিত্তবৃত্তি সাধুর স্কন্ধে আরোপ করিতে ত্রুটি করে না। তখন তাহারা প্রেমদাসের কবিতা "সংসারে মজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা" মুখে উচ্চারণ করিয়াও অসাধু-পথে চলিতে থাকে। কপট বৈরাগী অপরের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিষিদ্ধ জীবন যাপন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের মত দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট জনগণ পরনারী পোষণে লব্ধ-অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আবার যখন দেখে যে নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ পরার্থকে 'পরার্থ' জানিয়া ভগবান ও ভক্তের সেবা কার্য্যেই অর্থ ব্যয়িত করেন, তখন তাহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া পর-গঞ্জনা-সহনে পরাঙ্মুখ হইয়া পরনিন্দা করিয়া বসে। পরচর্চ্চকের গতি কোন কালেই হইবার নহে জানিয়াও নিজের কদর্য্য স্বভাব পরস্ব অপহরণকে ধর্ম্ম সংগ্রহের উপায় বলিয়া স্থাপন করে। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ পরদ্রব্য অপহারীকে উত্তরোত্তর আরোও পাপে লিপ্ত করিয়া পরিশেষে সংহার করেন।

আমরা শত শত মিথ্যাবাদীর কথায় কর্ণপাত না করিলে, মিথ্যাবাদীগণ আপনা হইতে থামিয়া যায়। অপস্বার্থের খাতিরে এ হেন দুষ্কার্য্য নাই যে, তাহারা করে না। তজ্জন্য কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেন, মহাভাগবতগণ নারকীগণের আসুরিক প্রবৃত্তির উপশান্তির জন্য প্রতীপগণকে বুঝাইয়া দেন না। যাঁহারা অর্থ-লোভে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের ছলনায় ভাগবত-পাঠী হন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিজ দাসগণের সহিত তাঁহাদের কাপট্যপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ব্যবসায়কে সম-শ্রেণীস্থ মনে করেন। তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ ও হরিসেবার অর্থে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। পরদারাপহারী বুঝিতে পারেন না যে, অপরের ক্ষতি করিলে তাহার ক্লেশের পরিমাণ নিজ ক্লেশের সহিত সমান; তজ্জন্য তাদৃশ ঘৃণ্য কর্ম্মে উদ্যোগী হওয়া উচিত নহে, একথা তাহাদের মনোমধ্যে গৃহীত হয় না। সেই হেতু ভগবান্ কখনও তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। তাহারা আপনাদিগকে ভণ্ড সাজাইয়া লোক বঞ্চনা করে মাত্র।

শুদ্ধভক্তগণ কোন পরদারাপহারী, পরধনাপহারী ভক্তবিদ্বেষিজনগণের সহিত কখনও সম্ভাষণ করেন না, কখনও তাহাদের সহিত উপবেশন করেন না এবং কোন প্রকারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, এই সকল কথা বুঝিয়াও লোকের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অহঙ্কারী সাজাইবার যত্ন করেন। শুদ্ধভক্তগণ মহাজনের উপদেশ-ক্রমে কোন প্রকারের দুঃসঙ্গের প্রশ্রয় দেন না বা যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গিগণের কোন চেষ্টা-মধ্যে থাকেন না। একথা বুঝিতে পারিয়াও দুঃসঙ্গবর্জনকারিগণেরসহিত যোষিৎ-সঙ্গিগণ আপনাদিগকে সমশ্রেণীতে গণনা করারূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। যোষিৎসঙ্গিগণের আবেদন নৈতিক-চরিত্রবিহীন সমাজে আদৃত হইলেও তাহারা কখনই অসতের সহিত সম্ভাষণ বা একযোগে কার্য্য করেন না। যেকাল পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ক্ষীণপুণ্য-জনগণ মহাপ্রসাদ, ভগবন্নাম, শ্রীভগবদর্চ্চা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট না হন, তৎকালাবধি সেই ক্ষীণপুণ্য-জনগণের সঙ্গ শ্রীচৈতন্যদাসগণ স্বীকার করেন না।

যমদণ্ডার্হ ভক্তিবিদ্বেষি নরগণের সহিত যে শুদ্ধভক্তগণ মিশিতে পারেন না, এ কথা ভাগবতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া বিপ্রলিপ্সাবশে কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ করিতে অনুরোধ করা বা বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে। শুদ্ধভক্তগণ কখনই এই অন্যায়

আবদারের আস্কারা দেন না। ধনের পরিমাণ, অপরাবিদ্যার পরিমাণ, স্বাস্থ্যের পরিমাণ, বয়সের পরিমাণ, সামাজিক উচ্চপদের পরিমাণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যদাসের মাপ হইতে পারে না। যেমন মূর্খ নিরক্ষর জীব শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনীর আদর করিতে জানে না—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়কে সমান পণ্ডিত দেখে, কিন্তু এইরূপ সমন্বয়বাদ হাস্যোপদ্দীপক মাত্র।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বিদ্ধোপদেশক বা আচার্য্যব্রুব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৭৫ পৃষ্ঠার পর)

১। নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতগণের বিচার ও ব্যবহার কি ?

"সর্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি ? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে ; তাহা হইলে তুমি বা জগৎ কেহ সুখী হইতে পারিবে না। বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে ।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

২। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনাম বা দীক্ষা-দান কি সদ্গুরুর কার্য্য ?

"যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন ।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৪

৩। বুজ্রুক কি গুরু নহেন ?

"বুজ্রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রুর-বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি' পড় তা'র পায় ॥" —'উপদেশ' ১৬, কঃ কঃ

৪। গুরুত্যক্ত সন্ন্যাসিধ্রুব কি আচার্য্য ?

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম-উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্ক-জ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৮

৫। বিদ্ধ ও শুদ্ধ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত কি এক ?

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

সৎসম্প্রদায়

৬। সৎসম্প্রদায়-প্রণালী কি সনাতন,—না অর্ব্বাচীন ?

"সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধু লোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

৭। কাঁহারা বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন ?

"যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৮। শ্রীচৈতন্য-দাসগণের গুরু-প্রণালী কি ? কাহারা তাঁহাদের প্রধান শত্রু ?

"শ্রীব্রহ্ম সম্প্রদায়ই-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য়

গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

৯। কলির গুপ্তচর কাহারা ?

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে **গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ প্রণালী স্বীকার করেন না,** তাঁহারা **কলির গুপ্তচর।"**

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

১০। ভাবী কালে ভক্তি-তত্ত্বে একমাত্র কোন্ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিবে ?

"স্বল্প দিনের মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ২য় পঃ

১১। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কেন ?

"সকল সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের এক মত। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

১২। সম্প্রদায়-প্রণালী কি জীবের পক্ষে অহিতকর ?

"সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। * * সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রমবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায় বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্ম-প্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকেরই কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজারের সংস্কার করাই বিধেয় ; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য যিনি বাজার-প্রণালী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে

আমরা কোনপ্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

—'সম্প্রদায় প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

১৩। সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ-মত কোন্ সময় সৃষ্ট হইয়াছে?

"ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন।"

'সম্প্রদায়-প্রণালী,' সঃ তোঃ ৪।৪

১৪ সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অধিক,—না গুণ অধিক?

"নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু।"

—সম্প্রদায়-প্রণালী,' সঃ তোঃ ৪।৪

১৫। অসাম্প্রদায়িকগণ কি স্বকপোল-কল্পিত অসৎসাম্প্রদায়িক নহে?

"সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে 'অসম্প্রদায়ী' মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী,' সঃ তোঃ ৪।৪

১৬। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার প্রমাণ কি?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাই প্রথম বৈষ্ণব; শ্রীমন্মহাদেবও বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামীও বৈষ্ণব। * * যে সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী, তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। * * পরে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি-ঋষিগণ অনেকেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন।

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১৭। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিস্ফুটাবস্থার ইতিহাস কি ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম—পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কাল-সহকারে উহা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম—কলিকা ; পরে একটু বিকচিত-ভাবে লক্ষিত ; ক্রমশঃ পূর্ণবিকচিতভাব-প্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী-সম্মত ভগবজ্জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কলিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ-নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম নিগূঢ় ভাব যে নামপ্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।"

—'জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১৮। পরমার্থ-তত্ত্ব কিরূপে ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত ও পরিপক্ক হইয়াছে ?

"পরমার্থ-তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। দেশ-কাল-জনিত মলিনতা যতই উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্য-লীলা সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ড-কাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন-কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবী-তীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৯। সৎসম্প্রদায়-বিশেষের আনুগত্য কি ভাবে সূচিত হয় ?

"শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্তচিত্ত-স্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন ; কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-প্রদত্ত-বিচার-বলে ও ভগবৎকৃপায় শারীরক সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব স্ব মতে

শারীরক-ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতা-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি-উক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রী-বৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

২০। পরমার্থ-তত্ত্বের উন্নতির পরাকাষ্ঠা কোথায় হইয়াছে?

"সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপেই পরমার্থ-তত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে ভজন না করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াস-লভ্য নহেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-চরণে প্রার্থনা

ওহে গুরুদেব! তুমি দয়ার সাগর।
দয়া করি' দীন জনে করহ উদ্ধার ॥ ১ ॥

তুমি না করিলে দয়া, শুদ্ধ নহে মোর হিয়া,
এইবার মোরে কর ত্রাণ।
তুমি অগতির গতি, ওহে দেব শুদ্ধমতি,
প্রার্থনা করয়ে অকিঞ্চন ॥ ২ ॥

তুমি উদ্ধারিতে জীব, এজগতে উপনীত,
কেশে ধরি' মোরে কর পার।
হরি-নাম বিলাইয়া, কত জীব উদ্ধারিয়া,
দেখাইলে করুণা অপার ॥ ৩ ॥

তুমি ঘরে ঘরে গিয়া, হরি-ভক্তি শিক্ষা দিয়া,
শত শত জীব নিস্তারিলে।
(প্রভু) তোমার কৃপার বলে, পাপীর হৃদয় গলে,
মোরে কোন করুণা নহিলে ॥ ৪ ॥
আমা সম পাপী নাহি, দেখ ত্রিভুবনে চাহি,
ওহে দেব ! পরাণের পতি।
আমি অতি মন্দমতি, না জানি ভকতি-স্তুতি,
হায় মোর কি হইবে গতি !! ৫ ॥
তোমার চরণে স্থান, মোরে দেহ এই দান,
আর নাহি চাই অন্য ধন।
(কবে) তোমার করুণা বুকে, রাখিব সতত সুখে,
সফল হইবে এ জীবন ॥ ৬ ॥
তুমি মোরে দয়া করি', তোমার চরণে ধরি,
রাখ মোরে সদা নিজ সাথ।
(প্রভু) তোমার স্নেহের কর রাখিব হিয়ার পর,
—এই দান দেহ মোরে নাথ ॥ ৭ ॥
তুমি মোর ধন-জন, তুমি মোর প্রাণ-ধন,
তুমি মোর জীবনের জীবন।
এ মোর ভরসা অতি, সঙ্গেতে রাখিছ পতি,
বহুজন্ম-ভাগ্য অগণন ॥ ৮ ॥
তোমারে পূজিতে শক্তি, না আছে আমার ভক্তি
দয়াময় দাও অধিকার।
আমি অতি মূঢ়মতি, তব পদে নাহি রতি,
প্রভু মোরে দেহ শুদ্ধাচার ॥ ৯ ॥
তুমি সর্ব্বাশ্রয়-আশ্রয়, আমি অতি নিরাশ্রয়,
দয়া করি দাও শ্রীচরণ।
তুমি সর্ব্বগুণে গুণী, তুমি সর্ব্বদেব-মণি,
তব পদে এই নিবেদন ॥ ১০ ॥
নিত্য কৃপা বরষিয়া, রাখ মোরে আশ্রয় দিয়া,
এই মাত্র কাকু-বাণী মোর।
এ হেন দুর্ম্মতি অতি, শ্রীগুরু-চরণে রতি,
প্রার্থনা করয়ে নিরন্তর ॥ ১১ ॥

— শ্রীরাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—১৯)

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে লোক দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠ হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত এই শ্লোক তাহার প্রমাণ—

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকাম-কর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচানু-গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতামগ্রাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রুরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥
নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গোপগণের সঙ্কল্প অবগত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন,—জনগণ অবিদ্যা-কামকর্ম্মদ্বারা দেব-তির্য্যগাদি নানাযোনিতে ভ্রমণ করে, তজ্জন্য নিজেদের গতি জানিতে পারে না। গোপগণও কৃষ্ণমায়ায় নিজদিগকে তাদৃশ ধারণা করেন। মহাকারুণিক বিভু এই চিন্তা করিয়া প্রকৃতির অতীত নিজ লোক গোপগণকে দেখাইয়াছিলেন। গুণক্ষয়ে অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হইলে মুনিগণ যাহা দর্শন করিয়া থাকেন, যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, গোপগণ তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত শ্লোকসমূহ হইতে "স্বাং গতিং", "গোপানাং স্বং লোকং" এবং "কৃষ্ণঞ্চ" প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, ঐ লোকের সঙ্গে গোপগণের সম্বন্ধ আছে, তথায় তাঁহাদের অধিকার নির্দ্দেশ করিতেছে। কৃষ্ণ শব্দ হইতে ঐ লোকে তাঁহার সাক্ষাৎ স্থিতিও নিশ্চিত হইতেছে বলিয়া উহা নারায়ণের বিহারস্থল বৈকুণ্ঠধাম নহে, কিন্তু গোলোক। গোপগণও বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন না, গোলোকেই নিত্য অবস্থিতি। শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত পদ্যে জানা যায়,—গোপগণ সেই ধামে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজলীলায় ও গোলোকলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় পরিকরগণেরও প্রকাশ

ভেদ জানা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক প্রকাশে গোলোকে, অপর প্রকাশে বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, তাঁহার পরিকর গোপ-গোপীগণও তদ্রূপ উভয় স্থানে বিরাজিত। যখন প্রকাশভেদ হয়, তখন উভয় ধামগত বিবিধ লীলারস-পুষ্টির জন্য লীলাশক্তি পরিকরগণের অভিমানভেদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধান প্রায় সম্পাদন করিয়া থাকেন। এজন্য বলা হইয়াছে, তাঁহারা ভ্রমবশতঃ আপনাদের গতি জানেন না।

এই প্রকার প্রকাশান্তর অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর, লীলাদি একই সময়ে একই স্থানে অনন্ত প্রকার বৈভব প্রকাশে সমর্থ।

দ্বারকা ও মথুরায় যাদবগণ এবং বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ তাঁহার নিত্য পরিকর। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন—

এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্‌গণা এব ভামিনি।
সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মর্ত্তুল্যগুণশালিনঃ॥

হে ভামিনি! এই যাদবগণ আমার নিজজন, আমার সর্ব্বদা প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী। এই শ্লোকে 'এব' পদ দ্বারা কেবল যাদবগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিকর কিন্তু দেবগণ নহেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল।

মথুরায় প্রকট লীলাকালে যে-সকল পরিকর আবির্ভূত হন, তাঁহাদের কেহ কেহ তথায় নিগূঢ়ভাবে বিরাজ করেন (অপ্রকটকালে)। শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে উক্ত আছে—

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥

যে মথুরায় বিভু শ্রীকৃষ্ণ রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণী সহিত অবস্থিত। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকটাপ্রকট সর্ব্বকালেই তাঁহাদের তথায় নিত্যস্থিতি।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—

অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গোবৃন্দ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥

কংসঘাতী শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপিকাসহ যথায় ক্রীড়া করেন সেই বৃন্দাবনস্থ যমুনার জল যে লোক পান করে নাই, সে অভাগা। এই প্রমাণানুসারে

জানা গেল যে, বৃন্দাবনস্থ যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপীসহ নিত্য বিহার করেন।

স্কন্দপুরাণেও উক্ত আছে —

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥

শ্রীবলরামসহ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বৎস ও বৎসতরীগণের সহিত সতত বিহার করেন।

পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্য—

নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্।
যমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথা ॥

আমার এই মথুরাপুরীকে নিত্য বলিয়া জান। বৃন্দাবন নামক বন, যমুনা, গোপকন্যা, গোপগণকেও তদ্রূপ নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। এই মথুরা-বৃন্দাবনে আমার নিত্য অবতার, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি ॥

তোমাদের (রামকৃষ্ণের) সেই বাস্তু (লীলাস্থান) পাইবার জন্য কামনা করিতেছি। তথায় ভূরিশৃঙ্গ শুভলক্ষণযুক্ত গোসকল বাস করিতেছে। ভূরিশৃঙ্গ অর্থে মহাশৃঙ্গ। কৃষ্ণ অর্থে যাঁহার শ্রীচরণকমল সর্ব্বাভিলাষ-পূরণকারী, তাঁহার পরংপদ প্রপঞ্চাতীত ধাম বহুপ্রকারে প্রকাশমান্।

অথর্ব্ববেদোক্ত গোপালতাপনীতে—জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদোঽয়ং যোঽসৌ সূর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি অর্থাৎ যিনি জন্মজরা-রহিত, ত্রিকালস্থায়ী, অপক্ষয়-শূন্য, সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত, গোসকলে অবস্থিত, যিনি গোপগণকে পালন করেন, যিনি গোপমধ্যে অবস্থান করেন ইত্যাদি।

এইসকল দৃষ্টান্তদ্বারা গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার প্রমাণিত হইতেছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পরিদৃশ্যমান্ জগতের সকল বস্তুর আকর বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবা-প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে "বৈষ্ণব" জানেন না, তজ্জন্য আবৃত বিষ্ণু-বস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে "অবৈষ্ণব" অভিমান করেন। বিষ্ণু-সেবারত জনগণের বৃত্তিকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম" বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ মনের ধর্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম-যাজন করেন। পূর্ব্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্য ধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়নির্বিশেষ-বাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্‌বিলাসবাদী, অচিৎপিণ্ডসমূহ ভূতাকাশে স্থান লাভ করে আর পরব্যোমে চিদণু ও চেতন-বিগ্রহসমূহের অবস্থিতি। দেহ-মনের দ্বারা প্রকৃত নিত্য-সেবা হয় না। পরব্যোমে চিদ্‌বৃত্তির দ্বারা চিন্ময় বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টি কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত 'প্রেমে'র ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবা-প্রবৃত্তি' ভোগ-প্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটিতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি-ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতি লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্মল বৈষ্ণব ধর্মটি সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম'। তাঁহা জীব মাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি; অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোন প্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড লীলা তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণবকে কোন প্রকারে অসম্মান করিবেন, তাহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণব-নিন্দার মত আর অপরাধ নাই; সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্য-মধ্যে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতি-কুলের অন্তর্গত মনে করাকে অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায় রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞা প্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ পাত্র প্রদান প্রভৃতি আচারদ্বারা স্বীয় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না; বৈষ্ণবী-দীক্ষা বিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলই বৈরাগ্য-প্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী-ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌গোস্বামী তাহার সাক্ষ্যস্থল। 'গোস্বামী' উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রবংশগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুল-প্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্যকৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরু-পদবাচ্য নহেন। ঐরূপ কৌলিক, লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই 'বৈষ্ণব-আচার' বলিয়াছেন। মহা-

প্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ ; (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনাম-ভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু 'জীবে দয়া' প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীব-হিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ-পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পৃথক্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যেমন সকল বস্তুর দুই প্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুইপ্রকার লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ॥"
"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥"

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণগণ মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই স্বরূপ লক্ষণ হইল কেন, তাহার একটু বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

স্বরূপতঃ জীব চিদ্‌বস্তু এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল-বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ-মণ্ডল বহির্গত হইয়া বিগত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

কৃষ্ণের নিত্য-দাস্যই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না; কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় উহা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুবর্ণ যেরূপ রাসায়নিক বিকৃত-

অবস্থায় জ্যোতিঃশূন্য হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক বিয়োগ দ্বারা পুনরায় উহার ঐ ধর্ম্ম উদিত হয়, জীবের ধর্ম্মও সেইরূপ বিলুপ্ত-প্রায় থাকিয়া অবস্থাক্রমে পুনরুদিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অনুদিত প্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িকধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মায়িক ষড়্‌বিকার, ষড়্‌রিপু, ভোগ-পিপাসা প্রভৃতি তখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে। জীব যখন মায়া ত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে, তখনই তাহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই ধর্ম্মের যত আলোচনা করিতে থাকে, ততই তাহার উন্নতি ও ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। যথা—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

যে সময়ে সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণ শরণাপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময়ে মায়িক গুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব-শরীরে অবশ্য উদয় হইবে। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িক গুণ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপধর্ম্ম-সমুদ্রে ঊর্ম্মির ন্যায় বিলীন হইয়া পড়ে।

ভক্তি-উন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট; তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না; সত্য-তত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন; সকল জীবকে সমদৃষ্টি করেন। তিনি স্বয়ং নির্দ্দোষ, যথাশক্তি বদান্য। তিনি ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজের ভুক্তি মুক্তি-কামনাশূন্য এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যম-রহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তি আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদক-সেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ। নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য। অসার আলোচনা-রহিত। অপরাধীর প্রতি তিনি ক্ষমা বিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু। ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি। তিনি সৎকার্য্য-পটু এবং অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণেই পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেস্থলে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সে-স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

সন্ন্যাসী

প্রথম সর্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৭ পৃষ্ঠার পর)

(১৮)

মহাতেজে আসিতেছে যান মনোহর,
কম্পিত জলধি-বারি সহ-জলচর ;
সুদূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিলা কাণ্ডারী
নর এক বসিয়াছে যোগী-বেশধারী ;
এ নির্জ্জন বনে কেবা বসিয়াছে নর,
জানিতে নাবিকবর হইলা তৎপর ;
চালাইলা জলরথ সে দ্বীপের পানে,
নিকটে আসিয়া দেখে যোগী আছে ধ্যানে—
মুদিত তাহার আঁখি। লইলা তুলিয়া
যানোপরে যোগীবরে রজ্জু নিক্ষেপিয়া,
ধ্যান ভাঙ্গি' দেখে মুনি,—জাহাজ-উপরে
উঠিয়াছে নিজকায়া। স্মরিলা ঈশ্বরে।
কাণ্ডারী আসিয়া তবে জিজ্ঞাসে তখন,—
"কোথা তব ঘর বল, হেথা কি কারণ ?"
না পারিলা যতীশ্বর বুঝিতে সে কথা,
বিস্ময় হইয়া চাহে স্পন্দহীন যথা ;
পরস্পর কেহ কারো কথা না বুঝিল,
ইঙ্গিতে জানিল শেষে যে-সব ঘটিল ;
কিছু নাহি বলি' আর নাবিক-প্রধান
কতক্ষণে কল সারি' ছাড়ে জলযান ;
সন্ন্যাসীর মনে পুনঃ আশঙ্কা হইল,
আবার আমারে ল'য়ে কোথায় চলিল !
বুঝিবা আবার সেই কারাগারে যায়—
যথা হ'তে বাঁচিলাম বিধির কৃপায় !

এই সব মনে ভাবি' মৌন হ'য়ে রয়,
যন্ত্রণা অন্তরে পুনঃ হইলা উদয়!
দেখি কিবা ঈশ্বর করেন এইবার—
আলোক পাইব, কিবা সম্পূর্ণ আঁধার!!

(১৯)

সে-দিন হইল শেষ, রজনী আসিয়া
ঘেরিলা বিপুল বিশ্ব স্বরাজ্য জানিয়া,
চলিছে জাহাজ তবু চৌম্বক-বিজ্ঞানে,
ধন্য সে মহাত্মা যেই এগুণ-সন্ধানে
কাটাইলা দিবানিশি! পরিশ্রমে তাঁর
সন্তোষিত হ'য়ে অতি জগত-আধার
দিলেন অমূল্য জ্ঞান, যাহার প্রভাবে
দিক্ নিরূপণ হয় তারকা-অভাবে!
তিনিও সে ধন্য নর, যাঁর গুণপনা
ব্যক্ত আছে ধরাতলে, কিবা সম্ভাবনা
বর্ণিবে এ ক্ষুদ্র কবি তাঁহার পৌরুষ,
ধূমযন্ত্রে সদা যাঁর উলরিছে যশ।
চলিছে জাহাজ তবু, না মানে তরঙ্গ,
ফিরিয়া যাইছে তারা রণে দিয়া ভঙ্গ;
সে ঘোর নিশীথ-কালে জাগিছে সন্ন্যাসী,
মলিন-বদনে যেন দিবসেতে শশী।
চারিদিকে জলকুল করিছে কল্লোল!
মহা বলবান বায়ু হতেছে হিল্লোল!
পদতলে যানবর অস্থির-অন্তরে
চলিতেছে ব্যস্ত সদা ধূম্রকুল-ভরে;
অন্তর তেমতি তাঁর রহিত কুশল!
আকাশ কেবলমাত্র আছে নিরমল!

উদিয়াছে অর্দ্ধচন্দ্র ল'য়ে তারাগণ,
সচিন্ত অন্তরে ন্যাসী জাগিছে তখন,
উঠিতেছে ঊর্ম্মি যেন ভাব অগণন !!

(২০)

এইরূপে দিনত্রয় হইলা বিগত,
ঊষা আগমনে তমঃ হইলেক হত ;
সুদূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিলা কাণ্ডারী
গঙ্গা-সাগরের কূল শোভে সারি সারি ;
ডাকিয়া বলিলা তবে—"হিন্দুস্থান ওই",
অমনি চমকি যতি বলে—"কই, কই" ?
সন্ন্যাসী দাঁড়ায় তবে কম্পিত-অন্তরে,
আনন্দে কাঁপিছে অঙ্গ থর থর থরে ;
পুত্রশোকে মাতা যবে কাঁদে সর্ব্বক্ষণ,
আলু-থালু ধূলা মাখি' সদা অচেতন ;
যদি কেহ বলে,—"ওগো ! দেখনা চাহিয়া,
বাঁচিয়াছে তব সুত আছে দাঁড়াইয়া" ;
অমনি চমকি তবে উঠেন জননী,
কোথায় আমার বাছা কহগো সজনি ?
সেইরূপ যেইকালে স্বদেশের নাম
প্রবেশ হইলা কর্ণে, ন্যাসী গুণধাম
অমনি উঠিলা ধীর সচকিত-মনে,
চারিদিকে সিন্ধু-মাঝে দেখেন নয়নে !
"চর্ম্ম-চক্ষে কেবা দেখে দূরে আছে যাহা,
না দেখি স্বদেশ-মুখ কাঁদিলেন আহা !"
(পুনরায় মন-দুখে) "হায়রে ! সকলে
আনন্দ পায় কি কভু হাসিয়া দুর্ব্বলে ?
বিধাতা যাহার প্রতি করে বিড়ম্বন,
তারে পরিহাস করে এ ধর্ম্ম কেমন ?"

এত বলি' নীরবিলা ন্যাসী মহাজন,
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস এক ত্যজিলা তখন,—
ভাবিলা এখনো আছে বিধি বিড়ম্বন !!

(২১)

নিরাশ না হও তুমি সন্ন্যাসী আমার,
ঐ দেখ, বঙ্গভূমি—জননী তোমার ;
ওই দেখ, জাহ্নবীর সুনির্ম্মল-ধারা,
সাগরে পড়িয়া কোথা হইতেছে হারা ;
ওই দেখ, বৃক্ষচয় সুন্দর কানন,
নানাজাতি-জীবে পূর্ণ আছে সর্ব্বক্ষণ ;
ওই যে বৃহৎ তরু হাত প্রসারিয়া
ডাকিছে তোমায়, দেখ, আঁখি উন্মিলিয়া ;
বলিতেছে,—এস, এস, আমার সন্ন্যাসি !
তোমার নিমিত্ত কাঁদিতেছে বঙ্গবাসী ;
যে অবধি তব প্রতি হ'ল অবিচার,
বঙ্গভূমি সে অবধি হয়েছে আঁধার ;
পাঠাইলা মাতা তব লইতে তোমারে,
বিলম্ব না সহে আর এস একেবারে !!

(২২)

উন্মীলি' নয়ন ন্যাসী দেখিলা তখন,—
"বঙ্গভূমি এতকালে দিলা দরশন ;"
অমনি প্রেমের অম্বু পড়িলা নয়নে,
গদ গদভাবে বাক্য না সরে বদনে,
ঈশ্বর-উদ্দেশে তবে বলে যোগীবর,—
"তরিনু কৃপায় তব বিপদ সাগর ;
শত ধন্যবাদ ওহে কাণ্ডারী তোমায়,
স্বদেশে আনিলে মোরে তুমি পুনরায় !!" (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাকরী ও চাকর

আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জীবই চাকরী করিতেছে। রাজাই বলুন, আর প্রজাই বলুন, ব্যবসায়ীই বলুন, আর কর্ম্মচারীই বলুন—সকলেই কোনও না কোনও চাকরী করিতেছেন। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি যিনি, তিনিও কাহারও না কাহারও অধীন অধিক কি, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী—যাঁহার দুর্গে আমরা বাস করি, তিনিও স্বতন্ত্রা নহেন, অধীনা, আজ্ঞাবহা,—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রহ্মসংহিতা)

এই পরিদৃশ্যমান বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা যিনি, সেই ব্রহ্মাও স্বাধীন নহেন। দেবাদিদেব মহাদেবও আজ্ঞাবহনকারী,—

'গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর।"

(চৈঃ চঃ মহাপ্রভুর বাক্য)

কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, আর সব ভৃত্য—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।"

সকলেই চাকর, সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে, চাকরী না করিয়া উপায় নাই—কথাগুলি ঠিক হইলেও কৃষ্ণের চাকরী আর মায়ার চাকরী, কৃষ্ণের গোলামী ও মায়ার গোলামীতে আকাশ পাতাল ভেদ আছে, শুধু ভেদ নহে, দুইটীর প্রাপ্য বস্তুও সম্পূর্ণ পৃথক্।

সৌভাগ্যবান্ সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তি কৃষ্ণের চাকরী করেন, আর দুর্ভাগা কুবুদ্ধিজন মায়ার চাকরী করিতে ধাবিত হয়। কৃষ্ণের চাকরী না করিলে মায়ার চাকরী করিতেই হইবে—মুহূর্ত্তকাল কেহ কৃষ্ণের চাকরীতে অন্যমনস্ক হইলেই অপাশ্রিতা মায়া ঘাড়ে ধরিয়া তাহার নিজ চাকরীতে নিযুক্ত করাইবে। কৃষ্ণের চাকরী স্বরূপের ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম—অমৃত-অশোক-অভয়-প্রদ; আর মায়ার চাকরী ভূতের বেগার খাটা—তাহাতে মৃত্যু, ক্লেশ, শোক—উত্তরোত্তর শোক, ভয়, অভাব।

আমরা অভাব-নিবারণ বা অর্থ-প্রাপ্তির জন্য মায়ার দপ্তরে চাকরীর দরখাস্ত পেশ করিয়া থাকি; কিন্তু মায়ার চাকরীতে অভাব নিবারণ হয়

না, শত শত অভাব আরও বাড়িয়া যায়, নূতন তৈয়ারী হয়, ক্রমে অন্ধ-তমোরূপ ভীতি-বিভীষিকাময় অভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়া আমাদিগকে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিতে থাকে। মায়ার চাকরীতে মোটেই অর্থ লাভ হয় না। 'অর্থ' শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন', যাহা আমাদিগের অভাব বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে শান্ত করিতে পারে; কিন্তু মায়ার চাকরীতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতে আমাদিগকে ক্রমশঃ অশান্ত, আরও অভাবযুক্ত করিয়া তুলে। মায়ার চাকরীর অর্থে ত্রিতাপ উন্মূলন করিতে পারে না, ত্রিতাপ-মহীরুহের বীজ ক্রমশঃ আরও বিস্তার করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য পূর্ব্ব বন্দোবস্ত করিতে থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের চাকরীতে অনায়াসে, আনুষঙ্গিকভাবে, না চাহিতেও সমস্ত জাগতিক অতৃপ্তি, অভাব, পিপাসা দূরীভূত হয়; কৃষ্ণের চাকরী আরম্ভ করিবার সর্ব্বপ্রথম ভূমিকায়ই হৃদয়ে শান্তভাব উপস্থিত হয়; "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি", "মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ"তে চিত্ত প্রশান্ত হয়। কৃষ্ণের চাকরী যত প্রৌঢ়তা ও পরিপক্কাবস্থা লাভ করিতে থাকে, ততই পরম অর্থ—পরম প্রয়োজন প্রাপ্তি হইতে থাকে। কৃষ্ণের চাকরী যখন প্রৌঢ়া দশা হইতে নির্ব্যূঢ়া হইয়া পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন পরম প্রয়োজনের উৎস সহস্রধারে খুলিয়া যায়। কৃষ্ণের নির্ব্যূঢ় ভৃত্য তখন কৃষ্ণের চাকরী করিবার জন্য অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ, অনন্ত নেত্র, অনন্ত জিহ্বা, অনন্ত নাসিকা, অনন্ত ইন্দ্রিয় প্রার্থনা করেন। সেই স্বভাবের রাজ্যে যে অতৃপ্তি-অভাব—সেই শাশ্বত শান্তির রাজ্যে যে পিপাসা, তাহা মায়ার নফরের ধারণার অগোচর—তাহা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন, তাঁহারা পরাধীন নহেন। অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা স্বাধীন দেশে বাস করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনাদি করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরাধীন নহেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবী যেটুকুর জন্য, সেই বিচার-শক্তিটি লইয়া যদি আমরা আলোচনা করি, তবে দেখি, আমরা কাহারও অধীনে বেতন গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করি, ব্যবসায়-বাণিজ্যই করি, স্বাধীন দেশে বাস করিয়া শিল্প গবেষণাই করি, আর রাজাধিরাজ মহারাজই হই, কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছি মনে করিয়া রাবণের মত স্বর্গের সিঁড়িই প্রস্তুত করাইতে যাই, আমরা মায়ার ঘানিঘরের কলুর বলদ—কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া

মরিতেছি—পরম দয়াময় গৌরকৃষ্ণের নিজজন, পরদুঃখদুঃখী – দুর্গত-দরদীর বিতরিত কল্যাণ-কল্পতরুর অমৃতফল মর্কট আমরা বদরী বা লোষ্ট্র ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছি—শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর সেই সঙ্গীত কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু আমাদের ন্যায় মায়ার চাকরী-লোলুপ গো-গর্দ্দভের জন্য গাহিয়াছেন,—

"দুর্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে। কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে ॥
সংসার সংসার করে মিছে গেল কাল। লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়। ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার। কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম। কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম ॥
দিন যায় মিছাকাজে, নিশা নিদ্রাবশে। নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে ॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন। নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন্‌দিন ॥
দেহ, গেহ, কলত্রাদি চিন্তা অবিরত। জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত ॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব। জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব ॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে। বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥
কুক্কুর-শৃগাল সব আনন্দিত হয়ে। মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে ॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত। সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন্ সন্ধান ॥"

পরদুঃখদুঃখী শ্রীল নরোত্তম প্রভুও গাহিয়াছেন,—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া। নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

অনুক্ষণ হৃদয়-ফলকে দীপ্তিমান করিয়া রাখিবার জন্য যে-সকল অমূল্য চিন্তামণি সঙ্গীতাকারে বিতরিত হইয়াছে, সেইগুলি আমাদের দৃষ্টি ও বিচারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা অনেকে আবার মায়ার চাকরীতে অশেষ ক্লেশ দেখিয়া বিচার করি, যাহাতে স্বাধীনভাবে থাকিতে পারা যায়, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া বেড়ান যায়, নিজেই নিজের প্রভু হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ

করিতে পারা যায়, কাহারও অধীন না হইয়া বা বাহ্যে কাহারও অধীনতা স্বীকারের নাম করিয়া সেই সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের নামের অবৈধ সুযোগে নিজের স্বতন্ত্রতা চরিতার্থরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যায়, এরূপ কোন পন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তখন আমরা বাহ্যে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া 'ত্যাগী', 'সন্ন্যাসী' প্রভৃতি সাজিয়া থাকি। কিন্তু 'ত্যাগীই' সাজি, আর "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—কৌপীনপঞ্চক স্তোত্র পাঠ করিয়া নিজেকে মুক্ত, স্বাধীনই বিচার করি, আমি কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়ার নফর, তখনও মায়ার চাকরী ছাড়িতে পারি নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী বহুরূপিণী মায়াদেবী আমাকে 'মুক্ত', 'স্বাধীন' প্রভৃতি মনে করাইয়া—আমাকে বঞ্চনা করিয়া তাহার গোলামী করাইয়া লইতেছে। আমি 'মুক্ত' বিবেচনায় একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের নিজজনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া মায়ার গোলাম হইয়া পড়িয়াছি।

সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে—চাকরী ছাড়া উপায় নাই—উপায় নাই—উপায় নাই—"নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" হয় কৃষ্ণের চাকরী করিতে হইতেছে, না হয় মায়ার চাকরী করিতে হইতেছে। যে ভূতের বেগার খাটিতে চায়, সে মায়ার চাকরী করিবে, আর যিনি অমৃত পান করিতে চাহেন, তিনি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের চাকরী করিবেন।

এখানে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কৃষ্ণের চাকরীতে কি ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই? অপরিনিষ্ঠিত জন অর্থাৎ যাঁহার কৃষ্ণের সেবায় স্বাভাবিক অনুরাগের উদয় হয় নাই, তাঁহার নিকট কৃষ্ণের চাকরীতে যে ক্লেশবোধ, সেই ক্লেশ বা দুঃখগুলিও ক্লেশ কাটাইবারই হেতু। কিন্তু মায়ার চাকরীতে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ মায়ার চাকরীতে অভ্যস্ত ও বিরূপের নিসর্গবশতঃ মায়ার সেই গোলামীগিরিতেই সুখ বা আমোদপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মায়ার চাকরীর 'ক্লেশ' ক্লেশরূপে অনুভূতি না হইলেও তাহা অনন্ত ক্লেশের সেতু ও সোপান-পরম্পরা। কৃষ্ণের চাকরীর ক্লেশে (অপরিনিষ্ঠিত জনের নিকট প্রতীয়মান) ক্লেশ কাটে, আর মায়ার চাকরীর ক্লেশ বা অক্লেশে অনন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য অশেষ ক্লেশরাশি সঞ্চিত করায়। লোকে ভবিষ্যৎ সুখের জন্যই বর্ত্তমানে ক্লেশ অথবা ভূরি সুখের জন্যই অল্প ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে—ইহাই লৌকিক বিচার এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও তাহাই অনুমোদন করে। কিন্তু যে ক্লেশ বা আপাত প্রতীয়মান সুখের ছায়া এ সময়েও ক্লেশ, পরবর্ত্তী

অনন্তকালেও ক্লেশেরই সঞ্চয় এবং বিবৃদ্ধি সাধন করে, সেরূপ ক্লেশ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার করিতে চায়? বুদ্ধিমান মানবজাতি—তন্মধ্যে আবার সদসদ্-বিচার শ্রবণে অবকাশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কি এ সকল কথা বিচার করা কর্ত্তব্য নহে? অহো! আমি কি করিতেছি! বর্ত্তমানে গাধার খাটুনী, ভূতের বেগার খাটিলাম, আবার ইহার ফল অনন্ত ক্লেশ!! ক্লেশের উত্তরফল সুখ—এই ধারার বিরুদ্ধে ক্লেশের উত্তরফল অধিকতর ক্লেশ—কেবল অশেষ ক্লেশ-পরম্পরা!!

কৃষ্ণের চাকরীর আভাসও ক্লেশ-মহীরুহের বীজ উৎপাটিত করিয়া দেয়, আর মায়ার চাকরী তৎপরিবর্ত্তে ক্লেশ-মহীরুহের শিকড় অধিকতর দৃঢ়ভাবে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করিয়া থাকে, যেন আর কোনদিন উহা বিনষ্ট না হইতে পারে। তাই প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদের শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥" (ক্রমশঃ)

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

"তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি"

(২)

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ (ভাঃ ১।১৩।১০)

মেদিনীপুরের শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই দেহ-মন্দিরে অপার সম্পদ আছে, স্বয়ং প্রভু এখানে বিরাজিত। গুরুকৃপায় শব্দের ধারার (নাম) সঙ্গে যুক্ত হলে অহংকারের আবরণ হয় উন্মোচিত * * ঐ অমূল্য নামের ধারা ছাড়া অহংকারের বজ্র কপাট খুলে না, নাশ পায় না। মসমুখ অন্ধ যারা, তারাই বাইরের বস্তুতে (তীর্থে, মন্দিরে, মঠে, মূর্ত্তিতে) তাঁকে খুজে বেড়ায়। পুরন্ধনী মহাত্মা সদ্গুরু-কৃপাতেই গুরুমুখ ভক্ত নিজের মধ্যে তাঁর সন্ধান পায়। শব্দের ধারা বা নাম ছাড়া অন্তর

অন্ধকার। সদ্‌গুরুর হাতে এই নামের চাবীকাঠি—আপনার হাতে নাই —অন্যের হাতে নাই। বহুভাগ্যে শব্দভেদী সদ্‌গুরু মিলে।"

বিদুর মহাশয় ধৃতরাষ্ট্রভ্রাতা। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজ পূর্ব্বোক্ত "ভবদ্বিধা" শ্লোকদ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

অর্থাৎ আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থ-সকলকে পবিত্র করেন।

আমরা তাই ভাবিয়াছিলাম, শৈলেন্দ্র ঘোষাল "আলোকতীর্থ" পুস্তক প্রকাশ করিয়া মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিবেন। কিন্তু তিনি যে ভাবে সাধু, গুরু এবং বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধমূলক বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি নিজেই মহা অপরাধী। সুতরাং তাহাকে পবিত্র করিবার জন্য 'স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা' বিদুর মহাশয়ের আবশ্যকতা আছে। ঘোষাল মহাশয়, যে অমূল্য নামের ধারা ছাড়া অহংকারের নাশ হয় না লিখিয়াছেন, সে নামটী কি, তাহা প্রকাশ করেন নাই। হিন্দু সমাজে দেখা যায় যে, স্ত্রীগণ তাহাদের স্বামী বা ভাসুরের নাম উচ্চারণ করেন না। অনেক সময় স্বাধ্বী-স্ত্রী নিজের স্বামীর নাম পাঁচু দে-র স্থলে ফাঁচু দে বলিয়া ইঙ্গিত করেন। কিন্তু শৈলেন্দ্র নারায়ণ সেভাবেও কিছু ইঙ্গিত করেন নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্বামী নাই। যাহার নির্দ্দিষ্ট কোন স্বামী নাই, তাহাকে হিন্দু-সমাজে বেশ্যা বলে। হিন্দুর শাশ্বত-সমাজে নিজের অনুভূতি-অনুসারে সেই শব্দব্রহ্মের নামকরণ করিয়া থাকেন। শব্দের দ্বারা অনুভূতি এবং জ্ঞান হয়। শৈলেন্দ্র বাবু তাঁহার "আলোকতীর্থ" লিখিয়া যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই শব্দের দ্বারা যদি লোকের জ্ঞান-অনুভূতি না হয়, তাহা হইলে 'আলোকতীর্থ' অন্ধকারেই পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য শাশ্বত-সমাজে সেই অমূল্য নামের ধারাকে 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ', 'মুরারি' 'বিষ্ণু' আদি সহস্র ধারায় প্রবাহিত দেখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই শ্রীহরির নামই প্রচার করিয়া বদ্ধজীবের যে অহংকারের বজ্র-কপাট খুলিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী নানকাদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব একদেশদর্শী হইয়া সেই অমূল্য নামকে কেবলমাত্র 'দয়াল' বলিয়া ক্ষান্ত হন

নাই। দয়ালুতা তাঁহার অনন্ত গুণের একটী কণামাত্র। তাঁহার অনন্ত গৌণ নাম থাকিলেও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তের নিকট তিনি মুখ্য বা স্বরূপস্থ নামেই চিরপরিচিত। সেই নামই 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি-শব্দে জগতে প্রচারিত। পূর্ব্বাচার্য্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রী নারদ এবং তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য ও মহাত্মগণ—শ্রীধরস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি সেই অমূল্য শ্রীনাম অনন্তকোটী জীবের উপযোগী করিয়া শতসহস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অনন্ত, তাঁহার শ্রীনামও অনন্ত এবং নামের ধারাও অনন্ত। শ্রীহরির বিভিন্নাংশ জীবকোটীও অনন্ত। সুতরাং অনন্ত-কোটী জীব সেই শ্রীনামের ধারায় শুদ্ধভাবে স্নাত হইতে পারিলেই তাহাদের জড় অহংকারের বজ্র-কপাট খুলিয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু তাঁহার মহা-বদান্যতার পরিচয় দিয়া নাম-মহিমা প্রচার করিয়াছেন—তাঁহার 'শিক্ষাষ্টকে'। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

অর্থাৎ সেই অনন্তের যে অনন্ত নাম আছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার পূর্ণশক্তি অনুস্যূত। কিন্তু দুর্ভাগা জীব সেইসকল নামের তত্ত্ব নিরপরাধে অনুভব না করিয়া তাহাতে অনুরাগী হইতে পারিতেছে না। পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনাম-স্তোত্র বর্ণিত আছে। তাহাতে শ্রীরাম-নামের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
রাম ইতি পদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ অনন্ত, সত্যানন্দ, চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিগণ রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এইজন্য পরংব্রহ্ম বস্তুকে 'রাম' নামে অভিহিত করা যায়। সুতরাং শৈলেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার স্বামী বা ভাসুরের নাম জানেন না বলিয়া রাম-নাম বা কৃষ্ণ নামকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কৃষ্ণ-নামের ঐরূপ ব্যাখ্যা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ (মঃ ভঃ উঃ পঃ ৭১।৪)

অর্থাৎ কৃষ্ ধাতু আকর্ষ সত্তাবাচক। 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ—যাহার আকর্ষণ শক্তি আছে ও 'ন'-শব্দ নিবৃত্তি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। 'কৃষ্' ধাতুতে

'ন'-প্রত্যয় করিয়া উভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরংব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণ দুই নামই পরংব্রহ্ম-তত্ত্ব। পরংব্রহ্মতত্ত্বে সমত্ব বর্ত্তমান, কিন্তু রসতত্ত্বে তারতম্য বিদ্যমান। বেদাদি শ্রুতিবচনে 'রসো বৈ সঃ', 'রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ইত্যাদি প্রামাণিক বচনের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই পরংব্রহ্ম-তত্ত্ব নিখিল রসের আধার। গোস্বামীবর্গ বিভিন্ন শাস্ত্র বিচার করিয়া পারমার্থিক রাজ্যের যে সকল সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব সমুদ্রের সন্ধান দিয়াছেন, সেই মহোদধির তুলনায় শৈলেন্দ্র ঘোষাল একটা ফুৎকারও নয়। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় দার্শনিক-চূড়ামণির যে ব্যাখ্যা-বিভ্রাট দর্শন করিবার ছলনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট ধৃষ্টতা ও অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে 'অখিল-রসামৃতসিন্ধু' বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যিনি যে পরিমাণে তাঁহার প্রপত্তি স্বীকার করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। পদ্মপুরাণ বলেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কখনও প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদির গ্রাহ্য হয় না। জীব যখন সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎ-স্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ-নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সুতরাং যাহারা স্বীয় চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাহারা 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ'—এইসকল symbolic sound representation কোনদিনই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামাপরাধ, নামাভাস এবং শুদ্ধনামের ক্রম বুঝিতে পারা যায়। যাহারা নাম অপরাধকেই শুদ্ধনাম বলিয়া মনে করেন, 'অমূল্য নামের ধারা' তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না এবং তাহাদের জড় 'অহঙ্কারের বজ্রকপাট'ও খুলে না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—'অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, নিতাই-পদ পাশরিয়ে, অসত্যেরে সত্য করি মানি।" সুতরাং জড় অহঙ্কারের কপাট খুলা এবং শুদ্ধ অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—এই দুই অহঙ্কারের মধ্যে যে gulf of difference আছে—তাহা অল্পজ্ঞানী, নির্ব্বিশেষবাদী, যিনি স্বামীর নাম জানেন না, সেইরূপ শৈলেন্দ্র ঘোষাল বুঝিতে পারিবেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে মাননীয় টোল পরিদর্শকের মন্তব্য

"অদ্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিলাম। পরিদর্শনকালে ২ জন অধ্যাপক মহাশয়, সম্পাদক মহাশয় ও ১০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

"চতুষ্পাঠীর বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ১২ জন। সাধারণ কাব্য, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, বেদান্ত ও বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই চতুষ্পাঠীতে হইয়া থাকে। প্রধান অধ্যাপক মহাশয় পঞ্চতীর্থ। তিনি নিষ্ঠার সহিত এই টোলে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই টোলে সহকারী অধ্যাপকরূপে একজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

"এই চতুষ্পাঠীতে আবাসিক ছাত্র-হিসাবে ১২।১৩ জন ছাত্র (রেজিষ্ট্রী খাতায়) দেখিলাম। ইহা আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। পরিচালক সমিতির (দরখাস্ত) সরকারী অনুমোদনের জন্য বহুদিন পূর্ব্বে পরিষদে প্রেরণ করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ইহা অনুমোদিত হইয়া আসে নাই।

"বিগত বর্ষে চতুষ্পাঠীর পরীক্ষার ফল মন্দ নহে। * চতুষ্পাঠীর খাতা-পত্রাদি যথাযথভাবে রক্ষিত হইতেছে।

"আমি এই চতুষ্পাঠীর উন্নতি কামনা করি।"

স্বাঃ **শ্রীনলিনীকান্ত তর্ক-স্মৃতিতীর্থ**
পশ্চিমবঙ্গ টোল পরিদর্শক (অতিরিক্ত)
১৯।১২।১৯৬৩

*** গত বর্ষে ৭ জন বিদ্যার্থী এই চতুষ্পাঠী হইতে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার ফল শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১৫ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।**

এই চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত-বিদ্যার্থিগণ যোগদান করুন।

—সম্পাদক

তিন ধাম ও সমগ্র ভারত-তীর্থ পরিক্রমা

বিগত ২৭শে আশ্বিন ১৩৭০, ইং ১৪ই অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বপ্রচারিত তীর্থ-পরিক্রমায় বহির্গত হন।

তাঁহারা পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকাদি ৩ ধাম, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী, দ্বারাবতী প্রভৃতি সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী এবং গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, পুষ্কর, প্রভাস, তিরুপতি, মাদুরা, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ৬০।৬৫ টী তীর্থস্থান পরিক্রমা ও দর্শনাদি করেন। সমিতির সেবকগণ বিশেষ দক্ষতা ও যত্নের সহিত পরিক্রমা-দলকে পরিচালিত করায় তাঁহারা রেল-ভ্রমণের ও প্রবাসাবস্থানের কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করেন নাই। সকলেই বেশ প্রফুল্লমনে সমগ্র ভারতের আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরিবেশের মধ্যে তীর্থসেবা, পরিক্রমা ও দর্শনাদি করিয়াছেন। পুরী সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা ও দ্বারকা প্রভৃতি স্থানের অসীম সুনীল সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, দাক্ষিণাত্যের কেরালা রাজ্যের পার্ব্বত্য বনরাজি-শোভিত ছায়াসুশীতল উচ্চাবচ ভূমিস্থিত মনোরম পল্লী ও নগর, গুজরাট, কচ্ছ প্রভৃতি দেশীয় ধূসর মরুপ্রায় বিস্তীর্ণ কান্তার এবং অভ্রভেদী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সদৃশ হিমালয় ও পুণ্যসলিলা জাহ্নবীতটস্থ হরিদ্বার প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যাত্রিগণের মানসরাজ্যে অপার আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করিয়াছে।

যাত্রিগণ নির্ব্বিঘ্নে পরিক্রমা করতঃ ২রা ডিসেম্বর তারিখে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিম্নে পরিদৃষ্ট স্থানগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। নবদ্বীপ ২। রেমুণা (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ) ৩। ভুবনেশ্বর ৪। সাক্ষীগোপাল ৫। পুরী ৬। সিংহাচলম্ (জিয়ড় নৃসিংহ) ৭। কভুর (রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মিলনস্থান) ৮। মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ) ৯। মাদ্রাজ (পার্থসারথী প্রভৃতি) ১০। চিংলিপুট (পক্ষীতীর্থ) ১১। চিদাম্বরম্ (নটরাজ) ১২। মায়াভরম্ ১৩। কুম্ভকোনম্ ১৪। তাঞ্জোর ১৫। রামেশ্বর ১৬। ধনুষ্কোডী ১৭ মাদুরা ১৮। কন্যা-কুমারী ১৯। শ্রীরঙ্গম্ ২০। বিষ্ণুকাঞ্চী ২১। শিবকাঞ্চী ২২। তিরুবপতি ২৩। ত্রিভেণ্ড্রাম্ ২৪। মহীশূর ২৫। পুণা ২৬। বম্বে ২৭। ব্রোচ

(বলিরাজের নিকট বামনদেবের ভিক্ষা গ্রহণ স্থান) ২৮। প্রভাস ২৯। সুদামাপুরী ৩০। দ্বারকা ৩১। বেট-দ্বারকা ৩২। ডাকোর ৩৩। আজমীর ৩৪। পুষ্কর ৩৫। সাবিত্রী ৩৬। জয়পুর ৩৭। গল্‌তা পাহাড় ৩৮। আগ্রা (ঐতিহাসিক তাজমহল) ৩৯। মথুরা ৪০। গোকুল ৪১। রাভেল ৪২। বৃন্দাবন ৪৩। রাধাকুণ্ড ৪৪। গোবর্দ্ধন ৪৫। বর্ষাণা ৪৬। নন্দগ্রাম ৪৭। সংকেত ৪৮। দিল্লী (হস্তিনাপুর) ৪৯। হরিদ্বার ৫০। কংখল ৫১। হৃষীকেশ ৫২। লছমনঝোলা ৫৩। নৈমিষারণ্য ৫৪। চক্রতীর্থ ৫৫। অযোধ্যা ৫৬। প্রয়াগ ৫৭। অক্ষয়বট ৫৮। কাশী ৫৯। গয়া ৬০। কীকট (বিষ্ণুবুদ্ধের স্থান), পরে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় তীর্থ দর্শন ও পরিক্রমা

গত ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৭০, ইং ২রা নভেম্বর ১৯৬৩, শনিবার দিবস—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত হরিজন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় এক পরিক্রমা পার্টি উত্তর ও পশ্চিমভারতের তীর্থ-স্থানাদি দর্শন-মানসে হাওড়া ষ্টেসন হইতে যাত্রা করেন। শ্রীহরি সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাধুসঙ্গে হরিকথা ও তীর্থ-মহাত্ম্যাদি শ্রবণ এই দর্শন ও পরিক্রমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

যাত্রিগণ হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে গয়া, প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, পরে দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কাশী, বৈদ্যনাথধাম ইত্যাদি ৩০টী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। পরিক্রমা সঙ্ঘ পরিক্রমকালে তীর্থযাত্রিগণের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। যথাসময়ে তাঁহাদের ২ বেলা প্রসাদ ও প্রাথমিক চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা থাকায় যাত্রিগণ নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তীর্থ-দর্শনাদি সমাধা করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃপক্ষের অমায়িক ব্যবহার ও যত্নে মুগ্ধ হইয়া যাত্রিগণ প্রায় একমাস কাল পরিক্রমান্তে বিদায়কালে পুনরায় ঐরূপ পরিবেশের আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—নিজস্ব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

(১) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত সমুদয় শাখা-মঠসমূহে বিগত ১৮ই পৌষ, ইংরাজী ৩রা জানুয়ারী, শুক্রবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ সমিতির অন্যতম শাখা চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে বিশেষভাবে উক্ত মহাতিথি পালন করা হয়।

ঐদিন উক্ত মঠে মঙ্গলারতির পর মঠসেবকগণ মন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণ বিবিধ পুষ্পপল্লবে সুশোভিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিকে বিবিধ সুগন্ধি কুসুম ও পুষ্পমাল্যদ্বারা বিভূষিত করা হয়। তদনন্তর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি উদ্‌যাপন শ্রীহরিকীর্ত্তনের মাধ্যমেই সুষ্ঠুতা লাভ করে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বন্দনান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহসূচক 'যে অনিল প্রেমধন' ও শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত 'দুষ্টমন! তুমি কিসের বৈষ্ণব' প্রভৃতি কীর্ত্তন গীত হইবার পর শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত মহিমাবলী আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিরহ মহোৎসব উপলক্ষে সমাগত পাঁচ শতাধিক ভক্তবৃন্দকে বিবিধ প্রকারের বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

অপরাহ্নে এতদুপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভার আয়োজন হয়। সভার প্রারম্ভে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ একে একে শ্রীল প্রভুপাদের মহান্ গুণগাথা ও প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে বলেন যে—"শ্রীল প্রভুপাদের প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল—শ্রীহরিকীর্ত্তন। শ্রীহরিকীর্ত্তন ব্যতীত জগতে শান্তি সুদূরপরাহত। সুতরাং শান্তি লাভ করিতে হইলে আমাদেরও হরিকীর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন।"

উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতগাথা আলোচনা করেন এবং তাঁহার প্রচার ও শিক্ষাধারা সম্বন্ধে এক দার্শনিক তথ্য-

সম্বলিত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতামুখে তিনি বলেন যে, মানুষের ধর্ম্মজীবন যাপন ব্যতীত 'মনুষ্য'-নাম ধারণ শোভা পায় না। ধর্ম্মকে আমাদের জীবনের, সমাজের তথা বিশ্বের মেরুদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করিলে জগদ্বাসীর মঙ্গল হইতে পারে না। ভাগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন করাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রেষ্ঠ মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে সেই শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচারের দ্বারা বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিক্ষাধারা যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের এই বিরহ-সভার অনুষ্ঠান সার্থক হয়।" তদনন্তর "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়"—এই কীর্ত্তনটী গীত হয় ও পরে শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সন্ধ্যা আরতি সমাপন হইলে মহতী সভা সমাপ্ত হয়।

(২) শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত শাখামঠে গত ১৮ই পৌষ ১৩৭০, ৩রা জানুয়ারী ১৯৬৪ শুক্রবার—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সপ্তবিংশ বার্ষিক তিরোভাব মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তি বেদান্ত হরিজন মহারাজের উৎসাহে ও যত্নে এই বিরহোৎসব সুন্দর ও সুশৃঙ্খলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃ-কীর্ত্তনাদির শুভারম্ভ হয়। "গুর্ব্বষ্টকম্", "শ্রীগুরু-পরম্পরা", "শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম স্তবকম্", "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী ও বিরহসূচক গীতিসকল কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীমৎ বামন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনা কালে তিনি বলেন,—"ধর্ম্মধ্বজী অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই আচার্য্যকেশরীর প্রবল অভিযান বাস্তব ধর্ম্মজগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। তিনি যদি এযুগে না আসিতেন তাহা হইলে বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার সমগ্র বিশ্ব হইতে লুপ্ত হইত। স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল সরস্বতী শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রিয়া ও ভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব। অদ্য বিরহ-তিথিতে আমরা তাঁহার ও তন্নিজজনের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করি" ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন, ভোগরাগ, আরাত্রিকান্তে আহূত-অনাহূত শতাধিক ভক্তবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় পুনরায় কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব বন্দনান্তে "দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব" ও অপরাপর বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তনের পর জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বক্তৃতান্তে মৃদঙ্গ ও করতাল-সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের আরতি কীর্ত্তন ও মূল মন্দিরে আরাত্রিক ও মন্দির পরিক্রমান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। কীর্ত্তনাদি ব্যাপারে শ্রীমুকুন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগজেন্দ্র মোচন ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের গৃহে

নবদ্বীপ-সহরস্থ কান্তি ভট্টাচার্য্য রোড-নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত সৌরীন্দ্র নাথ সরকার, এম. এ., এ্যাডভোকেট মহোদয় জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত ও অনুকম্পিত জনগণের অন্যতম প্রাচীন বৈষ্ণব-গৃহস্থ। প্রতিবৎসরই তিনি তাঁহার নিজস্ব বাস-ভবনে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ মহোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্থানীয় সারস্বত-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এবৎসরও গত ১৮ই পৌষ, শুক্রবার সগণ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠাধীশ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামী ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত কতিপয় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী বিরহোৎসবে আহূত হইয়া সন্ধ্যার পর বক্তৃতা ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি করেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী বক্তৃতা দানকালে শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক অসমোর্দ্ধ জীবনী ও অপ্রাকৃত শিক্ষা বর্ণনা করিয়া সকলকে তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন যে, এই মহাপুরুষের বাণীর কণামাত্র গ্রহণ করিতে পারিলে জীবের নিখিল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে ও সাধন-ভজন-বিষয়ে কোনরূপ জাড্য থাকিতে পারে না। পারমার্থিক ক্ষেত্রে তিনি যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, জগৎ তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী।

শ্রীল ঠাকুরের অর্চ্চালেখ্য মূর্ত্তির আরাত্রিক ও ভোগান্তে সমাগত ভক্ত-বৃন্দ চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। বৈষ্ণববৃন্দ ভক্তি-বারিধি প্রভুর শ্রীগুরুনিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-সেবায় আন্তরিক প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া শতমুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৯শে মাঘ, ১৩৭০ ; ইং ২।২।৬৪

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নারঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন ১৯৭০, ৩রা মার্চ্চ ১৯৬৪ মঙ্গলবার—**ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** আগামী ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)** হইতে ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবস-ত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী –
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **সোমবার** পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **মঙ্গলবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৫শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৭০ { ১২শ সংখ্যা

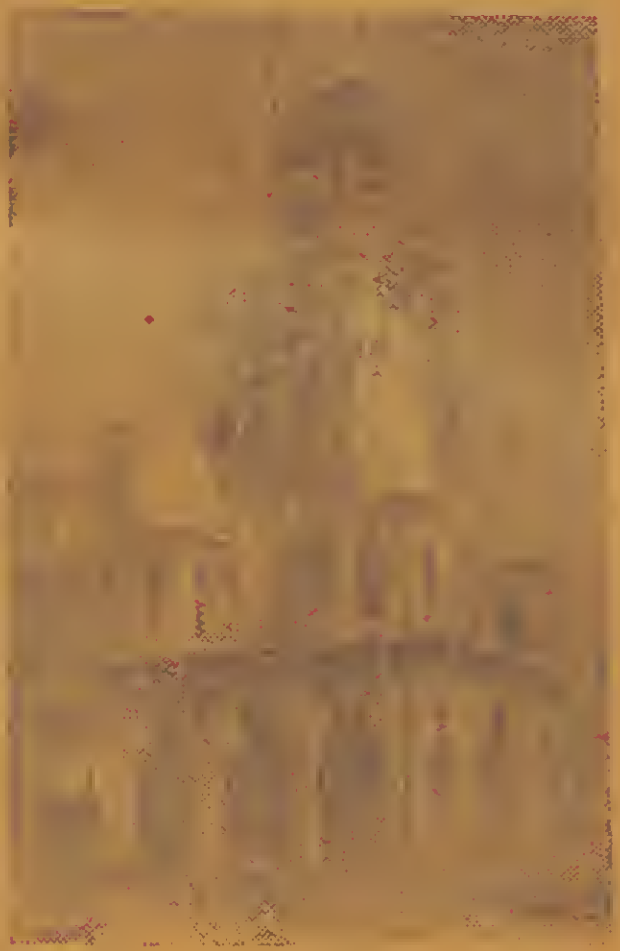

শ্রীধাম-নবদ্বীপের নির্ম্মীয়মাণ বৃহত্তম শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যা বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ

গৌড়ীয় প্রতিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৫শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৬ মাধব, ৪৭৭ গৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা

বৃহস্পতিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭০; ইং ১৩।২।১৯৬৪

সানুবাদং

শ্রীরুদ্র-কৃতং শ্রীশ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তবাষ্টকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশেঽধ্যায়ে—১৭-২৪)

শ্রীভগবানুবাচ,—

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥১॥

(ইলাবৃত-বর্ষে ঐশ্বর্য্যশালী রুদ্র শ্রীসঙ্কর্ষণকে তাঁহার অংশী বা মূলকারণ জানিয়া এই মন্ত্রে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন—)

প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক আমি সেই মহাপুরুষ ভগবানকে নমস্কার করি। তিনি—সর্ব্বগুণের প্রকাশক, কিন্তু স্বয়ং অপ্রমেয় ও অনন্ত ॥১॥

ভজে ভজেন্যারণ-পাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেষ্বলং ভাবিত-ভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥২॥

হে ভজনীয়, আপনি—পরম ঈশ্বর! আপনার অভয় পাদপদ্ম ভক্তগণের ভয় বিদূরিত করে। আপনি—ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। আপনি ভক্তগণ সমক্ষেই আপনার নিজ-ভক্তপালক-স্বরূপ নিজরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি ভক্তগণের সংসার মোচন করেন এবং অভক্তদিগকে সংসারে আসক্ত করান। হে ঈশ! আমি আপনাকে ভজনা করি ॥২॥

ন যস্য মায়াগুণ-চিত্তবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোঽজিত-মন্যুরংহসাং
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ॥৩॥

আমরা ক্রোধবেগ জয় করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাদের দৃষ্টি যেরূপ রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা মায়িক বিষয়ে লিপ্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বর শাসন করিবার নিমিত্ত বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিলেও, তাঁহার দৃষ্টি আমাদিগের ন্যায় ঐ মায়িক বিষয়ে অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়জয়াভিলাষী কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবানের সেবা না করিবেন?৩॥

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসব-তাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শন-ধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥৪॥

যে-ব্যক্তির দৃষ্টি—অসতী, তাহার সমক্ষে যিনি মধু ও আসব-পান-হেতু রক্তনেত্র বিবেকহীন উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, (বস্তুতঃ তিনি—স্বয়ং নিত্যানন্দস্বরূপ, বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার বিবেকাদির অভাব হয় না), অর্চ্চন-সময়ে যাঁহার পাদস্পর্শ হইতেই নাগবধূগণ মুগ্ধমনা হইয়া পড়েন, লজ্জাবশতঃ আর অন্যান্য অঙ্গের অর্চ্চন করিতে সমর্থা হন না, সেই ভগবান্‌কে আর কে-ই বা সমাদর না করিবে?৪॥

যমাহুরস্য স্থিতি-জন্ম-সংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥৫॥

ঋষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, অথচ স্থিত্যাদি (অর্থাৎ সত্ত্বাদি)-গুণরহিত বলিয়া যাঁহাকে 'অনন্ত' নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্রফণারূপ ধামের একদেশে একটী সর্ষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাঁহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই শ্রীভগবান্ অনন্তদেবকে কে-ই বা আদর না করিবে ?৫॥

যস্যাদ্য আসীদ্‌গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥৬॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্ত্যা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃত-তামসৈন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥৭॥

যাঁহা হইতে বুদ্ধির আশ্রয়স্বরূপ রজোগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্ব-শরীর ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, আবার সেই ব্রহ্মা হইতে অহঙ্কারতত্ত্বরূপ আমি (রুদ্র) জন্ম লাভ করিয়া ত্রিগুণাত্মক স্বীয় তেজোবলে দেবতাবর্গ, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকি ; যে মহাত্মার বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহার অনুগ্রহে, দেবতা, ভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, ব্রহ্মা ও আমি রুদ্র—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি ॥৬-৭॥

যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসঙ্গ-মোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তদ্বিলয়োদয়াত্মনে ॥৮॥

যাঁহার নির্ম্মিতা মায়া আমাদিগকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করে, মায়া-বিমোহিত মাদৃশ ব্যক্তি যাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে উহা হইতে নিস্তার লাভের উপায় জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মা ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি ॥৮॥

গোড়ায় গলদ

মহাপ্রভুর প্রকটভূমি * নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এক বক্তা প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছেন যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিলেই কার্য্য ফতে হইবে। আমরা প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ধারণা করিবার কারণ কি? কারণ হইতেই কার্য্যের উদয়; সুতরাং প্রস্তাবিত কার্য্যের কারণের অনুসন্ধান আবশ্যক। **দেওয়ানের কথিত ভগ্ন মন্দিরের সহিত প্রভুর জন্ম-স্থানের সম্বন্ধ কি?** সম্বন্ধটী কোন্

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান

"শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আমরা সর্ব্বসাধারণকে নিম্ন লিখিত বিষয়টী জানাইতে ইচ্ছা করি :—

"মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত এবং কুলিয়া (বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) গঙ্গার অপর পারে, একথা সর্ব্বসাধারণে জানেন। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও ইতিহাসাদিতে এবং প্রাচীন অন্যান্য সাহিত্যাদি ও গবর্ণমেণ্ট রেকর্ড, মানচিত্র প্রভৃতিতে প্রচুর প্রমাণ আছে। কেহ আলোচনা করিলেই এসকল কথা জানিতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভূমিকম্প, গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তনাদি নৈসর্গিক কারণে প্রাচীন সহরের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভজাত হইয়া যাওয়ায় গঙ্গার পশ্চিম পারে নূতন সহর পত্তন হইয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ

কারণমূলে স্থাপিত হইয়াছে? যে-কারণে সম্বন্ধ আছে সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা কোন্‌কালে সাব্যস্ত হইয়াছে? দেওয়ান কোন্ কোন্ অনুসন্ধানের দ্বারা সেই সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছেন? তিনি যে-সকল অনুসন্ধানমূলে উহা স্থির করেন তাহা প্রামাণিক কি না? কোন্ প্রামাণিক উহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? দেওয়ানের কোন করণের অপটুতা ছিল কিনা? তিনি কি ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সামুক্ত জীব? যদি তাহাই হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তিনি কিরূপ আকর হইতে প্রমাণ

নাম প্রাপ্ত হয়। **কিন্তু শ্রীমায়াপুরের যে অংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল ঐ স্থানটি লুপ্ত হয় নাই। এখনও এই পল্লীর নাম 'মায়াপুর' কথিত হইয়া থাকে।** সাধারণে ইহা অবগত ছিল না এবং কেহ কখনও অনুসন্ধানও করে নাই। কিন্তু নবদ্বীপের জগন্নাথ দাস বাবাজী, চৈতন্য দাস বাবাজী, গৌরকিশোর বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মগণ ইহা জানিতেন এবং সেই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শন করিতে যাইতেন।

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যখন কৃষ্ণনগরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি কয়েক বৎসর অনুসন্ধানের পর ঐতিহাসিক প্রমাণ, গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র ও মানচিত্রাদির সাহায্যে এই বাঙ্গালার পবিত্র অন্যতম তীর্থ শ্রীমায়াপুর জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রের যে কতদূর উপকার করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। **১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে একটি বিরাট সভায় নদীয়া জেলার ও সহর নবদ্বীপের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা স্বীকার করিয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করেন।** স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ তদানীন্তন নেতৃবৃন্দও ইহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রশংসা করেন। তদবধি নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীমায়াপুরে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধামের বহু উন্নতি বিধান করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের নিঃস্বার্থ সেবকগণ কর্তৃক মঠ, মন্দির ও ধর্ম্মশালাদি স্থাপিত হইয়া এ স্থানের বিশেষ সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী এই শ্রীধাম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

পাইয়াছেন ? দেওয়ানের কতকাল পরে, কোন্ কোন্ প্রামাণিক ঐতিহ্যে ঐ কথা উল্লিখিত আছে ? যাঁহারা দেওয়ানের মন্দিরের প্রমাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের তাদৃশ বিবরণ কোন্ কোন্ আকর হইতে সংগৃহীত ? সেই সেই আকরগুলির প্রামাণিকতা কোন্ কোন্ দৃঢ়ভিত্তি-মূলে প্রতিষ্ঠিত ? **প্রামাণিকতার আকর না দেখাইয়া "আর্কিয়লজিক্যাল" বিভাগে অথবা M. L. C গণকে বৃথা কার্য্যে অনুরোধ করার তাৎপর্য্য কি ?** প্রস্তাবকারী কি আকর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন ? যদি করিয়া

মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মে মূর্খতা, দুর্নীতি ও অনাচারাদি প্রবিষ্ট হইয়াছিল যে, ভদ্রলোক মাত্রই 'বৈষ্ণব' নাম-শ্রবণে নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাস্তবিক গোস্বামী-শাস্ত্র-সঙ্গত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ সাধারণে প্রদর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন এবং স্মার্ত্তাচারমিশ্রিত ও নানা প্রকার সহজিয়া-ভাবদুষ্ট আবর্জ্জনাদি—যাহা মহাপ্রভুর ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন।

"গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির আবিষ্কারের প্রস্তাবটির কোন অর্থ নাই। ঐ মন্দির আবিষ্কার হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণের কি সহায়তা করিবে ? উক্ত মন্দিরের সহিত মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা বিচার না করিয়াই সভ্যগণ এ প্রস্তাব কিরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহাও সাধারণের জিজ্ঞাস্য। যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, **১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার পিতৃব্য গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থান রামচন্দ্রপুরে একটি রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়।** উহার ভগ্নাবশেষ খণ্ড খণ্ড আকারে গঙ্গার স্রোতে কোথায় কতদূর নীত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" কাগজে অন্য কথার প্রসঙ্গে এই মন্দিরের বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, উহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। অধিকন্তু ঐ কাগজে অন্যান্য স্থানে যে সকল অদ্ভুত অমূলক কাহিনীর উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

থাকেন, তাহা হইলে উহা গোপন না করিয়া প্রদর্শন করিলেন না কেন? তিনি কি মনে করেন যে, কারণ বিশদভাবে না জানাইলে সকলেই তাঁহার কথাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? তাহার কথায় কি জগতে সকলেই শ্রদ্ধাবান? তিনি কি বিপ্রলিপ্সাদি দোষ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত অভিমান করেন? যদি তাহাই হয়, আমরা তাহার প্রমাণ চাই। তাই বলি গোড়ায় গলদ থাকায় প্রস্তাবটী গোঁজামিল দিবার সোপান মাত্র।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

"**শ্রীরামপুরের সন্নিকটে এখনও "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা", 'বল্লাল দিঘী', 'চাঁদ কাজীর সমাধি" ও প্রাসাদ, বল্লাল ঢিবি প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান বর্ত্তমান।** এই সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ভাবনের ক্ষমতা কাহারও নাই। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে **মেজর রেনেল** এই সকল স্থান সার্ভে করেন এবং **তাঁহার সার্ভেম্যাপ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত হয়। উহাতে শ্রীমায়াপুরের বর্ত্তমান স্থানই প্রদর্শিত আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কুইন কুইনিয়াল রেকর্ডেও উহা সমর্থিত হয়।** কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ সার উইলিয়াম্ জোন্স এই মায়াপুরের শ্রীযুত লোচন কবিরাজের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন—এ কথা এসিয়াটিক সোসাইটীর কাগজে দৃষ্ট হয়। এরূপ বহু প্রমাণে এবং ভক্তিরত্নাকর, তীর্থমঙ্গল অন্নদামঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা ইহা অবিসংবাদিতভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, **ভারত-বিখ্যাত বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশিত (গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত) শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান।** এ বিষয়ে নিষ্ফল গবেষণা না করিয়া অনুসন্ধানকারিগণের সময় ও অধ্যবসায় অন্য কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইলেই ভাল হয়।

—১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৫ "বাংলার কথা"

প্রশ্নোত্তর

শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলাদির বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল কি ভিন্ন তত্ত্ব ?

"গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

—শঃ

২। নবদ্বীপ, ব্রজ ও গোলোক এক তত্ত্ব হইয়াও কেন বিচিত্র স্বরূপ হইয়াছেন ?

"নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব; কেবল প্রেমবৈবিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

৩। গোলোক, ব্রজ ও শ্বেতদ্বীপে কৃষ্ণের যথাক্রমে কি কি লীলা ?

'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। **গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট।** গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।"

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৪। নবদ্বীপ ঔদার্য্যধাম কেন ?

"নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয়॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥"

—নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ধামের চিন্ময়ত্ব কোন্ সময় দর্শন হয় ?

"মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥

মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১১

৬। "গোদ্রুম অভিন্ন-নন্দীশ্বর কেন?

"**গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর**-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ-বিলাস ॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই'।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৪৪

৭। গৌরজনের শ্রীগোদ্রুমবাস-লালসা কিরূপ?

"**নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।**
মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন ॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে?
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে ॥"

—নঃ শঃ ১০০

৮। কোলদ্বীপের নিকট গৌরজনের কি প্রার্থনা?

"কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে।
দেহ' নবদ্বীপবাস ভক্তজন-সনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ' অধিকার।
জীবনে-মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৭৫

৯। কোলদ্বীপ বা অপরাধ ভঞ্জন-পাট কোথায়?

"বর্ত্তমান (সহর) নবদ্বীপ বলিয়া যে স্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারস্থ তৎকালের কুলিয়া গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি পল্লী এবং কুলিয়ার গঞ্জ যাহাকে 'কোলের গঞ্জ' এখনও বলে, সেই সমস্ত ভূমিতে তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ আছে।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১।১৫১

১০। শ্রীভক্তিবিনোদ চম্পাহট্টকে ব্রজের কোন্ বনরূপে দর্শন করিয়াছেন ?

"**চম্পাহট্ট** গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পকলতা করে যথা কুসুম চয়ন॥
নবদ্বীপে **শ্রীখাদিরবন** সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম॥"

— নঃ ভাঃ তঃ ৭৮

১১। মোদদ্রুম দ্বীপকে কোন্ বনরূপে দর্শন করিয়াছেন ?

"মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডির হয় একতত্ত্ব।
যথা পশু-পক্ষিগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১১০

১২। "কলির ব্রহ্মাণ্ড" কলিকাতার অধিবাসীর প্রতি শ্রীভক্তিবিনোদের কিরূপ পরমাশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষিত হইয়াছে ?

"হে কলিকাতা-মহানগরী-নিবাসী ভাইসকল ! তোমরা ধন্য। তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশে বলিলেও হয়—বরাহনগর গ্রাম। যেখানে গৌরলীলা, সে-স্থান সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অন্তরঙ্গ ভাগবতাচার্য্যের সেবা-ভূমি পরম আদরের স্থান। * * হে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ ! কবে আমরা একত্রে শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মগ্ন হইব ? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশে বেড়াই, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।"—' শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

—**জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

——*——

স্বাধীনতায় হীনাচরণ

স্বাধীন-যুগেতে আজ স্বাধীন ব্যবহার।
স্বাধীন-কর্ম্মেতে সব দিয়েছে সাঁতার॥
স্বাধীন তরঙ্গে ভেসে (সবে) করে হৈ হৈ।
স্বাধীনতার ফলে আজ গৌরব রৈল কৈ ??
মোদের দেশের গৌরব ছাড়ি' অন্যে মজি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিহরি' বিদেশীরে ভজি॥

যদিও স্বাধীন মোরা কয়েক বৎসর।
আজো নির্ভর মোদের পরের উপর ॥
তাহার সম্বন্ধে ভাই করি নিবেদন—
ধীর-স্থিরচিত্তে তাহা শুন দিয়া মন ॥
রবিবারের ছুটিটী বদল না হৈল।
স্বদেশের বৈশিষ্ট্য বা কোথায় রহিল ??
ভিন্ন দেশে ভিন্ন নীতি যাহা কিছু হয়।
সে নিয়মে চলা কি ভারতে শোভা পায় ??
সর্ব্বদেশে হ'তে শ্রেষ্ঠ এ' ভারতবর্ষ।
মুগ্ধ সর্ব্বদেশ, মানে ইহারে আদর্শ ॥
মুনি-ঋষিগণ যত ছিল ভারতেতে।
তা' সবার রীতি-নীতি (দেখি) সংস্কৃত শাস্ত্রেতে ॥
ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র যেবা নাহি মানে।
ইহা হ'তে উত্তম কি আছে এ' ভুবনে ॥
বিজ্ঞান-চর্চ্চার গতি বাড়িয়াছে যত।
সংস্কৃত-শাস্ত্র বিনা লভেছে কে কত ??
স্বতন্ত্র জীবের মতি ইতি-উতি ধায়।
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিয়া শেষে পরাণ হারায় ॥
স্বাধীন স্বরাট্ যেই—সেই ভগবান্।
জীব-হৃদে স্বতন্ত্রতা—সব তাঁর দান ॥
তাই বলি ধর্ম্ম ছাড়ি' কর্ম্ম যদি করে।
ঈশ্বর প্রসন্ন নহেন, তাহার উপরে ॥
নীতি-বিপরীত যেবা 'উচ্ছৃঙ্খল' হয়।
অসৎসঙ্গে সদা কূটবুদ্ধি বৃদ্ধি পায় ॥
কলিকালে ধর্ম্মবল অতি অল্প হয়।
তথাপি ধ্রুবসত্য, ধর্ম্ম মিথ্যা নয় ॥
পরিবর্ত্তন-জগতে পরিবর্ত্তন হয়।
তা' ব'লে সূর্য্যের নাহি পশ্চিমে উদয় ॥

যাঁর শুভদৃষ্টি হ'লে বিঘ্ন যায় দূরে।
সর্ব্বতাপ দূরে ঠেলে যাবে ভবপারে ॥
অতএব জেনো ভাই কোন্ বিজ্ঞান সার।
ভক্তিতত্ত্ব-বিজ্ঞান বিনা সকলি অসার ॥
ভক্তি-বিজ্ঞান লভিতে ইচ্ছা যদি হয়।
শীঘ্র কর সদ্‌গুরু চরণ-আশ্রয় ॥
যাঁহার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের স্থান।
তাঁহার প্রসঙ্গে পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
ভক্তি-বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান, এক কভু নয়।
জড়-বিজ্ঞানে দেখিবে সদা জড়তাই হয় ॥
অসৎসঙ্গে কেহ সৎ নাহি হয়।
নিম্ববৃক্ষেতে কভু আম্র নাহি ভায় ॥
অতএব ভেবে দেখ এ দুর্ল্লভ জনম।
হারাইলে অপগতি— আশীলক্ষে ভ্রমণ ॥
গাছ, শিলা আদি যত স্থাবর-যোনিতে।
বিংশতি লক্ষ জনম হয় প্রথমেতে ॥
কুম্ভীরাদি জলজন্তু মৎস্যাদি যে কত।
নয় লক্ষ বার জন্মে;প্রতিজীব যত ॥
কৃমি-কীট জন্ম হয় একাদশ লক্ষ।
পক্ষীকুলে সেই জীব জন্মে দশলক্ষ ॥
শূকর, ছাগল, পাঠা, নানা পশুকুলে।
ত্রিশলক্ষ বার জীব জন্মে বদ্ধ হ'লে ॥
এইত কহিনু ভাই আশীলক্ষ বিবরণ।
বৈজ্ঞানিক-মতে কহে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ॥
"বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, অসৎ বাসনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর, এ সব যাতনা এড়॥"
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে যে করে ভ্রমণ।
সে কভু নাহি পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
(তবে) বিপদে মধুসূদন সর্ব্বলোকে জানে।
অস্বীকার করে চিত্ত-বিকৃতি কারণে ॥
জন্ম-মৃত্যুমালা গলে (যদি) রাখিতে না চাও।
'মুকুন্দ গোপালে' কয় (সদা) হরিগুণ গাও ॥

—শ্রীমুকুন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২০)

যাদবগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। তাহা হইলেও যাদবগণ বৈরিকৃত অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালীয় হ্রদের বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবসুদেব ও উদ্ধবাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব নারদাদি মুনিগণের নিকট সংসার-নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে-সকল কেবল নরলীলার উপযোগী মাত্র। শ্রীভগবান যেমন নরলীলার পুষ্টি নিমিত্ত নানাবিধ মনুষ্য-চেষ্টা দেখাইয়াছেন তাঁহার পরিকরগণেরও তাদৃশ ভাব জানিতে হইবে। এই প্রকার মনুষ্য-চেষ্টা প্রকাশের দৃষ্টান্ত রুক্মিণীদেবীর চরিত্রেও দেখা যায়। শ্রীরুক্মিণীদেবী ভ্রাতা রুক্মীর জন্য শোক প্রকাশ করিলে শ্রীবলদেব বলিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বভূতের অহিতকারী ভাইদের জন্য যে অজ্ঞের ন্যায় মঙ্গল চেষ্টা করিতেছ, তাহা তোমার অসমীচীনা বুদ্ধি। কারণ, তাহারা তোমার সুহৃদ্-গণের অহিতকারী। ভগবদ্দ্রোহী রুক্মীর প্রতি রুক্মিণীর সহানুভূতি দেখিয়া বলদেবের এই উক্তি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীর তাদৃশ ব্যক্তিতে ভ্রাতৃত্বমনন ও তজ্জনিত হিতানুসন্ধান-চেষ্টা কেবল নরলীলার মুগ্ধতা, অজ্ঞতা নহে।

আবার শুকদেবের উক্তি,—শৈশবাবধি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে কালক্রমে বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত শ্রীউদ্ধব বিদুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হন নাই। যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহোৎকণ্ঠায় অতীব অধীর হইয়াছিলেন (ভাঃ ৩।২।৩)। এস্থলে উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা কালকৃত বার্দ্ধক্যসূচনা-জনিত নহে; তিনি যে চিরকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা বুঝাইবার জন্য। কারণ—

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজসুধাং মুহুঃ॥ (ভাঃ ১০।৪৫।১৫)

কংসভয়ে পলায়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, কুকুরবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আনাইয়া দ্বারকায় বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলসুধা নয়নযোগে পান করিয়া সাতিশয় তেজঃ-সম্পন্ন যুবার ন্যায় হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বয়োবৃদ্ধ যাদবাদি যদি যুবক হইতে পারেন, তবে শৈশব হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণ উদ্ধবের বৃদ্ধত্ব কিরূপে সম্ভব?

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্য ধর্ম্মত্ব পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মত্তুল্য-গুণশালিনঃ" অর্থাৎ ইহারা আমার তুল্য গুণশালী। "গোপালা মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয়ঃ। (পাদ্ম নির্ব্বাণ খণ্ড) অর্থাৎ গোপসকল মুনি। যেহেতু তাঁহারা বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তি।" শ্রীভগবান যেমন আনন্দমূর্ত্তি, তদীয় পরিকরগণও তদ্রূপ। শ্রীভগবানের পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহারা আনন্দমূর্ত্তি, সেই জন্য তাঁহাদিগকে 'মুনি' বলা হইয়াছে। মুনিগণের অবতার বলিয়া গোপগণকে মুনি বলা হয় নাই। কারণ শ্রীবলদেবের উক্তি—

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি। (ভাঃ ১০।১৩।৩৫)

হে কৃষ্ণ! এই বৎসসকল ও গোপগণ দেবতাও নহে, ঋষিও নহে, ভেদাশ্রয় হইলেও তুমি ইহাদের মধ্যে প্রাকাশ পাইতেছ। শ্রীবলদেব বাক্যের তাৎপর্য্য, —ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণ ও বৎসগণ অপহৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ হইতে গোপাদিকে প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এবিষয়ে ভাঃ ১০।১২।৩৫ শ্লোকে শ্রীবলদেবের উক্তি—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নর্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥

ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও সখাগণকে হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ হইতে অবিকল তাবৎসংখ্যক বৎস ও সখাগণকে প্রকাশ করিয়া লীলা করিতে থাকেন। উক্ত দিবস শ্রীবলদেব গোচারণে গমন করেন নাই বলিয়া উক্ত লীলারহস্য দর্শন করেন নাই। এজন্য ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যেমন নিত্যবৃদ্ধিশীল প্রেম বর্ত্তমান ছিল, গাভীগণের নূতন বৎস হইলেও তাহাদের পুরাতন বৎসের প্রতি আশ্চর্য্যজনক স্নেহ দর্শনে শ্রীবলদেবের ঐ উক্তি—ইহা মায়ার কার্য্য। কোন্ মায়া আমাকে এরূপ দেখাইতেছে? ইহা কি কোন দেবতার বা মনুষ্যের বা অসুরের? এ মায়া কোথা হইতে আসিল? ইহাত অন্যত্র সম্ভব হয় না। যেহেতু ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে, সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মায়া, নচেৎ আমাকে মোহন করিবার যোগ্যতা অন্য কাহারও নাই। এখানে 'প্রভু'পদ-দ্বারা নিজন্যূনতা সূচনা করিতেছেন। শ্রীধর্ম্মরাজের উক্তিতেও দেখা যায়—

তস্যাস্বতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ
পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ।

প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরা-
শ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ॥

সেই পরম স্বতন্ত্র অধীশ্বর মায়াধীশ মহাত্মা সর্ব্বনিয়ামক শ্রীহরির মনোহর দূতগণ রূপ, প্রভাবাদিগুণ এবং ভক্তবাৎসল্যাদি স্বভাবে তাঁহার তুল্য, তাঁহারা (ভক্তরক্ষার জন্য) সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রথম স্কন্ধেও—

মধুভোজদশার্হার্হ-কুকুরান্ধক-বৃষ্ণিভিঃ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥ (ভাঃ ১।১১।১০)

নাগগণ-রক্ষিত ভোগবতী পুরীর মত নিজতুল্য বলশালী মধু, ভোজ, যাদব, অর্হ, কুকুর ও অন্ধকগণ কর্তৃক রক্ষিত দ্বারকা পুরীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব পরিকরগণের ভগবৎসাদৃশ্য হেতু নিম্নলিখিত শ্লোকে গোপগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্যত্ব সূচিত হইয়াছে—

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণং।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ (ভাঃ ১০।১৮।৯)

হে নৃপ, নট যেমন নটের স্তব করে, গোপজাতি প্রতিচ্ছন্ন দেবগণও তদ্রূপ গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন। এস্থলে দেবতা অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণ' অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহারা গোপজাতিদ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অন্য সাধারণ গোপের ন্যায় বেশ-ব্যবহারবিশিষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ তুল্য, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীবলরাম-মূল সঙ্কর্ষণ হইলেও তাঁহারা যেমন গোপালরূপী ভগবন্নিত্যপার্ষদ, শ্রীদামাদিও তদ্রূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরমধ্যে যাদবাদিকেও যোজনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে বলিতেছেন—

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮৫।২১)

হে যদুশ্রেষ্ঠ, আমি, আপনারা, আর্য্য শ্রীবলদেব এবং এই দ্বারকাবাসী সচরাচর সকলেই ব্রহ্মস্বরূপে অন্বেষণীয়। শ্রীবসুদেব প্রভৃতি পারমার্থিক সত্যবস্তু বলিয়া অন্বেষণযোগ্য দ্বারকাবাসিগণেরও পারমার্থিক সত্যতা নিরূপণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজকে দৃষ্টান্তস্বরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন। নরাকৃতি পরব্রহ্ম তাঁহার ন্যায় তদীয় পরিকরগণেরও পরমার্থ-স্বরূপত্ব জানাইতেছেন। সকলেই পুরুষার্থের অনুসন্ধান করে। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষার্থ বস্তু বলিয়া যেমন অনুসন্ধানের পাত্র, তদীয় পরিকরগণও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি যেমন প্রয়োজন,

তদীয় পরিকরগণের প্রাপ্তিও তদ্রূপ। কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে লীলারস আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।

অতএব যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্যতাহেতু কুরুক্ষেত্রে রাজন্যবর্গ যাদবগণকে বলিয়াছিলেন—

তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ॥ (ভাঃ ১০।৮২।৩০)

তোমাদের প্রপঞ্চাতীত গৃহে দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথন, শয্যা, আসন, ভোজন, বিবাহসম্বন্ধ ও জ্ঞাতিসম্বন্ধ-সহকারে স্বর্গাপবর্গ-বিতৃষ্ণাকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, তোমরাই সার্থকজন্মা। ভগবান কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতই বাস করেন যে গৃহে, সে গৃহ কিরূপ? অনিরয়বর্ত্ম। নিরয়—'সংসার' তাহার বর্ত্ম—'প্রপঞ্চ'। সুতরাং প্রপঞ্চাতীত গৃহে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? "স্বর্গাপবর্গবিরম" যাঁহা কর্ত্তৃক স্বর্গ ও মোক্ষের বিরতি ঘটে অর্থাৎ যিনি নিজজনগণকে ভগবদ্বিমুখতাপর স্বর্গ বা ভক্তিসম্পর্কশূন্য মোক্ষ প্রদান করেন না। সমান ব্যক্তির সহিতই একত্র শয়নাদি সম্ভব এবং স্বজাতির সহিতই বিবাহাদি সম্বন্ধ ও দৈহিক সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে।

যাদবগণ ভগবৎপার্ষদত্ব হইতে কখনও বঞ্চিত হন না, তাহা জানাইতেছেন—

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভু-
র্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো
যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ॥ (ভাঃ ১০।৭০।১৫)

সুধর্ম্মাসভায় বিভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রভাদ্বারা দিকসকল দীপ্ত করত তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এস্থলে তারকাগণের সহিত যেরূপ চন্দ্রের বিচ্ছেদ হয় না, তদ্রূপ যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরও বিচ্ছেদ ঘটে না। আর তারাগণের চন্দ্রের সঙ্গে অবস্থিতির যোগ্যতার ন্যায় যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ-যোগ্যতা বুঝিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

চাকরী ও চাকর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩০ পৃষ্ঠার পর)

মায়ার চাকরীর ক্লেশ বা আপাত প্রতীয়মান সুখ—অবিদ্যা-দুঃখবর্দ্ধনের হেতু, আর কৃষ্ণের চাকরীর অপাত প্রতীয়মান ক্লেশ বা সুখ—অবিদ্যা-দুঃখ চিরবিনাশের হেতু। চতুর যিনি—বুদ্ধিমান যিনি—পণ্ডিত যিনি—বিচারবান যিনি—প্রকৃত সুখ চান যিনি, তিনি কৃষ্ণের নিজজন, পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব যে কৃষ্ণের চাকরী প্রদান করিতে আসেন, তাহা বরণ করেন; আর ক্লেশের উত্তরফল বা নশ্বর খণ্ডসুখের উত্তরফলস্বরূপ মহাদুঃখ-প্রাপ্তির জন্য কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি মায়ার নফরগিরী আপন ইচ্ছায় বরিয়া লয়—কৃষ্ণের নিজজনের অবাধ্য হইয়া—স্বতন্ত্র হইয়া—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়ার চাকরীর ফাঁস গলায় পরিধান করে। মায়ার চাকরীর ফাঁস বাড়িয়া বদ্ধজীবের আরও কিরূপ অধিকতর ঘনীভূত বদ্ধদশা উপস্থিত হয়, তাহা গৌর-নিজজন প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ জীব-শিক্ষার জন্য গীতিতুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন,—

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি॥

যিনি পরম আত্মীয়—যাঁহারা পরম বান্ধব, তাঁহারা কখনও আত্মীয়কে ক্লেশের উত্তরফলস্বরূপ অশেষ মহাক্লেশ-পরম্পরা বা ক্ষণিক আপাত-সুখের পর অনন্ত দুঃখরাশির দাবদহন প্রদান করিতে চাহেন না। তাঁহারা দুরিত-দরদী—ব্যথিতের ব্যথী—পরদুঃখদুঃখী। তাঁহারা জীবকে মুক্ত করিতে চাহেন, বন্ধনের পরামর্শ বা বন্ধন বরণকামী ব্যক্তির রুচিতে ইন্ধন প্রদান করেন না; আর যাহারা প্রকৃত আত্মীয় নয়—কেবল দেহাত্মবোধাভিনিবিষ্ট ব্যক্তির নিকট আত্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান—মহাদস্যু, আত্মানুশীলনের পরিপন্থী, অনাত্মীয় (অর্থাৎ অনাত্মস্বরূপ ভোগযান দেহের সম্বন্ধে সম্বন্ধীয়), তাহারাই বলিয়া থাকে—পরামর্শ দিয়া থাকে,—বর্ত্তমানে ক্লেশ স্বীকার কর বা সুখ ভোগ কর, তাহার উত্তরফলস্বরূপ সুখের আকাশকুসুম সুখের ছায়াবাজী বা সুখের মাকাল ফলের অপেক্ষা করিতে করিতে সুদুর্ল্লভ মানবজীবনটা কাটাইয়া দাও অর্থাৎ তোমার ভাগ্যে যাহাতে কোনদিনই সুখলাভ না হয়, তাহারই

পূর্ব্ব সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। অখণ্ড, নিত্য নবনবায়মান, অবিমিশ্র উপাদেয় পরম সুখ-সংগ্রহের একমাত্র মূলস্বরূপ এই সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনটীতে অতি প্রত্যক্ষ বাস্তব সুখ-সাগরের যে সন্ধান পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব তোমাকে দেখাইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর সুখ-মরীচিকার বৃথা সন্ধানে সংসার-মরুতে শ্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাও, আর সেই প্রাণপণ ক্লেশসহ বাণিজ্যের লাভস্বরূপ পাইবে, অনন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য অনন্ত ক্লেশরাশি।

একমাত্র পরদুঃখদুঃখী দুরিতদরদী গুরুদেব ও তদ্‌গতাত্মগণই মায়ার চাকরীর ক্লেশে বহু ভূতকালে, বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভবিষ্যতে প্রপীড়িত, পীড্যমান সমগ্র জগৎকে স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে চাহেন, আর বাদবাকী সকলে কেবল মরীচিকার লুকোচুরী খেলা দেখাইয়া—স্বাধীনতার আকাশকুসুমের স্বপ্নে বিভোর করিয়া—অভাব বিদূরিত হইবার কল্পনার রঙ্গীন নেশায় প্রমত্ত করিয়া—অর্থপ্রাপ্তির অলীক প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া আমাদিগকে মধ্যপথে মহাদস্যুগণের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যায়। তখন তাহাদের আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহ সাড়া দেয় না ; কিন্তু অহো ! এমন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার নিজজন যে সেরূপ অসময়েও, যে চিরকাল অকৃতজ্ঞতা করিয়াছে, নিমকহারামী করিয়াছে, অবাধ্য হইয়াছে, তাঁহার কত সদুপদেশ পায়ে ঠেলিয়া ফেলিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাকেও সেই অসময়ে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ছুটেন। অহো ! যাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজন মনে করিয়াছিলাম—যাহাদের জন্য কৃষ্ণভজন ছাড়িয়াছিলাম—কৃষ্ণের চাকরী, কার্ষ্ণের চাকরী ছাড়িয়াছিলাম, বিপদের সময় ত' তাহারা কেহই নাই—তাহারা কি-প্রকারে থাকিবে, তাহারা নিজেরাই যে রক্ষিত হইতে পারে নাই, কি-প্রকারে অপরকে রক্ষা করিবে ? বিপদে বন্ধু, সম্পদে বন্ধু, সকল সময়ে বন্ধু একমাত্র আমার গুরুদেব ও তাঁহার চাকরীতে যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত, তাঁহারা।

সকলের ভাগ্যে 'গুরুদেব' মিলে না, এমন গুরুদেবের দুরিতদরদী সহচরগণও মিলে না। জগতে মায়াদেবীর রাজ্যে কেবল কপটতা, অপস্বার্থ-পরতা, বঞ্চনা। যে-সকল ব্যক্তি গুরুবেশধারী কপট, পরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় গলে না। কারণ তাহারা মায়ায় মুগ্ধ, তাহারা 'স্বাধীনতা' দিতে পারে না, 'অভাব' মোচন করিতে পারে না, 'অর্থদ' মানবজীবনের পরম

প্রয়োজন যে 'অর্থ', তাহা দিতে পারে না—আর কেহ পারে না, পারেন—প্রত্যক্ষভাবে পারেন—হাতে হাতে দিতে পারেন—এই মুহূর্ত্তে দিতে পারেন, কেবল "আমার গুরুদেব।"

অনেকে ভেল্কীবাজী দেখাইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির ছলনায় মায়ার চাকরীতে, ভূতের বেগারে নিযুক্ত করে—বঞ্চনা করে। অহো! ভাগ্য বড় ভাল ছিল, এ সকল বহু বঞ্চকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম—এমন এক গুরুপাদপদ্মের চেতনময়ী বাণী—সর্ব্বানর্থনাশিনী বাণী শুনিবার অবসর হইয়াছিল—যেখানে কপটতার কণিকা নাই—কোন মিশ্রণ নাই—ভেজাল নাই—নিছক খাঁটি কৃষ্ণের চাকরী যিনি দিতে পারেন. এমন একজন, আর তাঁহার সঙ্গিগণও, যাঁহারা সেই কথারই সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপট অনুশীলন করেন, বিতরণ করেন, সেই সকল পরম বান্ধব কোন প্রকারে আর এত কাল মায়ার চাকরীতে আবদ্ধ জীবকে পুনরায় মায়ার চাকরীর ফাঁস গলায় পরাইয়া বঞ্চনা করিতে পারেন না।

হে বলদেব গুরুদেব! হে বলদেবের বলবান অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ! আবার কৃষ্ণের চাকরী করিবার নিষ্কপট অবিচ্যুত বল কবে আসিবে? মায়ার চাকরী গ্রহণ করিয়া ভোগী হওয়া বা মায়ার চাকরী পরিত্যাগের বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া 'ত্যাগী' সাজিয়া প্রচ্ছন্ন মায়ার ফাঁস গলায় বন্ধন করা ত' আমার স্বধর্ম্ম নহে; তাহাতে আমার অভাব নিবৃত্তি ও অর্থপ্রাপ্তি কোনও কালেই ত' হইতে পারে না, অধিকন্তু ক্লেশের উত্তরফল ক্লেশ, অভাবের উত্তরফল অভাব, অনর্থের উত্তরফল অনর্থই লাভ হয়। যেদিন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িয়া বলদেবেয় বল সঞ্চার করিয়া লইব, বলদেব-বলে বলীয়ান হইয়া যেদিন কৃষ্ণের চাকরী করিতে ধাবিত হইব, সেই দিন আমার সকল অভাব, সকল অনর্থ বিদূরিত হইবে—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

মায়ার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিত্যচাকরী, যাহা জীবের নিত্যস্বভাব—যাহা জীবের জীবাতু—অস্তিত্ব, সেই নিত্যচাকরী গ্রহণ না করিলে অভাব ও অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কেহই স্বভাব ও পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—ইহা অনর্থময় জীবকুলকে শিক্ষা দিবার জন্যই ত' গৌর-কৃষ্ণের নিত্য অন্তরঙ্গ-সেবায় অভিষিক্ত শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু জড়জগতে বিধর্ম্মিরাজের চাকরীর অভিনয় এবং তাহা পরিত্যাগের লীলাদর্শ প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই ত' শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু রাজার চাকরী পরিত্যাগের লীলা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত সম্মানের চাকরী—দ্বিতীয় সম্রাট বা রাজার পদবীতে আরূঢ় থাকিবার চাকরী আজকাল কয়জন পাইতে পারেন? কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীসনাতন প্রভু জানাইলেন,—

"রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন।"

বিষয়ীর প্রীতি, রাজার প্রীতি—বন্ধনের কারণ, আর বৈষ্ণবের—গুরুর—কৃষ্ণের স্নেহ-ভালবাসা-আকর্ষণ—মুক্তির হেতু। গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন প্রভু বিষয়ীর চাকরী পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া পরিপ্রশ্ন করিলেন,—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?"

প্রভু উত্তর দিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

শ্রীল সনাতন প্রভুর প্রশ্নের ভঙ্গী ও শ্রীগৌরসুন্দরের উত্তর কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরীর পার্থক্যের মীমাংসা করিয়াছে। শ্রীসনাতন প্রভু মায়ার নফর আমাদের জন্য জানাইলেন,—"মায়ার চাকরী করিলে কোনও দিন তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, অভাবের রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।" মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতেও শ্রীল সনাতন প্রভু এই শিক্ষাই দিলেন,—"জীব কৃষ্ণের নিত্য চাকর, কৃষ্ণের চাকরী করাই তাহার স্বধর্ম্ম, আর বাদ-বাকী—পরধর্ম্ম, ভয়াবহ।"

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীসনাতনশিক্ষায় মহাপ্রভু জানাইলেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥"

হে ভগবন্! আমি মায়ার দরবারে চাকরী করিতে গিয়া মায়াদেবীর

নিযুক্ত কামাদি রিপুকে আমার প্রভুপদে বরণ করিয়া কত প্রকারেই না তাহাদের (অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদ ভোগবাসনামূলে কর্ত্তৃপদ স্বীকার-রূপ) দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি ত' তাহাদের করুণা হইল না। অহো! ইহা দেখিয়াও আমার লজ্জা হয় না, বিরতির উদয় হয় না। আর না! আর না!! হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এখন মনিববেশী ঐসকল (মায়াবাদ-গুরু ও ফলভোগবাদ-গুরু) রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া—মায়ার চাকরী ছাড়িয়া তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

অনেক সময় আমরা ভাবিতে পারি, কেন শ্রীরূপ-সনাতন যেমন চাকরী পরিত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে অনেকে ব্যবসায়, চাকরী প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়াছেন! যেমন শ্রীমুরারিগুপ্ত কবিরাজী, গোপীনাথ পট্টনায়কাদি রাজসরকারে কার্য্য করিতেন, মহাপ্রভু ত' তাহাদিগকে আদর করিয়াছেন! হে মনোধর্ম্মিজীব! তোমার বুদ্ধির পরিসর, তোমার দর্শন খুব সীমাবদ্ধ, তাহা জান? তুমি আসল জিনিষটা বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের খোসা দেখিয়া অনুকরণিক হইয়া পড়িলে ভীষণ অপরাধ ও তোমার সর্ব্বনাশ কুড়াইয়া লইবে। অধিক প্রমাণের আবশ্যক হইবে না, তুমি বাহ্যে সমস্ত ছাড়িয়া—নিয়ত সাধু-গুরুসঙ্গে বাসের কপট অভিনয় করিয়াও কৃষ্ণের চাকরীতে মনঃসংযোগ করিতে পার না—মায়ার একটুকু প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পড়; দেখ, তোমার বুকে হাত দিয়া বল, তুমি কতটুকু কৃষ্ণসেবা করিতেছ; আর দেখ, যাঁহারা মুক্ত—যাঁহারা তেজীয়ান্—যাঁহারা সমর্থ—যাঁহারা সুবুদ্ধি—সুচতুর, তাঁহারা বাহ্যে চাকরী বা গৃহস্থধর্ম্ম-যাজনের অভিনয় করিয়াও শতকরা শত-পরিমাণ কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, গুরু-কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিতেছেন, নিজে কৃষ্ণ-সেবায় পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবকুলকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতেছেন। তোমার চক্ষে ইতর সাধারণের ন্যায় যাহা চাকরী বা ব্যবসায়, তাহা ভজনকুশলের নিকট কৃষ্ণসেবায়ই পর্য্যবসিত। তাঁহারা তোমার ন্যায় ফল্গুত্যাগী বা ভোগী নহেন। তাঁহারা এমন ওস্তাদ—সাপ লইয়া খেলা করিতে জানেন; কিন্তু তুমি তাহা অনুকরণ করিতে গেলে মায়ার চাকরীতে আরও অধিকতর ফাঁসিয়া পড়িবে। তোমার জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

অনাদি করম ফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্ম ধুলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদ আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

তুমি তোমার নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণের চাকরী কর; নিজে নিজে ফল্গুত্যাগী বা ভোগী সাজিতে যাইও না। নিজে যাহা করিতে যাইবে, তোমার বিচারে তাহা যতই ভাল বা মন্দ হউক, সেই বিচার ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা কোন দিন তোমাকে মায়ার গোলামী হইতে ছুটি দিবে না। যদি মঙ্গল চাও, তবে শোন,—

সাধু শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

সন্ন্যাসী

দ্বিতীয় সর্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৫ পৃষ্ঠার পর)

(১)

ঐ যে সন্ন্যাসী মোর তরিয়া সাগর,
এতদিনে আসিয়াছে স্বদেশ-ভিতর,
দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর মনোহর তীরে
দেখিছে বঙ্গের শোভা চারিদিকে ফিরে !
আনন্দে তাহার চিত্ত নাহি হয় স্থির,
কোথায় যাইতে হবে নাহি জানে ধীর ;
কত মিষ্ট নিজদেশ বহুদিন পরে
লাগিলা তাহার মনে, ভাবহ অন্তরে
ভাবুক পাঠকবর্গ। বর্ণিতে সে-ভাব,
চিত্রকর-তুলি সদা ক্ষমতা অভাব ;
কবির লেখনী মাত্র জানাইতে পারে
কিছু সেই ভাব-আভা, তবুও আমারে
ক্ষুদ্র কবি বলি' বাণী না দিলা আমায়
সে-গুণ সরল অতি ; তাই সে তোমায়
সাধিহে পাঠকবর ! সরল-অন্তরে
মানস-দর্পণে আনি' সে ভাব-সুন্দরে
দেখাহ প্রতিভা তার, জানিবে তখন
কি আনন্দে মত্ত ছিল সন্ন্যাসীর মন !
পায় কি সে সুখ কভু যেই অভাজন
কখন না করিলেক তীর্থ পর্য্যটন ?
কিছুকাল সে-সন্ন্যাসী রহিয়া তথায়,
যাইতে করিলা ইচ্ছা হিমাদ্রি যথায় ;

হিমাবৃত মুকুটেতে ভূষিত সতত
শাসিতেছে রাজবৎ ক্ষুদ্রাচল যত।
অন্তরে ঈশ্বর জানি' ভয় নাহি মনে,
চলিতেছে ন্যাসীবর তীর্থ পর্য্যটনে॥

(২)

কতদিনে নাহি জানি, দেখিলা সন্ন্যাসী—
সম্মুখে শোভিছে পুরী-মনোহর কাশী !
যে পুরী শিবের রাজ্য। ত্যজিয়া কৈলাস
উমাপতি সদা যথা করিছেন বাস
নিস্তারিতে নরগণে; বিহীন উপায়
যে-সকল অভাজন, যাইয়া তথায়
লভিছে অপার সুখ; অন্নদা আপনি
যাচিছে সতত অন্ন—হরের রমণী!
শোভিছে বৃহৎকায় অট্টালিকারাজি,
দুর্গ যেন শোভিতেছে অদূরে বিরাজি'।
সু-মানমন্দির দৃষ্ট হইলা তখন,
যাহে জ্ঞানিগণ দেখে গৃহ-তারাগণ
শোভিতেছে কিবা আহা! আর্য্য-অহঙ্কার—
আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তা নাহি পারে আর
প্রকাশিতে জ্ঞানগর্ব্ব, দেখিলে নয়নে
সে-মানমন্দির-শোভা; যাহা দরশনে
উলিয়াম * মহামতি ভক্তি করিবারে
শিখিলা হিন্দুর প্রতি, না মানি' কাহারে।
কেন হে পশ্চিমবাসী, এ আর্য্য-জাতিরে
এখনো ভাবিছ নীচ; গঙ্গা-নদীতীরে

* Sir William Jones.

কত যে শোভিছে কীর্ত্তি, করিছে প্রকাশ
ভারতবাসীর যশ! না করে বিশ্বাস
তাহা আধুনিক লোকে! কি বলিব হায়!
সেদিন আইলা যারা অসভ্যের প্রায়
ত্যজিয়া কানন ঘোর, তারাও না মানে
এ বিপুল যশ, আহা! মত্ত মধুপানে!
ত্যজিয়া সে মিথ্যা গর্ব্ব সকলে এখন,
গাও হে সে আর্য্য-যশ করি' এক মন;
যদিও হ'য়েছে তব জ্ঞানের উদয়
গাইতে জ্যেষ্ঠের যশ লজ্জা নাহি হয়,
তবে কেন বালকের মিথ্যা অহঙ্কারে
না মানিবে গুরুজনে তবু বারে বারে??

(৩)

ত্যজি' পুরী-বারাণসী সন্ন্যাসী তখন,
কতদিনে উত্তরিলা অযোধ্যা-ভুবন।
অপূর্ব্ব সে পুরী আহা! দেখিলে নয়নে
রঘুবংশ-কীর্ত্তি পড়ে পথিকের মনে।
বহিছে সরযু-নদী সত্বর-গমনে
গাহিয়া রঘুর কীর্ত্তি বাল্মিকীর সনে;
যে-নদী-তটেতে বসি' প্রকৃতি-সুন্দরী,
কাঁদিতেছে অবিরত ধৈর্য্য নাহি ধরি'
শ্রীরামের তরে হায়! তাই সে তটিনী—
সে রামার অশ্রুনীরে সদা পাগলিনী
ধাইছে অধীর গতি, সহিতে না পারি
সে-দেবীর মনোদুঃখ, — নয়নের বারি!!

(৪)

সম্মুখে দেখিলা ন্যাসী দুর্গ মনোহর,
শোভিতেছে যেন এক প্রকাণ্ড ভূধর!

যথায় লক্ষ্মণ বীর করিতেন বাস,
এবে হইয়াছে তাহা যবন-নিবাস!
অদ্যাবধি লক্ষ্মণের সুপ্রসিদ্ধ নামে,
সে-স্থান নিবাসিগণ ডাকে সেই ধামে।
মনুষ্য মরিলে তবু নাম নাহি মরে,
কীর্ত্তি যদি থাকে তার পৃথিবী-ভিতরে।
কেনার এ পুরী আজি দেখি রুদ্ধদ্বার,
পবন আনিছে মাত্র শব্দ মার মার?
কোলাহল ঘোরতর পুরীর ভিতরে—
নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ঝন ঝন স্বরে
বোধিছে পথিক-কর্ণ; দুর্গোপরে বসি'
কেন ঐ বীরবর শানিতেছে অসি?
ক্ষণেকে ক্ষণেকে দেখে দূরে কেবা যায়,
কি কারণে, মুষালোভী বিড়ালের প্রায়
ক্ষণেকে ক্ষণেকে শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি
উঠিছে গগনে ঘোর, ক্ষণেকে অমনি
নিস্তব্ধ হ'য়েছে ধরা; কেনরে এমন
বিষম জঞ্জাল আজি করিরে দর্শন!!

(৫)

দুর্গের সম্মুখে দেখ বীর অগণন,
নাশিতে দেশের শান্তি করেছে মিলন
শিবির স্থাপিয়া তথা; পেতেছে কামান
ভাঙ্গিতে এ দুর্গবরে করিয়া সন্ধান;
অগণ্য প্রহরীগণ দুর্গেরে ঘেরিয়া
সঘনে আসিছে সবে ফিরিয়া ফিরিয়া,
শোভে হাতে অগ্নি-অস্ত্র আহা মরি মরি!
রক্ষপুরী ঘেরে যেন রামের প্রহরী!

শিবির ভিতরে সবে, আনন্দ-অন্তরে
মারিবে সে দুর্গ কালি, আছে মনে ক'রে ॥

(৬)

আনিয়াছে কেবা এই বিদ্রোহী সেনানী
মারিতে এ দুর্গবরে, এখনো না জানি !
কেবা এ দুর্গেতে আছে রুদ্ধ করি' দ্বার,
দেখিতেছে চতুর্দ্দিকে দুঃখ পারাবার ?
কি ভাগ্য ঘটিবে সবে জানিবার তরে
রহিলা সন্ন্যাসী তথা নির্ভয়-অন্তরে ;
রাজ্যহেতু দুই পক্ষে হইতেছে রণ,
সন্ন্যাসী ডরিবে তাহে কিসের কারণ ??

(৭)

ছয়শত রণ-প্রিয় পদাতিক যোধ
রক্ষিতেছে দুর্গবরে করি' দ্বার রোধ ;
অবলা কামিনী আর শিশু কয়জন
সে-দুর্গ-ভিতরে আসি' লয়েছে শরণ ;
তাই সে 'ইঙ্গলী' নামে সেনাপতিবর
রহিলা সসৈন্যে সেই দুর্গের ভিতর ;
না পারিলা বাহিরিতে ! তাই সে বাঁচিল
বিদ্রোহী পামরবর্গ, সম্মুখে রহিলা
জীবিত কয়েকদিন ; তা না হ'লে হায়,
সে বীরের হাতে পড়ি' লুটিত ধূলায়
বিদ্রোহী পামরগণ কতদিন আগে !
আইলা সে দুষ্ট যবে দুর্গ-বহির্ভাগে !!

(৮)

আইলা দুর্ম্মতি নানা বিদ্রোহী-প্রধান
লইয়া অসংখ্য যোধ করিতে সন্ধান ।

সকলেরে আদেশিলা সে দুর্গের পতি
আনিতে অসংখ্য গোলা, অতি দুষ্টমতি !
একে চায়, আরে পায়, প্রভুর আদেশে
ধাইলা সমরী সব পরি' নিজবেশে,
হানিলা কামান-গোলা দুম্ দুম্ স্বরে,
মারিলা বন্দুক-গুলি দুর্গের উপরে ;
তুরঙ্গে উঠিয়া কত হইলা বাহির
চলিলা হ্রেষিয়া বাজি গমন অধীর ;
বাহিরিলা পদাতিক অসি-চর্ম্ম করে,
বাহিরায় ফণী যেন ত্যজিয়া বিবরে,
ধরি' ফণা ক্রোধভরে, নাশিতে সে-জনে
ছত্র ধরি' যায় যেই তাহার সদনে।
একবারে সৈন্যগণ করে আক্রমণ
চতুর্দ্দিকে সেই দুর্গ ; ভয়েতে তখন
কাঁপিলা সন্ন্যাসীবর শুনি রণ-শব্দ,
অমনি তাঁহার কর্ণে লাগিলেক স্তব্ধ !!

(৯)

চমকি' উঠিলা তবে দুর্গবাসীগণ,
স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ল'য়ে দাঁড়ায় তখন—
যে যার আপন স্থানে। সেনাপতিবর
উঠিলেন দেখিবারে প্রাচীর-উপর,
দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য ভাবিলা অন্তরে,
কিরূপে রক্ষিবে এবে সেই দুর্গবরে ;
বারেক ভাবিলা বীর ল'য়ে সৈন্যদল,
বাহির হইয়া জ্বালাইব যুদ্ধানল ;
আবার মনেতে ভাবে,—কিরূপে এখন
এত অল্প সৈন্য ল'য়ে আরম্ভিব রণ ?
সাত পাঁচ ভাবি' তবে করিলেন স্থির,—
দুর্গ ছাড়ি' এই কালে না হ'ব বাহির।
বাজাইলা রণবাদ্য করিতে উল্লাস
আপনার সৈন্যগণ, বিপক্ষের ত্রাস !
দাঁড়াইলা বীরগণ শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে,
দুর্গের প্রাচীরোপরি নিজ-অস্ত্র ল'য়ে !

ডাকিয়া বলিলা তবে সেনাপতিবর,—
রাখ, এই দুর্গে আজি না করি সমর
ঘোরতর ; দেখ, যেন বিপক্ষের দল
আমাদের বদ্ধ দেখি' জানিয়া সবল
নিজ সৈন্য না লঙ্ঘে এ প্রাচীর বিস্তার,
সতর্কে রহিলে সবে পাইবে নিস্তার ॥

(১০)

এই যে বিপক্ষ এক বিবিধ কৌশলে
পেয়েছে প্রাচীর-মাথা, উঠি' বাহুবলে
ডাকিতেছে দাড়ি নাড়ি' নিজ দলবল,
উঠিয়া সে স্থানে তারে করিতে সবল
বিপক্ষের বিপক্ষেতে। "গেল বুঝি হায়,
এ দুর্গ সুন্দর !"—বলি সবে তথা ধায় ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৯ পৃষ্ঠার পর)

কন্যাকুমারী দর্শন

স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সাতিশয় আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব এস্থলে বহুক্ষণ "মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কি এবং অন্যান্য তথাকথিত ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের কর্ম্মধারার পার্থক্য" কি, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় আলোড়িত করেন। ধর্ম্মীয় চিন্তাস্রোত বাদ দিয়া কেবল প্রাকৃত জনহিতকর কাজ অর্থাৎ স্কুল, হাসপাতাল স্থাপন ও বন্যা-দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা করিলেই সেবা হয় এবং তাহাকেই সাধনভক্তি বলে।

আমি ও কতিপয় সহযাত্রী সমুদ্রে স্নান করিয়া বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতরাজ-দুহিতা কুমারী দেবীকে দর্শন করিলাম। এখানে পুরুষযাত্রীদের গায়ের পোষাক খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মূর্ত্তিটীকে নবমবর্ষীয়া কন্যার মতই দেখায়, গঠন-ভঙ্গীও অপূর্ব্ব। তবে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, বাণাসুর দেবতাগণের উপর অত্যাচার

করাতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া দেবীপার্ব্বতীকে অসুর বধের জন্য অনুরোধ করিলেন। বাণ পুরুষ-দেবতার অবধ্য ছিল। দেবী নবমবর্ষীয়া কুমারীরূপে আবির্ভূতা হইয়া বাণাসুরকে বধ করেন। বাণাসুরের মৃত্যুকালীন প্রার্থনায় কুমারীদেবী বাণতীর্থ নামক গঙ্গাস্নানের সমতুল্য একটি তীর্থঘাট (বাণতীর্থ) স্থাপন করেন। কুমারীদেবীর মহাদেবের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ব্বাসা ঋষির চক্রান্তে বিবাহের লগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় কুমারীর আর বিবাহ হইল না। তিনি কুমারীই রহিয়া গেলেন। সেইজন্য মন্দির অভ্যন্তরে কোন শিবলিঙ্গ নাই। এই কুমারীরই মহাদেবের সহিত মাদুরাতে বিবাহ হয় এবং ইনি 'মীনাক্ষী' নাম গ্রহণ করেন।

বহুযাত্রী এখানে আসিয়া "কুমারী পূজা" করেন। ইনি সাক্ষাৎ গোপী বা বৈষ্ণবী। সেইজন্য বৈষ্ণবগণ কুমারীদেবীকে বিশেষ সম্মান করেন। এইস্থানের দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুলোক এখানে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানকার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত বিশেষ দর্শনীয়। আমরা পুনরায় ৫—৪০ মিঃ সময় যাত্রা করিলাম এবং রাত্র ৮ ঘটিকার সময় ত্রিরুনেলভেলীতে পৌঁছিয়া এখানেই রাত্রি যাপন করিলাম।

তিরুনেলভেলী হইতে শ্রীরঙ্গম্

রবিবার সারাদিন বিশ্রাম করিয়া বৈকাল তিন ঘটিকার সময় রওয়ানা হইয়া রাত্র ১২টার সময় ত্রিচিনোপলি জংসনে পৌঁছিলাম। রাত্রে প্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিলাম। একটু রাত্র থাকিতেই উঠিয়া অন্য গাড়ীতে করিয়া শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ১ ঘণ্টার মধ্যেই তথায় পৌঁছিলাম।

শ্রীরঙ্গম্ দর্শন

শ্রীরঙ্গম্ রেল ষ্টেশন হইতে সংকীর্ত্তনমুখে আমরা মন্দিরের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। তখনও সহরবাসীদের ঘুমের নেশা কাটে নাই। খুব জোরে প্রভাতীকীর্ত্তন ও খোল-করতালের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ ঘুমের ঘোরে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া আমাদিগকে হর্ষধ্বনির দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। আমরা দূর হইতেই প্রথম গোপুরম্ দেখিলাম। এখান হইতে রঙ্গনাথজীর মন্দির প্রায় এক ফার্লং দূরে। রাস্তার দুইধারে সারি সারি রকমারী দোকান রহিয়াছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পার হইয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির খুবই বৃহৎ। শ্রীরঙ্গনাথজীর বিগ্রহ স্বয়ং নারায়ণ—ইনি শেষশায়ী বিষ্ণু। আকারে

ও উচ্চতায় সুবৃহৎ। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকোষ্ঠে বিশাল গরুড়মূর্ত্তি দেখিলাম। এই শ্রীরঙ্গমে শ্রীমন্মহাপ্রভু চারিমাস কাল কাটাইয়াছেন।

এখান হইতে আমরা এক মাইল দূরে কাবেরী নদীতে গিয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিলাম। আমরা যখন দক্ষিণভারত পরিক্রমা করি, তখন রীতিমত বর্ষাকাল। বর্ষাকালীন নদীর বেগ প্রবল হয়। কাবেরী নদীর স্রোতও প্রবল দেখিলাম। নদীর অপর পারে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর একটি সুউচ্চ মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদের সময়াভাবে উক্ত মন্দির দর্শনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যাত্রী সকল যথারীতি তীর্থবারি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এখান হইতে পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরঙ্গনাথজী সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন—এক সময়ে চারিজন ডাকাত রাজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া শ্রীভগবানের এই সুউচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। চুরি করিয়া বিষ্ণুপূজা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ভগবান তাহাদের এই সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং ডাকাতদের মৃত্যুর পরে শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করিবার অধিকার ছিলেন। এখানে শাস্ত্রের বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, মানবজাতি যাহা কিছুই আয় করুক না কেন, তাহা যদি বিষ্ণু সেবায় নিযুক্ত না করা হয়, তবে তাহার সব ধনই চুরির পর্য্যায়ে পড়ে। আর অসদুপায়ে উপার্জ্জিত ধনও যদি শ্রীবিষ্ণু বা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবে তদ্দ্বারাও ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥"

তদনন্তর আমরা শ্রীরামানুজচার্য্যের সমাধি-মন্দির ও দ্বাদশ আলোয়ারের সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া ট্রেনযোগে বেলা ১২টার সময় ত্রিচিনোপলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ভারতের সমস্ত মন্দিরই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। কলিযুগে যে শ্রীনামকীর্ত্তন ভজনই প্রধান, তাহা এতদঞ্চলে বিশদভাবে পরিলক্ষিত হয় না; অর্চ্চনকেই ইঁহারা প্রাধান্য দিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(১২।৩।৫২)

মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করিবার পর আমরা বিশ্রাম করিলাম। অদ্য হইতেই দামোদর ব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হইল।

ত্রিচিনোপলি হইতে কাঞ্চীভরম্

ত্রিচিনোপলি হইতে বৈকাল ৫ ঘটিকায় যাত্রা করিলাম। সারারাত্রি গাড়ী চলিবার পর পরদিবস মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১—৩০ মিঃ সময় চিংলিপুটে পৌঁছিলাম। এখানে পৌঁছিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত যাত্রীর রন্ধন ও প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ অসাধ্য সাধন করিলেন। যাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণ সমিতির ব্রহ্মচারীদের এই অপূর্ব্ব সেবাকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমিও হতবাক হইয়া গেলাম। ভাবিলাম—শ্রীভগবানের ও সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে হইলে, এইভাবেই সেবাব্রতীর মনোভাব লইয়া সেবা করিতে হয়। এদৃশ্য চাক্ষুষ দর্শন না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। হরিগুরু সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তদের পক্ষে অসাধ্যসাধন স্বাভাবিক ঘটনা। এখান হইতে বৈকাল ৩—৩০ মিঃ সময় পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া একঘণ্টা পরে আমরা কাঞ্চীভরমে উপস্থিত হইলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চী-দর্শন

সন্ধ্যার দিকে শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ লইয়া আমি ও কতিপয় ব্রহ্মচারী ৮।১০ জন যাত্রীসহ বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে বাহির হইলাম। ষ্টেশন হইতে বিষ্ণুকাঞ্চী প্রায় তিনমাইল দূরে অবস্থিত। প্রকাণ্ড পুরী, গোপুরম্ সুউচ্চ। দূর হইতেই গোপুরম্ দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হয়। এখানে দর্শনীয় অনেকস্থান থাকিলেও তিনটি প্রধান,—শ্রীনৃসিংহ, লক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণু। আমরা প্রথমেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং পরে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। দোতলাতে শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব দর্শন। ভক্ত-বৃন্দেরও প্রচুর ভীড়। অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া সুদর্শন মন্দিরের প্রবেশ করিলাম। মন্দির-সংলগ্ন অনন্ত সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। বিষ্ণুকাঞ্চীতে বহুমন্দির আছে। সন্ধ্যার পরেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া যায়। এইস্থানের ব্রাহ্মণগণ রামানুজীয় শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তাঁহারা বিশেষ সম্মান করেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

নবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ

(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে** উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ৯ই চৈত্র ১৩৭০, ২৩শে মার্চ্চ ১৯৬৪ সোমবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিরতণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৫ই পৌষ ১৩৭০ ; ইং ২১।১২।৬৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপাক্লেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংস স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৯ই চৈত্র, সোমবার— ১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিগঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেবপল্লী** (**মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা**) ;

২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার— ৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবানাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং

৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১১ই চৈত্র, বুধবার— ৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)— জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ১৩ই চৈত্র, শুক্রবার — ৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে **মধ্যাহ্ন ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে** নবদ্বীপ-সহরস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।**

৬। ১৪ই চৈত্র, শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ১৫ই চৈত্র, রবিবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)